প্রতিমূর্ত্তি সহিত

পারস্যোপন্যাস।

অর্থাৎ

ফরোখনাজ

রাজতনয়ার বিবিধ উপন্যাস শ্রবণ।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ।

ইংরাজী পরসিয়ান টেল্স নামক গ্রন্থ হইতে

সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

জেনারল প্রিণ্টিং প্রেসে মুদ্রিত।

১৪১নং চিৎপুররোড্।

ইং ১৮৮২ সাল।

বিজ্ঞাপন।

ওমূর্ত্তি সহিত পারস্যোপন্যাস নামক গ্রন্থ খানি মুদ্রিত ও
.রত হইল। প্রথমতঃ এই গ্রন্থ খানি পারস্য ভাষায় প্রকাশিত হয়।
ৎপরে ইহার উপন্যাস গুলির মনোহারিতা ও চমৎকারিতা দর্শনে
পারস্য ভাষাজ্ঞ কতিপয় ইংরাজ মহোদয় এই গ্রন্থ খানি পরসিয়ান
টেল্‌স নামে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু অস্মদ্দেশীয়
সাধারণ জনগণের পক্ষে ইংরাজী ভাষা পাঠ করা এবং তৎপাঠে তাহার
সমস্ত ভাব অবগত হওয়া বড় সহজ নহে, এই বিবেচনায় কতিপয়
সুশিক্ষিত বঙ্গদেশবাসী ঐ ইংরাজী পরসিয়ান টেল্‌স নামক গ্রন্থ
খানিকে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন, কিন্তু তাহাতে উক্ত পর-
সিয়ান টেল্‌স নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের সমস্ত গল্পগুলি একেবারে
পরিত্যক্ত এবং প্রথম খণ্ডের কতিপয় গল্পের সারাংশমাত্র গৃহীত
হইয়াছে, সুতরাং ইংরাজী ভাষায় উক্ত গ্রন্থ খানি পাঠ করিলে যে
প্রকার মনস্তুষ্টি জন্মিয়া থাকে পূর্ব্ব প্রচারিত ঐ বাঙ্গালা গ্রন্থ গুলিতে
সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া যাহাতে ঐ চির আদরণীয়
গ্রন্থ খানি বঙ্গদেশ বাসি-গণের হৃদয়ানন্দদায়ী হইতে পারে, এই অভি-
প্রায়ে বহু ক্লেশ এবং ব্যয় স্বীকারকরতঃ কতিপয় কৃতবিদ্য মহোদয় দ্বা
জন ওয়াকর এবং জন হ্যারিসের ইংরাজী পরসিয়ান টেল্‌স নামক
হইতে এই পারস্যোপন্যাস নামক পুস্তক খানি সরল বঙ্গ
অনুবাদ করাইয়া ইহার স্থানে স্থানে প্রায় পঞ্চাশ খানি প্রতিমূ
বেশপূর্ব্বক লোকসমাজে প্রচারিত করিলাম।

এই সমস্ত কারণ বশতঃ, পূর্ব্ব প্রকাশিত পারস্য উপন্যা
গ্রন্থ খানি অপেক্ষা ইহার কলেবরও প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হই
ক্রেতৃগণের সুবিধার্থ ইহার মূল্য তদনুযায়িক বৃদ্ধি করা হইল না।

এক্ষণে গুণজ্ঞ পাঠক মহাশয়দিগের নিকট বিনীত ভাবে
এই যে তাঁহারা অনুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক মৎপ্রকাশিত প্রতি
আরব্যোপন্যাসের ন্যায় ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই
শ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি।

জেনারল লাইব্রারি
১১৫নং চিৎপুর রোড্‌
কলিকাতা।

শ্রীবেণীমাধব ভট্ট

সূচিপত্র।

প্রকরণ — পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

পারস্যোপন্যাস।

কাশ্মীর [illegible] এক খানি [illegible] সিংহাসন [illegible]।

উপক্রমণিকা।

পুরাণগ্রন্থে যাহা জম্বুদ্বীপ নামে উল্লিখিত হইয়াছে
খ্যাত ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে স্বাধীন কাশ্মী
পূর্ব্বকালে ঐ সুবিখ্যাত মনোহর রাজ্যে মুসল
নামে এক মহাপরাক্রমশালী বাদসাহ ছিলে
প্রজাপালন-প্রণালী সম
াদি

অঙ্কুরিত হইবামাত্র বিলীন হইত। তাঁহার এক পুত্র ও এক
।। পুত্রের নাম ফথরমাজ; তিনি সর্ব্ব সদ্‌গুণ সম্পন্ন বীরো
,তৃতুল্য ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। তিনি ইংরাজী. ফরাশী, জর্ম্ম্যান, গ্রীক,
ক প্রভৃতি নানাদেশীয় ভাষায় সাতিশয় পারদর্শিতা লাভ করিয়া
ীয় রাজ্যশাসন, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, সামাজিক পদ্ধতি
দ্ধকৌশল দর্শন ও শিক্ষা মানসে পিতৃ-আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক আরবদেশ
ভ্রমণানন্তর একদা ইউরোপ রাজ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন।
রাজদুহিতার নাম ফরোখনাজ; তিনিও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় বিবিধ
ধায় সুশিক্ষিতা ছিলেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে অলোকসামান্য রূপ-
।বনসম্পন্না সমবয়স্কা পরিচারিকামণ্ডল সমভিব্যাহারে ও দুই তিন
ত রক্ষী পরিবেষ্টিতা হইয়া অশ্বারোহণে রাজ্যপ্রান্তভাগস্থ উপবনে
গয়া করিতে যাইতেন। সাহাজাদীর অসামান্য রূপের কথা আবাল
দ্ধ সকলেই শুনিয়াছিল, এজন্য তিনি নানাবিধালঙ্কার-বিভূষিতা শত
রূপবতী পরিচারিকা বেষ্টিতা হইলেও, বস্ত্রাবৃত অনলের ন্যায় তাঁহার
লৌকিক রূপপ্রভা দর্শকবৃন্দকে বিমোহিত করিত। যে কেহ একবার
হার সেই অসামান্য রূপরাশি সন্দর্শন করিত স্মর-শরে জর্জ্জরিত
। তাহার হিতাহিত জ্ঞান সেই মুহূর্ত্ত হইতেই অন্তর্হিত হইত। তিনি
উপবনবিহারার্থ বহির্গত হইতেন, তখন রাজবর্ত্মে এতাদৃশ অভেদ্য
হইত যে, রক্ষিগণ কোষ-নিষ্কাশিত অসি হস্তেও তন্মধ্য দিয়া
ক্লেশে গতিবিধি করিতে পারিত না, এই জন্য সাহসুতার মৃগয়া-যাত্রা
লক্ষে, রক্ষিহস্তে অনেকে নিধন প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বাদসাহ
্যপরি এই প্রকারে রক্ষিহস্তে প্রজাপুঞ্জের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া
মৃগয়া যাত্রা হইতে নিরস্তা হইতে অনুজ্ঞা করিলেন। সাহা-
২ অগত্যা পিতার কঠিন আজ্ঞার বশবর্ত্তিনী হইতে হইল।
পর্য্যন্ত পুরুষের অধীনতার পরিণাম ফল-স্বরূপ যে তাঁহাকে
বাস হইতে বঞ্চিতা হইতে হইল এই জন্য পুরুষদিগকে
ন তাঁহার মনে এক প্রকার প্রগাঢ় বিদ্বেষভাব অঙ্কু-
ষজাতিকে নানা দোষে দোষী দেখিতে লাগিলেন।
অবিশ্রান্ত উক্ত ভাব পরিচালন করাতে, তিনি
যেন নিয়মিতকালে সঙ্গি
িয়া

হসা তাঁহার নেত্রপথে একটী সুলক্ষণাক্রান্ত মৃগ পতিত হইল
ও কিছুমাত্র না বলিয়া অশ্বপৃষ্ঠে বেত্রাঘাতপূর্ব্বক ঐ মৃগের অনুসরণ
। হরিণ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া সমস্ত প্রতিবন্ধক উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক
লাগিল, কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যেই ব্যাধ বিস্তীর্ণ একটী অলক্ষিত জাল
গ্রন্থিমধ্যে জড়িত হইয়া বন্দী হইল। মৃগ জালোন্মুক্ত হইবার জন্য যত আয়াস
করিল, মুক্তিলাভ করা দূরে থাক্, বরং ক্রমে পূর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তর বন্ধনে
যত হইল। মৃগের এতাদৃশ অভাবনীয় বিপদে তিনি যেন অব্যবস্থিতচিত্তে
তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় সজলনয়না
চঞ্চলচিত্তা কুরঙ্গিণী ক্ষিপ্তার ন্যায় স্বামী অন্বেষণে একবারে প্রাণভয় বিসর্জ্জন
দিয়া উক্ত স্থলে উপস্থিত হইল এবং চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল যে,
স্বামী জালবদ্ধ হইয়া মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে, হয় ত ক্ষণকাল মধ্যেই
নিষ্ঠুরান্তঃকরণ ব্যাধগণ আসিয়া তাহার প্রাণবধ করিবে। তদ্দর্শনে
প্রথমে কুরঙ্গিণী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল ও হৃদয় বিদারক আর্ত্ত
নাদে উপবন প্রতিধ্বনিত করিল। অতঃপর পদখুর ও দন্তাগ্রে স্বামী
ন বিমোচন করিয়া মহানন্দে উভয়ে নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ ক
তাহার চক্ষুর অগোচর হইল। তিনি এতাবৎকাল একাগ্রচিত্তে পতিপ
কুরঙ্গিণীর স্বামীর উদ্ধারার্থে আয়াসাতিশয় দেখিতেছিলেন, কিন্ত
উভয়েই তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তখন তিনি সচকিতভাবে চতু
দর্শন করিয়া যেখানে সঙ্গিনীগণকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে
ধীরে ধীরে অন্যমনে সেই স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল
রূপ যাইতেছেন এমন সময়ে সহসা একটী ভীষণ আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে
হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করত চতুর্দ্দিক
করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, যে একটী কুরঙ্গিণী লতা জালে
হইয়া চীৎকার করিতেছে। এমন সময় শব্দানুধাবন পূর্ব্বক তাহার স্ব
স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু তাহাকে বন্ধনমুক্ত করা দূরে
সে স্বীয় প্রাণভয়ে সে স্থান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল
রাজদুহিতা স্বয়ং যেমন কুরঙ্গিণীর বন্ধন মোচনার্থ অগ্রসর
অমনি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

সেই রজনীতেই সাহাজাদী মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক
খন জীবনসত্ত্বে পুরুষের কপট প্রণয়ের ব
র্ব্বক বলিতেছি যে, ঘৃণা, লজ্জা ও মমতা

রাজদুহিতা সজলনয়নে পিতৃ সন্নিধানে আপন মনোগত ভাব প্রকাশ করিতেছেন।
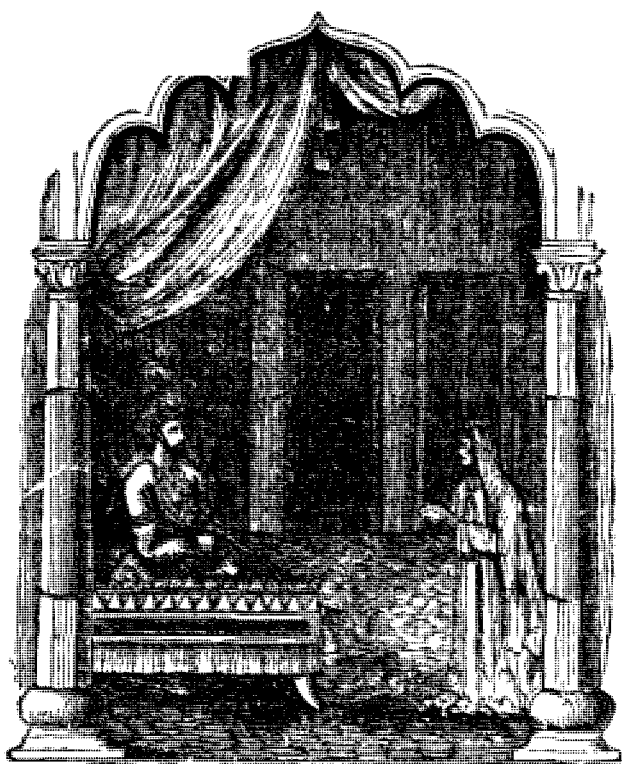
জদুহিতা নিশীথ সময়ে গৃহ মধ্যে একাকিনী মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করি
সুতরাং ইহা কেহই জানিতে পারিল না। ক্রমে বিদেশীয় রাজগণ রাজ-
ব রূপের কথা শুনিয়া পারস্য, কাবুল, বেলুচিস্থান, আরব, তুরকী প্রভৃতি
জ্য হইতে ভূপতির নিকট রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ মানসে প্রতি-
সংখ্যক পত্র লিখিতে লাগিলেন। এক দিবস বাদসাহ কাহাকে যে
দান করিবেন এই চিন্তাতেই মগ্ন আছেন, এমন সময়ে রাজবালা
কশে সজল নয়নে পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ
দণ্ডায়মানা হইলেন। তদ্দর্শনে বাদসাহ আগ্রহাতিশয় সহকারে
বশন করাইয়া তাঁহার মুখচুম্বন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি-
ন জল কেন? কি চাই বল আমি এই দণ্ডেই দিব।"
তার উৎসাহ বাক্যে প্রীত হইয়া করযোড়

মনোগত ভাব প্রকৃত রূপে বুঝিতে না পারিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "বৎসে! তজ্জন্য চিন্তা কি,রোদন করিও না; আচ্ছা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে তোমার বিনা সম্মতিতে কাহারও সহিত তোমাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিব না।" ফরোখনাজ পিতৃ প্রমুখাৎ এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে হৃষ্টচিত্তে তাঁহার চরণ বন্দনা পূর্ব্বক স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বহু দিবসের পর অদ্য তঁহার বিষণ্ন মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল,তিনি স্বগতঃ বলিতে লাগিলেন যে. "পিতা যখন আমার অসম্মতিতে কাহারও সহিত আমার বিবাহ দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন. তখন আর আমার দুঃখের কারণ কি আছে? সমস্ত দুঃখেরই অবসান হইল. আমি কাহারও সহিত পরিণয়ে সম্মতি দিব না. এবং পিতাও প্রতিজ্ঞাভঙ্গপাপে কলুষিত হইবার আশঙ্কায় আমাকে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা করিতে পারিবেন না, তাহা হইলেই আমি স্বাধীনা রহিলাম. আমাকে আর স্বার্থপর পুরুষজাতির নিকট পরাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে না। যাহা হউক, পিতা যে বিনা আপত্তিতে আমার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছেন এই আমার পরম ভাগ্য।" সাহাজাদী মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সঙ্গিনীগণ সহ হাস্য রিহাস, গীত বাদ্য প্রভৃতি ক্রীড়াকৌতুকে মহাসুখে কালাতিপাত করিতে নাগিলেন।

একদা হিরাতসাহ কাশ্মীর বাদসাহের কন্যার সহিত আপনার পুত্রের রিণয় সম্বন্ধ স্থির করণার্থ দূত প্রেরণ করিলেন। দূত সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বাদসাহকে উপঢৌকন দ্রব্যাদি অর্পণ করিল এবং পরিশেষে তাঁহার হস্তে এক খানি পত্র প্রদান পূর্ব্বক যথাস্থানে উপবিষ্ট হইল। কাশ্মীরসাহ, হিরাতসাহের পত্রের মর্ম্মাবগত হইয়া যথেষ্ট আনন্দিত হইলেন; এবং সাহাজাদের সঙ্গে দুহিতার পরিণয় হইবে ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর আনন্দের বিষয় কি আছে, ইত্যাদি নানা প্রকার বাক্য প্রয়োগানন্তর দুহিতার নিকট অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিলেন। ফরোখনাজ তৎকালে সঙ্গিনীগণ সহ পাশক্রীড়ায় রত ছিলেন। বাদসাহের সমাগম সন্দর্শনে সকলেই ব্যগ্রভাবে ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। সাহ সকলকে আশ্বস্ত করিয়া দুহিতাকে কহিলেন,"দেখ মা! হিরাতসাহ,তাঁহার সর্ব্বসদ্‌গুণমণ্ডিত শাস্ত্রবিশারদ রূপবান পুত্রের সহিত তোমার পাণিগ্রহণ সম্বন্ধ যাচ্ঞা করিয়াছেন, এ সম্বন্ধটী আমার সাতিশয় অভিমত,কারণ হিরাতসাহ, পশ্চিম দেশস্থ একজন হাপরাক্রান্ত ও ধনাঢ্য বাদসাহ, তা বৎসে! আমার ইচ্ছা, যে তুমি সাহাদের সঙ্গে পরিণীতা হইতে সম্মতি দাও।" ফরোখনাজ, পিতার বাক্য নন্তর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! হিরাতসাহাজাদ দ্বিপদ

কি চতুষ্পদ, কামদেব কি মর্কটাকৃতি, তা আমি কিছুমাত্র জ্ঞাত নহি অত-এব আমি এ বিষয়ে কি প্রকারে সম্মতা হইতে পারি? বিবাহের যোগ্য পাত্র দেখিলেই আপনাকে জ্ঞাত করিব।” সাহ এতচ্ছ্রবণে সাতিশয় ক্ষুব্ধচিত্তে সভাস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দূতকে কহিলেন, “দূত! তুমি আমার সংবাদ হিরাতসাহকে দিয়া কহিও, যে আমার দুহিতার এক্ষণে পরিণয়ে সম্মতি নাই, তিনি স্বয়ম্বরা হইতে মানস করিয়াছেন,দিন ধার্য্য হইলে তাঁহাকে আমি পত্র প্রেরণ করিব।” এতচ্ছ্রবণে দূত ক্ষুণ্ণমনে কাশ্মীর হইতে স্বদেশ যাত্রা করিল।

যদ্যাপিও সাহ, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ভয়ে দুহিতার কথাতেই হিরাতদেশীয় দূতকে এই উপায়ে দেশে প্রেরণ করিলেন, তথাপি তাঁহার বাঞ্ছিত সম্বন্ধ ভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার মনোমধ্যে নানা প্রকার দুশ্চিন্তার উদয় হইতে লাগিল, এবং পাছে তাঁহার নির্ম্মল কুলচন্দ্রে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে, এই ভয়ে ভীত হইয়া দুহিতার প্রধান ধাত্রীকে বিরলে আহ্বান করি-লেন। বৃদ্ধা, বাদসাহের নিকট করযোড়ে দণ্ডায়মানা হইয়া নতশিরে কহিল, ‘নৃপালক! আমার নিকট আপনার কি জিজ্ঞাস্য আছে, প্রকাশ কর্ বলুন, এই দণ্ডেই তাহার যথার্থ প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইবেন।” সাহ ক্ষণকা ধাত্রীর প্রতি এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “ফাতিমা! আমি এতাবৎকাল তোমাকে প্রতিপালন করিতেছি, তুমি আমার গুপ্তবিষয় যতদূর জ্ঞাত আছ, এত কেহই জানে না, আমার কন্যাপুত্র উভয়েই তোমার দ্বার পালিত, বিশেষতঃ ফরোখনাজ। তুমি যেমন তাহার মনোগত ভাব জ্ঞাত আছ, সেরূপ আর কেহই জানিতে পারে না, কারণ তুমি ক্রোড়ে করিয়া তাহাকে লালন পালন করিয়াছ। অতএব তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে ও সত্যভাবে আমার সম্মুখে বল দেখি, দুহিতা কি জন্য পরিণয়ে অসম্মতি প্রকাশ করে, অবশ্য এ বিষয়ে কোন রহস্য আছে, তাহার সন্দেহ নাই।”

ধাত্রী বাদসাহের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া নির্ভয় চিত্তে উত্তর করিল, ‘জাহা-পনা! জ্বলন্তপাবক যেমন পঙ্কিল পদার্থ সংযোগে কলঙ্কিত হইতে পারে না, সেইরূপ সাহাজাদীর নির্ম্মল চিত্তেও কখন কোন দুরভিসন্ধি স্থান পাইতে পারে না। তবে পরিণয় বিষয়ে যে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া ছেন তাহার একটী বিশেষ ভ্রান্তিমূলক কারণ আছে।” সাহ ঔৎসুক্য সহ-কারে জিজ্ঞাসা করিলেক, “ফাতিমা! তুমি আমার পুরাতন বিশ্বস্তা দাসী অতএব দুহিতার সেই ভ্রান্তিমূলক সংস্কারটী কি, আমার নিকট কীর্ত্তন ক যদ্যপি তাহার কোন উপায় থাকে, অবশ্য করা যাইবে, কারণ আম একান্ত ইচ্ছা-যে হিরাতসাহাজাদের সহিত ফরোখনাজের পরিণয়

সম্পান্ন হয়।" ধাত্রী কহিল, "জাঁহাপনা! আপনার কন্যাকে মৃগয়া হইতে নিবৃত্ত হওয়ার অনুজ্ঞাদানাবধি তিনি পুরুষের উপর সাতিশয় বিদ্বেষভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "ধাত্রীমা! বিগত রজনীতে একটী স্বপ্ন দেখিয়া অবধি পুরুষ যাতির উপর আমার অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, এবং পুরুষজাতি যে অতিশয় জঘন্য স্বপ্নেও তাহার যথার্থ প্রমাণ পাইয়াছি, অতএব আমি মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, এ জন্মে কখনই বিবাহ করিব না।" এতৎশ্রবণে আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৎসে! কেন এরূপ কথা কহিলে, সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ডে পুরুষই রমণীগণের সুখবর্দ্ধক, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে প্রেয়সীদিগকে সুখস্বচ্ছন্দে পালন করেন, এবং বিপদে রক্ষা করেন। স্বামীবিহনে কামিনীগণ যখন অনাথিনী হয়, তখন তুমি এরূপ ভ্রান্তিজনক কথা প্রকাশ করিলে কেন?" তিনি আমার বাক্য শ্রবণমাত্র মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "ধাত্রি! তুমি কি মনে কর যে, অদ্যাপি আমি পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা আছি, পুরুষে রমণীর প্রতি যে মৌখিক প্রণয় প্রকাশ করে সে সমস্তই কপটতা মাত্র, আর বিপন্নাবস্থায় যে তাঁহারা রমণীগণের সহায়তা করেন সে সমস্তই মিথ্যা. তুমি এরূপ প্রলোভন দেখাইয়া আমাকে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে বাধ্য করিতে পারিবে না।" ইহা বলিয়া তিনি আমাকে সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত সবিস্তৃত রূপে প্রকাশ করিয়া কহিলেন। কাশ্মীরাধিপতিও ধাত্রীপ্রমুখাৎ সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণচিত্তে কহিলেন, "ফাতিমা! এক্ষণে দুহিতার এরূপ ভ্রান্তিজনক সংস্কার বিনাশের উপায় কি?" ধাত্রী করপুটে কহিল, "মহারাজ! আপনি যদ্যপি আমাকে এক পক্ষ সময় দেন, তাহা হইলে আমি রাজকন্যার নিকট অশেষ প্রকার সচ্চরিত্র, রসজ্ঞ এবং প্রেমজ্ঞ পুরুষের ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার ভ্রমভঞ্জন করি, এতদ্ব্যতীত আর কোন উপায় নাই, বিশেষতঃ আপনি তাঁহার কাছে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছেন যে, তাঁহার অসম্মতিক্রমে কাহারও সঙ্গে তাঁহাকে পরিণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারিবেন না।"

বাদসাহ ধাত্রীকথিত উপায় শ্রবণে পুলকিত হইয়া কহিলেন, "ফাতিমা! তুমি যদ্যপি উক্ত উপায়ে কন্যাকে অমঙ্গলসূচক সংস্কার হইতে বিরতা করিতে পার, তাহা হইলে আমার নিকট সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক পাইবে।" ধাত্রী সহাস্যবদনে. "যে আজ্ঞা" বলিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিল। সাহও অন্যান্য কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র গমন করিলেন।

নিশাকালে সাহাজাদী যখন সঙ্গিনীগণ সহ গৃহমধ্যে হাস্যপরিহাসার্থ সমাসীনা হইলেন, তখন ধাত্রী মৃদুস্বরে বলিল, "বৎসে! আমার মনে কতক

গুলি অদ্ভুত উপন্যাসের উদয় হইয়াছে, যদ্যপি সকলে মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর, তাহা হইলে আমি একটি একটি করিয়া সকল গুলি বলি।"পরিচারিকাগণ সকলেই গল্প-প্রিয়, সুতরাং সকলেই ফাতিমাকে উপন্যাস বলিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিল। সঙ্গিনীগণের আগ্রহাতিশয় দর্শনে সাহাজাদীও কহিলেন, "ধাত্রীমা! যখন তোমার উপন্যাস শ্রবণার্থ আমার সমস্ত সঙ্গিনীগণই ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন যদ্যপি সে গুলি মনোরম হয় বল, আমিও শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিয়াছি।" ধাত্রী সাহাজাদীর মুখে এই কথা শ্রবণ মাত্র উপন্যাস বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

আবুল কাসেমের বিবরণ।

ধাত্রী কহিল, "বৎসে! এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পুরাকালে আসিয়াস্থ তুরস্কের রাজধানী বোগদাদ নামক বৃহন্নগরে কালেফ হারুণলরশীদ নামক মহাপরাক্রমশালী বলবীর্য্য ও প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন এক ভূপতি ছিলেন। প্রজাগণের উপর তাঁহার এতদূর মমতা, দয়া ও স্নেহ ছিল যে, তিনি নিশাকালে শীতের হিমানী, বরিষার ধারা ও গ্রীষ্মের প্রচণ্ড আতপতাপ তুচ্ছ করিয়াও ছদ্মবেশে নানা স্থানে সকলের সাংসারিক অবস্থা দেখিয়া বেড়াইতেন। সুতরাং বলশালী বা ধনী,হীনবল কিম্বা দরিদ্রের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারিত না, কারণ কালেফ কখন যে কি বেশে কাহার গৃহে উপস্থিত হইবেন তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না।এইরূপে বাদসাহ অনাথনাথ হইয়া অসংখ্য বৈরী দমন পূর্ব্বক বহুকাল রাজ্য করেন। কিন্তু যদিও কালেফ সর্ব্বসদ্‌গুণমণ্ডিত ছিলেন তথাপি তাঁহার ইতিবৃত্তকারেরা তাঁহাকে সাতিশয় দাম্ভিক ও আত্মপ্রশংসক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, কালেফ সর্ব্বদা দেশীয় বা বিদেশীয়ের নিকট এই বলিয়া আত্মগরিমা প্রকাশ করিতেন যে, তিনি তাঁহার নিজের ন্যায় ধনশালী, যোদ্ধা, রণদক্ষ ও প্রজাপালক নৃপতি আর ধরাতলে দেখিতে পান না। বিমলশীতল সুধাময় কিরণসম্পন্ন হইয়া নিশানাথ সকলের মনোরঞ্জন করিলেও স্বল্পাংশে কলঙ্কিত হওয়াতে যেমন তাঁহার সমস্ত সদ্‌গুণ দূষিত হইয়াছে তদ্রূপ কালেফও সমস্ত সদ্‌গুণের আধার স্বরূপ হইয়াও কেবল আত্মপ্রশংসা দোষে সকলের নিকট নিন্দাভাজন হইতে লাগিলেন। জাফর নামে কালেফের বিজ্ঞবর এক মন্ত্রী ছিলেন, তিনি স্বীয় প্রভুর যশশ্চন্দ্রে এবম্প্রকার কলঙ্ক স্পর্শ করিতে

দেখিয়া এক দিন তাঁহার নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, " মহারাজ! স্বীয় মুখে আত্মগুণ কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে নিজ গৌরব বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাক্, বরং তাহার হ্রাসই হইয়া থাকে; অতএব হে নৃপতে! আশু উহা পরিত্যাগ করুন।" মন্ত্রীর প্রমুখাৎ এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে রাজেন্দ্র সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, " রে মন্ত্রি! তুই বল্ দেখি, এই ধরাধামে আমার ন্যায় বদান্য ও ঐশ্বর্য্যশালী নরপতি আর কে আছে?" এতচ্ছ্রবণে মন্ত্রী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "মহিপতে! রাজাদিগের কথা দূরে থাকুক, আপনার রাজ্যান্তর্গত এই বসোরানগরী মধ্যেই আবুল-কাসেম নামে আপনার যে এক জন প্রজা আছেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য, দয়া ও দানশীলতা দর্শন করিলে নিঃসন্দেহ আপনার এ ভ্রম দূর হইবেক।"

এতচ্ছ্রবণে নৃপতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রুকুটি-কুটিলনেত্রে কহিলেন, " রে অর্ব্বাচীন্! তুই সিংহের নিকট শৃগালের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছিস্? আজ তোর রক্ষা নাই।" এই বলিয়া তাঁহাকে সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিলেন। সেনাপতিও সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল।

অনন্তর রাজা অন্তঃপুরে মহিষী সন্নিধানে গমন করিলেন। রাজ্ঞী তাঁহার ঈদৃশ রুক্ষভাব অবলোকনে সাতিশয় চিন্তিত হইয়া কহিলেন, "প্রাণেশ্বর! আজ আপনার এরূপ ভাবান্তর দর্শন করিতেছি কেন?" ভূপতি প্রিয়তমা মহিষীর আগ্রহাতিশয় দর্শনে তৎসন্নিধানে মন্ত্রীর সমস্ত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। বুদ্ধিমতী রাজমহিষী তত্তাবৎ শ্রবণ করিয়া বিনয় নম্রবচনে কহিলেন, " রাজন্! ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, কোন বিষয়ের যাথার্থ্য সম্যক্রূপে অবগত না হইয়া কাহারও প্রাণবধ করা কোন ক্রমে বিধেয় নহে, অতএব দূত দ্বারা অগ্রে ইহার সবিশেষ অবগত হউন, পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন।" সহধর্ম্মিণীর এবম্প্রকার সদুপদেশে নরপতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, " প্রিয়তমে! উত্তম পরামর্শ দিয়াছ, তোমার পরামর্শ মতেই কার্য্য করিব, কিন্তু লোক দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, যে হেতু মন্ত্রীর হিতানুরোধে বা অন্য কোন কারণে লোকে সত্যের অপ-লাপ করিলেও করিতে পারে, অতএব আমি স্বয়ংই বসোরায় গমন করিয়া সমুদায় অবগত হইব, এবং মন্ত্রী যাহা২ কহিয়াছে তৎসমুদায় সত্য হইলে তাহাকে উচিতমত পুরস্কার প্রদান করিব, অন্যথা তাহার প্রাণ বিনাশ করাই স্থির সঙ্কল্প জানিবে।"

নরনাথ এবম্প্রকার সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া সেই রজনীতেই অশ্বারোহণপূর্ব্বক ছদ্মবেশে বসোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, রাজ্ঞী তাঁহাকে একাকী যাইতে

পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই সে নিষেধ বাক্য শুনিলেন না।

অশ্বারোহণে রাজার বিলক্ষণ পটুতা ছিল, সুতরাং অবিশ্রান্ত অশ্ব চালনা করিয়া পর দিন অপরাহ্নে বসোরায় গিয়া উপনীত হইলেন, এবং এক পান্থশালায় আশ্রয় লইয়া তাহার অধ্যক্ষের নিকট আবুলকাসেমের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে যথাযথ সমস্ত ব্যক্ত করিল। তচ্ছ্রবণে রাজা পরম পুলকিত হইয়া তথায় পান ভোজন সমাপন করণানন্তর শয়ন করিলেন। অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রাতঃক্রিয়া সমাধান করিয়া আবুল কাসেমের ভবনোদ্দেশে বহির্গত হইলেন, এবং কিয়দ্দূর গমন করতঃ এক শিল্পকারের দোকানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি আবুলকাসেমের ভবন কোন স্থানে বলিতে পারেন?" শিল্পকার এবম্ভূত প্রশ্ন শ্রবণে বিস্মিত হইয়া কহিল, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আপনার নিবাস কোথায়? মহাত্মা আবুলকাসেমের ভবন যে ভুবন বিখ্যাত, আপনি কি তাহা জানেন না?" সম্রাট উত্তর করিলেন, "আমি এদেশবাসী নহি, সম্প্রতি এখানে আসিয়াছি; এখানকার কিছুই চিনি না, যদি অনুগ্রহ করিয়া কাহাকেও দেখাইয়া দিতে আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে পরম উপকৃত হই।" ইহা শুনিয়া সে একটী বালককে তাঁহার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিল, বালক তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গে যাইয়া আবুলকাসেমের আলয় দেখাইয়া দিল। রাজা তদীয় মনোহর সৌধসমূহ দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অনতিবিলম্বে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন অসংখ্য ভৃত্য ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওহে, আমি তোমাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহু দূর হইতে আগমন করিয়াছি; তাঁহাকে এই সংবাদটী জানাইতে পার?" সে তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি দর্শনে বুঝিতে পারিল তিনি সামান্য লোক নহেন, এই হেতু ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া প্রভুকে গিয়া সংবাদ দিল। আবুলকাসেম এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া দ্রুতপদে আগমন করিলেন এবং সমুচিত সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক ভূপালকে সঙ্গে করিয়া বিশ্রাম ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজা পালঙ্কোপরি উপবেশন করিয়া আবুলকাসেমকে কহিলেন, "মহাশয়! বহুদিন আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তির বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। আপনার যশঃসৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে আপনার ন্যায় জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তির দর্শন লাভার্থ আমি এখানে আগমন করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া আবুলকাসেম অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "ইহা আমার পরম সৌভাগ্য সন্দেহ নাই।" অনন্তর তিনি যথোচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া সম্রাটের পরিচয় জিজ্ঞাসা

করিলে, রাজেন্দ্র প্রকৃত পরিচয় প্রদান করা অন্যায়বোধে কহিলেন, "আমি এক জন পণ্যজীবী, বোগ্দাদনগরের অধিবাসী। কল্য সন্ধ্যার প্রাক্কালে এখানে আসিয়া এক পান্থশালায় অবস্থিতি করিয়াছিলাম।"

আবুলকাসেম ও তওঙ্গবনা একখানি অপূর্ব্ব সিংহাসনে উপবিষ্ট, এবং তৎসন্নিধানে বিবিধ আহার সামগ্রী ও সুগন্ধি সুরা। [illegible] দ্বাদশ জন ভৃত্য এবং পরম রূপযৌবনসম্পন্না দ্বাদশটী পরিচারিকা [illegible]।

উভয়ে এই প্রকার কথোপকথন করিতেছেন এমত সময়ে বহুবিধ মিষ্টান্ন ও সুবাসিত সুরা পরিপূর্ণ মাণময পাত্র হস্তে দ্বাদশজন পরিচারক এবং তৎপশ্চাতে বিবিধ সুস্বাদু ফল মূল ও সুগন্ধি পুষ্প পূর্ণ স্ফটিক পাত্র লইয়া দ্বাদশটী রূপযৌবনসম্পন্না পরিচারিকা তথায় উপস্থিত হইল। আবুলকাসেমের নির্দেশক্রমে সম্রাট সুরাপানানন্তর তত্তাবতের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোজন করিলেন। পরে মধ্যাহ্নকালে কাসেম নৃপতিকে অন্য এক সুশোভিত প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। তথায় স্বর্ণ ও রজত রচিত বহু সংখ্যক পাত্রে বহুবিধ উপাদেয় ভোজ্যদ্রব্য সজ্জিত ছিল, উভয়ে একত্রে ভোজনে বসিলেন। ভোজন কার্য্য সমাহিত হইলে অধিকতর সুশোভিত, অব্যাহত বায়ু সেবিত অপর এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্ব্বক সুখাসীন হইলেন। তৎপরে পরিচারক সম্মুখে সুরাপাত্র প্রদান করিল। উভয়ে তাহা পান করিয়া প্রফুল্লচিত্ত হইলে

১২ পারস্যোপন্যাস।

উজ্জ্বলরূপলাবণ্যবতী কয়েকটী যুবতী কামিনী যন্ত্রানয়নপূর্ব্বক সমীপ দেশে সুললিত গীত বাদ্য করিতে লাগিল। তচ্ছ্রবণে মোহিত হইয়া মহীপতি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "আবুলকাসেমের ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। এই ভূমণ্ডলে কোন রাজাধিরাজও ইঁহার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী নহেন। এবং এরূপ নর্ত্তকী সুরপতি ইন্দ্র ভিন্ন নরপতি মধ্যে কাহারও থাকা সম্ভবে না।"
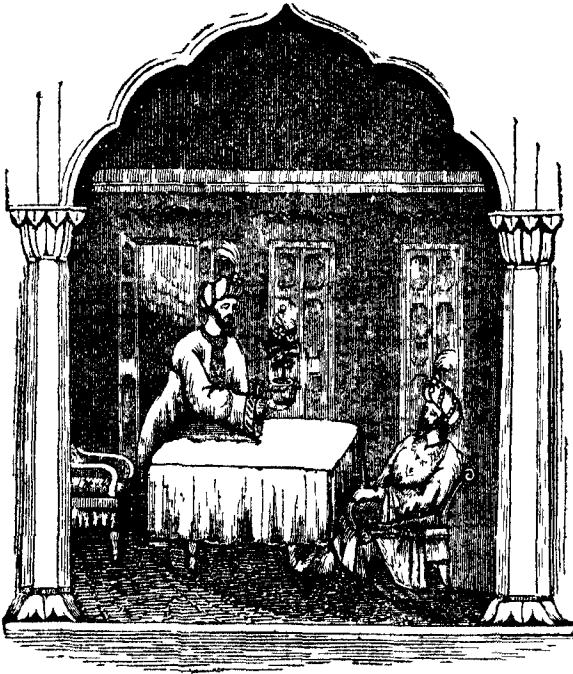
আবুলকাসেম বাম হস্তে একগাছি যষ্টি এবং দক্ষিণ হস্তে একটী অপূর্ব্ব বৃক্ষ লইয়া রাজ সন্নিধানে গমন করিতেছেন।

সম্রাট সবিস্ময়ে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে এইরূপ চিন্তা এবং বারম্বার নর্ত্তকীদের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছেন এমত সময় আবুলকাসেম একবার বহির্গমনপূর্ব্বক বামহস্তে একগাছি যষ্টি এবং দক্ষিণ হস্তে একটী অপূর্ব্ব বৃক্ষ লইয়া পুনরায় গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃক্ষটীর মূলদেশ রজতময়, শাখা প্রশাখা ও পত্র হীরকময়, ফল পুষ্প রত্নময় এবং উহার উপরিভাগে সুগন্ধি পদার্থে গঠিত একটী শোভাময় শিখী উপবিষ্ট রহিয়াছে। আবুলকাসেম সসম্ভ্রমে বৃক্ষটী নৃপতির পদ সন্নিধানে স্থাপনপূর্ব্বক যেমন সেই পূর্ব্বোক্ত যষ্টি দ্বারা শিখীটীর গাত্র স্পর্শ করিলেন, অমনি উহা নৃত্য করিতে লাগিল; নৃত্যারম্ভে তাহার শরীর বিনির্গত সুগন্ধে গৃহের চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া

উঠিল। ভূপাল এই আশ্চর্য্য বৃক্ষ ও তদুপরিস্থ শিখী সম্বন্ধে এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন, এমত সময়ে আবুলকাসেম সহসা বৃক্ষটী উঠাইয়া লইয়া গৃহ হইতে বহির্গমন করিলেন। ইহাতে রাজা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এ ব্যক্তি নিতান্ত অভদ্র. ভদ্র লোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা অবগত নহে। আর মন্ত্রী যে বলিয়াছিল আবুলকাসেমের সমান দাতা এই ভূমণ্ডলে কুত্রাপি নাই সে সমুদায়ই মিথ্যা, কারণ আমি যখন উক্ত দ্রব্য দ্বয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, তখন উহা আমাকে প্রদান না করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাওয়াতে তাঁহার দানশীলতার পরিচয় দেওয়া দূরে থাকুক, বরং কৃপণ স্বভাবেরই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।"

রাজেন্দ্র মনে মনে এবম্প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমত সময় আবুল-কাসেম মণিখচিত পরিচ্ছদ পরিহিত (সূর্য্য-সদৃশ-তেজঃপুঞ্জ) দিব্যাকৃতি একটী শিশুকে সঙ্গে করিয়া গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। শিশু সম্রাটকে বিহিত বিধানে অভিবাদন করিয়া স্বীয় হস্তস্থিত সুস্বাদু সুরাপূর্ণ মণিময় পাত্র তদীয় হস্তে প্রদান করিল, এবং সম্রাট সমুদায় সুরা পান করিয়া পাত্রটী শিশুর হস্তে প্রত্যর্পণ করিবার উদ্যম করিতেছেন ইত্যবসরে উহা স্বতঃই পূর্ব্বরূপ সুরা পরিপূর্ণ হইল। নৃপতি তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া পুনরায় সেই পাত্রস্থ সমস্ত সুরা পান করণানন্তর যেমন ঐ পাত্রটী শিশুর হস্তে প্রদান করিলেন, অমনি দেখিলেন যে উহা পুনরায় পূর্ব্ববৎ মদিরায় পরিপূর্ণ হইল। রাজা ইহা দেখিয়া এরূপ চমৎকৃত হইলেন, যে তাঁহার চিত্তক্ষেত্র হইতে পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষ ও শিখী সম্বন্ধীয় সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপারের চিত্র, এককালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তিনি তখন আগ্রহাতিশয় সহকারে আবুলকাসেমকে কহিলেন, "মহাশয়! এ প্রকার অদ্ভুত পাত্রত কখন নয়ন গোচর করি নাই, ইহার নির্ম্মাতা কে?" আবুলকাসেম কহি-লেন, "মহাশয়! লোক মুখে শুনিয়াছি যে, এক জন মহর্ষি ইহা নির্ম্মাণ করি-য়াছেন।" এই মাত্র কহিয়াই তিনি শিশুটীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে ভূপতি যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইয়া মনে২ কহিতে লাগিলেন, ইনি কিঞ্চিন্মাত্র সুনীতিজ্ঞ নহেন। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আশ্চর্য্য২ পদার্থ সকল দর্শন করাইতেছেন, এবং তদ্দর্শনে আনন্দো-দ্রেক হইবামাত্র তাহা লইয়া প্রস্থান করিতেছেন, আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির নিমিত্ত ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা করিতেছেন না, এ কি প্রকার রীতি? মন্ত্রী আবার সহস্র মুখে এই মূঢ়ের প্রশংসা করিয়াছিল। দেশে প্রত্যাগত হইয়া তাহার মিথ্যা কথার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব।"
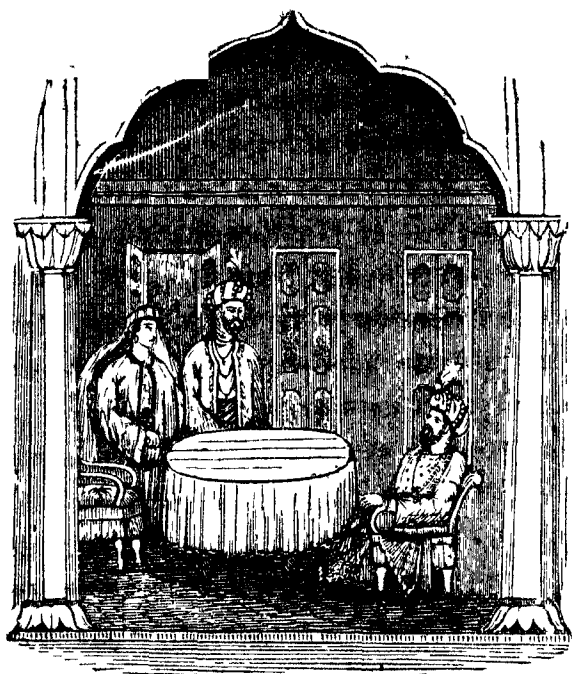
আবুলকাসেম একটী অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী ললনার হস্ত ধারণপূর্ব্বক রাজ সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

বোগ্দাদাধিপতি এই প্রকারে আবুলকাসেমকে নিন্দা এবং উদ্দেশে স্বীয় মন্ত্রীর প্রতি কোপ প্রকাশ করিতেছেন, এমত সময়ে আবুলকাসেম মহামূল্য অলঙ্কারে সুশোভিতা অলৌকিক লাবণ্যময়ী এক যুবতী ললনাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় তৎসন্নিধানে আগমন করিলেন। ভূপতি সেই যুবতীর অসামান্য শ্রী দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তদীয় হস্ত ধারণপূর্ব্বক সাদরে স্বীয় পার্শ্ব দেশে উপবেশন করাইলেন। নৃপতির বিমুগ্ধ ভাব অবলোকনে আবুল-কাসেম সেই ললনার গুণপণা প্রদর্শনার্থ তাহার হস্তে একটী বীণাযন্ত্র প্রদান করিয়া তৎ সংযোগে গান করিতে কহিলেন। রমণী তদীয় নিদেশ ক্রমে রাগালাপ আরম্ভ করিয়া স্বীয় অসাধারণ নৈপুণ্য প্রভাবে নৃপতিকে কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় বিচেতন, নিস্পন্দ ও নির্ব্বাক করিয়া তুলিল, কিয়ৎক্ষণ তদবস্থায় অবস্থিতির পর চৈতন্যোদয় হইলে রাজা আবুলকাসেমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, " মহাশয়! ভূমণ্ডলে ভবাদৃশ ভাগ্যধর ব্যক্তি অতি বিরল, অনেক রাজাধিরাজও সুখ সৌভাগ্যে আপনার সমকক্ষ

নহেন।" আবুলকাসেম নরনাথের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় প্রফুল্ল হইয়া বর্ণিতা বরাঙ্গীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তথা হইতে বহির্গত হইলেন। তাহাতে নরপতি অতি মাত্র ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইলেও বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া নীরবে অবস্থিত রহিলেন।

তিনি এই প্রকারে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলে আবুলকাসেম পুনরাগত হইলেন এবং উপবেশনানন্তর কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। এবার আর কোন আশ্চর্য্য বস্তু প্রদর্শন করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না; এ কারণ কাহাকেও সঙ্গে লইয়া আসেন নাই, বহুক্ষণ কথোপকথনে সন্ধ্যা সমাগত হইল; তদ্দর্শনে সম্রাট আবুলকাসেমকে কহিলেন, "মহাশয়! আপনার সদ্ব্যবহারে আমি অতীব প্রীত হইলাম, সায়ংকাল উপস্থিত; এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করি।" এতচ্ছ্রবণে আবুলকাসেম যথোচিত বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক তোরণ পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

এই রূপে বিদায় লইয়া পথে যাইতে২ নরপতি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আবুলকাসেমের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে মন্ত্রী যাহা২ কহিয়াছে তাহার অণুমাত্র মিথ্যা নহে; কিন্তু বদান্যতা বিষয়ে সম্পূর্ণ অলীক উক্তি করিয়াছে। যেরূপ প্রত্যক্ষ করিলাম তাহাতে উহার উক্ত গুণের কথা মাত্রও লক্ষিত হইল না। কারণ বৃক্ষ, শিখী ও পান পাত্র প্রভৃতি দেখিয়া আমি যখন সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে উহাদিগের প্রশংসা করিয়াছিলাম তখন অন্ততঃ তাহার কিছু না কিছু আমাকে প্রদান করা উচিত ছিল, কিন্তু এ ব্যক্তি তাহার নামোল্লেখও করিল না, তবে ইহাকে কেমন করিয়া দানশীল বলা যাইতে পারে? বাস্তবিক এ দাতা নহে; অতি কৃপণ। মন্ত্রী আমা অপেক্ষা ইহাকে দাতৃত্বে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহার অলীক প্রশংসা করিয়াছে অতএব তাহাকে উপযুক্ত দণ্ড দিতে হইবে।"

মনে২ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, নরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পরে পান্থনিবাসে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার পূর্ব্বেই আবুলকাসেম তথায় বহুবিধ মহামূল্য পট্টবস্ত্র, অশ্ব, উষ্ট্র, পূর্ব্ব কথিত দ্বাদশ পরিচারিকা ও দ্বাদশ ভৃত্য এবং তদীয় আলয়ে ভূপতি যে তরু, শিখী, শিশু, সুরাপাত্র ও বীণাবাদিনী রমণীকে দর্শন করিয়া অতিশয় প্রফুল্লচিত্ত হইয়াছিলেন তত্তাবৎ উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত অভাবনীয় উপহার দর্শনে নৃপতি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া বীণাবাদিনী রমণী দাস দাসীগণের সহিত বিহিত বিধানে তাঁহাকে প্রণাম করণানন্তর তদীয় হস্তে আবুলকাসেমের লিখিত এক

আবুলবাসেম প্রেরিত কামিনী রাজাকে অভিবাদনানন্তর তাঁহার হস্তে পত্র প্রদান করিতেছে।

খানি পত্র প্রদান করিল। রাজা অতি ব্যগ্রতা সহকারে পত্রের আবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক সহর্ষে উহা পাঠ করিতে লাগিলেন, পত্রে লিখিত ছিল, "মহাত্মন্, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করাতে আমি ধন্য ও কৃতার্থমন্য হইয়াছি, আপনার পদস্পর্শে আমার আলয় পবিত্র জ্ঞান করিয়াছি; এক্ষণে বিনীত নিবেদন এই যে, অধীনের অজ্ঞতা বা অনবধানতা নিবন্ধন যদি আপনার উপযুক্ত সমাদর বা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হইয়া থাকে তাহা স্বীয় ঔদার্য্য গুণে মার্জ্জনা করিবেন। এবং আপনি যে তরু, শিখী, শিশু, সুরাপাত্র ও রমণী দর্শনে হৃষ্ট হইয়াছিলেন, প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ তাহা এবং তৎসঙ্গে যথাশক্তি আর কিঞ্চিৎ উপহার প্রেরণ করিলাম; উপেক্ষা না করিয়া কৃপা বিতরণপূর্ব্বক তৎসমুদায় গ্রহণ করিলে এ দাসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। কারণপূর্ব্বাপর আমার এই রীতি আছে যে, কোন ভদ্রলোক আমার কোন দ্রব্য দর্শনে হর্ষ প্রকাশ করিলে তৎসমুদায় তাঁহাকে প্রদান করিয়া থাকি, তাহাতে আমার আর কোন অধিকার থাকে না।"

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী বশম্বদ
কাসেম।

নরপতি আবুলকাসেমের এবম্বিধ পত্রপাঠে নিরতিশয় চমৎকৃত হইয়া মনেং কহিতে লাগিলেন, "মন্ত্রী যাহাং কহিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ সত্য। এ প্রকার দাতৃত্ব মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। আবুলকাসেমই ভূমণ্ডলের মধ্যে অদ্বিতীয় দাতা। আমি স্বীয় দানশক্তির যে বৃথা অহঙ্কার করিতাম তাহা অদ্য চূর্ণ হইল। এই ধরাতলে আমিই অগ্রগণ্য দাতা এরূপ কথা আর কখনও বলিব না।"

নৃপতি, এইরূপ কহিতে কহিতে, মনে মনে স্থির করিলেন, "আবুল-কাসেম যে, এরূপ অসম্ভব অলৌকিক দান কিরূপে করিয়া থাকে, তাহার সবিশেষ না জানিয়া রাজ্যে প্রত্যাগমন করা হইবে না। এ নিমিত্ত কিয়-দ্দিবস যদি এখানে অবস্থিতি করিতে হয়, তাহাও করিব। এই প্রকার স্থির করিয়া আহারাদি সমাপনানন্তর শয়ন করিলেন। উৎকণ্ঠায় সুন্দর রূপ নিদ্রা হইল না। নিশাবসানে গাত্রোত্থান করিয়া আবুলকাসেমের আবাসে উপস্থিত হইলেন। আবুলকাসেম অতিশয় হর্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক তদীয় হস্ত ধারণ করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন, রাজা উপবিষ্ট হইয়া বিনয় সহকারে কহিলেন, "মহাশয়! আপনার অদ্ভূত দানে আমি অতীব চমৎকৃত হইয়াছি; দাতৃত্বে আপনার দ্বিতীয় নাই, আপনিই ধরাতলে অদ্বিতীয় দাতা, আমাকে যে সমস্ত পদার্থ উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া-ছেন, আমি তত্তাবতের সম্পূর্ণ অযোগ্য; এই হেতু তাহা গ্রহণ করিতে আমার অত্যন্ত আশঙ্কা হইতেছে, আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে সেই গুলি আপনি ফিরিয়া লইবেন।" ইহা শুনিয়া আবুলকাসেম যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনার কথার ভাবে নিশ্চয় বোধ হই-তেছে যে, এ অধীন আপনার নিকট কোন রূপ ত্রুটি করিয়াছে নতুবা এরূপ কথা আপনি কি জন্য বলিতেছেন? কোনও প্রকার ত্রুটি দর্শন না করিলে কেহ কখন মনোনীত দান গ্রহণে অসম্মত হয় না; বোধ হয় আপনার যথো-চিত সমাদর হয় নাই।" নরপতি কহিলেন, "না মহাশয়! আমি আপনার শিষ্টাচার ও সমাদরে পরম প্রীত হইয়াছি। আপনার প্রদত্ত মহার্হ পদার্থ সমূহ গ্রহণ করিতে আমার ন্যায় সামান্য মনুষ্যের বাস্তবিক আশঙ্কা হয়; সেই জন্যই প্রত্যর্পণ করিতে চাহিতেছি; অন্য কোনও কারণে নহে। আর এক কথা এই, মুক্তহস্তে এ প্রকার অপরিমিত দান যুক্তিবিরুদ্ধ, ইহা দাতাকে নিঃস্ব করিতে পারে; বুদ্ধিমান ব্যক্তির ইহা হইতে নিরস্ত হওয়া কর্ত্তব্য।" রাজার ঈদৃশ উক্তি শ্রবণ করিয়া আবুলকাসেম স্মিত মুখে কহি-লেন, "আপনার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া আমি প্রথমে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম; এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, আমার ধনক্ষয় আশঙ্কা করিয়া

আপনি শুনিয়াছেন বলিয়াছেন। সে আশঙ্কা অনুমাত্রও করিবেন না। আমি প্রত্যহই এবম্ভূত দান করিয়া থাকি। এতদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক দান করিলেও আমার কোষাগার শূন্য হইবার নহে। প্রথমতঃ আপনি বিস্মিত হইতে পারেন সত্য কিন্তু ইহার গূঢ় কারণ জানিতে পারিলে আপনার বিস্ময় দূরীভূত হইবে।" এই বলিয়া তিনি ভূপালকে অপর এক সুশোভিত গৃহে লইয়া গিয়া এক অপূর্ব্ব স্বর্ণময় সিংহাসনে আসীন হইতে কহিলেন। রাজা আসীন হইলে, আবুলকাসেম তাঁহার সমীপদেশে উপবেশন করিয়া আনুপূর্ব্বিক তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্রাট অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

আবুলকাসেমের আদি বৃত্তান্ত।

আবুলকাসেম কহিলেন, "মহারাজ! মিসরদেশের অন্তর্গত কায়রো-নগর আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের আদিম বাসস্থান ছিল। আমার পিতার নাম আবদুল আজিজ; তিনি রত্ন ব্যবসায়ে বিপুল বিত্ত উপার্জ্জন করেন। কায়রোর রাজা অত্যন্ত প্রজাপীড়ক ছিলেন। তিনি পীড়ন করিয়া প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না। পাছে তৎকর্ত্তৃক স্বীয় সঞ্চিত বিত্তরাশি অপহৃত হয়, এই ভয়ে আমার পিতা কায়রো নগর পরিত্যাগ করিয়া বসোরায় আসিয়া এক বণিক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সেই পর্য্যন্ত এখানে আমাদের বাস।

সেই বণিকনন্দিনীর গর্ভেই আমার জন্ম হয়। কালক্রমে আমি যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে, পিতা মাতা উভয়েই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাহাতে পৈত্রিক প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়া আমি যৌবন সুলভ বিবিধ ব্যসনে একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিলাম। অযথা ব্যয়ে বর্ষত্রয় মধ্যে সমস্ত অর্থ বিনষ্ট হইল। তখন চৈতন্যলাভ করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। ক্রমশ দারুণ দুরবস্থা উপস্থিত হইল; এই হেতু স্থির করিলাম, দেশে থাকিয়া এরূপ দুরবস্থায় কালাতিপাত করা নিতান্ত লজ্জার বিষয়; এ অবস্থায় দেশান্তর গমনই শ্রেয়স্কর। এই স্থির করিয়া গৃহাদি বিক্রয়পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সম্বল লইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিলাম।

এইরূপে জন্ম ভূমি পরিত্যাগ করিয়া নানাদেশ পর্য্যটনান্তে পিতার পূর্ব্ব অধ্যুষিত কায়রো নগরে উপনীত হইলাম। নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ মাত্র যেমন স্মরণ হইল যে, এই স্থানে পূর্ব্বে আমার পিতার নিবাস ছিল, তিনি এখানে থাকিয়াই বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, অমনি মনোদুঃখে ম্রিয়মান হইলাম, দুই চক্ষু হইতে দরদরিত ধারে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

অনেক কষ্টে উচ্ছলিত দুঃখাবেগ সংবরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম,"আমি কি হতভাগ্য! পিতৃত্যক্ত অতুল বিভব বিনষ্ট করিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতেছি?" এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে মৃদুপদে নদীর ধারে ধারে গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমনানন্তর রাজপুরী সন্নিহিত হইলে উহার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করায়, একটী কক্ষ বাতায়নে ক্ষণপ্রভার ন্যায় লাবণ্যময়ী এক ষোড়শী যুবতী দণ্ডায়মানা রহিয়াছে, দেখিতে পাইলাম। দেখিবা মাত্র সেই দিকেই নয়ন আকৃষ্ট হইল এবং কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ষোড়শী আমাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। পুনর্ব্বার আসিবে বলিয়া আমি অনেক ক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিয়া থাকিলাম, কিন্তু সে আর আগমন করিল না। সন্ধ্যা সমাগত হইল, তখন হতাশ হইয়া রাত্রি যাপনার্থ নিকটস্থ একটী স্থানে আশ্রয় লইয়া শয়ন করিলাম। শয়ন মাত্র সার হইল, ষোড়শী রূপসীর অনুপম রূপ অন্তঃকরণে জাগরূক থাকায়, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না।

নিশাবসান হইবামাত্র শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া রূপসীর দর্শনাশায় পুনরায় বাতায়ন সন্নিধানে গমন করিলাম। দেখিলাম, বাতায়ন দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, তথাপি তথায় দাঁড়াইয়া থাকিলাম। ভাবিলাম, অতঃপরও যদি আশা পূর্ণ হয়। আশাই সার হইল, ষোড়শী সে দিন আর সেখানে আসিল না। অগত্যা ভগ্নচিত্তে প্রত্যাগত হইলাম, কিন্তু একবারে আশা ত্যাগ করিতে পারিলাম না, আবার তাহার পর দিবস গমন করিলাম এবং সেইভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া সুন্দরীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে, যুবতী উপস্থিত হইয়া বাতায়নের কবাট উন্মোচন করিল এবং আমাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিল, "তোমার কি ভয় নাই? তুমি কি জান না যে এস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে মহারাজের নিষেধ আছে? সত্বর পলায়ন কর, নতুবা খোজাগণ আসিয়া এখনই তোমার শিরঃচ্ছেদন করিবে।" আমি তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক যুবতীকে কহিলাম, "সুন্দরি! আমি বিদেশী, অল্প দিন হইল এদেশে আগমন করিয়াছি, রাজাদেশ জ্ঞাত নহি। তোমার প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলাম বটে, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, আমি তোমার অনুপম সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া অবশেন্দ্রিয় হইয়াছি, আমার আর প্রস্থান করিবার সামর্থ্য নাই।" রমণী কহিল, "বারণ করিলাম শুনিলে না? তবে দাঁড়াও, খোজাদিগকে ডাকিয়া আনি। এই বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।"-ইহাতে আমার মনোমধ্যে বিলক্ষণ ভয়ের সঞ্চার হইল, মনে করিলাম, হয়ত সত্য সত্যই খোজাগণকে ডাকিয়া আনিবে, কিন্তু রমণী তাহা

করিল না। তাহাতে বুঝিলাম যে সে কথা তাহার আন্তরিক নহে। আশার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহার পুনর্দ্দর্শন মানসে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিলাম, কিন্তু যুবতী আর সেখানে আগমন করিল না, অগত্যা প্রত্যাগত হইলাম। কামানলে শোণিত উষ্ণ হওয়াতে রাত্রিতে ভয়ানক জ্বর হইল, সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, সমস্ত রাত্রি কেবল দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলাম,তথাপি যুবতীর দর্শনাশা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। প্রভাত হইবা মাত্র প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আবার তথায় গমন করিলাম। ক্ষণকাল মধ্যেই যুবতী বাতায়ন সমীপে উপস্থিত হইল এবং আমাকে দেখিয়া পরুষ বাক্যে কহিল, "নির্লজ্জ। এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছি, তথাপি আসিয়াছিস্? তোর দুঃসাহসত কম নয়! তোর কি বাস্তবিক প্রাণের আশঙ্কা নাই? যদি বাঁচিতে ইচ্ছা থাকে, সত্বর এখান হইতে প্রস্থান কর্, নতুবা খোজাগণ আসিয়া এখনই তোর প্রাণ বধ করিবে।" আমি বলিলাম, "সুন্দরি! তোমার অনুপম রূপ মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া আমি যেরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছি,তাহাতে নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছি তোমাকে প্রাপ্ত না হইলে স্বতঃই জীবনের শেষ হইবে, খোজাগণ বধ করে করুক। তোমার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিয়া দারুণ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ লাভ করি।" যুবতী ইহা শুনিয়া সস্মিত বদনে কহিল, "এতদূর প্রতিজ্ঞা! ভাল, এখন চলিয়া যাও, রাত্রি কালে এই স্থানে আসিও।" যুবতী এই বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

রমণীর আশ্বাস বাক্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আমি বাসায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অতি যত্নসহকারে বেশ বিন্যাসে প্রবৃত্ত হইলাম। অনন্তর রজনীযোগে কথিত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বাতায়ন হইতে ভূতল পর্য্যন্ত এক গাছি রজ্জু লম্বমান রহিয়াছে, তদবলম্বনে আমি উপরে উঠিলাম এবং দুইটী কক্ষ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় কক্ষে উপনীত হইলাম। ঐ কক্ষটী অতুল শোভান্বিত কিন্তু সে শোভা দেখিতে আমার অণুমাত্র ইচ্ছা জন্মিল না, আমি অনিমিষ নয়নে, কেবল সেই কামিনীর অঙ্গ শোভাই দেখিতে লাগিলাম। আহা। তাহার সে অপরূপ রূপের কি চমৎকার মাধুরী, দেখিয়া বোধ হইল যেন বিধাতা জগতের যাবতীয় সুন্দর পদার্থের সৌন্দর্য্য একত্রিত করিয়া তাহার রূপরাশি রচনা করিয়াছেন। রমণী পরমাদরে আমাকে এক স্বর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া আপনিও তাহার পার্শ্বে আসীনা হইল এবং আগ্রহসহকারে মধুর বচনে মদীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তদনুসারে আমি স্বকীয় সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে, সে অতিশয় বিষণ্ণা হইল। তাহা দেখিয়া আমি বলিলাম "প্রিয়তমে! আমি বিধিনির্ব্বন্ধে অতি দৈন্য দশায় পতিত হইয়াও অদ্য তোমার চিন্তাগ্রহে মহাসুখী হইলাম।"

National Library.

দার্দেনি আবুলকাসেমের সহিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া
নিজ বিবরণ বর্ণন করিতেছেন।

এই প্রকার বাক্যালাপে পরস্পরের অন্তঃকরণে প্রগাঢ় অনুরাগের সঞ্চার হইলে, যুবতী কহিল, "আমার প্রতি তোমার যে প্রকার আসক্তি জন্মিয়াছে, তোমার প্রতিও আমার তদপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে। তুমি যেমন অকপটে আত্ম বিবরণ কীর্ত্তন করিলে, আমিও তদ্রূপে স্বীয় বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর।" এই বলিয়া রমণী আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল।

দার্দেনির বিবরণ।

রমণী কহিল, "মহারাজ! অধীনার নাম দার্দেনি; ডামাস নগরের রাজসচীব এ হতভাগীনীর জন্মদাতা। তিনি ন্যায়পরায়ণ, নির্ম্মল স্বভাব এবং স্বীয় প্রভু ও তদীয় প্রকৃতিপুঞ্জের পরম হিতৈষী ছিলেন; এই হেতু সকলে তাঁহাকে আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার এই সৌভাগ্য দর্শনে ঈর্ষাপরবশ কতিপয় সভাসদ্ তৎপ্রতি নানারূপ মিথ্যা দোষের

আরোপ করিয়া রাজার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল। রাজা সেই ধূর্ত্ত-দিগের কুহকে পিতার সমস্ত সদগুণ বিস্মৃত হইয়া বিনানুসন্ধানে তাঁহাকে পদভ্রষ্ট করিলেন, সুতরাং পরিবারাদি লইয়া তিনি দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন আমি বালিকা ছিলাম।

এই রূপে দেশান্তর গত হইয়া, পিতা, আমার বিদ্যাশিক্ষার উত্তম রূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট ক্রমে রীতিমত শিক্ষা ঘটিয়া উঠিল না। কয়েক বর্ষ পরেই পূজ্যপাদ পিতা কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তৎপরে মাতা অপরের প্রণয়াসক্তা হইয়া এক জন কন্যা ব্যবসায়ীর নিকট আমাকে বিক্রয় করতঃ প্রণয়ীর সহিত স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। ব্যবসায়ী কিছু দিন পরে আমাকে ও অন্যান্য কয়েকটী যুবতীকে বিক্রয় করিবার উদ্দেশে এখানকার রাজার নিকট উপস্থিত করিল। আমিই রাজার মনোনীতা হইলাম। তিনি আমার রূপের অনেক প্রশংসা করিয়া ব্যবসায়ীকে বহুল অর্থ প্রদান করিলে সে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বিক্রয় করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এইরূপে প্রচুর অর্থে ক্রয় করিয়া নৃপতি, পরম সমাদরে আমাকে এক পৃথক পুরীর মধ্যে রাখিয়া দিলেন। বহু সংখ্যক দাস দাসী, নিয়ত আমার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিল। ভূপাল আমার রূপলাবণ্য দর্শনে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এই হেতু সপ্তাহ অতীত না হইতেই আমার নিকট আগমন করিয়া সবিনয়ে প্রেমাভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। তৎশ্রবণে আমি অত্যন্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করিলাম। তাহাতে তিনি অনুমাত্র অপমান জ্ঞান করিলেন না। বরং কামানলে দগ্ধ হইয়া অতিশয় অনুনয় করিতে লাগি-লেন। অতঃপর ক্রমশঃ অনুরাগের আতিশয্য বশতঃ একবারে অধীনের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। ইহাতে তদীয় মহিষীগণ মহা ঈর্যান্বিতা হইয়া আমার প্রাণনাশের সঙ্কল্প করিল; কিন্তু আমি সাতিশয় সাবধানে থাকায় তদ্বি-ষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

এই ভাবে প্রায় তিন বৎসরাবধি কায়রো নাথ আমার প্রণয় প্রলোভনে পতিত হইয়া প্রতিদিন আমার উপাসনা করিতেছেন। তিনি রূপবান, রসিক এবং রাজশক্তিসম্পন্ন, তথাপি তৎপ্রতি আমার আন্তরিক উপেক্ষা ভিন্ন মুহূর্ত্তের জন্য অনুরাগ উদিত হয় নাই। তোমাকে যে কি শুভক্ষণে দর্শন করিয়াছি বলিতে পারি না, দর্শনাবধি হৃদয়ে অনুরাগের স্রোত প্রব-লবেগে প্রবাহিত হইতেছে। আজি তোমাকে যৌবন মন সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইব, এবং ক্রীত দাসীর ন্যায় চিরজীবন তোমার অভিপ্রায়ের অনুসরণ করিব।

আবুলকাসেমের গুপ্ত প্রণয়ের পরিণাম।

কামিনীর এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ভাবিলাম, কি সুখেরই সংঘটন হইল। তখন পুলকপূর্ণ হৃদয়ে কহিলাম, "প্রাণাধিকে! তোমার গুণের ইয়ত্তা নাই, তুমি যেমন আমার হইলে, আমিও তেমনই তোমার হইলাম।" এই প্রকারে স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করিয়া উভয়ে শয়ন করিবার উদযোগ করিতেছি, এমত সময়ে "শীঘ্র দ্বার খোল, শীঘ্র দ্বার খোল" বলিয়া কে দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। দার্দেনি বলিল, "সর্ব্বনাশ উপস্থিত, রাজা আসিয়াছেন, এখনই আমাদের প্রাণ যাইবে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইলাম। পলায়নের উপায় নাই, রাজা দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন, অগত্যা সিংহাসনতলে লুক্কায়িত হইলাম। দার্দেনি দ্বারোদ্‌ঘাটন করিল। রাজেন্দ্র ক্রোধে রক্তাক্ষ, নিষ্কোষ অসি হস্তে মূর্ত্তিমান অগ্নির ন্যায় গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, নপুংসক প্রহরীগণ, দীপ হস্তে অগ্রে ও পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইল। তদ্দর্শনে দার্দেনির সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। রাজা কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুশ্চারিণি! বাতায়ন দিয়া তুই কাহাকে গৃহে আনিয়াছিস্? শীঘ্র বল, তাহাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিস্? যুবতী ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিল, এই হেতু ভূপতির কথার কোনও উত্তর প্রদান করিতে পারিল না, চিত্র পুত্তলিকাবৎ নীরবে দণ্ডায়মানা রহিল। রাজা তাহার তাদৃশী দশা দর্শন করিয়া খোজাগণের প্রতি আদেশ করিলেন, "কোন্ দুরাত্মা গৃহ মধ্যে লুক্কায়িত আছে খুঁজিয়া বাহির কর।" তাহারা কিয়ৎক্ষণ অন্বেষণের পর সিংহাসনতলে প্রবেশমাত্র আমাকে দেখিতে পাইল। আমি তৎক্ষণাৎ ধৃত হইয়া নৃপতির পদপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত হইলাম। নৃপবর বজ্র নির্ঘোষে বলিলেন, "হাঁরে পাপাত্মন্! পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আর কি স্থান পাস্ নাই? রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিস্! রাজার সম্ভ্রম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিস্! তোর এতদূর দুঃসাহস! এই তোর পাপের প্রতিফল প্রত্যক্ষ কর।" এই বলিয়া হস্তস্থিত নিষ্কোষিত অসি উত্তোলন করিলেন দেখিয়া অবশেন্দ্রিয় হইলাম। মনে করিলাম, পরমায়ুর শেষ হইল। এমন সময় এক বৃদ্ধা তথায় আগমন পূর্ব্বক নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "রাজেন্দ্র! ক্ষান্ত হউন, দুরাত্মাকে ওরূপে বধ করিয়া আপনার পবিত্র হস্ত দূষিত ও পাপাত্মার অপবিত্র রক্তে পৃথিবী আর্দ্র করিবেন না। ইহারা দুই জনই সমান পাপে লিপ্ত, অতএব দুই জনকেই নদী গর্ভে নিক্ষেপ করুন, হাঙ্গর নক্রাদি জলচরগণ ইহাদিগকে বিনষ্ট করিবে। শিরঃচ্ছেদন করিয়া স্বীয় অযশ ঘোষণার

আবশ্যক কি?” ভূপাল বৃদ্ধার বাক্যে খোজাগণকে অনুমতি করিলেন, “ইহাদিগকে বন্ধন করিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ কর।” তাহারা অনতি-বিলম্বে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিল। আমরা দুই জনেই দৃঢ়তর রূপে রজ্জুবদ্ধ হইয়া প্রাসাদ শিখর হইতে নদী নীরে নিক্ষিপ্ত হইলাম।

নিক্ষেপ সময়ে আমি অচৈতন্য হইয়াছিলাম, পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দেখিলাম, হস্তদ্বয় বন্ধনমুক্ত হইয়াছে। তখন সন্তরণ নৈপুণ্যে তীরে উত্তীর্ণ হইলাম। মৃত্যু ভয়ে এতক্ষণ দার্দেনিকে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র তাহার মনোহারিণী মূর্ত্তি স্মরণ হইল। অমনি “হা প্রিয়তমে! কোথায় গেলে।” বলিয়া তৎক্ষণাৎ নদী জলে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহা বিফল হইল, দার্দেনিকে প্রাপ্ত হইলাম না, তাহার মৃত্যু হইয়াছে স্থির করিয়া পুনর্ব্বার তীরে উঠিলাম, দার্দেনির শোকে দুনয়নে অবিরল বারিধারা বহিতে লাগিল। “আমি তাহার মৃত্যুর হেতুভূত” এই চিন্তায় অন্তঃকরণ অধিকতর অবসন্ন হইল। মনে মনে কহিলাম “হা বিধাতঃ! আমাকে অবলাবধের পাপভাগী করিলে? হায়! কি হইল! আমার জন্য শিষ্টমতি সরলা দার্দেনি অকালে কাল সদনে গমন করিল! হা প্রিয়তমে! হা মধুরভাষিণি! হা চারুনেত্রে! কোথায় গেলে? হায়! আমার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে তোমার এ অপমৃত্যু ঘটিত না।

এবম্প্রকার দুর্ভাবনায় অন্তঃকরণ অতিশয় অস্থির হওয়ায় কায়রো পরিত্যাগ করিয়া বোগ্দাদাভিমুখে যাত্রা করিলাম। যাইতে যাইতে নিয়ত কেবল দার্দেনি-কেই মনে পড়ে, আর দুই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়। এইরূপে এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে উপনীত হইলাম। দূর হইতে প্রান্তরের প্রান্তভাগে এক পর্ব্বত দৃষ্ট হইল। তাহা অতিক্রম না করিলে লোকালয় পাওয়া যায় না, সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিয়া পর্ব্বত অতিক্রম করিতে সাহস হইল না, নিকটস্থ এক সরসী তীরে শয়ন করিয়া রহিলাম। তৃতীয় প্রহর রাত্রি অতীত হইলে, দূর হইতে রমণী কণ্ঠনিঃসৃত সকরুণ রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। এবং ইহার তথ্য অবগত হইবার মানসে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বর লক্ষ করিয়া কিয়-দ্দূর গমন করতঃ নিকটস্থ বনান্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া দেখিলাম, একজন মনুষ্য একটী গর্ত্ত খনন করতঃ তন্মধ্যে কোন সুদীর্ঘ পদার্থ স্থাপনপূর্ব্বক মৃত্তিকাবৃত করিয়া চলিয়া গেল। প্রভাত হইবামাত্র ইহার সবিশেষ অবগত হইবার আশয়ে আমি সেই স্থানের মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া দেখিলাম রক্তাক্ত বসনাবৃতা এক রমণী নিহিতা রহিয়াছে। আকার প্রকারে তাহাকে ভাগ্যবন্ত ভদ্র মহিলা বলিয়া বোধ হইল। তন্নিমিত্ত দুঃখিত চিত্তে কহিলাম আহা না জানি কোন্ নৃশংস নরপিশাচ এরূপ শোচনীয় অপকর্ম্মের অনু-

ষ্ঠান করিয়াছে! সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর অবশ্য তাহার এ দুষ্কৃতির সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই।" ভাবিয়াছিলাম রমণী গতায়ু হইয়াছে. কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, আমার ঐ কথায় সে মৃদুস্বরে কহিল, "হে দয়াশীল! আমার শুভাদৃষ্টবশতঃ তুমি এসময় এস্থানে আগমন করিয়াছ, পিপাসায় প্রাণ যাইতেছে,জল প্রদান করিয়া জীবন রক্ষা কর। আমি এই কথা শুনিবা মাত্র দ্রুতপদে সরসী হইতে সুশীতল জল আনয়ন করিয়া অল্প পরিমাণে তাহার মুখে দিতে লাগিলাম। জল পানে তৃষ্ণা শান্তি ও কিঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ হইলে, রমণী নয়নোন্মীলন করিয়া কহিল, "হে যুবক। তুমি দয়াপরায়ণতার এক শেষ প্রদর্শন করিলে, এক্ষণে আমার ক্ষত স্থান সমূহের রক্ত ক্ষরণ বন্ধ করিয়া আমার মৃত্যু নিবারণ কর। সময়ে ইহার ফল প্রাপ্ত হইবে। এই কথা শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ স্বীয় শিরস্ত্রাণ ছিন্ন করিয়া ক্ষত স্থান সমুদায় উত্তম রূপে বন্ধন আরম্ভ করিলাম। বন্ধন শেষ হইলে, রমণী কহিল, এক্ষণে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে লোকালয়ে লইয়া চল। ইহাতে উত্তর করিলাম,আমি বৈদেশিক,এখানকার সম্পূর্ণ অপরিচিত,তোমাকে লোকালয়ে লইয়া গেলে, লোকে সন্দিহান হইয়া তোমার সম্বন্ধে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে আমি কি বলিব? সে কহিল তজ্জন্য চিন্তা করিও না, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিও, " এটী আমার ভগ্নী"। এই উক্তি শ্রবণে কামিনীকে স্কন্ধদেশে আরোহিত করিয়া নগর মধ্যস্থ এক পান্থনিবাসে উপস্থিত হইয়া বাসা করিলাম এবং জনৈক অস্ত্রচিকিৎসক আনয়ন করতঃ চিকিৎসায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলাম। এইরূপে এক মাস অতীত হইলে তাহার সমুদায় ক্ষত শুষ্ক হইয়া গেল।

অনন্তর একদা ঐ কামিনী আমাকে এক খানি পত্র প্রদান করিয়া কহিল, এই নগর মধ্যে মাহীর নামে যে এক জন সওদাগর আছেন, এই পত্র খানি লইয়া তুমি তাঁহার নিকট গমন কর। তদনুসারে অনেক অনুসন্ধানানন্তর সওদাগরকে পত্র খানি অর্পণ করিলাম। তিনি পত্র পাঠে অতীব পুলকিত হইয়া আমাকে দুই থলি স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। ইহাতে একটী বৃহৎ বাটী ভাড়া করিয়া উভয়ে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে, তরুণী আর এক খানি পত্র দিয়া আমাকে পুনরায় উক্ত সওদাগরের সমীপে পাঠাইয়া দিল। সওদাগর সে বার আমাকে চারি থলি স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন, তাহাতে আবশ্যকীয় দাসদাসী,পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া উভয়ে পরম আনন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। নাগরিকগণ আমাদিগকে প্রকৃতই ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। ঐ রমণী রূপ লাবণ্যে বিলক্ষণ রমণীয়া

হইলেও দার্দেনির মনোহারিণী মুর্ত্তির তুলনায় অতি সামান্যা ছিল, এ কারণ আমি তাহার প্রণয়াধীন হইতে অভিলাষী হই নাই। কিছু দিন অবস্থিতির পর আমি স্থানান্তর গমনের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু রমণীর সানুনয় অনুরোধে তাহাতে নিরস্ত হইতে হইয়াছিল। গমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই সে কহিত, "আরও কিছু দিন অবস্থান কর। তোমার দ্বারা আমার কোনও অভীষ্ট সাধনের অভিলাষ আছে, সিদ্ধ হইলেই তোমাকে সমুচিত পুরস্কার প্রদান করিব।" আমি ইহাতে কোনও উত্তর করিতে না পারিয়া মৌনাবলম্বন করিতাম। এইরূপে বহু দিবসাবধি সেই রমণীর অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য সাধন করিয়াও তাহার কোন পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই। "সে যে কে? কি জন্য আহতা হইয়াছিল? এবং কে যে আঘাত করিয়াছিল?" তৎসমুদায় জিজ্ঞাসা করিলেই সে অন্যান্য কথা উত্থাপন করিয়া আমাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিত।

এইরূপে কিয়দ্দিন গত হইলে, একদা রমণী আমার হস্তে এক থলি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া কহিল, "নগরস্থ নামারণ নামা সাধুর দোকান হইতে কয়েকটী পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া লইয়া আইস। এবং সে যে মূল্য প্রার্থনা করিবে, তাহাতে দ্বিরুক্তি বা আপত্তি না করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই তাহা প্রদান করিও।" তদনুসারে আমি নামারণের দোকানে গমন করিয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে সে বহুতর মূল্যবান্ বস্ত্র বাহির করিয়া দেখাইতে লাগিল, তন্মধ্যে যে তিন খান আমার মনোনীত হইল, সাধুর প্রার্থিত মূল্য প্রদান করতঃ তাহা রমণীর নিকট লইয়া আসিলাম। ইহার দুই দিন পরেই রমণী আবার এক থলি মুদ্রা দিয়া কহিল, "যুবক! সেই বণিকের দোকান হইতে সেইরূপে আরও কিছু বস্ত্র ক্রয় করিয়া আন।" তাহাতে আমি পুনরায় তথায় গমন করিলাম। বণিক পূর্ব্ববৎ বিবিধ বহু মূল্য বস্ত্র দেখাইতে আরম্ভ করিল, যাহা মনোমত হইল লইলাম, এবং বণিককে মুদ্রার থলি প্রদান করিয়া কহিলাম, "ইহা হইতে আপনার প্রাপ্য মূল্য গ্রহণ করুন," আমার এবম্বিধ সরল ও উদার ব্যবহার দর্শনে বণিক সাতিশয় বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইয়া অনুনয় ও আগ্রহ সহকারে পরদিনের জন্য আমায় ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। আমি তাহাতে সম্মতি প্রদর্শন পূর্ব্বক তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া তত্তাবৎ বৃত্তান্ত রমণীর গোচর করিলাম। নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া সে কহিল, নামারণের ন্যায় মহান্ ব্যক্তির নিমন্ত্রণ উপেক্ষণীয় নহে, কল্য যথাকালে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইবে এবং আহারাদি সমাপনানন্তর আসিবার সময় আমাদের আলয়ে তাঁহাকে পরশ্বদিনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে। রমণীর এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে এবং তাহার ভাবভঙ্গী দর্শনে আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইল যে,

ইহাতে তাহার কোনও নিগূঢ় অভিসন্ধি আছে। যাহা হউক, আমি পরদিন বণিকভবনে উপনীত হইয়া পান ভোজন সমাধান করতঃ আসিবার সময় বলিয়া আসিলাম, "মহাশয় আপনি কল্য আমাদিগের আলয়ে আহারাদি করিবেন," তদনুসারে সাধু পরদিবস আমাদের আবাসে আগমন করিলে, আমি তাঁহার সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহার সহিত একত্রে আহার করিলাম; কিন্তু রমণী একবারও তাঁহাকে দেখা দিল না, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সাধু গৃহপ্রতি গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আমি তরুণীর নিদেশ ক্রমে তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলাম, "মহাশয় এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন? কিয়ৎকাল আমোদ প্রমোদ করুন," এই কথায় সে প্রতিগমনে নিরস্ত হইল, উভয়ে সুরাপান করিয়া নানাবিধ কৌতুক আরম্ভ করিলাম, ইহাতে অৰ্দ্ধরাত্রি অতীত হইয়া গেল; তখন তাহাকে ভদ্রোচিত শয্যায় শয়ন করাইয়া স্বীয় শয়ন কক্ষে গমন করতঃ নিদ্রাভিভূত হইলাম। অল্পক্ষণ পরেই কামিনী আমাকে জাগ্রত করিয়া কহিল, "নামারণের কি অবস্থা হইয়াছে দেখিয়া যাও; তরবারির আঘাতে তাহার পরমায়ু শেষ করিয়াছি, শোণিতস্রোতে শয্যা প্লাবিত হইতেছে।" ইহা শুনিয়া আমি চকিত চিত্তে দ্রুতগতি গমন করিয়া দেখিলাম, সত্য সত্যই সাধুর প্রাণ সংহার করিয়াছে; পল্যঙ্কোপরি তাঁহার মৃত দেহ নিপতিত রহিয়াছে; এবং শয্যা প্লাবিত হইয়া গৃহমধ্যে রক্তেরস্রোত বহিতেছে। তদ্দর্শনে আমি সভয় চিত্তে কহিলাম, "নৃশংসে! তুই এ কি করিয়াছিস্? তোর কি কিছুমাত্র ভয় নাই? সাধু তোর কি ক্ষতি করিয়াছিল যে তুই ইহার বিনাশ সাধন করিলি? তোর এই কার্য্যে আমিও যে দোষভাগী হইলাম" তাহাতে তরুণী উত্তর করিল, "ক্রোধ সম্বরণ কর। তোমার কোন ভয় নাই। কারণ এ পাষণ্ড নরাধমের প্রাণ বধে কোন পাপ সঞ্চার হয় নাই, এই দুরাত্মাই আমাকে বিনষ্ট করিয়া প্রান্তর মধ্যে প্রোথিত করিয়াছিল। এই বলিয়া রমণী আনুপূর্ব্বিক আত্ম বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিল।

"মহাশয় আমি এতদ্দেশাধিপতির এক মাত্র দুহিতা, একদা স্নানার্থ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলাম, নামারণ বিপনীতে উপবিষ্ট আছে। দেখিবামাত্র অন্তঃকরণ উহার প্রণয়প্রলোভনে পতিত হইল। নামারণ সামান্য বণিক, আমি রাজ তনয়া, সামান্য বণিকের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত, এই ভাবিয়া অন্তঃকরণ হইতে উদ্ভূতপ্রণয়লালসা দূর করিবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু কোনমতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। ক্রমশঃ অনঙ্গদহনে অন্তরাত্মা দগ্ধীভূত হইতে লাগিল, দুর্নিবার চিন্তায় অচিরাৎ সঙ্কট রোগগ্রস্ত হইলাম। ভাগ্যক্রমে

আমার ধাত্রী অতিশয় চতুরা ও বুদ্ধিমতী ছিল, তাহাই রক্ষা, নতুবা আমার সেই রোগেই নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিত। সে বাক্ কৌশলে রোগের কারণ অবগত হইয়া একদা যামিনীযোগে রমণী সাজাইয়া নামারণকে আমার গৃহে আনিয়া উপস্থিত করিল। আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়সম্মিলনে আমি পরম সুখে সে রজনী অতিবাহিত করিলাম। এবং প্রেমতৃষ্ণার সম্যক অপনোদন জন্য নামারণকে নিশাবসানেও গৃহ প্রতি গমন করিতে দিলাম না। দিবসে অন্তঃপুরের গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া প্রণয়-রঙ্গে রজনী যাপন করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে, এক দিবস ধাত্রী পুনরায় উহাকে বামাবেশ ধারণ করাইয়া অবরোধ হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল। তৎপরে সে মধ্যে মধ্যে ঐ রূপে উহাকে আমার নিকট আনয়ন করিত ও লইয়া যাইত। এক দিবস আমি স্বয়ং নামারণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশে উহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, দ্বাররক্ষক জিজ্ঞাসা করিল ‘ তুমি কি জন্য আসিয়াছ? তোমার বাড়ী কোথায় ?” আমি বলিলাম, “অদ্য তোমার প্রভুর সঙ্গে দেখা করিবার কথা ছিল, সেই জন্য আসিয়াছি, এই নগরেই আমার বাড়ী।” সে কহিল, “কল্য আসিও, অদ্য প্রভু অন্য এক নারীর সঙ্গে রহস্যালাপ করিতেছেন।” এই বাক্য শ্রবণমাত্র আমার অন্তঃকরণে বিজাতীয় বিদ্বেষ ও ক্রোধ সঞ্চারিত হইল, আমি দ্বার রক্ষীর প্রতিষেধে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক নামারণের অবস্থান কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, রসিক চূড়ামণি, বাস্তবিকই এক রমণীর সঙ্গে রঙ্গ রসে মত্ত রহিয়াছে। দেখিয়া, ক্রোধে আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, সহ্য করিতে না পারিয়া রমণীকে বিলক্ষণ প্রহার করিলাম। দুষ্ট বণিক, তখন অপ্রতিভ হইয়া আমার পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক বিস্তর বিনয় করিয়া কহিল, “আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আর কখনও এরূপ কার্য্য করিব না।” ইহাতে আমার ক্রোধানল নির্ব্বাণ হইল, সহাস্যে প্রণয়ালাপ আরম্ভ করিলাম। দুষ্টমতি নানাবিধ সুরা আনিয়া আমাকে পান করিতে কহিল, আমি অতি-পানে সংজ্ঞা শূন্য হইলে, পিশাচ প্রথমে আমার বক্ষোদেশে পরে অন্যান্য স্থানে তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত করিল, আমি তাহাতে অচৈতন্য হইয়া পড়িলে, দুরাত্মা আমাকে মৃতজ্ঞানে সেই বন মধ্যে সমাহিত করিয়াছিল। দুর্ব্বৃত্ত যে সময়ে কবর খনন করে, সেই সময়ে আমি একবার চৈতন্যলাভ করিয়া করুণস্বরে বিনয় করিয়া বলিয়াছিলাম, “নামারণ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, জীবিতাবস্থায় সমাহিত করিও না।” নৃশংস তাহা শুনিল না, প্রোথিত করিয়া পলায়ন করিল।

পত্র দিয়া তোমাকে যাঁহার নিকট পাঠাইয়া ছিলাম, তিনি এই অভাগিনীর জনকের ধনাধ্যক্ষ। স্বীয় দুর্দ্দশা বৃত্তান্ত লিখিয়া তাঁহার নিকট কিছু অর্থ

প্রার্থনা করিয়াছিলাম। পাছে উদ্দেশ্য বিফল হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে এবিষয় প্রকাশ করিতে নিষেধ করি। সেই আশঙ্কায় এতদিন তোমার নিকটও উহা ব্যক্ত করি নাই। এখন সমস্ত অবগত হইলে, ভরসা করি আর আমাকে অপরাধিনী মনে করিবে না। রাত্রি প্রভাত হইলে, আমি পিতার নিকট গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইব। তুমিও আমার সঙ্গে যাইবে, পিতা তাহাতে তোমার প্রতি কোনও সন্দেহ করিবেন না, প্রত্যুত সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিবেন। তাহার এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "তুমি যে রক্ষা পাইয়াছ ইহাই আমার পরম লাভ; অর্থের আবশ্যকতা নাই। কেবল এই মাত্র দুঃখ রহিল যে, আমি, অকারণ নামারণের বিনাশের হেতু হইলাম। আমার নিকট তোমার প্রথমেই সমস্ত ব্যক্ত করা উচিত ছিল। তাহা হইলে আমি নামারণের কার্য্যোচিত দণ্ড বিধানের সদুপায় করিয়া দিতাম। এই বলিয়া সেই দুর্ব্বুদ্ধি রমণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া তন্নগর পরিত্যাগে কৃত সঙ্কল্প হইলাম।

আমি এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া ক্রমাগত গমন করতঃ নগর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কয়েক জন সাধু বোগ্‌দাদ নগরীতে গমন করিতেছিলেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। তৎকালে আমার একটীমাত্র স্বর্ণ মুদ্রা সম্বল ছিল, তদ্দ্বারা ফল ও গন্ধ দ্রব্য ক্রয় করিয়া পথে পথে ভ্রমণ করতঃ বিক্রয় করিতে লাগিলাম। এতদুপায়ে যাহা কিছু লাভ হইতে লাগিল তাহাতেই অতি কষ্টে স্বষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলাম। এক স্থানে কতকগুলি লোক একত্রে সুরাপান ও আমোদ প্রমোদ করিতেন, তাঁহাদের নিকট প্রত্যহই আমার বিক্রেয় দ্রব্য সামগ্রী বিক্রীত হইত। একদা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সকলের নিকট বিক্রেয় দ্রব্যের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিক্রয় করিলাম। জনৈক বৃদ্ধ সকলের পার্শ্বদেশে উপবেশন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তৎপ্রতি দৃষ্টি না পড়ায় তাঁহাকে কোন দ্রব্য দেখান হয় নাই। ইহাতে তিনি আমাকে বলিলেন, "আমার নিকট কিছুই বিক্রয় করিলে না? আমি কি মূল্য প্রদানে অশক্ত?" এই কথায় কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া আমি উত্তর করিলাম, "মহাশয়! আপনি সকলের পশ্চাতে বসিয়া আছেন, তজ্জন্য দেখিতে পাই নাই, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনার যাহা অভিরুচি হয় গ্রহণ করুন আমি তাহার মূল্য লইব না।" এই বলিয়া আধার পাত্র শুদ্ধ সমস্ত বিক্রেয় দ্রব্য তাঁহার সম্মুখে রাখিলাম, বৃদ্ধ তাহা হইতে একটী মাত্র আতা ফল গ্রহণ করিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "পরিচয় প্রদান করিতে হইলে পূর্ব্বাবস্থা স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া আমাকে বিষম মর্ম্মবেদনা প্রদান করিবে, অতএব অনুরোধ করি, আপনি

পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না।” ইহা শুনিয়া বৃদ্ধ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, অন্যান্য কথা কহিয়া দশটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

এবম্প্রকার সম্ভবাতিরিক্ত অর্থলাভে আমি সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলাম, “অগাধ ধনশালী ক্রেতাগণের নিকটও এরূপ লাভ ঘটে নাই, সামান্য একটী ফল লইয়া কোনও ব্যক্তি কখনও একটী মুদ্রা দিয়াছেন কি না সন্দেহ,ইনি যে একেবারে দশটী মুদ্রা প্রদান করিলেন ইহার তাৎপর্য্য কি?” যাহাহউক,উহা প্রাপ্ত হইয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম। তাহার পর দিন দ্রব্যাদি লইয়া প্রথমেই বৃদ্ধ সমীপে গমন করিলাম। তিনি কিঞ্চিৎ গন্ধ দ্রব্য গ্রহণানন্তর পূর্ব্বদিবসের ন্যায় সে দিবসও আমার নাম ধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। সে দিন আর তাঁহার অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারিলাম না,যথাযথ পরিচয় দিলাম। তিনি তত্তাবৎ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “বসোরা নগরী আমারও নিবাসভূমি। এখানে বাণিজ্যার্থে আসিয়াছি, তোমার জনককে বিলক্ষণ জানি, তাঁহার সহিত আমার সবিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। তোমার ঈদৃশী দুর্দ্দশায় যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। আমি নিরপত্য, দর্শনাবধি তোমার প্রতি আমার অপত্যবৎস্নেহ জন্মিয়াছে, অতএব অদ্য হইতে আমি তোমার প্রতিপালনের ভার লইলাম, তুমি আমার পুত্র স্বরূপ হইলে। তোমার জনক অপেক্ষা আমার ধন সম্পত্তি বহুগুণে অধিক, আমি লোকান্তর গমন করিলে তুমি তত্তাবতের সত্বাধিকারী হইবে।” বৃদ্ধের এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি প্রফুল্লহৃদয়ে তদীয় চরণ বন্দনা করিলাম। তিনি আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, “ বৎস! আর এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই, আইস আবাসে গমন করি।” এই বলিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় আবাসে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই, আমাকে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করাইলেন এবং আমার পরিচর্য্যার্থে ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

আমি এই রূপে সেই দয়াবান্ ধনশালী বৃদ্ধের আশ্রয়লাভ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধও আমার প্রতি উত্তরোত্তর অধিকতর স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই হেতু পিতার মৃত্যুজনিত দুঃখ এককালে বিস্মৃত হইলাম। কিয়দ্দিন পরে তদীয় সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রীত হইলে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া বসোরায় আগমন করিলেন। তথায় আমার যে সকল বন্ধু বান্ধব ছিলেন, আমার ভাগ্যোন্নতি দর্শনে তাঁহাদের আশ্চর্য্য বোধ হইল। মহাঋদ্ধিমান বৃদ্ধ সাধু আমাকে পোষ্যপুত্র স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, বিভবশালী মান্য গণ্য ব্যক্তিগণও আমার অদৃষ্টের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমি সর্ব্বদা অভিলা-

যানুরূপ কার্য্য করিতাম,একারণ তিনি প্রীত হইয়া প্রায়ই কহিতেন, "আবুল-কাসেম! তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমার অনপত্যতা নিবন্ধন দুঃখ একেবারে তিরোহিত হইয়াছে, ক্লেশকর বার্দ্ধক্যসময়ে সৌভাগ্যক্রমেই তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।" তাঁহার এইরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া আমি সমবয়স্কদিগের সংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিতাম এবং প্রাণপণে তদীয় সেবাশুশ্রূষা করিতাম।

এই রূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে তিনি সঙ্কট পীড়াক্রান্ত হইলেন। ক্রমশঃই পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। চিকিৎসকগণ যখন চিকিৎসা বিফল-বোধে নিরস্ত হইলেন। তখন সাধু মৃত্যু স্থির নিশ্চয় করিয়া আমাকে কহি-লেন, "প্রিয়তম। আমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে, মৃত্যুর আর অপেক্ষা নাই, অতএব তোমাকে একটী গোপনীয় কথা বলি। আমার যে স্বোপার্জ্জিত অর্থ আছে তাহাতে সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, কিন্তু আমার যে পৈত্রিক ধন মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত আছে তত্তুলনায় ইহা যৎসামান্যমাত্র। আমি তোমাকে ঐ ধনের সন্ধান বলিতেছি শ্রবণ কর। উহা কাহার উপার্জ্জিত তাহা আমি অবগত নহি। কিন্তু পিতার নিকট শুনিয়াছি যে,পিতামহ মহাশয় তাঁহার অন্তিমকালে ঐ ধন পিতাকে প্রদান করেন, আমিও তাঁহার পরোলোক প্রাপ্তির পর উহা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ ধনরাশি এক্ষণে তোমার হইল। সাবধান যেন অযথা ব্যয় করিয়া উহা নিঃশেষ করিও না। তুমি যেরূপ দয়াশীল তাহাতে বোধ হইতেছে, এতাদৃক্ বিপুল সম্পত্তিলাভে অকাতরে দানাদি করিবে। বিপদাশঙ্কা না থাকিলে উহা কর্ত্তব্য ও প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি, সম্ভবাতিরিক্ত দানাদি তোমার সম্পূর্ণ বিপদের কারণ হইবে। উহাতে নিশ্চয়ই রাজা ও রাজমন্ত্রীগণের মনে ঈর্ষ্যা ও গুপ্তধন প্রাপ্তির লালসা উৎপাদন করিবে। তাহা হইলেই, তোমার সর্ব্বনাশ সংঘটন হইবে। তাঁহারা বলে কিম্বা কৌশলে তোমার তাবৎ ধন আত্মসাৎ করিবেন সন্দেহ নাই। অতএব তোমার প্রতি আমার উপদেশ এই যে, বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া আমি যে ভাবে চলিতেছি, তুমিও সেইভাবে চলিবে।"আমি কহিলাম,"আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য,ঐ ভাবেই চলিব।"এইরূপ অঙ্গীকৃত হইলে,পিতৃস্বরূপ স্নেহবান্ বৃদ্ধ আমার নিকট গুপ্ত ধনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া অল্পকালের মধ্যেই মানব লীলা সম্বরণ করিলেন।

বৃদ্ধের মৃত্যুর পর তদীয় সমস্ত ধন সম্পত্তি আমার হস্তগত হইল। একদা আমি স্বকীয় ধন পরিদর্শন মানসে কোষাগারে গমন করিয়া সংখ্যাতীত সুবর্ণ ও রজত মুদ্রা দর্শনে এরূপ বিস্ময়াপন্ন হইলাম যে, তাহা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। দেখিলাম আমরণ মুক্ত হস্তে ব্যয় করিলেও তাহার সহস্রাং-

শের একাংশও ক্ষয় হয় কি না সন্দেহ। তদ্দর্শনে বিবেচনা করিলাম, এত অর্থ সঞ্চিত থাকিতে দানাদি সৎকার্য্য না করিলে উহাতে ফলোদয় কি? এই বিবেচনায় প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া প্রতিনিয়ত অকাতরে দান করিতে লাগিলাম। দেশস্থ দীন দরিদ্র অনাথগণের দুঃখ দূরীভূত হইল। আমার তথাবিধ দানশীলতা দর্শনে পুরবাসীগণ অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমার সম্বন্ধে নানারূপ আন্দোলন করিতে লাগিল। কালক্রমে এরূপ জনশ্রুতি হইল যে, আমি গুপ্তধন প্রাপ্ত হইয়াছি; এই হেতু বাস্তবিক কৃপাপাত্র দীনদরিদ্র ভিন্ন অসংখ্য অর্থলোভী কৃপণ ও কুচরিত্র লোকও অর্থ লাভাশয়ে আমার আলয়ে আসিতে আরম্ভ করিল। একদা নগর রক্ষক, আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "শুনিয়াছি,তুমি গুপ্ত ধন প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা কোথায় আছে বল, আমি রাজাজ্ঞানুসারে সেই ধন লইবার জন্য আগমন করিয়াছি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, আমি আর বাঙনিষ্পত্তি করিতে পারিলাম না, ভাবিলাম, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। নগররক্ষক আমার এরূপ ভাব ভঙ্গী দর্শনে মনে করিল, যে জনরব যাহা উঠিয়াছে তাহা মিথ্যা নহে সম্পূর্ণ সত্য। এই জন্য বিনীত বচনে কহিল, "দেখ, তোমার কোনও ভয় নাই। আমরা রাজকিঙ্কর, আমাদের ভয়ঙ্কর অর্থ লোভ. তন্নিমত্তই অদ্য তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, যথাসম্ভব কিছু অর্থ দান কর, প্রীত হইয়া প্রস্থান করি। ইহা শুনিয়া আমার অন্তরাত্মা সুস্থির হইল, কহিলাম, "কত অর্থ প্রাপ্ত হইলে তোমার সন্তোষ হয়?" সে বলিল, "প্রত্যহ দশটী করিয়া স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেই যথেষ্ট।" আমি কহিলাম, "উহা অতি সামান্য, তুমি প্রত্যহ একশত সুবর্ণ মুদ্রা পাইবে।" এই আশাতিরিক্ত লাভের কথায় মহা সন্তুষ্ট হইয়া সে কহিল, "আমার দ্বারা তোমার কখনও কোনও বিঘ্ন ঘটিবে না।" এই বলিয়া সে প্রাপ্য ধন গ্রহণ করতঃ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

ইহার কিছুকাল পরে, আমি এক দিন মন্ত্রী ভবনে আহূত হইলাম। যথা সময়ে তথায় উপস্থিত হইলে, মন্ত্রী আমাকে অতি সমাদরে নিকটে বসাইয়া বলিলেন, "শুনিয়া সুখী হইলাম, যে তুমি বহু সংখ্যক গুপ্তধন প্রাপ্ত হইয়াছ। কিন্তু শাস্ত্রমতে উহার পঞ্চমাংশ রাজাকে দেয়, তাহা ত তুমি দেও নাই, সেই জন্য তোমাকে আহ্বান করিয়াছি। তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য অংশ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অংশের যথেচ্ছ ব্যবহার কর।" এই কথায় মন্ত্রীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কহিলাম, গুপ্ত ধন পাইয়াছি সত্য বটে, কিন্তু প্রাণ সত্ত্বে তৎসম্বন্ধে বিশেষ কথা ব্যক্ত করিতে পারিব না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমার প্রতি কোনও অত্যাচার না করিলে আপনাকে প্রত্যহ এক

এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দান করিতে প্রস্তুত আছি।" ইহাতে মন্ত্রী অতীব আনন্দিত হইয়া আমার সমভিব্যাহারে জনৈক লোক প্রেরণ করিলেন। আমি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাকে এককালে এক মাসের দের ত্রিশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলাম। এইরূপে উক্ত অর্থ আত্মসাৎ করিয়া খলস্বভাব মন্ত্রী একদা রাজার নিকট প্রকাশ করিলেন, "কাসেম অসংখ্য গুপ্তধন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা এই যে, উক্ত ধন কেহকেও দেখাইবে না।" নৃপতি ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং আমাকে আহ্বান করিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন, "যুবক! তুমি চতুঃপার্শ্বে স্বীয় ধন ভাণ্ডার দেখাইতে চাহ না কেন? আমার একান্ত ইচ্ছা যে এক একটী গুপ্ত ধনাগার দর্শন করি, তাহাতে তোমার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই।" আমি কহিলাম, "মহীপতে! আপনি দীর্ঘজীবী হউন এবং এই অধীনের একটী অনুরোধ রক্ষা করিয়া অতুল কীর্ত্তি সঞ্চয় করুন।" আমি কোনও মতে ধনভাণ্ডার দেখাইতে পারিব না। আপনি উক্ত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন। যদ্যপি আদেশ করেন, আমি প্রতিদিন আপনাকে দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা উপহার দিতে প্রস্তুত আছি; অন্যথা আপনার যাহা অভিরুচি হয় করিতে পারেন। প্রাণদণ্ড করেন, করুন; গুপ্তধনাগার অপেক্ষা আমার জীবনের মূল্য অল্প। এতচ্ছ্রবণে নৃপতি তদ্বিষয়ে মন্ত্রীর অভিপ্রায় অবগত হইবার মানসে তৎপ্রতি কটাক্ষপাত করায়, তিনি সঙ্কেতে উহাতেই স্বীকৃত হইতে কহিলেন। তদনুসারে ভূপাল গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তথা হইতে বিদায় দিলেন। আমিও গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে একবারে ষাটি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রেরণ করিলাম।

এবম্বিধ নির্দ্দিষ্ট ও অন্যবিধ অনির্দ্দিষ্ট দান, আমি প্রতিনিয়তই করিয়া থাকি। তত্তুলনায় আপনাকে যাহা দান করিয়াছি, তাহা অতি সামান্য, আপনি উহা গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না।

বোগ্দাদাধীশ্বর এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণগোচর করিয়া আবুলকাসেমের ধন ভাণ্ডার দর্শন জন্য নিরতিশয় উৎসুক হইয়া কহিলেন, "যুবক! এত দানে তোমার ধন যে নিঃশেষিত হয় না, ইহা অতি অসম্ভব কথা। অতএব আমার অনুরোধ এই যে, তোমার গুপ্তধনভাণ্ডার দর্শন করাইয়া আমার কৌতূহল নিবারণ ও সন্দেহ অপনয়ন কর। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, আমার দ্বারা তোমার কোনও ক্ষতি হইবে না।" এতচ্ছ্রবণে আবুলকাসেম কহিলেন, "আপত্তি নাই, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার একটী দারুণ পণ আছে, আপনাকে সেই পণ রক্ষা করিতে হইবে, নচেৎ আমি উহা দেখাইতে পারিব না।" ইহা শুনিয়া রাজেন্দ্র কহিলেন, "কাসেম! তোমার কি পণ আছে তাহা

অগ্রে না জানিতে পারিলে উহাতে সম্মতি দান করিতে পারি না, অতএব উহা প্রকাশ করিয়া বল।" তদনুসারে আবুলকাসেম কহিলেন, " মহাবল! আমি স্বয়ং আপনার নেত্র যুগল বন্ধন করিয়া দিব, আপনাকে নিরস্ত্র হইয়া ন্নশিরে গমন করিতে হইবে, এবং আমি শাণিত অসি ধারণপূর্ব্বক আপ- পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। আমার কথা অনুসারে চলিতে হইবে, নচেৎ ৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব।" নরেন্দ্র তাহাতেই সম্মত হইয়া ভাণ্ডারে ন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করায়, আবুলকাসেম কহিলেন, "এখন াপনে তথায় যাইতে হইবে, অতএব রজনীতে যে সময় দাস দ্রিত হইবে, সেই সময় লইয়া যাইব। আপনাকে আজি অধী- নের ও লয়ে অবস্থান করিতে হইবে।" রাজাকে অগত্যা তথায় অবস্থিতি করিতে হইল। আবুলকাসেমও অতীব যত্ন সহকারে তদীয় সৎকার সমাধান করিলেন।

অনন্তর বিবিধ কথোপকথনে, ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইলে, আবুল- কাসেম ভৃত্যগণের প্রতি আলোক প্রদানের আদেশ করিলেন। তাহারা আদেশমাত্র সমুদায় গৃহে আলোক জ্বালিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবুল কাসেম ভূপতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া এক দিব্য শয়ন কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় তাঁহাকে শয়ন করিতে কহিলেন। এবং ভৃত্যেরা তাঁহার অঙ্গবস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া দিলে, তিনি শয়ন করিলেন। অনতিবিলম্বে আবুলকাসেমও যথাস্থানে যাইয়া সুখশয্যায় শায়িত হইলেন। "কতক্ষণে ধনাগারে গমন করিব," এই চিন্তায় নৃপতির নিদ্রা হইল না, শয়নানন্তর কেবল পার্শ্ব পরি- বর্ত্তনে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অঙ্গীকারানুসারে নিঃশব্দ নিশীথ সময়ে, আবুলকাসেম যাইয়া রাজাকে কহিলেন, " মহারাজ! যদি প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ না হয়েন, তবে আসুন। সকলেই সুযুপ্ত, এই উপযুক্ত সময়।" ভূপাল কহিলেন, " যুবন্! আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া স্বীকার করিতেছি, তোমার কথার অন্যথা করিব না।" এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আবুলকাসেম স্বহস্তে বিলক্ষণরূপে বস্ত্র দ্বারা রাজার চক্ষুদ্বয় বন্ধন করিয়া দিলেম। অনন্তর বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, " আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য, কেবল প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে এইরূপ করিতে হইল তজ্জন্য মার্জ্জনা করিবেন।" বোগদাদাধিপতি কহিলেন, "তুমি যুক্তিসিদ্ধ কার্য্যই করিতেছ, ইহাতে তোমার কোন অপরাধ নাই, অতএব কুণ্ঠিত হইও না।"

আবুলকাসেম, ভূপালের এই কথা শ্রবণে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া গোপ- নীয় সোপান-মার্গ দ্বারা অধোদেশে অবরোহণ করতঃ এক উদ্যান মধ্যে উপনীত হইলেন। এবং কোন্ পথে যাওয়া হইতেছে, তাহা বুঝিতে না

পারেন, এই উদ্দেশ্যে নৃপতিকে কিয়ৎক্ষণ চক্র পথ প্রদক্ষিণ করাইয়া পরে ধনাগারের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বার দৃঢ়রূপে প্রস্তরাবদ্ধ ছিল, আবুল-কাসেম কৌশলক্রমে তাহা উন্মুক্ত করিয়া প্রশস্ত গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহটী, বিবিধ উজ্জ্বল মণি প্রভায় দিবসের ন্যায় আলোকময় হইতেছিল। আবুলকাসেম তথায় নরপতির নেত্রবন্ধন মোচন করিয়া দিলে, তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। দেখি-লেন, গৃহাভ্যন্তরে চতুর্দ্দিকে পঞ্চাশৎ হস্ত বিস্তৃত বিংশতি হস্ত গভীর একটী প্রস্তর নির্ম্মিত গহ্বর, স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। উহার চতুঃপার্শ্বে দ্বাদশ হেমস্তম্ভ, প্রতি স্তম্ভের উপরিভাগে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যযুক্ত এক একটী লোহিতবর্ণ মুর্ত্তি শোভা পাইতেছে। তদ্দর্শনে রাজা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন দেখিয়া আবুলকাসেম কহিলেন,"রাজেন্দ্র! এই যে প্রস্তরকুণ্ডদর্শন করিতেছেন, ইহাতে যে কত স্বর্ণ মুদ্রা আছে, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। কারণ আমি প্রতিনিয়ত মুক্তহস্তে দান করিতেছি, তথাপি অদ্য পর্য্যন্ত ইহার দুই অঙ্গুলি পরিমিত অংশও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, অতএব আমরণ এইরূপ বিত-রণ করিলেও বোধ করি, ইহা নিঃশেষিত হইবে না।"এতচ্ছ্রবণে রাজা উত্তর করিলেন, "ইহা পরিমাণে অধিক বটে, কিন্তু ক্রমাগত বিতরণে তোমার জীবিতকাল মধ্যে যে ইহা নিঃশেষিত হইবে না এমত কথা বলিতে পারি না।" তাহাতে আবুলকাসেম বলিলেন, "উহা নিঃশেষিত হইলেও কোন ক্ষতি নাই, অন্য গহ্বর হইতে বিতরণ আরম্ভ করিব।" এই বলিয়া তাঁহাকে লইয়া অপর এক অদ্ভুত গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই রম্য গৃহ দর্শনে, রাজেন্দ্রের অন্তঃকরণে অধিকতর হর্ষ ও বিস্ময়রসের উদয় হইল। উহা প্রভাবিশিষ্ট মণির আলোকে অপেক্ষাকৃত অধিক উজ্জ্বল। কোনও কোনও স্থানে লোহিতবর্ণ পট্টবস্ত্ররচিত হীরক খচিত শোভাময় আসন বিস্তৃত রহিয়াছে, উপরিভাগে মুক্তাকলাপপূর্ণ চন্দ্রাতপ সুন্দর শোভা পাইতেছে। ঐ গৃহের কুণ্ডটী যদিও পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পায়ত, কিন্তু উহা চুণি, পান্না, হীরক ইত্যাদি নানাবিধ বহুমূল্য রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ। নৃপালক, এতদবলোকনে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যখন মনে মনে ভাবিতে লাগি-লেন, এ সকল হয়ত ঐন্দ্রজাল, সেই সময় আবুলকাসেম তাঁহার হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক এক স্বর্ণময় সিংহাসন সমীপে লইয়া গেলেন। ঐ সিংহাসনোপরি এক পুরুষ ও এক রমণী শায়িত ছিলেন। তাঁহারা মৃত কিন্তু দেখিলে সহসা জীবিত বলিয়া ভ্রম হয়। উভয়েই রাজপরিচ্ছদ পরিহিত, এবং উভয়েরই শিরোদেশে হীরকমুকুটবিরাজিত। আবুলকাসেম তাঁহাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নৃপালকে কহিলেন, "মহাশয়! এই যে মৃত পুরুষ ও রমণী

মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন, শুনিয়াছি, ইঁহারাই পূর্ব্বে এতৎ ধন সমূহের অধিপতি ছিলেন। পুরুষটী রাজা এবং রমণীটী তদীয় মহিষী। ঐ দুই মৃত মূর্ত্তির পদ প্রান্তস্থ এক কাষ্ঠফলকোপরি সুবর্ণাক্ষরে নিম্নোক্ত কবিতাবলি লিখিত ছিল।

আবুলকাসেম এবং তওঙ্গবনবি মৃত রাজা ও রাজ মহিষীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্ন লিখিত কবিতাবলি পাঠ করিতেছেন।

১। অতুল যতনে যৌবন সময়,
এ বিপুল বিত্ত করেছি সঞ্চয়,
বাহুবলে কত দেশ অধিকার
করিয়াছি আমি, সংখ্যা নাহি তার,
লভিয়াছি যশ অসার ভবে।

২। দুরন্ত কালের ভীষণ শাসন,
সাধ্য নাহি হলো করিতে লঙ্ঘন,
জীবন রতন মায়া ত্যজি হায়
অর্পিতে হইল অবশেষে তায়,
শূন্যদেহ খাটে দেখহ সবে।

৩। আমাকে দেখিয়া বুঝ সুধীজন,
এক দিন হবে অবশ্য মরণ,
নিয়তি কেহ না এড়াইতে পারে,
চিরস্থায়ী জীব নহে এ সংসারে,
সম্পত্তি কভু না সঙ্গেতে যায়।

৪। এই ধনরাশি লভিবে যে জন,
মুক্তহস্তে যেন করে বিতরণ,
দানেতে কুণ্ঠিত না হইয়া মনে,
যে যাহা চাহিবে দিবে সেইক্ষণে,
ফুরাবেনা কভু এ ধন তায়।

রাজেন্দ্র ঐ কবিতাবলি পাঠ করিয়া কহিলেন, "যুবন্! আমি তোমার প্রতি আর অনুমাত্র দোষারোপ করিতে পারি না. তুমি অসঙ্কোচে যথেচ্ছ দান করিতে পার। বরং বৃদ্ধ তোমাকে যেরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা কোনও মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। সে যাহাহউক. এই রাজা রাণীর নাম জানিতে আমার একান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কবিতায় তাহার কোনও উল্লেখ নাই।" আবুলকাসেম কহিলেন,"পূর্ব্বেই আমি কহিয়াছি যে. আমার পূর্ব্বাধিকারী বৃদ্ধও উহা জানিতেন না।"এই বলিয়া তিনি, নৃপতিকে সঙ্গে করিয়া অপর এক গৃহে উপস্থিত হইলেন। উহা, নানাবিধ বহুমূল্য রত্ন সমাকীর্ণ। নরপতি, ইতিপূর্ব্বে প্রাপ্ত তরু, শিখী, পানপাত্র প্রভৃতির ন্যায় অনেকানেক আশ্চর্য্য দ্রব্য তথায় দর্শন করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, যাবৎ রজনী শেষ না হয়, তাবৎ তথায় অবস্থান করিয়া সুন্দররূপে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করেন, কিন্তু আবুলকাসেম তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। "দাসদাসীগণ জাগরিত হইলে ধনাগার অপ্রকাশ থাকিবে না, এতদাশঙ্কায় সত্বর পূর্ব্বোক্তপ্রকারে, নৃপতির নেত্রদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক অসি হস্তে শয়ন গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। দেখিলেন, তখনও প্রভাতের কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে. এই হেতু উভয়ে কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। ভূপতি কহিলেন, "ধনি শ্রেষ্ঠ! তুমি, পূর্ব্বে আমাকে যে অসামান্য রমণীরত্ন উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছ, বোধ হয়, তদীয় ভবনে তদ্রূপ রমণী আরও অনেক আছে।" আবুলকাসেম কহিলেন, "হাঁ অনেক আছে সত্য বটে, কিন্তু কাহাকেও দেখিয়া আমার প্রীতিলাভ হয় না, আমি নিরন্তর কেবল দার্দেনির চিন্তাতেই ব্যাকুল। তাহাকে বিস্মৃত হইবার জন্য নিয়তই চেষ্টা করি, কিন্তু তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি না। তাহার মনোহারিণী মূর্ত্তি আমার অন্তর

হইতে কিছুতেই অন্তর্হিত হয় না। তদীয় বিরহবেদনাতেই ক্রমশঃ কৃশ হইতেছি, আহার বিহারে সুখ নাই, বিপুল ধন সত্ত্বেও, সম্পূর্ণ দুঃখের অধীন। সামান্য অবস্থায় থাকিয়া যদি দার্দেনিকে প্রাপ্ত হইতাম সুখের সীমা থাকিত না। দার্দেনি বিরহে এ অতুল ঐশ্বর্য্য আমার পক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর।" এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে, নৃপতি আবুলকাসেমের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "যুবন্! দার্দেনির প্রাপ্তি আশা যখন নিষ্ফল, তখন অনর্থক উহা চিন্তা করিয়া আত্মাকে ক্লেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, যথোচিত বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শনানন্তর, ভূপাল আবুলকাসেমের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। পরে বাসায় আসিয়া উপহারপ্রাপ্ত তরু, শিখী প্রভৃতি দ্রব্যজাত এবং নারী, শিশু ও ভৃত্যটীকে লইয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

বসোরা-রাজমন্ত্রীর দুষ্টাভিসন্ধি।

নৃপতির বোগ্দাদ যাত্রার দুই দিবস পরে আবুলকাসেমের এক বিষম বিপদ সংঘটন হইল। বসোরার রাজসচিবকে তিনি প্রত্যহ এক সহস্র করিয়া সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতেন। স্বভাবসিদ্ধ দুরাশয়তাপ্রযুক্ত তাহাতে তাঁহার পরিতৃপ্তি হইত না, একারণ তিনি আবুলকাসেমের তাবৎ বিত্ত আত্মসাৎ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। অর্থের জন্য তিনি না করিতে পারিতেন এমত কর্ম্মই ছিল না। তাঁহার বালকেশী নাম্নী অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী পূর্ণ যৌবনা সুচতুরা এক কন্যা ছিল। স্বীয় দুষ্টাভিসন্ধি সাধনের উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি তাহাকে কহিলেন, "প্রাণাধিকে! অদ্য তোমাকে আমার একটী গুরুতর আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে। সুন্দররূপে বেশবিন্যাস করিয়া রাত্রিযোগে আবুলকাসেমের আলয়ে গমনানন্তর, কৌশলক্রমে তাহার ধনাগারের সন্ধান লইয়া আসিবে। বালকেশী, জনকের এবম্প্রকার অন্যায় আদেশ শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণবদনে কহিল, "পিতঃ। এ কিরূপ আদেশ করিলেন? একরূপ কার্য্য নিরতিশয় লজ্জাস্কর, নিন্দাজনক ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ; বিশেষতঃ যে রাজতনয়ের সহিত আমার উদ্বাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, তাঁহার সম্পূর্ণ রোষ ও অসন্তোষ উৎপাদক। কন্যার প্রতি ভবাদৃশ ব্যক্তির এতাদৃশ আদেশ কখনই ন্যায় সম্মত নহে।" এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী কহিলেন, "তোমাকে আর যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আমাকে বুঝাইতে হইবে না? যে প্রকার আদেশ করিলাম তদনুযায়ী কার্য্য কর।" বালকেশী বলিলেন, "তাতঃ! আমি বয়স্থা কুলবালা, নিঃসম্পর্কীয় পুরুষ সমীপে কি

প্রকারে গমন করিব? এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করুন। আরও বলি, আবুলকাসেম প্রতিদিন আপনাকে যাহা দান করিতেছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা আপনার কর্ত্তব্য। তাঁহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিবেন না? আপনার অভাব কি? পরের ধনে অযথা লোভ কেন?" বালকেশীর এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী ক্রোধ-কম্পান্বিতকলেবরে কহিলেন, "দুষ্টে! আমার আদেশ অবহেলন করিতে ইচ্ছা করিস্, তোর এতদূর স্পর্দ্ধা, আমার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য না করিলে আমি স্বয়ংই তোর মস্তকচ্ছেদন করিব। যদি জীবনের মায়া থাকে, তবে উহাতে আর দ্বিরুক্তি করিস্ না।" জনকের এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে, ধর্ম্মশীলা বালকেশী মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অধোবদনে রহিলেন। দুঃখে তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল বাষ্পবারি নিপতিত হইয়া ধরাতল সিক্ত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে লোভপরতন্ত্র মন্ত্রী কোন বাঙনিষ্পত্তি করিলেন না দেখিয়া বালকেশী বুঝিলেন, তাঁহার আদেশ অতিক্রম করা তাঁহার সাধ্যাতীত, এ কারণ ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া বেশ বিন্যাসার্থ স্বীয় বিলাসভবনে গমন করিলেন।

নিশাগমে মন্ত্রী, দুহিতাকে আবুলকাসেমের দ্বারে রাখিয়া আপন গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। বালকেশী দ্বারে করাঘাত করিবা মাত্র, দ্বারপাল উহা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তাঁহাকে আবুলকাসেমের অবস্থান কক্ষ দেখাইয়া দিল। মন্ত্রিদুহিতা মৃদুমন্দ গমনে তন্মধ্যে প্রবেশ পুরঃসর আবুলকাসেমকে যথা বিধানে অভিবাদন করিলেন। আবুলকাসেম তখন বিশ্রামার্থ শয়ন করিয়াছিলেন, বালকেশীকে দেখিবা মাত্র দণ্ডায়মান হইয়া সাদরে তাঁহার করধারণ পূর্ব্বক আপন সমীপদেশে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর বিনয়-নম্রবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শোভনে! কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ?" বালকেশী মৃদুমধুর স্বরে উত্তর করিলেন, "তোমার যশঃপ্রসূনের দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপী সৌগন্ধে আকৃষ্টা হইয়া আগমন করিয়াছি. দর্শন ও মিষ্টালাপ মাত্র উদ্দেশ্য!" এই বলিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ বালকেশী স্বীয় বদনাবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন। আবুলকাসেম তাঁহার অমৃতায়মান বচন শ্রবণ ও অলোকসামান্য মুখশ্রী অবলোকন করিয়া বিমোহিত হইলেন। অনঙ্গদেব তাঁহাকে কুসুম শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন তিনি সতৃষ্ণভাবে কহিলেন, "তন্বি! তোমার শুভাগমনে আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম, অদ্য আমার অতীব শুভদিন, সন্দেহ নাই।" এই বলিয়া সাদরে করধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে অপর এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে লইয়া গেলেন। তথায় মণিময় পাত্রে সুস্বাদু সুরা, মাংস প্রভৃতি বহুবিধ উপাদেয় আহার্য্য প্রস্তুত ছিল। দাসদাসীগণকে অন্যত্র যাইতে ইঙ্গিত করিয়া আবুলকাসেম বালকেশীকে আহারের

জন্য অনুরোধ করিলেন। এবং বালকেশী সম্মতা হইলে, উভয়ে একত্র আহার করিতে বসিলেন। আহারের সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের শিষ্টালাপ চলিতে লাগিল। বালকেশীর মধুরালাপে, আবুলকাসেম একান্ত বিমুগ্ধ হইয়া অনিমিষনয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আহারান্তে আবুলকাসেম অধীরভাবে বালকেশীকে কহিলেন, "সুন্দরি! তুমি প্রথমেই কটাক্ষপাতে আমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছ; এক্ষণে মধুরালাপে আমার মনোপ্রাণ এককালে হরণ করিলে। অদ্য হইতে উহাতে একমাত্র তোমারই অধিকার হইল।" এই বলিয়া উদ্ভূত অনুরাগভরে বালকেশীর কর চুম্বন করিলেন। চারুশীলাযুবতী, তাহাতে লোমাঞ্চিত ও ম্লানভাবাপন্না হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়নদ্বয় বাষ্পবারি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া আবুলকাসেম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোরমে! সহসা তোমার বদনসুধাকর ম্লান এবং নয়নযুগল অশ্রুবারি-পরিপ্লুত হইল কেন? আমি কি তোমার প্রতি কোনও বিরুদ্ধবাক্য প্রয়োগ কিম্বা কোনও অন্যায়াচরণ করিয়াছি?" বালকেশী কহিলেন, "আবুলকাসেম! আমি ভদ্রকুলকন্যা, পিতার আদেশক্রমে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। আমার পিতা অবগত হইয়াছেন, তুমি অতিগুপ্ত এক অক্ষয় ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়াছ। যে রূপে হউক, আমাকে তাহার সন্ধান লইয়া যাইতে হইবে, এই তাঁহার আদেশ। যদি এই আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে পারি, তবেই রক্ষা; অন্যথা তিনি স্বহস্তে আমার মস্তকচ্ছেদন করিবেন। প্রাণভয়ে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু এখন দেখিতেছি প্রাণনাশ অপেক্ষা সতীত্বনাশ অধিকতর ক্লেশপ্রদ। ইতিপূর্ব্বে আলী নামক রাজ-কুমারের সহিত আমার পরিণয় সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হওয়ায়, আমি পত্নীভাবে তাঁহাকেই চিত্তার্পণ করিয়াছি। তোমার সহিত প্রেমালাপ করিলে, আমার সতীত্ব বিনষ্ট হইবে এবং রাজপুত্রকে কি বলিয়া মুখ দেখাইব, ইহাই ভাবিয়া আমার অন্তঃকরণ অস্থির হইয়াছে, তাহাতেই এবম্ভূত ভাবান্তর দর্শন করিতেছ।" বালকেশীর এই কথা শ্রবণ করিয়া আবুলকাসেম কহিলেন, "চারুশীলে? তোমার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শন এবং বচনপরম্পরা শ্রবণে যদিও আমি কামানলে দগ্ধ হইতেছি, তথাপি তুমি যখন এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছ, তখন আর তোমার কোনও আশঙ্কার বিষয় নাই। আমার দ্বারা তোমার সতীধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে না। এবং যাঁহার নিমিত্ত উহাতে তোমার এতদূর আস্থা, অসঙ্কোচে তুমি তাঁহার নিকট গমন করিতে পারিবে। পিতৃহস্তেও তোমার জীবন যাইবে না। আমি তোমাকে ধনা-গার দর্শন করাইব, তুমি নয়নাশ্রু সম্বরণ ও বিষণ্ণতা পরিত্যাগ কর।" সচিব

সুতা আবুলকাসেমের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষ গদগদস্বরে কহিলেন, "ধীমান্! এই জন্যই সকলে মুক্তকণ্ঠে তোমার প্রশংসা করিয়া থাকে, তোমার সদগুণের ইয়ত্তা নাই। তুমি আমার প্রতি যে প্রকার দয়া ও ঔদার্য্য প্রদর্শন করিলে তাহা অলৌকিক। যুবতী এই বলিয়া বিরতা হইলে, আবুলকাসেম তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া এক সুশোভিত শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন। এবং তদীয় নিদেশক্রমে যুবতী এক বিচিত্র পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিলে, তিনি তাহার সমীপদেশে উপবিষ্ট হইয়া নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সকলে সুষুপ্ত হইলে, আবুলকাসেম যুবতীকে কহিলেন, "গুণোত্তমে! আমি যাহাকে ধনাগার দর্শন করাইতে লইয়া যাই, স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে তাহার নয়ন বস্ত্রে বন্ধন করিয়া থাকি, অতএব তোমার নীলোৎপল নিন্দিত নয়নেও বস্ত্রাচ্ছাদন করিতে হইবে, তজ্জন্য অতিশয় সঙ্কুচিত হইতেছি" যুবতী কহিলেন, "সাধো! আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা স্বচ্ছন্দে করিতে পার? তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিতা নহি" ইহা শুনিয়া আবুলকাসেম কহিলেন, "তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, গমনের এই প্রশস্ত সময়, গাত্রোত্থান কর।" এই কথায় যুবতী উঠিয়া বসিলে, আবুলকাসেম তাঁহার নেত্রদ্বয় উত্তমরূপে বস্ত্রাচ্ছাদন পূর্ব্বক তদীয় হস্ত ধারণ করতঃ গুপ্ত সোপান দিয়া উদ্যান মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন, পরে বক্রপথ ও সুড়ঙ্গ অতিক্রমণানন্তর ধনাগারে প্রবিষ্ট হইয়া যুবতীর নেত্রবন্ধন বিমোচন করিয়া দিলে, যুবতী ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। যে সমস্ত অমূল্য রত্ন ও অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত পদার্থে ধনাগার পরিপূর্ণ ছিল, তাহার প্রত্যেক পদার্থই তাঁহার অন্তরে বিস্ময় ভাবের আবির্ভাব করিতে লাগিল। তদনন্তর বালকেশী একে একে সমস্ত পরিদর্শন করিতে লাগিলেন, ক্রমে রাজা রাণী এবং তাঁহাদের পদতলস্থ কাষ্ঠফলকে লিখিত কবিতাবলির প্রতিও তাঁহার নেত্র পতিত হইল। কবিতাবলি পাঠ করিয়া রাণীর কণ্ঠস্থ কপোত ডিম্বাকৃতি রমণীয় মুক্তামালা দর্শনে অনিমিষ নেত্রে তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে আবুলকাসেম রাণীর কণ্ঠদেশ হইতে সেই মালা খুলিয়া লইয়া তাঁহার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি গৃহে গমন করতঃ এই মালা তোমার পিতাকে দেখাইও, তাহা হইলে তিনি তোমার ধনাগার দর্শন সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করিবেন না। অনন্তর আবুলকাসেম যুবতীকে আরও কিছু রত্নাভরণ প্রদান পূর্ব্বক প্রভাত হইবার আশঙ্কায় তদীয় নেত্রদ্বয় বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শয়ন গৃহে আনয়ন করিলেন। তাহার অনতি দীর্ঘকাল পরেই রজনী অবসান হইলে, মন্ত্রিদুহিতা উষাগম

নিরীক্ষণ করিয়া বিনয়নম্রবচনে আবুলকাসেমের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণানন্তর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এ দিকে মন্ত্রী, কন্যা কখন প্রত্যাগমন করিবে, এই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কাল যাপন করিতেছেন, এবং এক একবার ভাবিতেছেন, হয়ত তাহার ছল বল সকলই বিফল হইয়াছে, আবুলকাসেম তাহাকে দেখিয়া ভুলে নাই। এমত সময় বালকেশী প্রত্যাগমন করিয়া আবুলকাসেমের নিকট হইতে প্রাপ্ত সেই কপোত ডিম্বাকার মহামূল্য মুক্তামালা ও অলঙ্কারাদি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিল। তদ্দর্শনে তিনি নিরতিশয় হর্ষ প্রকাশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন প্রিয়তমে! যে উদ্দেশে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহা সফল করিতে পারিয়াছ ত?" বালকেশী অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ! আবুলকাসেমের ধনাগার যেরূপ দর্শন করিয়াছি, তাহার সহিত তুলনা করিলে ধনপতি কুবেরের ধনাগারও তাহার অনুরূপ হয় কি না সন্দেহ। পরন্তু আবুলকাসেমের ধনাগার অপেক্ষা তাঁহার চরিত্র সমধিক প্রশংসনীয়।" এই বলিয়া বালকেশী পিতৃ সমীপে সহস্র মুখে আবুলকাসেমের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আবুলকাসেমের গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ করা মন্ত্রীর অভিপ্রেত নহে, সুতরাং উহাতে কর্ণপাত না করিয়া বালকেশী যে তাঁহার ধনাগার দর্শন করিয়া আসিয়াছে, মনে২ এই চিন্তা করিয়াই আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

বোগ্দাদাধিপতির দেশাগমন ও মন্ত্রীর কারা মোচন।

যে সময়ে বসোরা নগরীতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়, সেই সময় বোগ্দাদাধিপতি স্বরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার আগমনে রাজভবন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। ভবনে পাদক্ষেপ করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি অমাত্য জাফরকে কারামুক্ত করিয়া সমুচিত সম্মান সহকারে পুনর্ব্বার পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনন্তর তৎসন্নিধানে আবুলকাসেম সম্বন্ধীয় তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, "মন্ত্রিন্! আমি আবুলকাসেমের নিকট হইতে যে সমস্ত অপূর্ব্ব সামগ্রী ও মহার্হ রত্নরাজি উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার ধনাগারে তাহার অনুরূপ এমন কিছুই নাই যে, তাহা প্রত্যুপহার স্বরূপ প্রদানে স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষা করি। তজ্জন্য নিতান্ত সঙ্কটে পতিত হইয়াছি, এ সম্বন্ধে সদ্যুক্তি কি বল দেখি?" মন্ত্রী কহিলেন, "রাজেন্দ্র! বসোরা রাজ্য আপনার অধিকৃত, আবুলকাসেমকে উহার রাজছত্র প্রদান করুন, তাহা হইলেই আপনার সম্ভ্রম রক্ষা হইবে। অতএব দূত দ্বারা বসোরারাজের প্রতি অগ্রে এই আদেশ করিয়া পাঠান, তিনি

যেন অবিলম্বে আবুলকাসেমকে সিংহাসন প্রদান করতঃ রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হয়েন। পরে আমি সনন্দ সমভিব্যাহারে গমন করিয়া আবুলকাসেমের অভিষেক সম্পাদন করিব।” সম্রাট, মন্ত্রীর এই সুমন্ত্রণা শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “মন্ত্রিবর! অতি সুন্দর যুক্তি স্থির করিয়াছ। ইহার অনুসরণে, আবুলকাসেমের দানের প্রতিশোধ এবং অন্যায়াচারী বসোরারাজ ও তন্মন্ত্রীর কুব্যবহারের বিশেষ প্রতিফল প্রদান করা হইবে। এই বলিয়া তিনি তন্মুহূর্ত্তেই দূত দ্বারা বসোরা রাজসন্নিধানে পত্র পাঠাইয়া দিলেন।

অনন্তর ভূপতি অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক রাজ্ঞীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করতঃ আবুলকাসেমের নিকট হইতে প্রাপ্ত তরুণী, বালক, শিখী ও বৃক্ষটী তাঁহাকে প্রদান করিলেন। রাজ্ঞী তল্লাভে, বিশেষতঃ রমণীর রমণীয় রূপ দর্শনে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্র কেবল অক্ষয় পানপাত্রটী আপনার জন্য রাখিয়া দিয়া অন্যান্য দ্রব্যগুলি উপহার স্বরূপ মন্ত্রীকে অর্পণ করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই মন্ত্রী বসোরা গমনে উদ্যোগী হইলেন।

বসোরা রাজমন্ত্রী আবলফাতা কর্ত্তৃক আবুলকাসেমের সর্ব্বনাশ চেষ্টা।

এদিকে বোগ্দাদাধিপতির দূত বসোরায উপস্থিত হইয়া তত্রত্য ভূপতিকে স্বীয় প্রভুর পত্র প্রদান করিলে, ভূপতি পত্রপাঠ করণানন্তর অতিশয় বিষণ্ণান্তঃকরণে মন্ত্রীকে কহিলেন, “মন্ত্রিন্! সম্রাট আদেশ করিয়াছেন, যে অবিলম্বে আবুলকাসেমকে রাজ্য ভার সমর্পণ করিযা আমাকে এই নগর পরিত্যাগ করিতে হইবে। কি অদ্ভুত বিবেচনা! এক্ষণে কর্ত্তব্য কি বল দেখি। সম্রাটের সম্মান রক্ষা করিয়া রাজ্য ত্যাগ করি, কি তাঁহার আদেশ অবহেলন করতঃ রাজ্য রক্ষার্থে বল প্রকাশ করি?” এতচ্ছ্রবণে কুটিল বুদ্ধি দুষ্টমতি মন্ত্রী বলিলেন, “রাজন্! রাজ্য রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কিন্তু উহা বলে নহে, কৌশলক্রমে করিতে হইবে, তজ্জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না, যাহা করিতে হয় আমিই করিব।” নৃপতি কহিলেন, “ভাল, আপাততঃ পত্রের উত্তর কি রূপ লিখিব?” মন্ত্রী বলিলেন, “তাহাও আমি লিখিতেছি।” এই বলিয়া তিনি কয়েক জন সভাসদ সমভিব্যাহারে আবুলকাসেমের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আবুলকাসেম মন্ত্রী এবং কতিপয় রাজপারিষদের আগমন দর্শনে অতিশয় ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উপবেশন করিতে কহিলেন তাঁহারা

সুখোপবিষ্ট হইলে, আবুলকাসেম যথোচিত বিনয় ও সৌজন্য সহকারে কিয়ৎক্ষণ তাঁহাদের সহিত সদালাপ করিয়া ভৃত্যের প্রতি আহারের আয়োজন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত মাত্র ভৃত্য বিবিধ উপাদেয় খাদ্য আনয়ন করিলে, আবুলকাসেম মন্ত্রী ও সভাসদগণকে লইয়া আহারে বসিলেন। পরক্ষণেই যে তাঁহার সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইবে ইহা তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না, অতএব অসঙ্কুচিত চিত্তে ভোজনামোদ ও সুরাপান করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী বসোরাগমন করিবার সময় এক প্রকার অচৈতন্যকর চূর্ণদ্রব্য সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, সুযোগক্রমে অলক্ষিত ভাবে সেই দ্রব্য আবুলকাসেমের পানীয় সুরার সহিত মিশাইয়া দিলেন। আবুলকাসেম সেই চূর্ণ সংমিশ্র সুরাপান করিবা মাত্র তন্মুহুর্ত্তেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে কিঙ্করগণ, দ্রুতপদে নিকটে গমন করতঃ নানা-প্রকারে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা পাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের সমুদায় চেষ্টাই বিফল হইল। ক্রমে তাঁহার শরীর, মৃতশরীরের ন্যায় বিশ্রী ও বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সকলেই আবুলকাসেমের মৃত্যু স্থির করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। রাজপারিষদগণও এই আকস্মিক মৃত্যু ব্যাপার দর্শনে, যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীর অন্তরে আনন্দের উৎস উৎসারিত হইলেও বাহিরে যার পর নাই শোকের লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি স্বয়ং বস্ত্রালঙ্কার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রোদন শব্দে চারিদিক বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এবম্বিধ শোকাতিশয্য দর্শনে সমভিব্যাহারি সভাসদগণ অধিকতর শোকাভিভূত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মন্ত্রী, কপট ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া আবুলকাসেমের মৃতদেহ রাখিবার নিমিত্ত একটী সিন্দুক নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। অনন্তর "আবুলকাসেমের কেহ উত্তরাধিকারী নাই, ইঁহার ধনসম্পত্তিতে রাজার অধিকার" এই বলিয়া তিনি আবুলকাসেমের সমস্ত প্রকাশ্য ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া লইলেন।

অনতিবিলম্বে নগর মধ্যে মহাত্মা আবুলকাসেমের মৃত্যু সমাচার প্রচারিত হইল। তাহাতে পুরবাসিগণ ও আপামর সাধারণ সকলেই হাহাকার শব্দে গগণ বিদীর্ণ করতঃ নগ্নশিরে এবং নগ্নপদে তদীয় ভবনাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। দেখিয়া বোধ হইল, যেন পুরবাসীগণের স্নেহাস্পদ পুত্র বা ভক্তিভাজন পিতার মৃত্যু হইয়াছে। কি ধনী কি দরিদ্র সকলকেই সমানরূপ কাতর দেখিলাম। ধনবানগণ পরম হিতৈষী সুহৃদ্‌বিয়োগ হইল বলিয়া, এবং দরিদ্রবৃন্দ তাহাদের প্রতিপালন কর্ত্তার বিচ্ছেদ যাতনায় অস্থির হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

কতিপয় ব্যক্তি শবপূর্ণ সিন্দুক মস্তকোপরি ধারণ করিয়া কবর স্থানে গমন করিতেছে।
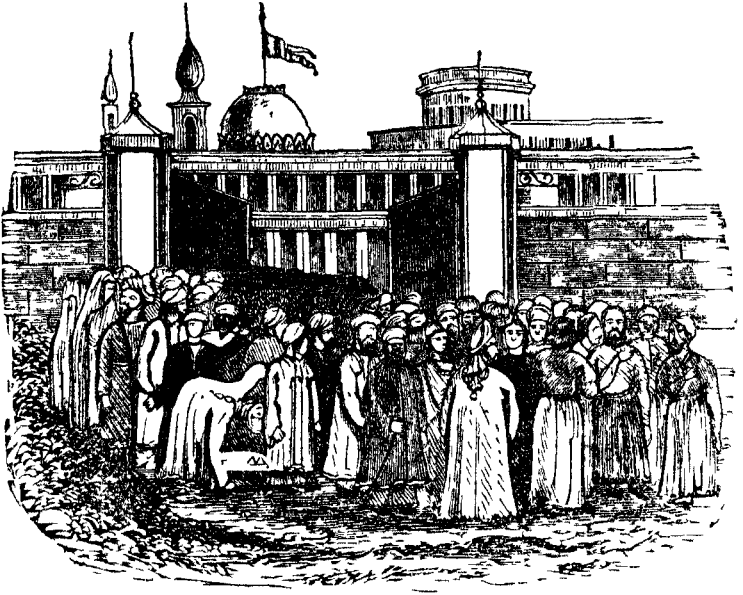
কিয়ৎকাল পরে সিন্দুক নির্ম্মিত হইয়া আসিলে মন্ত্রী, যত্নপূর্ব্বক আবুলকাসেমকে তাহার অভ্যন্তরে স্থাপিত করিয়া সমাধি ক্ষেত্রে লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। তদনুসারে সেই সিন্দুক কবর স্থানে নীত হইল। কৃতঘ্ন কপটাচারী মন্ত্রী তথায় উপস্থিত হইয়া সিন্দুক সমাহিত করিলেন। অনন্তর তিনি শোক প্রদর্শনার্থে বক্ষে, গণ্ডে এবং শিরে করাঘাত পূর্ব্বক কপট ক্রন্দন ধ্বনিতে কবরস্থল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবাকর অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া সকলে স্ব স্ব আবাসে প্রতিগমন করিল কেবল পাপমতি মন্ত্রী স্বার্থসাধনোদ্দেশে কয়েক জন অনুচর সঙ্গে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে অবস্থিতি করিয়া নিশীথ সময়ে, কবরের মৃত্তিকা খনন করতঃ আবুলকাসেমকে সিন্দুকের অভ্যন্তর হইতে বাহির করিলেন, এবং উত্তপ্ত জলে তাঁহার সর্ব্ব শরীর প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। ইহাতে কিয়ৎক্ষণের মধ্যে, আবুলকাসেমের চৈতন্য সঞ্চার হইলে, তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি কোথায় রহিয়াছি?” মন্ত্রী কহিলেন, “সমাধিস্থানে, এস্থানে তোরে রক্ষা করে এমন কেহই নাই, গুপ্তধন পাইয়া তোর এত অহঙ্কার! এক্ষণে ভাল চাহিস্ ত বল, সে সমস্ত সম্পত্তি কোথায় রাখিয়াছিস্। অন্যথা এই দণ্ডেই তোর প্রাণবধ করিব।” আবুলকাসেম কহিলেন, ‘আমি এখন তোমার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন, যেরূপ অভিরুচি হয় করিতে পার, কিন্তু ধনাগারের সন্ধান কিছু-

তেই বলিব না।" এতচ্ছ্রবণে, মন্ত্রী ক্রোধে মূর্তিমান অগ্নিবৎ হইয়া ভৃত্যদিগের প্রতি আদেশ করিলেন, "বেটাকে বন্ধন কর।" তাহারা আজ্ঞামাত্র আবুল-কাসেমের হস্তপদ বন্ধন করিল। তখন নৃশংস সবলে তাঁহার গাত্রে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। উপর্য্যুপরি আঘাতে আবুলকাসেম মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রী তদ্দর্শনে, তাঁহাকে সিন্দুকমধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় সমাহিত করিয়া অনুচরগণের সহিত আবাসে প্রত্যাগত হইলেন।

অনন্তর রজনী অবসান হইলে মন্ত্রী, রাজভবনে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত রাজার গোচর করিলেন। তচ্ছ্রবণে রাজা যার পর নাই হর্ষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "মন্ত্রিন্! আবুলকাসেম এ প্রকার যন্ত্রণা অধিক দিন সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না, অনতি বিলম্বেই আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারিবে। কিন্তু এক্ষণে বল দেখি সম্রাটের আদেশলিপির কি রূপ উত্তর প্রদান করা কর্ত্তব্য। দূত প্রত্যাগমন জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, আর তাহাকে রাখিতে পারিতেছি না।" মন্ত্রী বলিলেন, "রাজন্! তজ্জন্য আপনি ভীত হইবেন না, সম্রাটকে এই মর্ম্মে প্রত্যুত্তর লিখুন যে, রাজ্যাধিকার প্রাপ্তির সংবাদ শ্রবণে, আবুলকাসেম আনন্দোন্মত্ত হইয়া সম্ভবাতিরিক্ত সুরা পান করায়, অকস্মাৎ গতায়ু হইয়াছে।" রাজা এই পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বোধ করিয়া এতদনুসারে পত্র লিখনানন্তর দূত হস্তে অর্পণ করিলেন। দূত পত্র লইয়া অবিলম্বে বোগদাদ যাত্রা করিল।

অনন্তর মন্ত্রী, "অদ্য নিশ্চই ধনাগারের সন্ধান লইতে পারিব," এই আশায় আশ্বস্ত হৃদয়ে আবুলকাসেমকে প্রহার করিবার জন্য সহর্ষে সমাধি-স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কবরের কবাট উন্মুক্ত, আবুলকাসেম সিন্দুক মধ্যে নাই। ইহা দেখিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। পরে অতিশয় ভীত হইয়া নৃপতি সন্নিধানে গমন করতঃ সমুদায় ব্যক্ত করিলেন। তাহাতে নৃপতির অন্তরে নিরতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল, তিনি ম্রিয়মাণ হইয়া মন্ত্রীকে কহিলেন, "মন্ত্রিন্! তুমি মহা অনর্থ সংঘটন করিলে, আবুলকাসেম যখন কবর মধ্যে নাই তখন নিশ্চয়ই পলায়ন করিয়াছে, সে সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যক্ত করিবে, এক্ষণে নিতান্ত অনুপায় দেখিতেছি।" মন্ত্রী ইহার উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া, "হায় কি হইল! কি করিলাম! যদ্যপি তখনই তাহার প্রাণবধ করিতাম, তাহা হইলে আর এ বিপত্তি উপস্থিত হইত না।" এই বলিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন। পরে কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আর অনর্থক চিন্তা করিয়া কি হইবে? চলুন, সৈন্য সামন্ত লইয়া তাহার অন্বেষণ করা যাউক। বোধ করি

এখনও সে নগর অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই।" মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে রাজা তৎক্ষণাৎ সৈন্য সজ্জার অনুমতি করিলেন। সৈন্যগণ সজ্জিত হইয়া দুই দলে বিভক্ত হইলে, মন্ত্রী একদল এবং রাজা স্বয়ং অপর দলের সহিত পরস্পর বিভিন্নমুখে আবুলকাসেমের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।

যে সময়ে বসোরার রাজা ও মন্ত্রী এইরূপে আবুলকাসেমের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই সময় বোগদাদাধিপতির প্রধান অমাত্য জাফর, আবুল-কাসেমকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার জন্য সনন্দ সমভিব্যাহারে বসোরাভি-মুখে আগমন করিতে ছিলেন, পথিমধ্যে সংবাদবাহককে দেখিয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বিহিতবিধানে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিল, "মন্ত্রিবর! কয়েক দিন হইল, মহাত্মা আবুলকাসেমের মৃত্যু হইয়াছে, আমি স্বয়ং তাঁহার সমাধি দর্শন করিয়া আসিতেছি, আর বসোরায় গমন করিয়া কি করিবেন? ফিরিয়া চলুন।" মন্ত্রী আবুল-কাসেমকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন বলিয়া আনন্দ ও উৎসাহের সহিত গমন করিতেছিলেন, সুতরাং এই সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত ভগ্নচিত্ত ও বিষণ্ণ হইয়া প্রতিগমন করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী বোগদাদে প্রত্যাগত হইয়াই সম্রাট সকাশে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট তাঁহার বিষণ্ণভাব অবলোকনে অনিষ্টপাত আশঙ্কা করিয়া ব্যগ্রতা-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রিন্! তুমি এত সত্বর ফিরিয়া আসিলে কেন? তোমার এরূপ ম্লানভাবেরই বা কারণ কি?" মন্ত্রী বলিলেন, "মহীপতে! আর কি বলিব! পথি মধ্যে দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় শ্রুত হইলাম যে, মহামতি আবুলকাসেম অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।" মন্ত্রীর এই বাক্য শ্রবণে সম্রাট অচৈতন্য হইয়া বাতাহত কদলীতরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। সভাসদ্‌গণ অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিল। তখন তিনি দূতের নিকট হইতে পত্র গ্রহণ করতঃ অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলেন। পত্র পাঠে তাঁহার অন্তঃকরণে আবুলকাসেমের মৃত্যু সম্বন্ধে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। তজ্জন্য মন্ত্রীকে আহ্বানপূর্ব্বক নির্জ্জনপ্রদেশে লইয়া গিয়া পত্র দেখাইলেন এবং কহিলেন, "আমার বোধ হইতেছে, দুষ্ট বসোরারাজ, পাপিষ্ঠ মন্ত্রী আবলফাতার পরামর্শানুসারে আবুলকাসেমের বিনাশসাধন করিয়াছে।" সচিব কহিলেন, "রাজেন্দ্র! ইহা অসম্ভব কথা নহে, আমারও ঐরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে, অতএব পাষণ্ডদ্বয়কে বন্ধন করিয়া আনা যাউক।" সম্রাট কহিলেন, "উত্তম কথা বলিয়াছ, এক্ষণে উহাই কর্ত্তব্য, তুমি সত্বর সৈন্য সামন্ত লইয়া গমন কর।" মন্ত্রী আদেশমাত্র সৈন্য সমভি-ব্যাহারে বসোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এ দিকে আবুলকাসেম, যশোরা রাজমন্ত্রী আবলফাতার প্রহারে অনেক-ক্ষণ অচৈতন্যাবস্থায় ছিলেন, পরে কিঞ্চিৎ চৈতন্য সঞ্চার হইলে, তাঁহার বোধ হইল কে যেন তাঁহাকে সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া ভূতলে রাখিল। তিনি প্রথমতঃ অনুমান করিলেন, নৃশংস মন্ত্রী বুঝি পুনরায় প্রহার করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছে। একারণ অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "নির্দ্দয় দস্যুগণ! আবার আমাকে প্রহার করিতে আসিয়াছিস্? তোদের বিনয় করিয়া বলি-তেছি, আমাকে একবারে বিনষ্ট কর্, এ প্রকারে বারম্বার আর ক্লেশ প্রদান করিস্ না।" ইহা শুনিয়া একজন বলিলেন, "যুবন্! ভয় করিও না, আর তোমার কোনও চিন্তা নাই, আমরা তোমাকে কবর হইতে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি।" আবুলকাসেম এই কথা শ্রবণে নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন, ইতিপূর্ব্বে যে কামিনীকে তিনি ধনাগার দর্শন করাইয়াছি-লেন সেই গুণবতী যুবতী এবং অপর একজন যুবক সম্মুখে রহিয়াছেন। তিনি তদ্দর্শনে আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "চারুশীলে! তুমি কি আমাকে রক্ষা করিবে?" যুবতী বলিলেন, "সাধো! তোমার উদ্ধার সাধনই আমাদের এখানে আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহার নাম যুবরাজ আলী, ইনিই আমার স্বামী।" যুবতী এই বলিয়া সমভিব্যাহারি যুবকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিবামাত্র যুবক কহিলেন, "আবুলকাসেম! বালকেশীর প্রমুখাৎ তোমার এই বিপদ্ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমি যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি, তোমার উদ্ধার জন্য আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ। সহস্র বিপদ পতিত হউক না কেন তোমার অমূল্য জীবন কখনই এরূপে বিনষ্ট হইতে দিব না।" এই কথা বলিয়া যুবক তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে সুস্বাদু পেয় পান করাইলেন। তাহাতে আবুলকাসেমের শরীরে অপেক্ষাকৃত বলাধান হইল, তখন তিনি ঐ জীবন-দাতাদিগকে সাধুবাদ সহকারে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার এই বিপত্তি সমাচার কিরূপে তোমাদের কর্ণগোচর হইল?" বালকেশী বলিলেন, "আমার পিতা তদীয় গুপ্তধন লাভ করিবার জন্য তোমাকে কোনও না কোন প্রকারে বিপদে ফেলিবেন, ইহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এই হেতু যে সময় তোমার আকস্মিক মৃত্যু ঘটনা নগর মধ্যে প্রচারিত হইল, সেই সময়ই আমার চিত্ত সংশয়দোলায় আন্দোলিত হইল। একারণ কিছু অর্থ প্রদানপূর্ব্বক পিতার এক বিশ্বস্ত অনুচরের নিকট হইতে সবিশেষ সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিলাম। পরে তাহার নিকট হইতে কবরের চাবিটী চাহিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ যুবরাজের নিকট এই সংবাদ দিলাম। যুবরাজ শ্রবণমাত্র আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তৎপরে দুই জনে মিলিত হইয়া সংগোপনে এখানে আগমন করিয়াছি।" আবুলকাসেম

কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এতাদৃশ নিষ্ঠুর জনকের এ প্রকার দয়াবতী কন্যা জন্মে।" অতঃপর যুবরাজ কহিলেন, "এস্থানে আর এক মুহূর্ত্তও অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে, নিশাবসান হইবামাত্র মন্ত্রী নিশ্চয় এখানে আগমন করিবেন, এবং কবর মধ্যে তোমাকে না দেখিতে পাইলে তিনি কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। অবশ্যই নগর মধ্যে অন্বেষণ করিবেন, অতএব আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই, শীঘ্র আমার আলয়ে আইস, তথায় আমি তোমারে এমত গুপ্ত স্থানে রাখিয়া দিব যে, কেহই তোমার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইবে না।" এই বলিয়া তিনি আবুলকাসেমকে স্বীয় অনুচরের বেশ পরিধান করাইয়া আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। বালকেশীও একাকিনী গৃহে প্রতিগমনপূর্ব্বক ভৃত্যকে কবরের চাবিটী প্রদান করিয়া শয়ন করিলেন।

এ দিকে বসোরার রাজা ও তদীয় মন্ত্রী চতুর্দ্দিক অনুসন্ধানানন্তর আবুলকাসেমকে না দেখিতে পাইয়া হতাশ মনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। যুবরাজ আলি এই সংবাদ প্রাপ্তমাত্র আবুলকাসেমকে একটী সুন্দর অশ্ব ও নানাবিধ বহুমূল্য রত্ন প্রদান করিয়া কহিলেন, "আর তোমার কোনও আশঙ্কা নাই, এক্ষণে শত্রুগণ তদীয় অন্বেষণে বিরত হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিয়াছে। তুমি এই সুযোগে অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক অন্য কোনও দেশে গমন কর। দীর্ঘকাল এ স্থানে থাকিলে বিপদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।" আবুলকাসেম ইহাতে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া যুবরাজ আলিকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক অশ্বারোহণে বোগদাদনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আবুলকাসেম অবিরত অশ্ব চালনা করিয়া অল্পদিন মধ্যেই বোগদাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন পূর্ব্বে বোগদাদ নগরের যে সাধুকে আতিথ্যে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন, তৎসমীপে গমন করিয়া উপস্থিত বিপদ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবেন। তদনুসারে তিনি বণিক পল্লীতে গমন করিয়া সাধুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্রমাগত অনুসন্ধানেও তাঁহার কোন উদ্দেশ পাইলেন না। ক্রমে অবসন্ন হইয়া রাজ ভবনের সম্মুখদেশে উপবেশন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রদত্ত শিশু রাজ ভবনের এক কক্ষ বাতায়নে দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছিল, সহসা তাঁহার প্রতি তাহার দৃষ্টিপতিত হওয়ায় সে দ্রুতপদে সম্রাটের নিকট গমন করিয়া কহিল, "মহারাজ! আমার ভূতপূর্ব্ব স্বামী মহাত্মা আবুলকাসেম এখানে আগমন করিয়াছেন।" সম্রাট কহিলেন, "আবুলকাসেম যে গতায়ু হইয়াছেন, বোধ হয় তদাকৃতি আর কাহাকে দেখিয়া আসিয়াছ।" বালক বলিল, "না মহারাজ! আমি বাস্তবিক তাঁহাকেই দর্শন করিয়াছি।" সম্রাট এ কথায় প্রত্যয় করিতে না পারিয়া ইহার তথ্য জানিবার নিমিত্ত অপর এক

ভৃত্যকে প্রেরণ করিলেন। আবুলকাসেমও ঐ শিশুকে দেখিতে পাইয়া মনে করিয়াছিলেন, "আমার প্রদত্ত শিশুই হইবে।" একারণ তাহার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমত সময় শিশু ভৃত্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। তদ্দর্শনে আবুল-কাসেম সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিশো! তুমি কিরূপে নৃপতি সদনে আগমন করিয়াছ?" শিশু উত্তর করিল, যে সময় নৃপতি আপনার ভবনে আতিথ্য স্বীকার করেন, সেই সময় আপনি আমায় উপহার স্বরূপ তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, সেই অবধি তিনি আমাকে পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া নিকটে রাখিয়াছেন। এক্ষণে আপনি আমার সহিত নৃপতি সন্নিধানে আগমন করুন। নৃপতি আপনার দর্শনে পরম প্রীত হইবেন। আবুলকাসেম শিশুর কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে তাহার সহিত রাজ সদনে গমন করিলেন। রাজেন্দ্র, স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন, আবুল-কাসেমকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রগাঢ় প্রেমভরে কিয়ৎক্ষণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন, হর্ষাতিশয্যবশতঃ কণ্ঠ, বাষ্পাবরুদ্ধ হওয়ায় স্পষ্টরূপ বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। পরে গদ্‌গদস্বরে কহিলেন, "আবুলকাসেম! আমি তোমার সেই অতিথি।" আবুলকাসেম কহিলেন, "যাঁহার শাসনে সমস্ত জগত শাসিত, তিনিই এ অকিঞ্চনের আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন!" এই বলিয়া নরপতির পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। ভূপাল তাঁহাকে ভূতল হইতে উত্তোলন করতঃ এক অপূর্ব্ব আসনে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাধো! আমরা যে ইতিপূর্ব্বে তোমার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াছি, তাহার কারণ কি বল দেখি?"

তদনুসারে আবুলকাসেম আদ্যোপান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ভূপতি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "আবুলকাসেম! আমিই তোমার সমস্ত ক্ষতির কারণ। তোমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণানন্তর দেশে উপস্থিত হই তোমাকে বসোরা রাজ্য সমর্পণ করিবার নিমিত্ত বসোরার রাজার নিকট আদেশপত্র প্রেরণ করি। দুষ্ট সেই জন্যই তোমার সর্ব্বনাশের পরামর্শ করিয়াছিল। তাহার কুটিল মন্ত্রী আবুলফাতাই ঐ পরামর্শের মূল। দুরাত্মাদ্বয় সত্বরই এই দুষ্কৃতির প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। উহাদিগকে বন্ধন করিয়া আনিবার জন্য আমার প্রধান অমাত্য জাফরকে বসোরায় প্রেরণ করিয়াছি। সে যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করে, সেই পর্য্যন্ত তুমি আমার আলয়ে অবস্থান কর, আমি আত্মনির্ব্বিশেষে তোমার শুশ্রূষা করিব। সম্রাট এই বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া প্রমোদকাননে গমন করিলেন। সম্রাটের প্রমোদ-কানন সুরপতির নন্দনকানন অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। উহার

মধ্যস্থানে কৃষ্ণবর্ণপ্রস্তরবিনির্ম্মিত দ্বাদশ স্তম্ভোপরি গোলাকৃতি গোম্বুজ, স্তম্ভ গুলি স্থবর্ণ খচিত, ইহার অভ্যন্তরে বিবিধ চিত্র বিচিত্র কলকণ্ঠবিহঙ্গ নিরন্তর সুস্বরে গান করিয়া থাকে। এই বিচিত্র গৃহের সন্নিধানে এক অতি রমণীয় সরোবর। রাজেন্দ্র আবুলকাসেমের সহিত ঐ সরোবর সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিলেন। পরিচারকগণ তাঁহাদের গাত্র মুছাইয়া দিয়া দিব্য পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দিল অনন্তর নরেন্দ্র আবুলকাসেমকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভোজনাগারে গমনপূর্ব্বক একত্রে ভোজন করিতে বসিলেন। ভোজন সমাহিত হইলে সুস্বাদু সুরাপান করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিলেন।
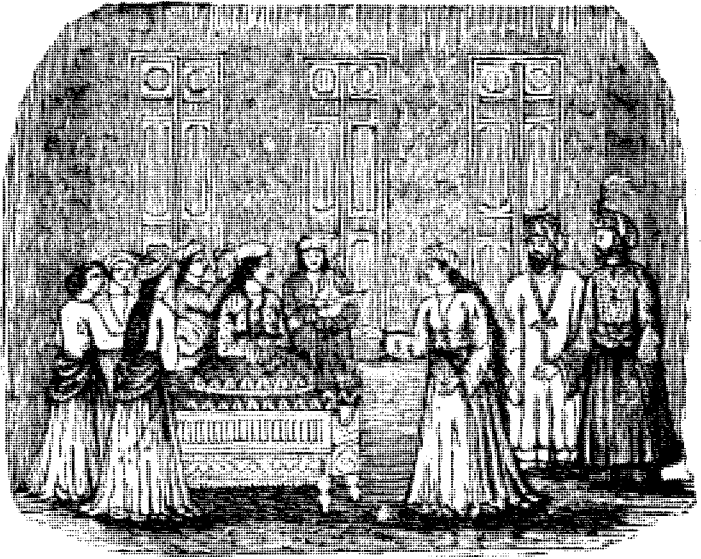
রাজমহিষী [illegible] রত্নসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সহচরীগণের গীতবাদ্য শ্রবণ করিতেছেন।

তথায় রাজ্ঞী রত্নাসনে আসীনা হইয়া সহচরীদিগের গীত বাদ্য শ্রবণ করিতেছিলেন। সহচরীগণ বীণা, সপ্তস্বরা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র হস্তে তাঁহার দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধরূপে দাঁড়াইয়াছিল। মধ্যস্থলে ললিত লাবণ্যময়ী এক ষোড়শী কামিনী সুমধুর তানে সঙ্গীত করিতেছিল। এবং আবুলকাসেম ভূপতিকে উপহারস্বরূপে যে রমণীরত্ন দান করিয়াছিলেন, সেই রমণীও ঐ সঙ্গীতের সহিত বংশীবাদন করিতেছিল। মহীপতি উপস্থিত হইবা মাত্র রাজ্ঞী সসম্ভ্রমে রত্নাসন হইতে উত্থিত হইয়া মহারাজের অভ্যর্থনা করিলেন। রাজেন্দ্র কহিলেন, "রাজ্ঞি! বসোরানগরের যে ধনিশ্রেষ্ঠ আমাকে সদ্ব্যবহার ও উপহারে আপ্যায়িত এবং চিরবাধ্য করিয়াছেন, ইনিই সেই মহাত্মা

আবুলকাসেম।” নরপতির কথার শেষ হইলে আবুলকাসেম ভূমাবলুণ্ঠিত হইয়া রাজমহিষীকে প্রণাম করিতেছেন, এমত সময় যে রমণী সঙ্গীত করিতে-ছিল, সে সহসা বিকট শব্দ করতঃ অচৈতন্য হইয়া ছিন্নমূলা লতার ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে বাদ্যযন্ত্রধারিণী যুবতীগণ, “কি হইল! কি হইল!” বলিয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক তাহার চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। আবুলকাসেম রাজ্ঞীকে প্রণাম করিয়া উত্থিত হইতে হইতে ভূপতিতা নারীর দিকে যেমন দৃষ্টিপাত করিয়াছেন অমনি তিনিও সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল,এবং মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তদ্দর্শনে নৃপতি মহাভীত ও চমৎকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অঙ্কোপরি উত্তোলন করিলেন। এবং অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্য সঞ্চার হইলে আবুলকাসেম বলিলেন, “মহীপতে! কায়রো নগরে আমার যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল আপনার নিকট তাহা ব্যক্ত করিয়াছি, বোধ করি বিস্মৃত হয়েন নাই। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও আমি যে দার্দেনির জন্য নিরন্তর অসুখে কালযাপন করিতেছি, আমার সহিত প্রণয়নিবন্ধন যে, সমুদ্র জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এই সেই প্রাণাধিকা গুণবতী রমণী।” তচ্ছ্রবণে ভূপাল সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহি-লেন,“দৈবের কি বিচিত্র গতি! পরমেশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করি যে, তিনি তোমার প্রিয়তমা দার্দেনিকে পুনরায় মিলাইয়া দিলেন।”

অনন্তর দার্দেনি চৈতন্যলাভ করিলে নৃপাল জিজ্ঞাসা করিলেন,“দার্দেনি! তুমি সমুদ্র হইতে কি রূপে রক্ষা পাইলে?” দার্দেনি বলিল, “মহারাজ! আমি সমুদ্রজলে ভাসিতে ভাসিতে এক মৎস্যজীবীর জালে পড়িয়াছিলাম। সে যখন আমাকে তীরে উত্তোলন করে, তখন আমার শ্বাস মাত্র ছিল কিন্তু সংজ্ঞা ছিল না। ধীবর অশেষ প্রয়াসে সংজ্ঞা সম্পাদনপূর্ব্বক আমাকে স্বীয় গৃহে লইয়া যায়। তাহার গৃহে গমন করিয়া আমি সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করি, তাহাতে সে ভীত হইয়া এক দাসী বিক্রেতার নিকট আমাকে বিক্রয় করে। দাসী বিক্রেতা কিছুদিন পরে বোগদাদে আসিয়া রাজ্ঞীর নিকট আমাকে বিক্রয় করিয়া যায়। এইরূপে আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে।”

দার্দেনি যে সময় এই কথা কহিতেছিল সে সময় নরপতি অনিমিষনয়নে তদীয় অলৌকিক অঙ্গকান্তি অবলোকন করিতেছিলেন, তাহার কথা শেষ হইলে নৃপতি আবুলকাসেমকে বলিলেন, “আবুলকাসেম! এরূপ অসাধারণ রূপলাবণ্যময়ী কামিনী যে তোমার অন্তঃকরণে নিরন্তর জাগরূক রহিবে, তাহা বিচিত্র নহে। তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি বটে, কিন্তু এই কামিনীর কম-নীয় কান্তির সহিত তুলনা করিলে, সে ঐশ্বর্য্য অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া

বোধ হয়।” এই কথা বলিয়া মহীপাল মহিষীকে কহিলেন, “শুভে! অদ্য হইতে তোমাকে দার্দেনির দাসীত্ব পাশমুক্ত করিয়া, উহাকে উহার অভীষ্ট জনের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।” রাজমহিষী বলিলেন, “মহারাজ! এতদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? এক্ষণে প্রার্থনা করি ইঁহারা দুই জনে চিরকাল সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করুন।” ভূপাত কহিলেন, “আমি আরো ইচ্ছা করিতেছি, যে আমার আলয়ে ইঁহাদের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়, এবং সেই উপলক্ষে কয়েক দিবস নৃত্যগীতাদি উৎসবামোদে অতিবাহিত করি।” এই কথা শুনিবামাত্র আবুলকাসেম ভূপতির পদতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, “ভূপতে! আপনার যে প্রকার আধিপত্য ও অব্যাহত প্রভাব, শীলতা, ভব্যতা এবং ঔদার্য্য প্রভৃতি সদ্গুণও তদনুরূপ। এক্ষণে আমার যে অক্ষয় ধনভাণ্ডার আছে তাহা আপনার হইলেই সম্পূর্ণ শোভা পায়। আমি আপনার একজন সামান্য প্রজা মাত্র, আমার পক্ষে উহা সম্পূর্ণ অসদৃশ, এই হেতু আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, ঐ ধনাগার আপনাকে প্রদান করি।” ভূপতি কহিলেন, “তাহা কি হইতে পারে? তোমার ধন তুমি ভোগ করিবে, আমি তাহা কি জন্য লইব? এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তোমরা উভয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ নিরন্তর নিরাপদে ও সুখসচ্ছন্দে কালযাপন কর।”

অনন্তর সম্রাট মহা সমারোহে আবুলকাসেমের পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তদুপলক্ষে দিবসত্রয় নৃত্যগীত ও ভোজনোৎসবে অতিবাহিত হইল।

ইহার অব্যবহিত পরেই সম্রাটের প্রধান অমাত্য জাফর, বসোরার রাজসচিবকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া আনয়ন করিলেন। রাজাকে আনিতে পারেন নাই, তাহার কারণ এই যে, তিনি আবুলকাসেমের পলায়ন বার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় সঙ্কিত হইয়া স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সম্রাট অবলফাতাকে দেখিবামাত্র তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। রাজভবনের সম্মুখ দেশে বধ্যভূমি নিরূপিত হইল। বোগদাদনগরস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই ব্যাপার দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছিল, কিন্তু আবলফাতার অপরাধের কথা শ্রবণে কেহই ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হইল না। কিন্তু যখন ঘাতক আবলফাতাকে বধমঞ্চে উত্তোলন করিয়া তাহার শিরশ্ছেদনার্থ সম্রাটের আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল, ইত্যবসরে আবুলকাসেম নরপতির পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন, “নরপতে! রাজমন্ত্রী যদিও অতি দুরাচার ও মহা অপরাধী তথাপি আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে আপনাকে উহার প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। কারণ আমার প্রতি আপনার এতাদৃশ অনুগ্রহ দেখিলে ঐ নরাধম মনে মনে যে প্রকার ক্লেশ অনুভব করিবে, তাহাই উহার প্রাণদণ্ডাপেক্ষা যথেষ্ট শাস্তি জানিবেন। সম্রাট

এই কথা শুনিয়া আবুলকাসেমকে কহিলেন, "সাধো! তুমিই প্রকৃত দয়াশীল, তোমার দয়ার ইয়ত্তা নাই, এক্ষণে তুমি যে প্রকার দয়াপ্রদর্শন করিলে তাহাতে আমি যার পর নাই প্রীত হইলাম। এক্ষণে আমার অভিলাষ এই যে তোমাকে বসোরার রাজ্যাধিকার প্রদান করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ বর্দ্ধন করি।" এতচ্ছ্রবণে আবুলকাসেম অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "মহীপতে। যুবরাজ আলি ও বালকেশী হইতেই যখন আমার জীবন রক্ষা হইয়াছে, তখন বসোরার রাজ্যাধিকার আমাকে না দিয়া যদি যুবরাজ আলিকে প্রদান করেন তাহা হইলে আমি পরম সুখী হই।" সম্রাট স্বীয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবল আবুলকাসেমের কথানুযায়ী আবলফাতার প্রাণদণ্ড রহিত ও যুবরাজ আলিকে বসোরার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু আবলফাতা দারুণ দুরাচার এ জন্য তাহাকে একবারে নিষ্কৃতি প্রদান না করিয়া চিরজীবনের মত কারাবাসে রাখিয়া দিলেন।

অনন্তর কিয়দ্দিবস অতীত হইলে আবুলকাসেম সম্রাট সন্নিধানে স্বদেশ গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে সম্রাট অগত্যা অতি ক্ষুব্ধ চিত্তে তাহাতে সম্মতি দিলেন। এবং তাঁহার সম্মানার্থে হস্তী, অশ্ব ও সৈন্য সজ্জিত করিয়া তাঁহার সহিত গমনে অনুমতি করিলেন। আবুলকাসেম এইরূপে মহা সমারোহের সহিত বসোরায় উপস্থিত হইয়া দার্দেনির সহবাসে আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

রাজকন্যার মন্তব্য।

ধাত্রী এইরূপে আবুলকাসেমের বৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইলে, সখীগণ আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ বলিল, "হারুণলরসীদ ভূপতি প্রশংসার পাত্র বটেন, কারণ তিনি সাতিশয় দয়ালু ও ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন।" কেহ কেহ কহিল, "তাঁহার অপেক্ষা মহাত্মা আবুলকাসেমই অধিক প্রশংসনীয়। কারণ তিনি যেমন বদান্য তেমনি প্রেমিক দিগের অগ্রগণ্য। দার্দেনির উপর তাঁহার যে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, ভয়ানক বিরহ ব্যাধিতেও তাহার কিঞ্চিম্মাত্র লাঘব করিতে পারে নাই।" সখীদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণে রাজতনয়া কহিলেন, "সখিগণ! আবুলকাসেম সমধিক ঐশ্বর্য্যশালী ও বদান্য ছিলেন এ কথা সত্য; কিন্তু বালকেশীর রূপ লাবণ্য দর্শনে যখন তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে দার্দেনির প্রতিমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল তখন তাঁহাকে কোন ক্রমেই যথার্থ প্রেমিক বলিতে পারি না। যে ব্যক্তি এক মাত্র রমণীতে অনুরক্ত হন, এবং প্রণয়িনীর মৃত্যু হইলেও দারান্তর পরিগ্রহ অথবা উপায়ান্তর অবলম্বন

করিয়া প্রেম পিপাসা শান্তি করা ঘৃণার্হ বোধ করেন সেই ব্যক্তিই প্রকৃত প্রেমিক। কিন্তু জগতে এরূপ ব্যক্তি দুর্লভ।"

ধাত্রী রাজকুমারীর এতাবৎ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, "রাজবালে! দয়িতার প্রতি চির অনুরাগী এমন অনেক মহাত্মার বিবরণ আমি অবগত আছি যে, তৎসমুদায় শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আপনি পুরুষের প্রতি অনুরক্তা হইবেন।" এই বলিয়া ধাত্রী আর একটী গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজা রাজবনশাহ ও চিরিস্থানী রাজকন্যার ইতিহাস।

ভারতবর্ষের ঈশানকোণে চীন নামক একটী সাম্রাজ্য আছে। অতি প্রাচীন কালে তথায় রাজবনশাহ নামে এক সুপ্রসিদ্ধ নরপতি রাজত্ব করিতেন। মৃগয়ায় তাঁহার সাতিশয় আনুরক্তি ছিল। নরনাথ এক দিবস সচিব ও সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া মৃগয়ার্থ অরণ্য প্রদেশে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিবামাত্র কৃষ্ণ ও নীলবর্ণে রঞ্জিত একটী শুভ্রকায় কুরঙ্গী তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। এই মনোহর মৃগীকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত তিনি বেগে অশ্বচালনা করিলেন। কিন্তু হরিণী অধিক তর বেগে ধাবিত হইয়া তাঁহার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। ভূপতি এই ব্যাপার অবলোকনে হতাশ্বাস ও বিষণ্ণ হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে হরিণী শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত একটী প্রবাহিনী তটে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি অশ্বে কশ ঘাত করিবামাত্র অশ্ব দ্রুতবেগে ধাবমান হইল, কিন্তু হরিণী দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া লম্ফ দিয়া জলে পতিত ও অদৃশ্য হইল। তিনিও ত্বরায় অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নদী মধ্যে মৃগীকে অনেক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। তখন বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এই হরিণী সামান্যা নহে। বোধ হয় কোন বিদ্যাধরী শিকারীদিগকে ছলনা করিবার নিমিত্ত হরিণী বেশে বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে। আমি এক্ষণে কি করি, বাল্যাবধি মৃগয়া করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এরূপ অলৌকিক ব্যাপার ত কখন আমার নয়ন গোচর হয় নাই। এবং এরূপ মনোহর মৃগীও কখন দেখি নাই। ইহাকে ধরিবার নিমিত্ত এত পরিশ্রম ও যত্ন করিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমুদায় বিফল হইল।" উজীর ও সৈন্যসামন্তগণও এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

অনন্তর ভূপতি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া মন্ত্রীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "মুজিন! বোধ করি এখানে অদ্য রজনী যাপন করিলে পুনরায় মৃগীকে দেখিতে পাইব। দিবাও অবসান প্রায়, অতএব সৈন্য সামন্ত-দিগকে বিদায় করিয়া দিয়া উভয়ে এই বাপি তটে অবস্থান করা যাউক।" এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিয়া তাঁহারা সৈন্যসামন্তদিগকে রাজধানীতে প্রত্যা-গমন করিতে আদেশ দিলেন। ক্রমে দিননাথ অস্তগিরিশিখরে অধিরোহণ করিলেন। তিমির বাসে রজনীর কলেবর আচ্ছাদিত হইল। কিন্তু অল্প-কাল পরেই সুধাকর গগণমণ্ডলে উদিত হইয়া সুধাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পৃথিবী পুনরায় শুভ্রভূষণে সুশোভিতা হইল। মৃদুমন্দ সমীরণ বহিতে লাগিল। তখন নরেন্দ্র ক্লান্ত হইয়া মন্ত্রীকে কহিলেন, "উজীর! আমার শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতেছে। এক্ষণে আমি নিদ্রা যাই, আর উপবেশন করিতে পারি না। তুমি জাগ্রত থাকিয়া নদীরদিকে দৃষ্টি রাখ।" এই বলিয়া তিনি শয়ন করিলেন ও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মন্ত্রী রাজাজ্ঞানু-সারে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তলাশবাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পথশ্রান্তি প্রযুক্ত অধিক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে রাজার পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। অকস্মাৎ নানাবিধ বাদ্য ধ্বনি হইতে লাগিল। সেই শব্দে তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। উভয়েই চমকিত হইয়া সম্মুখে একটী মনোহর পুরী দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সচিব! এই দেখ নিকটেই আলোক মালায় সুসজ্জিত একটী পুরী দৃষ্টিগোচর হইতেছে। শ্রবণ কর, ইহার মধ্যে যেন বামাগণ সুললিত স্বরে গান করিতেছে। ইতি পূর্ব্বে ত ইহা দেখিতে পাইনাই। কিরূপে ও কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক মুহূর্ত্ত মধ্যে ইহা সৃজিত হইল বুঝিতে পারিতেছি না। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব কি অন্য কোন মহাপুরুষ যোগবলে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলিতে পারি না। যদি তুমি ইহার মর্ম্ম অবগত হইয়া থাক আমার নিকট সবিশেষ বর্ণন কর।" মুজিন বলিল, "রাজন্! এরূপ অলৌকিক ঘটনা ত আমি আর কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। বোধ করি কোন মায়াবিনী আমাদিগকে প্রতারিত করিবার নিমিত্ত এরূপ মায়াজাল বিস্তার করিয়া থাকিবে। দেখিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, এবং বুদ্ধি হীন হইয়াছে। অধিক কি কলিব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি।" নর-পতি কিয়ৎকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া পরে বলিলেন, "মন্ত্রীবর! ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া স্থির থাকা পুরুষোচিত কার্য্য নহে। চল আমরা এই পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই ঘটনার সবিশেষ অবগত হই। কোন রূপ বিপদ উপস্থিত হইলে তাহা হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য বুদ্ধি জীবন

বিসর্জ্জন দিতে হয় তাহাতেও কাতর নহি। তুমি আর অনর্থক নিষেধ করিও না, নিঃশঙ্কচিত্তে আমার অনুগামী হও।” উজীর নরপতিকে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া অগত্যা তাঁহার অনুসরণ করিলেন। উভয়ে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কবাট মুক্ত। তখন নির্ভয় হৃদয়ে দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া একটী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অসংখ্য দীপাবলি গৃহটী আলোকময় করিয়া রাখিয়াছে। চতুর্দ্দিকে বহুবিধ মহামূল্য রত্নখচিত সিংহাসন, তাহাতে দীপালোক পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। সহসা দর্শন করিলে তেজোময় নক্ষত্র পুঞ্জ নভোমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া গৃহমধ্যে অবতরণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। গৃহটী সুগন্ধি দ্রব্যে পরিপূর্ণ। সমীরণ মৃদুমন্দগতিতে গন্ধ বহন করিয়া চারিদিক পুলকিত করিতেছে। সুন্দর চিত্রপটে প্রাচীর সমূহ সুশোভিত। কিন্তু গৃহমধ্যে জন মানব নাই দেখিয়া তাঁহারা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, একখানি হীরক খচিত স্বর্ণ সিংহাসনে এক রূপবতী যুবতী বসিয়া আছেন। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা। বসন খানি সুবর্ণে মণ্ডিত, এবং পঞ্চাশত নবীনা সহচরী তুল্যরূপ বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া বহুবিধ বাদ্যযন্ত্র সংযোগে তাঁহার চারিদিকে সুমধুর স্বরে গান করিতেছে। রাজা এই সমস্ত দেখিয়া অবাক্ হইলেন। মদনের কুসুম শরে তাঁহার শরীর বিদ্ধ হইল। এবং কিরূপে যে যুবতীর করপল্লবপ্রাপ্ত হইবেন সেই চিন্তাতেই সাতিশয় কাতর হইলেন। মুখে হৃদ্গতভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া কিয়ৎকাল চিত্রার্পিতের ন্যায় দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। সুন্দরী রাজাকে গৃহমধ্যে দেখিয়া গান বাদ্য বন্ধ করিলেন। তখন নরপতি সাহসপূর্ব্বক সিংহাসনস্থিতা যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “সুন্দরি! তুমি কে? এবং কি নিমিত্তই বা এই পুরুষ সমাগমশূন্য গৃহমধ্যে নবীনা সহচরীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া অবস্থান করিতেছ? তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনে আমার চিন্তা দূর কর।”

সুমুখী রাজার এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন “নরনাথ! আমিই হরিণীবেশে নিরন্তর এই কাননে ক্রীড়া করিয়া থাকি। নরসিংহগণ আমাকে দেখিলে লোভপরতন্ত্র হইয়া পাশবদ্ধ হন। আপনিও আমাকে হরিণীবেশে অবলোকন করিয়া আমাকে ধরিবার নিমিত্ত বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনাকে দর্শন করিয়া আমি জলে পতিত ও অন্তর্হিত হইয়াছিলাম।” ভূপতি তাহার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “সুহাসিনি! তোমার বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া আমার মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। তোমার মায়া অসাধারণ। এক্ষণে স্পষ্ট

বোধ হইতেছে যে যাহা সম্মুখে নিরীক্ষণ করিতেছি এ সমুদয়ই মায়াময় হইবে। অতএব এতক্ষণ আশাবারি সেচন করিয়া যে আনন্দলতা বর্দ্ধিত করিতে-ছিলাম তাহা সমূলে উৎপাটিত হইল।" যুবতী হাস্য করিয়া কহিল "নরেশ! আপনি আমাকে এক্ষণে যে রূপে অবলোকন করিতেছেন এই আমার স্বাভা-বিক রূপ। কিন্তু জন্মগ্রহণ সময়ে আমি এরূপ দেবদত্ত শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি যে নিরন্তর ইচ্ছানুরূপ আকৃতিধারণ করিতে পারি।" বিদ্যাধরী এই কথা বলিয়া সিংহাসন হইতে উঠিল এবং রাজার করধারণপূর্ব্বক আর একটী গৃহে লইয়া গিয়া আহার করিতে অনুরোধ করিল। এবং আপনিও মন্ত্রী ও রাজাকে উভয় পার্শ্বে বসাইয়া তন্মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইল। সম্মুখে যদিও নানাপ্রকার সুখাদ্য আহারীয় দ্রব্য ও সুবাসিত পানীয় স্থাপিত ছিল, কিন্তু চীনা-ধিপতি সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অনিমিষলোচনে কেবল যুবতীর মুখকমলই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উজীরও বহুবিধ বিপদাশঙ্কা করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। বিদ্যাধরী তাঁহাদিগকে পুনরায় বলি-লেন, "আপনারা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আহার করুন। আমরা অপ্সরা জাতি, ঘ্রাণ করিলেই আমাদের উদর পূর্ত্তি হইয়া থাকে, আহার করিবার আবশ্যক করে না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি ও উজীর উভয়ে আহার করিলেন। অনন্তর যুবতী সহচরীপ্রদত্ত স্বর্ণপাত্রে সুরার ঘ্রাণ লইল। রাজা চঞ্চল চিত্ত হইয়া তাহার সহিত মধুরালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সে সন্তুষ্ট হৃদয়ে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "প্রজানাথ! আপনি মানব, সুতরাং যদিও জাতিতে আমা অপেক্ষা নীচ তথাপি আমি আপনার প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইয়াছি। আপনিও অলৌকিক শিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাকে সামান্য রমণী বিবেচনা করিবেন না। আমার পরিচয় দিতেছি শ্রবণ করুন। "সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে চিরিস্থানী নামক একটী বিস্তৃত দ্বীপ আছে। সেই স্থান দৈত্যদিগের বাসভূমি। আমি সেই দ্বীপাধিপতি মেনটরের কন্যা, আমার উপাধি চিরিস্থানী। তিন মাস অতীত হইল আমি মানবদিগের আবাসভূমি দর্শন করিবার জন্য পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। পরে সমুদায় দেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ, পর্ব্বত, নদী ও সমুদ্রাদি প্রত্যক্ষ করিয়া আকা-শপথে পিতার রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতেছি এমন সময় দেখি-লাম আপনি যোদ্ধ বেশে মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়াছেন। আপনার রূপলা-বণ্য দর্শনে আমার মন উচাটন হইল, আর চলিতে পারিলাম না। অঙ্গের বসন শিথিল হইয়া পড়িল। তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম, কি লজ্জার বিষয়; অপ্সরা হইয়া মানবের সৌন্দর্য্যে আমার হৃদয় আকৃষ্ট হইল। হায়! অব-শেষে কি মনুষ্যেই অনুরক্তা হইতে হইল। এইরূপ বিবেচনা করিয়া পলা-

মন করিবার উদ্যম করিলাম। কিন্তু পদমাত্রও যাইতে সক্ষম হইলাম না। যেন মন্ত্রবলে আপনি আমাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া আপনাকে ভুলাইবার নিমিত্ত মৃগীরূপ ধারণ করিয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আপনি আমাকে দেখিতে পাইয়া আমার অনুসরণ করিলেন। আমি ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া অবশেষে জলে পতিত ও অদৃশ্য হইলাম। আপনিও জলে নামিয়া আমাকে অনেক অন্বেষণ করিলেন। অবশেষ বিফল প্রযত্ন হইয়া মন্ত্রীর সহিত আমার জন্য নদীতটে রাত্রি যাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিল। অনন্তর যখন আপনি ও মন্ত্রীবর নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন দেখিলাম, তখন দৈত্যদিগকে আদেশ দিয়া সত্বর এই পুরী নির্ম্মাণ করাইলাম।"

চিরিস্থানী এইরূপে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছে এরূপ সময়ে অকস্মাৎ একটী দৈত্য তনয়া সাশ্রুনয়নে ও মলিন বদনে সেই গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখমণ্ডল ম্লান দেখিয়া চিরিস্থানী অমঙ্গল আশঙ্কাকরতঃ শোকে অভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে দৈত্যতনয়া তাহার সম্মুখীন হইয়া কহিল, "রাজকন্যে! দৈত্যগণ মানবাপেক্ষা দীর্ঘজীবী হইলেও কৃতান্তের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তোমার পিতা সংপ্রতি নিয়তির অধীন হইয়া সেই করাল কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। প্রজাগণ তোমাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইবার জন্য নিতান্ত উৎসুক। সকলেই তোমার আশায় পথপানে চাহিয়া রহিয়াছে। মদীয় জনক তোমার পিতার উজীর। তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব সত্বরগমনে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন কর।" এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রাজকন্যা দৈত্যতনয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সচিবনন্দিনি! তুমি ও তোমার পিতা উভয়েই আমার পরম আত্মীয়। আমি সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া তোমাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিব। তাহার এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া রাজা সাতিশয় কাতর হইলেন দেখিয়া চিরস্থানী তাঁহাকে বিবিধপ্রকারে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, "নরেন্দ্র! আমি সম্প্রতি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি বটে কিন্তু কখনই আপনাকে বিস্মৃত হইতে পারিব না। যদ্যপি আপনি যথার্থ প্রেমিক হয়েন, তাহা হইলে পুনরায় যে আমাকে লাভ করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

দৈত্যরাজতনয়া নৃপতিকে এইরূপ আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলে সহসা চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। আলোকমালাঅক-

স্মাৎ কিরূপে লুপ্ত হইল ইহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নৃপতি ও সচিব উভয়েই পুত্তলিকাবৎ অন্ধকার মধ্যে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল। কমলিনীনায়ক পূর্ব্বদিকে প্রকাশ পাইলেন। বিহঙ্গমগণ ঈশ্বরের গুণ গান করিতে করিতে উড্ডীয়মান হইল। বনভূমি রবির আলোকে হাস্য করিল। তখন তাঁহারা দেখিলেন উভয়েই বনমধ্যে বসিয়া আছেন। এতক্ষণ পুরী মধ্যে বাস করিতে ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এক্ষণে দেখিলেন যে বিশ্বাম ভ্রম। তখন রাজা চমৎকৃত হইয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, "উজীর! বোধ হয় আমরা এতক্ষণ স্বপ্ন দর্শন করিতে ছিলাম।" উজীর কহিল, "মহীপতে! ইহা কখনই স্বপ্ন নহে। আপনি যাহাকে সুন্দরী নিশ্চয় করিয়াছিলেন সে মায়াবিনী। তাহারই মায়া বলে পুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে সকল যুবতী বাদ্যযন্ত্র সংযোগে তাহার চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গান করিতে ছিল তাহারাও মায়াময়। কুহকিনী আপনাকে ছলনা করিবার জন্যই ঐরূপ মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিল।" মন্ত্রী যদিও এইরূপে ভূপতিকে প্রবোধ দিবার জন্য বিবিধপ্রকার চেষ্টা করিলেন কিন্তু মরুভূমিতে জলাশয় খননের ন্যায় তৎসমুদায়ই নিষ্ফল হইল। রাজা অগত্যা গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন বটে কিন্তু সেই মনোহারিণী রমণী মূর্ত্তি তাঁহার চিত্তপটে অঙ্কিত রহিল। একমাত্র চিরস্থানীর চিন্তায় তাঁহার মন ব্যথিত হইল। কেহ কোন প্রবোধ বাক্য প্রয়োগ করিলে তিনি তাহা বিষবৎ জ্ঞান করিতেন। তিনি দিন দিন বিচ্ছেদানলে দগ্ধ ও ক্ষীণ কলেবর হইতে লাগিলেন। যে স্থানে মৃগীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই খানে গমন করিলে পুনরায় সেই রমণী দৃষ্টিগোচর হইবে এই আশায় মৃগচ্ছলে তিনি পুনঃ পুনঃ সেই স্থানে গমনাগমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই পূর্ণমনস্কাম হইলেন না। এইরূপে এক বর্ষ অতীত হইল। তখন মনে মনে স্থির করিলেন "মন্ত্রী যথার্থ বলিয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে যাহা দর্শন করিয়াছি তৎসমুদায়ই মায়ার কার্য্য। আর বৃথা মায়া পাশে বদ্ধ থাকা উচিত নহে। মন স্থির করা নিতান্ত আবশ্যক।" কিছু দিন দেশ ভ্রমণ করিলে বোধ করি চিন্তা দূর হইতে পারে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি মন্ত্রীকে রাজ্যভার প্রদান করতঃ নানাবিধ বহুমূল্য রত্ন সঙ্গে লইয়া সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক এক দিন নিশাযোগে নগর হইতে তিব্বত দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি তিব্বত রাজ্যের সমীপদেশে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থান হইতে রাজধানী দুই দিবসের পথ। ভূপতি বিশ্রাম লাভার্থ ঐ স্থানে অবরোহণ করিয়া দেখিলেন মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায় এক পরমরূপবতী রমণী এক বৃক্ষতলে বসিয়া নিরন্তর রোদন করিতেছে। রমণীর

নৈমান রাজতনয়া বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছেন।

বয়ঃক্রম প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ। বিষাদ তিমির তাহার মুখচন্দ্রিমা মলিনতামস করিয়াছে। তাহার পরিচ্ছদ ছিন্ন ও মলিন। অনাহারে শরীর অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছে কিন্তু স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে স্থানটী আলোকময় করিয়া রাখিয়াছে। ভূপতি প্রথমতঃ অনুমান করিলেন, যুবতী কোন মহৎবংশসম্ভূতা হইবে। কোন ভাগ্যবিপ্লবে সম্প্রতি ইহার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। অনন্তর তিনি তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি। তুমি কে এবং কি নিমিত্তই বা এরূপভাবে অবস্থিতি করিতেছ?" যুবতী বলিল, 'মহাশয়! আমি পূর্ব্বে রাজকন্যা এবং রাজমহিষী ছিলাম এক্ষণে দুরদৃষ্টবশতঃ এইরূপ দুরবস্থায় পতিতা হইয়াছি। নরনাথ যুবতীর এইরূপ বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, "রাজতনয়ে। এক্ষণে বুঝিলাম অনুতাপ তপ্ত হইয়াই তুমি উদাসিনীর ব্রত অবলম্বন করিয়াছ। আর ক্রন্দন করিও না, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া জ্ঞানরূপ বারি সেচনে তোমার দুঃখাগ্নি নির্ব্বাপিত কর।" যুবতী বলিল, "মহাশয়! আপনি যাহা বলিলেন তৎসমুদায়ই সত্য,

কিন্তু আমার দুঃখ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে আপনিও জ্ঞান শূন্য হইবেন। যদি অধিনীর প্রতি সদয় হইয়া থাকেন, তবে হতভাগিনী স্বীয় দুঃখ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছে শ্রবণ করুন।

তিব্বতদেশীয় রাজা ও রাণীর বিবরণ।

রাজনন্দিনী বলিলেন, "মহাশয়! আমি নৈমান রাজতনয়া। নৈমান জাতি অতিশয় যুদ্ধকুশল ও সাহসী। আমার পিতা তাহাদের উপর একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আমি ভিন্ন পিতার অন্য কোন সন্তান সন্ততি ছিল না, তজ্জন্য তিনি আমাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। সংসারে সকলেই নিয়তির অধীন। আমার পিতা সেই নিয়তি পরতন্ত্র হইয়া যথাসময়ে অসার সংসার পরিত্যাগ করিয়া সুরলোকে গমন করিলেন। তিনি পরলোক গত হইলে প্রজা ও সভাসদ্গণ আমাকে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করাইল। আমার বয়ক্রম তখন চারি বৎসর মাত্র। সুতরাং তখন আমার হৃদয় অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। আমি অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছিলাম বলিয়া সমস্ত রাজ্যভার মন্ত্রী আলীবিনহাতামের হস্তে অর্পিত ছিল। আলীবিনহাতাম আমার ধাত্রীকে বিবাহ করেন। মন্ত্রীবর ঐ ধাত্রীহস্তে আমার শিক্ষা ভার সমর্পণ করিলেন। ধাত্রী সচিবের আদেশে আমাকে নানাবিধ রাজনীতি বিষয়ক শিক্ষা দিলেন। আমিও স্বল্পদিবসের মধ্যেই বিলক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ হইলাম। তখন মানসক্ষেত্রে সুখকলিকা স্ফুটনোন্মুখ হইল। কিন্তু অদৃষ্ট চির দিন সমান থাকে না। বিধাতার বিধিতে সর্ব্বদাই ভাগ্যের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। আমিও সেই অদৃষ্টাধীন হইয়া বিপদজালে বদ্ধ হইলাম। মোয়াফেক নামে আমার পিতার এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ ছিল যে তিনি মোগলদিগের সহিত সমরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমার দুর্ভাগ্য হেতু উক্ত প্রবাদ মিথ্যা হইল। যুবরাজ রণবেশে অকস্মাৎ নৈমান রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে রাজ্যের অনেক প্রধান প্রধান অমাত্যের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সুতরাং পিতৃব্যের দলবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তিনি নানা দেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিলেন। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল। মদীয় সচিব আলীবিনহাতাম এই বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নির্ব্বাপিত হওয়া দূরে থাকুক্ বরং অধিকতর তেজে জ্বলিয়া উঠিল। অধিক কি প্রজাবর্গও একে একে পিতৃব্যের পক্ষ অবলম্বন করিল। কখন মন্ত্রীবর নিঃসহায় হইলেন। সুতরাং যুবরাজের জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইল।

পিতৃব্য এইরূপে রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। এবং পাছে আমি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করি এই ভয়ে আমার প্রাণ বিনাশ করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল। অলীহাতাম ও ধাত্রী মাতা পূর্ব্বেই তাঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আমাকে স্থানান্তরিত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে রজনী যোগে আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা রাজধানী হইতে পলায়ন করিলেন। আমরা নির্ব্বিঘ্নে এল-বেসিন প্রদেশ অতিক্রম করিলাম এবং গুপ্তপথ দিয়া তিব্বত দেশে আসিয়া উপনীত হইলাম। রাজধানীর মধ্যেই আমাদের বাসস্থান নির্দ্ধারিত হইল। সকলেই ছদ্মবেশ অবলম্বন করিলাম। উজীর ভারতবর্ষীয় চিত্রকর বলিয়া পরিচিত হইলেন এবং আমাকে তাঁহার কন্যা বলিয়া পরিচয় দিলেন। যৌবন কালে মন্ত্রীবর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। উক্ত বিদ্যায় উত্তম-রূপে পারদর্শিতা প্রদর্শন করাতে স্বল্পকাল মধ্যেই তাঁহার যশসৌরভ চারি-দিকে বিস্তৃত হইল। আমাদের নিকট যে সমস্ত জহরাদি ছিল তদ্দ্বারা আমরা রাজার ন্যায় সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত প্রকাশ হইবার ভয়ে আমরা সেরূপ করিলাম না। উজীরের উপার্জ্জনই আমাদের প্রধান জীবনোপায় এইরূপ প্রকাশ করিয়া আমরা অতি দীনভাবে কালযাপন করিতে লাগিলাম। মোয়া-ফেকও নিশ্চিন্ত না থাকিয়া আমাদিগের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত চারিদিকে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত আমরা অতিশয় সাবধানে ও প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম।

এইরূপে দুইবর্ষ অতীত হইল। সুখসচ্ছন্দ যে কিরূপ পদার্থ তাহা একে-বারে বিস্মৃত হইলাম। দুর্ভাগ্যের অনুচর দুঃখরাশি আমারও অনুচর হইল। অভ্যাস নিবন্ধন দুঃখ ও শ্রম কষ্টদায়ক বলিয়া আর বোধ হইত না। সর্ব্বদাই মনে করিতাম আমি জন্মাবধিই সামান্য গৃহস্থের কন্যা। রাজকন্যা ও সিংহাসনাধিষ্ঠাত্রী ছিলাম ইহা কদাচ আমার মনে উদয় হইত না। তৎসাম-য়িক শান্তি হেতু পূর্ব্ববৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলাম, যদিও কখন ভূতপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও পদবীর বিষয় স্মৃতি পথে উদয় হইত তখন ভাবিতাম, আমি এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা সুখী। রাজ্যভার বহন করা অতিশয় ক্লেশের ও চিন্তার বিষয়। সৌভাগ্য বলে সেই ভার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। হায়! যদি সেইরূপ অবস্থায় জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিতে পারিতাম তাহা হইলে আর এরূপ দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইতে হইত না। কিন্তু অদৃষ্টলিপি খণ্ডন করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। অতএব দুর্ভাগ্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা ও তন্নিমিত্ত বিলাপ করা উভয়ই বৃথা।

কালক্রমে উজীরের অঙ্কিত আলেখ্য সকল নিরীক্ষণ করিয়া তিব্বত দেশীয় সকলেই চমৎকৃত হইল। তাঁহার চিত্রনৈপুণ্যের বিষয় ক্রমে রাজার কর্ণ-গোচর হইলে, তিনি উহা স্বচক্ষে দর্শনেচ্ছায় এক দিবস স্বয়ং আলীর নিকট আগমন করিলেন। উজীর তাঁহাকে সমস্ত চিত্র দেখাইলেন। নরপতি তাঁহার চিত্রনৈপুণ্য দর্শনে ও তাঁহার সহিত কথোপকথনে সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন

যখন তাঁহারা এইরূপে শিষ্টালাপ করিতেছিলেন, রাজদর্শন লালসায় আমি সেই সময়ে তথায় গমন করিলাম। মনে করিয়াছিলাম সামান্য চিত্রকর কন্যা জ্ঞানে ভূপতি আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিবেন না। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই আমার ঐরূপ যুক্তি বৃথা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তিনি আমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। যাহাহউক তাঁহাদের কথোপকথন চলিতে লাগিল। নরপতি স্বীয় মনোগত ভাব গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আকার ইঙ্গিতে তাঁহার ভাবান্তর ঘটিয়াছে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। পরদিবস তিনি পুনরায় আমাদের বাটীতে আসিলেন। এইরূপে ক্রমাগত কিছুদিন আলীর নিকট গমনাগমন করিতে লাগিলেন। এপর্য্যন্ত যদিও তিনি আমার নিকট আত্ম অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু অনুরাগ চিহ্ন গোপন করা দুঃসাধ্য। তাঁহার নয়ন দেখিয়া শীঘ্রই তাঁহার হৃদ্গত ভাব বুঝিতে পারিলাম।

এক দিবস তিনি আলীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনার চিত্রনৈপুণ্য দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমারও এইরূপ এক-জন চিত্রকরের প্রয়োজন। যদ্যপি আপনি উক্ত ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন আপনাকে প্রচুর পরিমাণে মাসিকবৃত্তি প্রদান করিব; এবং আপনি আমার পুরীর একাংশে বাস করিতে পাইবেন।" আলী তাঁহার এরূপ প্রস্তাবের কারণ তৎক্ষণাৎ অবগত হইয়া তাহার পরিণাম ফল স্থির করি-লেন। অনন্তর আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজতনয়ে! আমি দেখিতেছি আপনার প্রতি তিব্বত রাজের অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে। তিনি একজন চিত্রকরের প্রার্থী হইয়া আমাকে তাঁহার আলয়ে বাস করিবার অনুমতি করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু আপনার মনোরঞ্জন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য জানিবেন। আমরা তাঁহার পুরীতে বাস করিলে তিনি বিবিধপ্রকারে আপনার প্রণয়লাভে যত্নবান হইবেন। কিন্তু আপনি স্বীয় জন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সাবধান হইবেন। লোভ ও রিপু পরতন্ত্র হইয়া যেন কুলটাবৃত্তি অবলম্বন করিবেন না। যদি তিনি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া

আপনাকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দিতে স্বীকৃত হয়েন তাহা হইলে আপনি তাঁহার প্রতি অনুরাগ দর্শাইতে পারেন। তাঁহার অভিপ্রায় ভিন্নরূপ হইলে আমরা তাঁহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিব। আমার এই উপদেশ বাক্য গুলি মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া রাখিবেন।" আমি উজীরের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিব বলিয়া প্রথমতঃ অঙ্গীকার করিলাম বটে কিন্তু নরপতির যৌবন সুলভ সৌন্দর্য্য দর্শনে আমার মন তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরাগী হইয়াছিল।

যদি আমার ধর্ম্মনষ্ট করাই তিব্বতাধিপতির একমাত্র উদ্দেশ্য হয় এই ভয়ে তাঁহার প্রতি আমার যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল তাহা গোপন করিবার নিমিত্ত সযত্ন হইলাম। কিন্তু শীঘ্রই উক্ত সন্দেহ দূরীভূত হইল। তাঁহার পুরীতে বাস করিবার অল্পকাল পরেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল। নরনাথ একদা আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সুন্দরি! যে অবধি তুমি আমার নয়নপথে পতিতা হইয়াছ সেই পর্য্যন্তই তোমার সৌন্দর্য্যে আমার মনপ্রাণ আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং তুমিই আমার হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী হইয়াছ। শোভনে! তুমি নয়নের অন্তরাল হইলে জীবন শূন্য-ময় ও চারিদিক অন্ধকারপূর্ণ বোধ হয়। তুমি আত্মসমর্পণ করিলে আমি কখনই তোমার প্রতি দাসীর ন্যায় আচরণ করিব না। আমি কুপ্রবৃত্তির দাস নহি, অন্তঃকরণের সহিত তোমাকে ভালবাসি এবং তোমাকে চীন-রাজ-কন্যার ন্যায় মান্য করি। এবং অঙ্গীকার করিতেছি যে তুমিই আমার প্রধানা মহিষী হইবে।"

তাঁহার এইরূপ সুমধুর বচনাবলী শ্রবণে আমি হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক তৎসমীপে আমার সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। তৎশ্রবণে তিনি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন "যুবতি! এক্ষণে স্পষ্টবোধ হইতেছে যে আমি তোমার শত্রুদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়া সুযশ লাভ করিব ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। দুরাত্মা মোয়াফেক কখনই আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভে সমর্থ হইবে না। যদি তুমি অদ্যই আমার অভিলাষ পূর্ণ কর নিশ্চয় জানিও কল্য প্রাতেই আমি তাহার নিকট দূত প্রেরণ করিব। সহজে তোমার পিতৃসিংহাসন পরিত্যাগ না করিলে তাহার সহিত যুদ্ধও অপরিহার্য্য হইবে সন্দেহ নাই।" তাঁহার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহাকে পুনর্ব্বার ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। এবং প্রথম দর্শনেই অনুরাগ হেতু আমার যেরূপ চিত্তবিকার জন্মিয়াছিল তাহাও তাঁহার নিকট অকপট হৃদয়ে প্রকাশ করিলাম। আমার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে তিনি সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আগ্রহের সহিত মদীয় কর চুম্বন করিলেন। অনন্তর চিরদিন আমার প্রতি অনুরক্ত

থাকিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইলেন। সেই দিবসই আমাদের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল।

পর দিন প্রত্যূষে নৃনাথ নৈমানরাজ্যে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ নৈমান রাজধানীতে উপনীত হইয়া আপনাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিল। মোয়াফেক তাহাদের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলে তাহারা কহিল, "যুবরাজ! আমরা তিব্বতরাজ প্রেরিত দূত, সম্প্রতি আমাদিগের মহারাজ চীনরাজ দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আপনাকে রাজনন্দিনীর পিতৃরাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিয়াছেন; অন্যথা সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইবে বলিয়াছেন।"মোয়াফেক যদিও তিব্বতরাজের সহিত সমকক্ষ ছিলেন না বটে, কিন্তু অহঙ্কার পরবশ হইয়া তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। দূতগণ তিব্বতদেশে প্রত্যাগমন করিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত রাজার গোচর করিলে, নরপতি তৎক্ষণাৎ রাজ্যের চতুঃসীমা হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পার্ব্বতীয় জাতিগণ স্বভাবতঃ সমরপ্রিয়। যুদ্ধের কথা শুনিয়া তাহারা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। প্রজাগণ প্রত্যহ দলে দলে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিল। চারিদিকেই সমরসজ্জার ধূম পড়িল। তিব্বতনাথ স্বল্পকাল মধ্যেই সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত করিলেন। সমুদায় প্রস্তুত, সৈন্যগণ নৈমান রাজ্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার নিমিত্ত সুসজ্জিত, এরূপ সময়ে নৈমান দেশ হইতে কতকগুলি প্রতিনিধি আসিয়া জ্ঞাপন করিল, "মহারাজ! মোয়াফেক জ্বররোগে স্বল্পকাল হইল কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।"প্রজাবর্গ আপনার অধীনতা স্বীকার করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ আমাদিগকে প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছে। সকলেই অবনত মস্তকে আপনার আদেশ প্রতিপালন করিবে। অদ্য হইতে আমাদের সুখ দুঃখের ভার আপনার উপর অর্পিত হইল। রাজা এইরূপ সংবাদে আনন্দিত হইয়া সৈন্যদিগকে তাহাদের উদ্যম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাইলেন। তাহারা ভগ্ন মনোরথ হইয়া পরস্পর পৃথক হইয়া পড়িল। অনন্তর নরপতি নৈমানদেশ সুশাসিত করিবার নিমিত্ত আলীহাতামকে প্রতিনিধিত্ব পদে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। মন্ত্রীবর রাজাজ্ঞানুসারে নৈমান রাজ্যে গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন এরূপ সময়ে অকস্মাৎ একটী অসম্ভাবিত বিপদ সংঘটন হওয়াতে তাঁহাকে তদ্বিষয় হইতে নিরস্ত হইতে হইল।

এক দিবস সন্ধ্যাকালে আমি স্বীয় প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া এক খানি ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠ শেষ হইলে, নরপতি শয়ন করিয়াছেন মনে করিয়া তাঁহার অন্বেষণে গমন করিতেছিলাম এরূপ সময়ে

অকস্মাৎ একটী ভয়ঙ্কর অপছায়া আমার নয়নপথে পতিত হওয়াতে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। সেই প্রতিমূর্ত্তিটী তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। কিন্তু আমি শঙ্কিত হইয়া এরূপ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলাম যে তাহাতে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দ্রুতবেগে আমার নিকট আগমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমার সাহসের সঞ্চার হইল। তখন উক্ত ঘটনাবলী তাঁহার নিকট সবিশেষ বিবৃত করিলাম এবং আরও বলিলাম যে বোধহয় অধিকক্ষণ মনোযোগের সহিত পাঠ করাতে আমার শারীরিক রক্তের উষ্ণতার আধিক্য হইয়াছে, তজ্জন্য আত্ম প্রতিকৃতি দেখিয়া অপছায়া বিবেচনায় শঙ্কিত হইয়াছিলাম। নরনাথ তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া আমাকে কোন রূপ সাহস প্রদান করা দূরে থাকুক্ বরং অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, "সুন্দরি! আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। এই মাত্র তোমাকে আমার শয্যাপার্শ্বে অবলোকন করিয়া আসিতেছি, পুনরায় এই গৃহমধ্যেও দেখিতে পাইতেছি। এক সময়ে তুমি কিরূপে দুই স্থান অধিকার করিয়া রহিলে বুঝিতে পারিতেছি না।" তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি কহিলাম, 'মহারাজ! আপনার

মায়াবিনী রাণীর বেশে তিব্বত দেশীয় রাজার পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

কথা বুঝিতে পারিলাম না। প্রার্থনা করি অধিনীকে স্পষ্ট করিয়া বলুন।” তিনি কহিলেন, “অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই,আমার সহিত আসিয়া শয্যাপার্শ্বে অবলোকন করিলে সমুদায় অবগত হইতে পারিবে।” তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া আমি শয্যার নিকট গমন করিয়া দেখিলাম একটী রমণী শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, গঠন, সৌন্দর্য্য, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি সমুদায়ই আমার অনুরূপ, কোন অংশেই বিভিন্ন নহে।তাহা দেখিয়া আমার বুদ্ধিলোপ হইল, অজ্ঞান রাহুতে জ্ঞানশশী গ্রাস করিল, সুতরাং কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলাম।

আমি তখন উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলাম, ‘বিধাতঃ! এ সকল কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনাত আর কোন স্থানে ঘটে নাই।” আমার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই শয্যাস্থ রমণী ঠিক আমার ন্যায় স্বরে কহিল, “মায়াবিনি! একি আশ্চর্য্য ব্যাপার? তুই কোন্ সাহসে এবং কি অভিপ্রায়ে আমার বেশ ধারণ করিলি? তুই কি মনে করিয়াছিস্ যে উভয়কে একাকৃতি দেখিয়া নরপতি গোলযোগে পতিত হইবেন সুতরাং আমাকে দূর করিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তোকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবেন? তোর এপ্রকার দুরাশা বৃথা এবং এবম্বিধ কৌশলও নিষ্ফল। যদিও তুই মায়াবলে আমার সদৃশী হইয়াছিস্ কিন্তু ভূপতি তোর চাতুর্য্য স্পষ্ট অবগত হইয়াছেন।” কুহকিনী আমাকে এই সকল কথা বলিয়া অবশেষে নরপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “রাজন্! শীঘ্র এই মায়াবিনীকে বন্ধন করিয়া অন্ধকারময় কারাগারে নিক্ষেপ করুন এবং কল্য অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ইহার শঠতার প্রতিফল প্রদান করিবেন।”

উক্ত কুহকিনীর আকারগত সাদৃশ্য অপেক্ষা তাহার বাক্ চতুরতায় আমি অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইলাম,কিন্তু তাহার ন্যায় কর্কশ বচনে উত্তরপ্রদান না করিয়া সাশ্রুনয়নে আমি রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, “মহাত্মন্! এত দিনের পর দুর্ভাগ্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব বলিয়া যে আশা করিয়াছিলাম এবং আমার অদৃষ্ট যে আপনার সুখসৌভাগ্যের অংশভাগী হইবে বলিয়া বিশ্বাস ছিল, অদ্য বিধাতা সেই আশালতা সমূলে উৎপাটিত করিলেন। দূর হইতে চন্দন তরু দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলাম, কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে তাহার মূলপ্রদেশ ভীষণ অজাগর সর্পে বেষ্টন করিল। সুখসোপানে পদক্ষেপ করিতে দেখিয়া অপদেবতাও ঈর্ষাযুক্ত হইল। ঐ দেখুন মায়াবিনী আমার আকার ধারণ করিয়া আমাকে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিতেছে। উহার অভিপ্রায়ও সিদ্ধপ্রায়। আপনি আর আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না। কে অপছায়া ও কে যে মানবী

তাহা আপনি নিশ্চয় করিতে পারিতেছেন না। এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া আপনি হতবুদ্ধি প্রায় হইয়াছেন সত্য কিন্তু কলত্রের প্রতি যদি আপনার প্রকৃত স্নেহ থাকে তবে আপনার অন্তঃকরণ নিশ্চয়ই আপনার এই সন্দেহ অপনয়ন করিবে। আমি ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি যে আমিই নৈমান রাজদুহিতা।"

শয্যাস্থ রমণী আমার বাক্যে বাধাপ্রদান করিয়া বলিল, "পাপীয়সি! তুই অনর্থক মিথ্যা কহিতেছিস। তুই যে নিতান্ত নির্লজ্জ তোর স্বভাবই তার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। শপথ ও অশ্রুজল বিশ্বাসঘাতকদিগের কার্য্যসিদ্ধির প্রধান উপায়, তুইও সেই উপায় অবলম্বন করিয়া স্বকার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করিতেছিস্" নরপতি এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "তোমরা উভয়েই নিরস্তা হও। বৃথা বাক্য ব্যয়ে কোন ফল দর্শিবে না। বৃথা কলহে কেবল আমার সন্দেহই বর্দ্ধিত হইতেছে মাত্র। কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে যথার্থ কলত্র নির্ব্বাচনে সমর্থ হইব তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তোমাদের মধ্যে একজন মায়া অবলম্বনে আমাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিতেছ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কে যে মায়াবিনী অদ্য তাহা নির্ণয় করা আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং কাহাকেও অদ্য শাস্তিদিতে পারিব না কারণ দোষী বিবেচনায় এক জনকে শাস্তি প্রদান করিলে পরে সে যদি নির্দ্দোষী প্রমাণ হয় তাহা হইলে আমাকে অনন্ত অনুতাপে ও দুঃখানলে দগ্ধ হইতে হইবে।"

অনন্তর তিনি অন্তঃপুর রক্ষী একজন খোজাকে ডাকিয়া আমাদের উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। আমরা এইরূপে বন্দীভাবে রজনীর অবশিষ্টাংশ যাপন করিলাম। পরদিন প্রত্যুষে নরপতি সস্ত্রীক আলীকে সমুদায় বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা নিঃসন্দেহই আমাকে নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইবেন বিবেচনা করিয়া আমাদের উভয়কে দেখিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। পরে নরপতির আদেশানুসারে তাঁহারা আমাদিগকে অবলোকন করিলেন, কিন্তু কোন রূপেই আমাকে চিনিতে পারিলেন না। কে কৃত্রিম এবং কে যে অকৃত্রিম ইহা নির্ণয় করা সকলেরই পক্ষে সাধ্যাতীত হইল। আমার উরুদেশে আজন্ম একটী তিল ছিল, ধাত্রী মাতা তাহা জানিতেন। উহা পরীক্ষার নিমিত্ত তিনি উভয়েরই উরুদেশ দর্শন করিলেন এবং উভয়েরই উরুদেশে একই প্রকার চিহ্ন দেখিয়া অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ইহাতেও তাঁহারা ক্ষান্ত না হইয়া। আমাদের উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিয়া দিয়া উভয়কেই এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু উভয়েরই মুখ হইতে একই প্রকার উত্তর বহি-

গত হইল শুনিয়া তাঁহারা উপায়ান্তর বিহীন হইলেন। কিন্তু ধাত্রী আমার প্রদত্ত উত্তর সমূহ অধিক বিশ্বাস যোগ্য বোধে আমাকেই অকৃত্রিম বলিয়া স্থির করিলেন।

কিন্তু তাঁহার কথায় কে কর্ণপাত করিবে ? যে সকল অমাত্যগণ রাজাজ্ঞায় বিচারার্থ তথায় আগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আমাকে কৃত্রিম ও মায়াবিনীজ্ঞানে জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন, এবং অপর রমণীকে অকৃত্রিম বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু নরপতি আমার প্রতি উক্ত-রূপ নিষ্ঠুর শাস্তি প্রদানে অসম্মত হইয়া আমাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। পুরাতন ও শতগ্রন্থিযুক্ত একটী পরিচ্ছদ মাত্র পরিধান করিয়া আমি নগরী হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। তৎপরে বদান্য, সদাশয় ও দয়ালু মহাত্মাদিগের অনুগ্রহে জীবন ধারণ করিয়া আমি এতদূর পর্য্যন্ত আসিতে সমর্থ হইয়াছি। এই বলিয়া যুবতী চীনাধিপতিকে কহিল, "মহাশয় ! এই আমার জীবন চরিত। আমি রাজতনয়া ও রাজমহিষী হইয়াও এক্ষণে ভিখারিণী হইয়াছি এ কথা বলিলে বোধ হয় আপনি আর আমাকে জ্ঞানশূন্যা বিবেচনা করিবেন না।" রাজবনসাহ আদ্যোপান্ত সমুদায় বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন "রাজতনয়ে ! শোক সংবরণ কর। তোমার দুঃখের চরমসীমা উপস্থিত। নিশ্চয় জানিও, সত্বরই তোমার সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। এক জন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন, অধিক বৃদ্ধি হইলেই শীঘ্র পতন হয়। যখন মানবের দুঃখানল অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে তখন সুখসিন্ধু উথলিয়া সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া থাকে। তিনি আরও কহিয়াছেন যখন সুখের চরম সীমায় পদার্পণ করিবে তখন ভাবী দুঃখের বিষয় স্মরণ করিয়া বিমর্ষ হও, কিন্তু যখন অসহ্য দুঃখানলে তোমার হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকিবে তখন জানিবে সুখ তোমার নিকটবর্ত্তী। সংসারের নিয়মই এই প্রকার। কোন ব্যক্তি এই নিয়ম অতিক্রম করিতে পারেন না। কার্বাসা মন্ত্রী ইহার এক দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার বিবরণ শ্রবণ করিলে সেই কবিবাক্য যথার্থ বলিয়া তুমি প্রত্যয় করিবে। অতএব তাঁহার বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।"

কার্বাসা নামক উজীরের বিবরণ।

হার্কেনিয়া নামে একটী প্রসিদ্ধ নগরী আছে। ঐ নগরী খোদাবন্দ নামক নরপতির রাজধানী। ধন, মান, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই নৃপতি অদ্বিতীয়। তিনি নিরন্তর ধর্ম্ম আচরণ দ্বারা দেবগণকে পরিতুষ্ট ও উপযুক্ত

পাত্রে দান প্রভৃতি সৎকার্য্য দ্বারা প্রজাবর্গের সন্তোষ সাধন করিতেন। বদান্যতা গুণে তাঁহার যশঃ-সৌরভ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। বিধাতার করুণা-বলে তিনি স্বানুরূপ বিচক্ষণ ও বহুদর্শী কার্বাসা নামক একজন সচিবও লাভ করিয়াছিলেন। মন্ত্রীবরের অসাধারণ মেধাবলে রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। তিনি অতিশয় পরিশ্রমশালী ছিলেন। আলস্য পিশাচ কখনই তাঁহার হৃদয়াসন অধিকার করিতে পারে নাই। মন্ত্রীবর এক দিবস টবের মধ্যে স্নান করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার অঙ্গুলি স্থিত অঙ্গুরী জলমধ্যে পতিত হইল। কিন্তু উহা জলে নিমগ্ন না হইয়া তৎক্ষণাৎ ভাসিয়া উঠিল।

সচিব এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হই-লেন। এবং তদ্দণ্ডেই ভৃত্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমরা অবি-লম্বে আমার গৃহ হইতে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও মহামূল্য দ্রব্যাদি লইয়া স্থানান্তরিত কর। কারণ ভূপতি শীঘ্র আগমন করিয়া আমার দ্রব্যাদি হস্তগত ও আমাকে বন্দীকৃত করিবেন।" ভৃত্যগণ আদেশ প্রাপ্তি মাত্র সমুদায় দ্রব্য লইয়া গুপ্তস্থানে রাখিতে লাগিল। এইরূপে কিয়দংশ দ্রব্য স্থানান্তরিত হই-বার পূর্ব্বেই সৈন্যাধ্যক্ষ কতকগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে মন্ত্রীভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহা-শয় ! নরপতি আপনাকে কারাবদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন।" উজীর এই কথা শ্রবণে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন না করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সেনাপতির সহিত গমন করিলেন। সৈন্যগণ এই সুবিধা পাইয়া গৃহ মধ্যস্থ অবশিষ্ট দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া লইল।

ভূপতি জনপ্রবাদে বিশ্বাস করিয়া মন্ত্রীকে বহু দিবসাবধি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সুতরাং সচিব অন্ধকারময় কারাগৃহে অবস্থিতি করিয়া বিষম যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। কোন বন্ধু বান্ধবের দর্শনলাভ অথবা সুখদ খাদ্য দ্রব্য উপভোগ করিবার অনুমতি ছিল না।

রমানসি নামক ফল ভক্ষণ করিতে তাঁহার বহুদিবসাবধি ইচ্ছা জন্মিয়া-ছিল। তিনি প্রত্যহই উহা যাচ্ঞা করিতেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতেন না। কারণ রাজাজ্ঞা অবহেলন করিতে কাহারও সাহস হইত না। অবশেষ এক দিবস কারাগারাধ্যক্ষ তাঁহার বারম্বার প্রার্থনায় সদয় হইয়া ভৃত্যবর্গকে উহা আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ভৃত্যগণ প্রভুর আজ্ঞানু-সারে উহা আনয়ন করিয়া উজীরকে প্রদান করিল। উজীর অভিলষিত ফল পাইবা মাত্র আনন্দনীরে ভাসমান হইলেন। কিন্তু উহা ভক্ষণকরিবার উদ্যোগ করিতেছেন এরূপ সময়ে দুইটী মূষিক বিবাদ করিতে করিতে সেই

অভিলষিত দ্রব্যের উপর পতিত হইল। সুতরাং উহা ভক্ষণের অযোগ্য হইল। ইহা দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বতন ভৃত্যগণকে ডাকিয়া কহিলেন, "নরপতি শীঘ্রই আমাকে কারামুক্ত ও পূর্ব্বপদে স্থাপিত করিবেন। অতএব তোমরা সত্বর গুপ্তস্থান হইতে দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়া আমার গৃহমধ্যে পুনঃ স্থাপিত কর।" ফলতঃ কার্য্যেও তাঁহার বাক্যানুরূপ ফল-ফলিল। নরপতি অবিলম্বে তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তৎপরে মন্ত্রীবর নরপতির আদেশানুসারে তাঁহার সম্মুখীন হইলে, ভূপতি অতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "উজীর! তোমার শত্রুদিগের বাক্যে প্রত্যয় করিয়া আমি তোমাকে অনর্থক কষ্টপ্রদান করিয়াছি। এক্ষণে তোমার নির্দ্দো-ষিতার বিষয় জ্ঞাত হইয়া তোমাকে মন্ত্রীত্বপদে পুনরায় বরণ করিলাম। এবং তোমার বিপক্ষগণকেও উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিয়াছি।" ৮

কার্বাগার বন্ধুগণ এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখে! তুমি পূর্ব্বে কিরূপে অবগত হইয়াছিলে যে তোমাকে কারাবদ্ধ হইতে হইবে, এবং পরেই বা কিরূপে জানিতে পারিলে যে শীঘ্র তুমি কারাবিমুক্ত হইবে তদ্বিষয় বর্ণনপূর্ব্বক আমাদিগের কৌতূ-হল চরিতার্থ কর। মন্ত্রী তাঁহাদের একান্ত অনুনয় শ্রবণে কহিলেন, "সখে! যখন অঙ্গুরী আমার হস্ত হইতে জলে পতিত ও ভাসমান হইল তখন বুঝিতে পারিলাম যে আমার গৌরব ও ঐশ্বর্য্যের চরম সীমা উপস্থিত, সুতরাং ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হইয়া শীঘ্রই দুঃখরাশি উপস্থিত হইবে। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিল। কিন্তু যখন কারাগার মধ্যে রুমানসি ফল ভক্ষণ করিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা জন্মিল, এবং তজ্জন্য প্রত্যহ সকলের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম তখন কেহই আমার বাক্যে কর্ণপাত করিল না। অনন্তর কারাধ্যক্ষের আদেশ ক্রমে ভৃত্যেরা উহা আমাকে আনিয়া দিলে, আমি পুলকিত হৃদয়ে উহা ভক্ষণ করিবার উপ-ক্রম করিতেছি এমন সময় দুইটী মূষিক আসিয়া তাহার উপর পতিত হইল। এই সকল চিহ্ন দর্শনে আমি বুঝিতে পারিলাম যে আমার দুঃখেরও চরম সীমা উপস্থিত, সুতরাং অবিলম্বে সুখভোগে সমর্থ হইব।"

এইরূপে কার্বাসা মন্ত্রীর আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া চীনরাজ নৈমান রাজতনয়াকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজনন্দিনি! আশ্বাসিত হও। বোধ হয় তোমারও দুঃখের চরম সীমা উপস্থিত। আমার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া আশার আশ্বাসে সন্তুষ্ট থাক। হায়! আমিও তোমার ন্যায় কুহকিনীর কুহকে পতিত হইয়াছি। যাহাকে আমার মন প্রাণ সমর্পণ করি-

রাছি বাস্তবিক সেও ভূতযোনিসম্ভবা কি না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।” চীনরাজ এই কথা সমাপন করিয়া সমস্ত আত্ম বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন।

তাঁহাদের কথোপকথন শেষ হইতে না হইতেই উভয়ে দেখিতে পাইলেন, এক জন সুপুরুষ নবীন যুবক উলঙ্গপ্রায় হইয়া দ্রুতবেগে অশ্বারোহণে তাঁহাদের দিকে আগমন করিতেছেন। ক্রমে যুবক নিকটবর্ত্তী হইলে রাজ্ঞী চীনপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,“মহাশয়! ইনিই আমার স্বামী।” কিন্তু অশ্বারোহী তাঁহারদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া বেগে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ এবং কলেবর স্বেদাক্ত। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি কাহারও ভয়ে পলায়ন করিতেছেন, এবং তাঁহার শত্রু কতদূর পশ্চাতে আছে তাহা দেখিবার জন্যই পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দ্রুতবেগে গমন করিতেছেন।

তিব্বত রাজমহিষী এবং রাজবনশাহ উভয়েই যুবকের প্রতি অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন, এমত সময়ে আর একটী অশ্বারোহী পুরুষ তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল। এই ব্যক্তির কলেবর মহামূল্য পরিচ্ছদে আবৃত এবং হস্তে শোণিত চিহ্নে কলঙ্কিত সুতীক্ষ্ণ তরবারি রহিয়াছে। ইঁহাকে দেখিয়া স্পষ্টবোধ হইল যে,ইনিই অগ্রগামী ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছেন। কিন্তু অগ্রগামী ব্যক্তি ও তাঁহার কলেবর এরূপ অভিন্ন যে নৈমানরাজতনয়া তাঁহাকেও দেখিতে পাইয়া পুনরায় চিৎকার করিয়া বলিলেন “ইনিই আমার স্বামী।” কিন্তু অশ্বারোহী পুরুষ রাজ্ঞীর পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলেন অথচ তাঁহারদিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। চীনস্বামী ইহা অবলোকন করিয়া কহিলেন “রাজতনয়ে! ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। ইতিপূর্ব্বে আর কখন এরূপ অলৌকিক ঘটনা আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। উভয়েরই কলেবর একরূপ, বিন্দুমাত্রও বিভিন্নতা লক্ষিত হইল না। নির্ম্মাণকৌশল সম্পন্ন বিধাতাও এরূপ অভিন্নকায় দুইটী মনুষ্য সৃজন করিতে পারেন কি না সন্দেহ।” রাজ্ঞী কহিলেন, “মহাশয়! আমি ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট যাহা বর্ণন করিয়াছি তাহা সত্য কি না, বোধ করি এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া আপনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।”

তাঁহারা এইরূপে উক্ত আশ্চর্য্য বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করিতেছেন এমত সময়ে অপর এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং রাজ্ঞীকে দেখিবামাত্র অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। রাজ্ঞীও অকস্মাৎ পূর্ব্বতন মন্ত্রী আলীকে দেখিতে পাইয়া বিস্ময় ও হর্ষে আপ্লুত হইলেন। অনন্তর মন্ত্রীবর করযোড়ে

তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজ্ঞি! প্রথমে পাপীদিগকে জয়লাভ করিতে ও নির্দ্দোষী দিগকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে দৃষ্টি করা যায় বটে কিন্তু পরিশেষে যেমন নির্দ্দোষী ব্যক্তিগণই অনন্ত সুখের অধিকারী হইয়া ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, আপনারও সেইরূপ সমুদায় দুঃখের শেষ ও প্রবল শত্রুর নিধন সাধন হইয়াছে। মহারাজ স্বহস্তে তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন। তাঁহার হস্তস্থ শাণিত অসি এখনও সেই পাপীয়সীর শোণিতে কলঙ্কিত রহিয়াছে। আর এক নরাধম নৃপতির বেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য অপহরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রাজা প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছেন। আপনি রাজপুরী হইতে বহিষ্কৃতা হইবার পর যে সকল দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে সবিশেষ বর্ণন করিবার অবকাশ নাই। সময় ক্রমে তাহা বিবৃত করিব। এক্ষণে মহারাজ অনেক দূরবর্ত্তী হইয়াছেন। তাঁহার সহিত শীঘ্র মিলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। নরপতি অসাধারণ বাহুবলসম্পন্ন হইলেও মায়াবীদিগের আশ্চর্য্য কিছুই নাই। সুতরাং তিনি একাকী থাকিলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। আপনি ত্বরায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করুন। পরে উভয়েই তাঁহার সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করিব। মন্ত্রীর বচনাবলী শেষ হইতে না হইতেই রাজবনশাহ কহিলেন, 'মহাশয়! রাজ্ঞী নিতান্ত কৃশা। বিন্দুমাত্র সামর্থ্য নাই; অতএব অশ্বারোহণে অধিকতর ক্লিষ্টা হইবেন। আপনি রাজমহিষীর সহিত এই স্থানে অবস্থান করুন। আমি অশ্বারোহণপূর্ব্বক সত্বর গমনে তিব্বতনাথের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় এই স্থানে আগমন করিব।" এই কথা বলিয়াই চীনেশ্বর নিকটবর্ত্তী অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অশ্বে কসাঘাত করিলেন। মন্ত্রীবর তাঁহার এতাদৃশ সদ্ব্যবহারে সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। কিন্তু রাজবনশাহ উক্ত ধন্যবাদ শ্রবণে বিলম্ব না করিয়া তিব্বতনাথের অনুসরণে ধাবমান হইলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে পর উজীর নৈমান রাজতনয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজ্ঞি! এই অপরিচিত যুবকটী কে? ইঁহার মুখশ্রী দেখিয়া মহৎ বংশসম্ভূত বলিয়া বোধ হয়; এবং ব্যবহারও তদনুরূপ। যদি আপনি ইঁহার পরিচয় অবগত হইয়া থাকেন সবিশেষ বিবৃত করুন।" তদনুসারে রাজ্ঞী চীনেশ্বরের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া সচিবের কৌতূহল চরিতার্থ করিলেন। অনন্তর তিনি আলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সচিব! কিরূপে এই মায়াবীদিগের কুহকজাল ছিন্ন হইল তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনে আমার কৌতূহল নিবৃত্তি কর!" আলী রাজ্ঞীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,

"রাজবালে! নরপতি অমাত্যদিগের বাক্যানুসারে আপনাকে নগরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া মায়াবিনীকে আত্মমহিষী জ্ঞানে অতিশয় যত্ন করিতেন। এবং কুহকিনীও মায়াবলে স্বল্পকাল মধ্যেই তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছিল। সুতরাং রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আমোদ প্রমোদের নিমিত্ত কিছুদিন তিনি মায়াবিনীর সহিত দুর্গ মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। অদ্য প্রাতঃকালে এক জন ভৃত্য সমভিব্যাহারে লইয়া আমি ও মহারাজ মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়াছিলাম। রাজধানী হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়াই নৃপতি আমাকে কহিলেন, "মন্ত্রীবর! আমাকে পুনরায় দুর্গে প্রত্যাগমন করিতে হইল। রাজ্ঞীর সহিত আমার বিশেষ আবশ্যকীয় কথা আছে, একটু অপেক্ষা কর আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া রাজা দুর্গের দিকে অশ্বচালনা করিলেন। আমিও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলাম। অনন্তর তিনি দুর্গদ্বারে উপনীত হইয়া অশ্ব হইতে অবরোহণপূর্ব্বক দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্বল্পকাল মধ্যেই এক ব্যক্তি অর্দ্ধ উলঙ্গবেশে দুর্গদ্বার হইতে বহির্গত হইল। মহারাজের সহিত তাহার বিন্দুমাত্র আকারগত বৈলক্ষণ্য না থাকায় আমি তাহাকে তিব্বতপতি জ্ঞানে জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রভো! আপনি কি নিমিত্ত এরূপ বেশে বহির্গত হইলেন?" সে ব্যক্তি আমার কথায় কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না, বরং শঙ্কিতভাবে শীঘ্র অশ্বারোহণপূর্ব্বক তথা হইতে পলায়ন করিল। কোন অলৌকিক ঘটনাপ্রযুক্ত তিব্বতপতি এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন মনে করিয়া আমি অতিশয় ভীত হইলাম। এবং ইহার যাথার্থ্য অবগত হইবার মানসে অশ্বারোহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে তাহার পশ্চাদ্গমন করিবার উপক্রম করিতেছি এরূপ সময়ে পশ্চাৎদিক হইতে এক ব্যক্তি চিৎকারস্বরে বলিল, "উজির! অশ্ব সম্বরণ কর, আমি তৎক্ষণাৎ অশ্বের গতি সংযম করিয়া পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখি যে মহারাজ দুর্গ হইতে বহির্গত হইতেছেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে এবং হস্তে রক্তাক্ত নিষ্কাসিত অসি। তাঁহার ঈদৃশভাব দর্শনে আমার মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি আমাকে দেখিবামাত্র সত্বরগমনে আমার নিকটে আসিয়া সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "মন্ত্রীবর! আমরা মাধবীলতা ভ্রমে রাক্ষসীকে গৃহ মধ্যে রাখিয়াছিলাম। হায়! কুহকিনীর কুহকে ভুলিয়া আমরা পতিপ্রাণা সতীকে নির্ব্বাসিতা করিয়াছি। তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই মাত্র আমি সেই কুহকিনীর জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া আসিতেছি এবং মদীয় আকৃতিধারী দুরাত্মাকেও এই দণ্ডে তাহার দুরাচারের সমুচিত প্রতিফলপ্রদান করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি ভৃত্যকে অশ্ব আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য মুহূর্ত্তমধ্যে স্বদীয়

আজ্ঞা পালন করিলে তিনি অশ্বোরোহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং এখনও সেই দুরাচারের পশ্চাৎ২ গমন করিতেছেন।” উজীর আলীবিনহাত্তাম এইরূপে সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

এদিকে চীনপতি যথাসাধ্য অশ্বচালনা করিয়া তিব্বতনাথের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিব্বতনাথও প্রাণপণে দুরাচারের অনুবর্ত্তী হইতে-লাগিলেন। বৈরনির্যাতনেচ্ছা প্রতিপদবিক্ষেপেই তাঁহার শারীরিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। অশ্বারোহণেও তিনি বিশেষ নিপুণ ছিলেন। ক্রমে অগ্রগামী ব্যক্তি ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। ভূপতি তখন দ্বিগুণ বেগে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া শাণিত অসিদ্বারা তাহার স্কন্ধদেশে আঘাত করিবামাত্র দুরাচার অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইল। নরপতিও তাহার বধ সাধনেচ্ছায় অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। তখন দুরাত্মা লব্ধসংজ্ঞ হইয়া কাতরস্বরে জীবন ভিক্ষা চাহিল। রাজা কহিলেন, “দুরাত্মন্! তুই কে, কি উপায়ে এবং কি নিমিত্তই বা আমার আকার ধারণ করিয়াছিস্ যদি এই সমস্ত বৃত্তান্ত যথার্থরূপে ব্যক্ত করিস্ তাহা হইলে তোর জীবন রক্ষা করিব।” নরপিশাচ ভূপতির এইরূপ আশ্বাসবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া কহিল, “মহারাজ! আমি বিন্দুমাত্রও গোপন করিব না। সরলভাবে সমুদায় বৃত্তান্ত বিবৃত করিব। কিন্তু এই আশ্চর্য্য বিষয় বর্ণন করিবার পূর্ব্বে আমি আমার স্বাভাবিক মূর্ত্তি ধারণ করিব। তদ্দর্শনে আপনি অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইবেন সন্দেহ নাই।” এই বলিয়া সে অঙ্গুলি স্থিত অঙ্গুরীয়কের প্রভাবে তৎক্ষণাৎ এক কুৎসিৎ বৃদ্ধ রূপে পরিণত হইল।

তিব্বতপতি অকস্মাৎ এই ব্যাপার দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এবং বৃদ্ধের প্রমুখাৎ তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহার কৌতূহল আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তখন সেই দুরাত্মা রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “নরনাথ! আপনি এক্ষণে আমাকে যে প্রকার অবলোকন করিতেছেন ইহাই আমার স্বাভাবিক রূপ। তৎপরে আমার জীবন বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। উহা শ্রবণ করিলে আপনি আরও বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই।” রাজা তদ্বৃত্তান্ত শুনিবার নিমিত্ত অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলে মায়াবী অকপটে আত্ম বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিল।

বহুরূপার জীবন বৃত্তান্ত।

ডামাস নাম্নী অতিশয় সমৃদ্ধিশালী একটী নগরী আছে। তথায় বাণিজ্য, শিল্প, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি অতিশয় আদরণীয়। সুতরাং অধিবাসীগণ প্রায় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া পরমসুখে কাল যাপন করিয়া থাকে। আমি উক্ত নগরস্থ এক জন তন্তুবায়ের পুত্র। আমার নাম মকবেল। মদীয় পিতা বুদ্ধি বলে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। সুতরাং বাল্যকালে আমি সুখস্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিয়াছি। আমি পিতার একমাত্র সন্তান ছিলাম, তজ্জন্য আমাকে কখনই অভাব জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় নাই। যখন যাহা প্রার্থনা করিতাম তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইতাম। এইরূপ সুখস্বচ্ছন্দে আমার বাল্যকাল অতিবাহিত হইল। ক্রমে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলাম। কামাদি রিপু সকল উত্তেজিত হইল। কন্দর্পের শরানলে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। সেই দুর্জ্জয় রিপুকে বশীভূত করিতে অক্ষম হইয়া অবশেষে তাহার দাসত্ব স্বীকার করিলাম। চারিদিক হইতে অনুচরগণ আসিয়া কুক্রিয়ার উত্তেজনা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। তখন পিতার ভয়ে স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিতে পারিতাম না। সুতরাং তাঁহাকে সুখের কন্টক স্বরূপ বোধ করিতাম। কিন্তু শীঘ্রই সে কন্টক মুক্ত হইল। পিতা কালগ্রাসে পতিত হইলেন। আমি ত্বদীয় ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলাম। স্বাধীনতা লাভ করিয়া সর্ব্বদাই বারাঙ্গনাদিগের সহবাসে কালযাপন করিতাম। আমার বাটীর সন্নিকটে দেল্নোরাজ নাম্নী এক পরম রূপবতী রমণী বাস করিত। যুবতীর সৌন্দর্য্যে ও প্ররোচনা বাক্যে অনেকেই তাহার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল, আমিও প্রবল রিপু পরতন্ত্র হইয়া তাহার দাস হইলাম। তাহার অনেক গুলি উপপতি ছিল বটে কিন্তু দুশ্চরিত্রা এরূপ গোপনে সকলের মনরক্ষা করিত যে প্রত্যেকেই তাহার একমাত্র প্রেমপাত্র স্থির করিয়া অতুল আনন্দানুভব করিত। পাপীয়সীর মুখে অমৃত কিন্তু অন্তরে গরলপূর্ণ ছিল। কিরূপে উপপতিদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আপনার উদর পূর্ত্তি করিবে, ইহাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমিও তাহার মধুর বাক্যে ভুলিলাম এবং তাহার প্রণয় ভাজন হইয়া আপনাকে ভাগ্যধর জ্ঞান করিলাম। হিতাহিত জ্ঞান একেবারে লুপ্ত হইল। প্রত্যহ তাহার নিকট মহামূল্য দ্রব্যাদি উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলাম। ভাবীচিন্তা একবারও মনমধ্যে উদয় হইত না। এইরূপে চারি বর্ষ অতীত হইল। দেল্নোরাজকে ক্রমাগত ধন রাশি প্রদান করিয়া আমার সমুদায় ঐশ্বর্য্য নিঃশেষিত হইল। আমার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী-

গণও ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া দেল্‌নোরাজের অনুগ্রহ লাভার্থ তাহাকে ধন দানে ত্রুটী করে নাই। কিন্তু পরে সকলেরই একরূপ অবস্থা ঘটিল।

এইরূপে অর্থবিহীন হওয়াতে আমার মনে অতিশয় চিন্তার উদ্রেক হইল। ভাবিলাম, যখন স্বার্থলাভ হেতুই যুবতী এত দিন আমাকে ভাল বাসিত, তখন নির্ধন হইয়া তাহার নিকট পুনরায় আদর প্রাপ্তিরআশা নিষ্ফল। কিন্তু তাহার প্রতি অনুরাগের আধিক্য হেতু মানসিক চিন্তা ক্রমশই প্রবল হইতে লাগিল। পূর্ব্বের সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইল। অবশেষে উপায়ান্তরবিহীন হইলাম। এক দিবস দেল্‌নোরাজ আমার এরূপ ভাবান্তর দেখিয়া কহিল, "মকবেল! তুমি এক্ষণে নির্ধন হইয়াছ। সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় উপঢৌকনাদি প্রেরণে অক্ষম। তজ্জন্য মনে করিয়াছ যে আমি তোমাকে আমার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। একপ চিন্তা পরিত্যাগ কর। প্রেমপাশে বদ্ধ করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করাই আমার ব্যবসায় বটে কিন্তু তোমাকে আমার মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। যত দিন জীবন থাকিবে তত দিন তোমাকে নয়নের অন্তরাল করিতে পারিব না। আমার যাহাকিছু ঐশ্বর্য্য আছে সমস্তই তোমাকে অপণ করিলাম, তদ্ভিন্ন অন্যের নিকট হইতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হইব তাহাও তোমাকে প্রদান করিব সন্দেহ নাই।" তাহার এবম্বিধ প্রবোধ বাক্যে আমার চিন্তার উপশম হইল, এবং তাহার প্রদত্ত অর্থে আমি পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম। আমার বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি দর্শনে লোকে আমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী বিবেচনা করিত। বাস্তবিকও আমি দেলনোরাজের এক প্রকার গৃহস্বামী হইলাম। দেল্‌নোরাজ আমাকে অতিশয় বিশ্বাস করিত। এবং আমার পরামর্শগ্রহণ না করিয়া সে কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিত না।

চিরদিন সমান যায় না। দিবা ও রাত্রির সহিত মানবেরও ধন, মান, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কালক্রমে দেল্‌নোরাজ বৃদ্ধা হইল। তৎসঙ্গে শারীরিক সৌন্দর্য্যও বিনষ্ট হইল। যৌবন সময়ের সহচরগণও অসময় দেখিয়া একে একে তাহাকে পরিত্যাগ করিল। ইতিপূর্ব্বে যাহারা চাটুকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিরন্তর তাহার সন্তোষসাধনে সযত্ন ছিল। অসময় দেখিয়া তাহারা এক্ষণে তাহার নিকট পর্য্যন্ত আগমন করিত না। পঙ্কজ মধুহীন হইলে যেমন ভ্রমরের গুণ গুণ রব শুনিতে পায় না। তদ্রূপ দেল্‌নোরাজ নিরন্তর পুরুষ চাটুকারগণেপরিবেষ্টিত থাকিয়াও এক্ষণে পুরুষ বিহীন হইয়া বাস করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর হইল। আমি কোনরূপেই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিলাম না। অনন্তর সে এক দিবস

আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মকবেল! আমি এই বৃদ্ধাবস্থার অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে অক্ষম। বাল্যাবস্থা হইতে যে সকল ব্যক্তি নিরন্তর চাটুকারবৃত্তি দ্বারা আমার মনরঞ্জন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে এক্ষণে তাহাদের ঘৃণাস্পদ হইয়া জীবনধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু আমার প্রার্থনীয়। অতএব এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করা আমার পক্ষে অতিশয় আবশ্যক। ফেরন নামক মরুপ্রদেশে বেদ্রা নাম্নী এক কুহকিনী বাস করেন। আমি তাঁহার সমীপে গমন করিব। বেদ্রা মায়া প্রভাবে অনায়াসে অলৌকিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তিনি আদেশ করিলে নদী ঊর্দ্ধগামী ও অচল সচল হয়। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি গ্রহগণও তাঁহার আদেশে স্ব স্ব গতিবন্ধ করে। তিনি মায়াবলে মনুষ্যদিগকে পশু পক্ষী রূপে এবং পশুপক্ষী দিগকে মনুষ্যরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। ভূমণ্ডলে এরূপ কুহকবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। তাঁহার নিকট গমন করিবার নিমিত্ত আমি নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়াছি। তাঁহার বাসস্থান যে কোথায় তাহাও আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। এক্ষণে অনুনয় ও বিনয় করিয়া তাঁহার অনুগ্রহলাভ করিতে পারিলেই আমি নিশ্চয় পুনরায় নবযুবতী হইব।" তাহার নিকট এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি কহিলাম, "দেল্‌নোরাজ! এ অতি উত্তম সঙ্কল্প। শুভকার্য্যে বিলম্ব করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অতএব শীঘ্র তদুপযুক্ত আয়োজন কর। আর যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া যাও তাহা হইলে তোমার নিকট চিরঋণে বদ্ধ থাকিব।" দেল্‌নোরাজ আমার এইরূপ প্রস্তাবে সম্মতা হইল। অনন্তর কিছু পাথেয় ও বেদ্রার নিমিত্ত প্রচুর উপঢৌকন লইয়া আমরা ফেরন মরুভূমির অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কিছু দিন ভ্রমণ করিবার পর অবশেষে মরুভূমির প্রান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে দুই দিবস গমন করিবার পর একটী পর্ব্বতশ্রেণী আমাদের নয়ন গোচর হইল। তখন দেল্‌নোরাজ কহিল যে উক্ত পর্ব্বতশ্রেণীতে বেদ্রার বাসভূমি। আমরা সত্বর গমনে গিরি-শ্রেণী সমীপে উপস্থিত হইয়া একটী গুহা দেখিতে পাইলাম। উহার চারিদিকে অলক্ষণযুক্ত পক্ষী সকল উড্ডীয়মান হইতেছিল, এবং বিকটাকার রাক্ষসগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। যাহাহউক আমরা দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। গুহার অভ্যন্তর অন্ধকারময়। মধ্যস্থলে একটী লৌহ নির্ম্মিত প্রদীপ জ্বলিতেছিল। প্রদীপের সম্মুখে একটী খর্ব্বাকার বৃদ্ধা রমণী এক খণ্ড প্রস্তরের উপরিভাগে বসিয়া ছিলেন। সেই রমণীই দেল্‌নোরাজ কথিত কুহকিনী বেদ্রা। রমণীর সম্মুখে একটী সুবর্ণ নির্ম্মিত তুন্দুরের উপর একখানি কটাহে

কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা ছিল। তিনি পদদ্বয়ের উপর একখানি পুস্তক রাখিয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছিলেন এবং ত্বদীয় মন্ত্র বলে কিয়ৎপরিমাণ মৃত্তিকা বিনা অগ্নিতে ফুটিয়া দ্রব হইতেছিল। ইহা দর্শন করিয়া আমার মনে অতিশয় বিস্ময় জন্মিল।

যাহা হউক যাঁহার জন্য এত শ্রম স্বীকার করিলাম, তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। আমরা ক্রমে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলাম। তৎপরে দেল্‌নোরাজ উপঢৌকন দ্রব্য গুলি তাহার সম্মুখে রাখিয়া করযোড়ে কহিল, "দেবি! বিধাতা আপনার মনোরথ পূর্ণ করুন। আমি বিষম বিপদে পতিত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি অন্তর্যামী। আমাদের মনোগত ভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছেন। অতএব আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।"

তাহার এবম্ভূত বাক্যে প্রীত হইয়া কুহকিনী কহিল, তোমাকে আর অধিক বলিতে হইবে না। তোমরা এখানে আগমন করিবা মাত্র, আমি তোমাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি। মায়াবলে ভূত ও ভবিষ্যত বিষয় সকল আমার চক্ষের সমক্ষে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই বলিয়া তিনি দুইটী কাঁচ নির্ম্মিত শিশি আনয়ন করিলেন। অনন্তর তন্মধ্যে দুইটী অঙ্গুরী রাখিয়া মায়া-মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল এইরূপ করিবার পর অকস্মাৎ একটী শিশির মধ্যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং অন্যটীর অভ্যন্তর হইতে ধূম নির্গত হইয়া গগণমার্গ আচ্ছাদিত করিল। এবং চতুর্দ্দিক হইতে বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরেই চতুর্দ্দিক স্তব্ধ ভাব ধারণ করিল এবং শিশিদ্বয়ের মধ্যস্থ অগ্নিও নির্ব্বাণ হইল। অনন্তর বেদ্রা শিশি মধ্য হইতে একটী অঙ্গুরী লইয়া দেল্‌নোরাজের অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়া কহিলেন, "সুন্দরি! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইল। অতএব দুঃখ পরিত্যাগপূর্ব্বক আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন কর। আমি তোমাকে যে অঙ্গুরী প্রদান করিলাম, ইহা অঙ্গুলিতে ধারণ করিয়া যখন যে রমণীর আকৃতি ধারণ করিতে অভিলাষ করিবে তৎক্ষণাৎ তাহাই হইবে। এবং যাহার আকৃতি ধারণ করিবে তাহার সহিত তোমার কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইবে না।" তিনি দেলনোরাজকে এই কথা বলিয়া আর একটী অঙ্গুরী গ্রহণপূর্ব্বক উহা আমার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়া কহিলেন, "মরুবেল! আমার এই অঙ্গুরী প্রভাবে তুমিও যথেচ্ছ পুরুষের আকার ধারণ করিতে পারিবে।"

এইরূপে আমরা মহামূল্য অঙ্গুরীদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া আনন্দনীরে আপ্লুত

হইয়া যেন্ত্রোর চরণে প্রণাম করতঃ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম অনন্তর কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া অঙ্গুরী পরীক্ষার্থ আমার সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিল। এবং ডামাসনগরীতে প্রত্যাগমন করিয়া যে উহার গুণ পরীক্ষা করিব এরূপ বিলম্ব অসহ্য বোধ হইল। তখন সেই মরুভূমি মধ্যেই পরিচিত এক ব্যক্তি স্বরূপ ধারণ করিবার মানস করিলাম। অভিলাষ করিবামাত্রই তাহা পূর্ণ হইল দেখিয়া আর কাল বিলম্ব না করিয়া সত্বর ডামাসে প্রতিগমন পূর্ব্বক দেলনোরাজ ইচ্ছামত নগরস্থ সুন্দরী ললনা দিগের আকার ধারণ করিতে লাগিল। সুতরাং চারিদিক হইতে যুবকগণ দলে দলে আসিয়া তাহার আতিথ্য স্বীকার করিল। আমিও অঙ্গুরীবলে বহুবিধরূপে অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রবঞ্চনা ও চাতুরী আমার নিত্য সহচর হইল। কিন্তু সর্ব্বদাই ইচ্ছামত রূপান্তর পরিগ্রহ করিতাম বলিয়া কেহই আমার চাতুরী প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় নাই।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে দেশভ্রমণে আমাদিগের ইচ্ছা জন্মিল। তন্নিমিত্ত আমরা স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ মিসরদেশে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তথায় অধিক দিবস অবস্থিতি না করিয়া দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে করিতে নৈমানরাজ্যে গমন করিলাম। তৎকালে একটী বালিকা নৈমানরাজসিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন। উজীর আলীহাত্তাম তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। কিন্তু উজীরের একাধিপত্যে প্রজাবর্গ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তজ্জন্য সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠিল, কিন্তু সুযোগাভাবে বিষদন্তহীন বিষধরের ন্যায় নিস্তেজ ও নিরুপায় হইয়া অবনত মস্তকে কালযাপন করিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমিও স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই-লাম। অনতিবিলম্বেই আমার মনস্কামনা সিদ্ধি হইবার সুবিধা হইল। শুনি-লাম নৈমানরাজের মোরাফেক নামক একজন কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের পর যুবরাজের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তিনি যুদ্ধে দেহত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া সকলে সন্দেহ করিত। ক্রমে দেলনোরাজ এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এক দিবস আমাকে কহিল, "মকবেল! নৈমানরাজ্য লাভ করিবার এই এক উপযুক্ত সময়। যেহেতু রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যগণ এক্ষণে রাজমন্ত্রী আলীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন, অতএব তুমি এই সময় যুবরাজ মোরাফেকের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিলে অনায়াসেই রাজাসন অধিকার করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।"

তাহার এই কথা শ্রবণমাত্র আমি তদনুরূপ কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া

প্রথমতঃ বহুবিধ অনুসন্ধান দ্বারা মোগলযুদ্ধের ইতিহাস সবিশেষ অবগত হইলাম। পরে নগরীয় অনেক সম্ভ্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদিগের সহিত আমার প্রণয় জন্মিলে যুবরাজ মোয়াফেকের সমুদায় বৃত্তান্ত ও তৎপক্ষীয় অমাত্যবর্গের নাম ধাম প্রভৃতি তাঁহাদিগের নিকট জ্ঞাত হইলাম। এইরূপে সমুদায় আবশ্যকীয় বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া আর কালবিলম্ব করা অনুচিতবোধে ত্বরায় মোয়াফেকের আকার ধারণপূর্ব্বক ত্বদীয় আত্মীয়-বর্গের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা অকস্মাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দনীরে ভাসমান হইলেন। অনন্তর আমি রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা আমাকেই সিংহাসনপ্রদান করিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন,ও তদুপযোগী আয়োজনে যত্নবান হই-লেন। অল্পকাল মধ্যেই আমর নদীর তীরবর্ত্তী প্রবলপরাক্রমশালী নৈমান-জাতিরাও আমাদের সহিত যোগ দান করিল। তদনুসারে আমি চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক সসৈন্যে আলবেসিননগরে উপস্থিত হইবামাত্র তত্রত্য অধিবাসীগণ নগরের দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক আমাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহাদের রাজা বলিয়া স্বীকার করিল। ক্রমে সমুদায় নৈমানজাতি আমার বশীভূত হইল। কিন্তু তাহাতেও আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান না করিয়া আমি নৈমানরাজতনয়ার বিনাশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। কিন্তু উজীর আলীহাতাম আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অতিশয় সাবধানে ও গুপ্তভাবে তাহাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, সুতরাং আমার সে অভিলাষ পূর্ণ হইল না।

অনন্তর আমি সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া যাঁহাদের সহায়তায় রাজ্য-লাভ করিয়াছিলাম তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার ও উচ্চ উচ্চ পদ সকল প্রদান করিলাম। চারিদিকেই আমার আধিপত্য বিস্তার হইল। এবং প্রজাবর্গ বশতাপন্ন থাকাতে আমি নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করিতে লাগি-লাম। আমার শাসন গুণে অল্পকাল মধ্যেই চতুর্দ্দিকে এরূপ শান্তি সংস্থাপিত হইল যে, যুবরাজ মোয়াফেক স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেও এরূপ সুনিয়মে ও নিরাপদে রাজ্যশাসন করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। দেল্‌নোরাজও বরাবর সুন্দরী নারীর বেশ ধারণ করিয়া আমার সঙ্গেই ছিল। আমি তাহাকে আত্মমহিষী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম। এবং পাছে লোকে কোন সন্দেহ করে এই ভয়ে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে যখন আমি মোগলযুদ্ধের পর এক জন নরপতির আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন নৃপতি স্বীয়কন্যার সহিত আমাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। সেই পর্য্যন্তই রাজকন্যা আমার চিরসঙ্গিনী হইয়াছে। আমার বাক্যে

সকলেরই প্রত্যয় জন্মিল। সুতরাং দেল্‌নোরাজ রাজমহিষী বলিয়াই পরিচিতা হইল। এবং অসংখ্য সুন্দরীগণ সর্ব্বদা তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ফলতঃ আমরা উভয়েই অনির্ব্বচনীয় সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলাম। কিন্তু অকস্মাৎ আপনার প্রেরিত দূতগণ আমাদের সুখরূপ পথের কন্টকস্বরূপ হইল। তাহাদিগের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে আপনি নৈমানরাজদুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। এবং আমি সহজে তাঁহার রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ না করিলে আপনি সমরভূমে অবতীর্ণ হইয়া আমার উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই সকল কথা শ্রবণমাত্র যদিও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, এবং চিন্তানলে হৃদয় দগ্ধীভূত হইতে লাগিল, তথাপি মুখে সাহস প্রদর্শনপূর্ব্বক আপনার দূতগণকে বিদায় দিয়া দেল্‌নোরাজের নিকট গমন করতঃ তৎসমুদয় বর্ণন করিলাম।

দেল্‌নোরাজ আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইল। এবং অনেকক্ষণ চিন্তা করিবার পর এই স্থির করিল যে, যুদ্ধে জয়লাভ করা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অতএব রাজ্য পরিত্যাগ করাই বিধেয়, কিন্তু আপনি যেমন আমাদের সুখের কন্টক স্বরূপ হইলেন আপনাকেও তদনুরূপ প্রতিফল প্রদান করা কর্ত্তব্য ইহা স্থিরীকৃত হইল।

অনন্তর পীড়ার ভান করিয়া আমি কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিলাম। রাজ্যের প্রধান প্রধান হাকিমগণ আমাকে আরোগ্য করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্ট করিল, কিন্তু আমি যে পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলাম তাহার চিকিৎসা করা কবিরাজগণের বুদ্ধির অগম্য। অঙ্গুরী প্রভাবে আমি স্বল্পকাল মধ্যেই মৃতাবস্থায় পতিত হইলাম। তখন প্রজাবর্গ সাশ্রুনয়নে আমার মৃতদেহ লইয়া কবরে নিহিত করিল। কিন্তু তাহার অব্যবহিতপরেই দেল্‌নোরাজ আমার কবরের সমীপে উপস্থিত হইয়া আমাকে তন্মধ্য হইতে উত্তোলন করিল। তৎপরে আমরা স্বস্ব স্বাভাবিকরূপ ধারণ করতঃ নৈমাননগর হইতে বহির্গত হইলাম। এবং নানাদেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে আপনার রাজধানী সমীপে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম যে আপনি আমার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া সানন্দে সজ্জিত সৈন্যগণকে যুদ্ধ গমনে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া নৈমানরাজ্য উজীর আলীহাতামের হস্তে সমর্পণ করিবেন স্থির করিয়াছেন।

ইত্যবসরে আমি অন্তঃপুরস্থ একজন খোজার রূপ এবং দেলনোরাজ রাজ্ঞীর এক অনুচরীর আকৃতি ধারণ করিয়া রাজান্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। অনন্তর আমরা আপনার প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদিগের

স্বার্থ-সিদ্ধির বিলক্ষণ সুবিধা দর্শনে অতিশয় পুলকিত হইলাম। এবং আপনি যে সময় নিদ্রিত ছিলেন এবং রাজ্ঞী অপর একটী গৃহে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া সেই সময় দেল্নোরাজ রাজ্ঞীর বেশ ধারণপূর্ব্বক আপনার পার্শ্বে শয়ন করিল। ইতিমধ্যে রাজ্ঞীও সেই গৃহাভিমুখে আগমন করিতেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিকট আকার ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলাম। রাজ্ঞী সেই ভয়ানক মূর্ত্তি দর্শনে চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎপরে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল আপনি সে সমস্তই অবগত আছেন। অতএব তৎসমুদায় বিষয় পুনরায় বর্ণন না করিয়া অদ্য আমি কি জন্য আপনার আকৃতি ধারণ করিয়াছিলাম তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি অদ্য প্রাতে মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলে আমি একটী খোজার আকৃতি ধারণ করিয়া দেল্নো-রাজের নিকট উপস্থিত হইলাম, দেল্নোরাজ তৎকালে শয়ন করিয়া-ছিল। সে আমাকে দেখিবামাত্র কহিল, "মকবেল! তুমি এক্ষণে ওরূপ পরিত্যাগ করিয়া সত্বর তিব্বতপতির বেশ ধারণপূর্ব্বক আমার পার্শ্বে উপবেশন কর।" আমি তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ আপ-নার আকৃতি ধারণ করিলাম এবং শয্যাপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক তাহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছিলাম এরূপ সময়ে অকস্মাৎ আপনি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আপনাকে দেখিবামাত্র আমি পলায়ন করিয়া আপনার সুতীক্ষ্ণ অসি হইতে পরিত্রাণ লাভার্থ প্রাণপণে ধাব-মান হইলাম। কিন্তু ধর্ম্মরাজ আর এতাধিক অধর্ম্ম সহ্য করিতে পারি-লেন না। তজ্জন্য তিনি পুনরায় আমাকে আপনার করে সমর্পণ করিয়াছেন। আমি যেরূপ অধর্ম্মাচরণ করিয়াছি তাহাতে প্রাণদণ্ডই আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। আপনি আমার জীবন রক্ষার্থ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন সত্য বটে কিন্তু এক্ষণে আমি অনুরোধ করিতেছি যে যদি আমার প্রাণদণ্ড করাই আপনার উপযুক্ত বোধ হয় স্বচ্ছন্দে তাহা করুন।" তিব্বতনাথ সেই নরাধমের সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নরপিশাচ! সেই কুহকিনীকে যেরূপ অবস্থাপন্ন করিয়াছি তোকেও তদ্রূপ করা উচিত। এবং যদি তোর জীবন রক্ষা করিব বলিয়া অঙ্গী-কার না করিতাম, তাহা হইলে এতক্ষণ তোকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া পৃথিবীকে তোর পাপভার হইতে মুক্ত করিতাম সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্যলঙ্ঘন ভয়ে তোর জীবন রক্ষা করিলাম সত্য বটে কিন্তু এক্ষণে তোর কুকর্ম্মের প্রধান সহায় যে অঙ্গুরীটী তাহা গ্রহণ করিতেছি। অতএব

এই বৃদ্ধাবস্থায় নিঃসহায় ভাবে কালযাপন করাই তোর পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকর হইবে, এবং সেই কষ্টই তোর সমুচিত শাস্তি জানিবি।"

নরনাথ মকবেলকে এইরূপ কথা বলিতেছেন এমন সময়ে চীনরাজ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজবনশাহের বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি দর্শন করিয়া তিব্বতপতি তাঁহাকে কোন মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া অনিমিষ নয়নে তাঁহারদিকে চাহিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে চীনপতি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "যুবরাজ! আমি আপনাকে একটী শুভসংবাদ প্রদান করিতে আসিয়াছি। আপনার মহিষী সেই নৈমান রাজতনয়া অদ্যাপিও জীবিতা আছেন জানিবেন। আপনার নিকট অপমানিত হইয়া তিনি রাজ্য হইতে বহিষ্কৃতা হইয়াছিলেন সত্য বটে কিন্তু সেই পতিব্রতা অবলা আপনার প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়মধ্যে অঙ্কিত করিয়া সমুদায় ক্লেশ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন। অনতিবিলম্বেই আপনি তাঁহাকে পুনরায় দেখিতে পাইবেন।" তিব্বতনাথ তাঁহার প্রমুখাৎ এবম্বিধ শুভসংবাদ শ্রবণ মাত্র কহিলেন, "মহাশয়! সত্য সত্যই কি আমার সেই জীবনতোষিনী অদ্যাপি জীবিতা আছে? সত্য সত্যই কি আমি তাহাকে পুনরায় দর্শন করিয়া আমার নয়নযুগলের প্রীতি-সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব? হায়! এতকষ্ট সহ্য করিয়াও যে আমার সেই প্রাণেশ্বরী জীবিতা আছে আমার এরূপ বিশ্বাস হয় না।" অনন্তর তিনি পুনরায় চীনপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি যখন আমার সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন। তখন আপনি কে এবং কি রূপেইবা আমার ও মদীয় প্রিয়তমার সমুদায় বিষয় জানিতে পারিলেন তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনে আমাকে চিরবাধিত করেন এই আমার একান্ত প্রার্থনা।" তাঁহার এবম্বিধবাক্য শ্রবণে চীনপতি কহিলেন, "নরনাথ! আমি একজন বিদেশী, দৈবাৎ আপনার মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারই নিকট আপনার সমুদায় পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি এবং অদ্য প্রাতে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল তৎসমুদায় উজীর আলীহাতামের নিকট অবগত হইয়াছি। আলীহাতাম এক্ষণে নৈমান রাজনন্দিনীর নিকট অবস্থিতি করিতেছেন। আমি আপনার উদ্দেশে এস্থানে আগমন করিয়াছি এবং অদ্যই আপনাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের নিকট গমন করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, চলুন সত্বর তাঁহাদিগের নিকট গমন করিবেন।"

এইসকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিব্বতপতি স্বীয় মহিষীকে দেখিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক হইলেন। এবং অনতিবিলম্বেই মকবেলের হস্তস্থিত

অঙ্গুরীটী গ্রহণপূর্ব্বক চীনপতির সহিত অশ্বারোহণে ধাবমান হইলেন। ক্ষণকাল মধ্যে উভয়েই আলী ও রাজ্ঞীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে তিব্বতস্বামী তৎক্ষণাৎ অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক মহিষাকে আলিঙ্গন করিয়া গদ্গদ স্বরে কহিলেন, "প্রিয়ে! আমি কুহকিনীর মায়াজালে বদ্ধ হইয়া তোমাকে যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশাগ্রস্তকরিয়াছি। আমার অপরাধ ক্ষমা কর। হায়! তোমার শত্রুকে বিনষ্ট করিতে গিয়া মোহবশতঃ তোমাকেই বিপদসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, না জানি তুমি কত ক্লেশ ভোগ করিয়াছ। তুমি রাজনন্দিনী ও রাজমহিষী হইয়াও আমার অজ্ঞতা নিবন্ধন ভিখারিণী বেশে কালযাপন করিয়াছ। কিরূপে আমার এই পাপ বিমোচন হইবে বলিতে পারি না। তোমার দুঃখের বিষয় চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ এবং অনুতাপানলে শরীর দগ্ধ হইতেছে।" রাজ্ঞী যুবরাজের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "নাথ! সকলই অদৃষ্টায়ত্ত। আপনি ভ্রমকূপে পতিত হইয়া যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া আর কষ্ট পাইবেন না। এক্ষণে অতীত বৃত্তান্ত সকল স্মৃতিপথ হইতে দূরীভূত করিতে পারিলে আমরা উভয়েই পুনরায় সুখী হইতে পারিব। আরও দেখুন সেই কুহকিনী যেরূপ মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে মনুষ্য মাত্রকেই ভ্রমকূপে পতিত হইতে হয়। অতএব আপনার দোষ কি? এবং কি নিমিত্তই বা আপনি বারম্বার অনর্থক আত্ম নিন্দা করিতেছেন? আপনার কষ্ট দেখিলে আমার দ্বিগুণতর কষ্ট বোধ হয়। আপনার সুখেই এ দাসীর সুখ। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অধিনীর সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করুন।" নরপতি কহিলেন, "প্রিয়ে! আমি কোন ক্রমেই নির্দ্দোষী নহি। কারণ আমি যদি কুহকিনীর শারীরিক সৌসাদৃশ্যের বিষয় বিবেচনা না করিয়া তাহার গুণের সৌসাদৃশ্য পরীক্ষা করিতাম তাহা হইলে তোমাকে কখনই এরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না।" এই কথা বলিযা তিনি হর্ষভরে পুনরায় রাজ্ঞীকে আলিঙ্গন করিলেন।

অনন্তর উভয়ে আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! আপনি কিরূপে সেই কুহকিনীর কুহকজাল ছিন্ন করিলেন তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনে এ দাসীর ঔৎসুক্য নিবারণ করুন।" তিব্বতনাথ কহিলেন, "মহিষি! আমি অদ্য প্রাতে অকস্মাৎ সেই কুহকিনীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম পাপীয়সী শয্যোপরি উপবেশনপূর্ব্বক এক জন উপপতির সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছে। তদ্দর্শনে আমার ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইল। তখন উভয়কেই শমন সদনে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত অসি নিষ্কাসিত করিয়া শয্যাপার্শ্বে গমন

করিলাম। কিন্তু আমার উদ্যম সম্পূর্ণরূপে সফল হইল না।যেহেতু মায়াবী সতর্কতার সহিত পলায়ন করিয়া আমার অসির আঘাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল। আমিও তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাদ্গমন করিতে পারিলাম না। কারণ সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাসঘাতকী ভার্য্যাকেই উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা উচিতবোধে সেই কুহকিনীর নিকটই প্রথমে গমন করিলাম। তখন মায়াবিনী করযোড়ে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিন্তু তাহার অনুনয় বাক্যে আমার ক্রোধানল শীতল না হইয়া বরং উহাতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিল। এবং আমি তৎক্ষণাৎ সজোরে ত্বদীয় হস্তদ্বয়ের উপর খড়্গাঘাত করিলাম। খড়্গাঘাত করিবামাত্র যেমন সেই মায়াবিনীর হস্তদ্বয় অঙ্গুরীসহ দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল, অমনি সেই কুহকিনী এক কদর্য্য বৃদ্ধা রূপে পরিবর্ত্তিত হইল।

অনন্তর সেই বৃদ্ধা আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,"যুবরাজ! আমার মায়াজাল ছিন্ন হইল। আমি অঙ্গুরীর প্রভাবে যে মায়াজাল বিস্তার করিয়া রাজ্ঞীর বেশ ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, আপনার অসির আঘাতে সেই অঙ্গুরীটী আমার হস্তের সহিত ভূতলে পতিত হওয়াতে আমার কৃত্রিম সৌন্দর্য্যও বিলুপ্ত হইয়াছে। এই আমার স্বাভাবিক আকৃতি। এবং যে ব্যক্তি আপনার আকৃতি ধারণ করিয়া আমার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছিল সেও একটী অঙ্গুরী বলে ঐরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আপনি আমাকে যথেষ্ট শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে জীবন রক্ষা করেন এই আমার একমাত্র ভিক্ষা।" সেই পাপীয়সীর বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি কহিলাম, "রাক্ষসি! তুই ক্ষমার পাত্র নহিস। তোর জীবন রক্ষার আশা বৃথা। যদি তুই কেবল আমার অনিষ্ট সাধন করিয়া ক্ষান্ত হইতিস্ তাহা হইলেও তোর জীবন রক্ষা করিতে পারিতাম। কিন্তু তোর জন্যই যখন আমি নির্দ্দোষী পতিপ্রণা সতীকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি তখন তোকে এই মুহূর্ত্ত মধ্যেই শমনসদনে প্রেরণ করিব। এই বলিয়া আমি অসির এক আঘাতেই সেই পাপীয়সীর শিরশ্ছেদন করিলাম। অনন্তর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই মায়াবীর অনুসরণ করিলাম। মায়াবী আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভার্থ অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার সমুদায় চেষ্টা বিফল হইয়াছে।"

তৎপরে তিব্বতেশ্বর মকবেলের নিকট যে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন তৎসমুদয় ক্রমে রাণী ও আলীর নিকট প্রকাশ করিলেন। মকবেল ও দেল্‌নোরাজ কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া নৈমানরাজ্যলাভ করিয়াছিল এবং কিনিমিত্তই বা উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল তত্তাবৎ শ্রবণ

করিয়া উভয়েই সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তৎপরে নরপতি রাজবন-শাহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাত্মন্! আপনার প্রসাদেই আমরা উভয়ে পুনরায় মিলিত হইলাম, আপনিই আমাদের সমস্ত সুখের মূলীভূত কারণ। অতএব আমরা উভয়ে আপনার নিকট চিরঋণে বদ্ধ রহিলাম। এবং আপনার সন্তোষ সাধন করিতে পারিলে আমার জীবন সার্থক বোধ করিব। আমার নিকট আপনি যাহা প্রার্থনা করিবেন তাহাই প্রাপ্ত হইবেন, কারণ আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।" রাজার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই রাণী তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "নাথ। আপনি ইঁহাকে সামান্য ব্যক্তি জ্ঞান করিবেন না। ইনি চীনসাম্রাজ্যের অধীশ্বর।" ভূপতি রাজ্ঞীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আগ্রহ সহকারে চীনরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই তিব্বত রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। এবং রাজবনশাহ কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থিতি করিয়া অবশেষে তিব্বত পতির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজবনশাহ ও চিরস্থানী রাজকন্যার ইতিহাসের পরিশেষ।

চীননাথ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মন্ত্রীর নিকট তিব্বতদেশীয় রাজা ও রাণীর বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। মুজিন তৎসমুদায় শ্রবণ করতঃ সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহা-রাজ! চিরস্থানীও নিশ্চয় দেলনোরাজের ন্যায় কোন মায়াবিনী রমণী হইবে। এবং সে নিশ্চয়ই মায়াজাল বিস্তার করিয়া আপনাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিতেছে। রাজবনশাহও মন্ত্রীর বাক্য যথার্থ বিবেচনায় চিরস্থানীর আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখস্বচ্ছন্দে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

দেশীয় প্রথানুসারে এক দিবস প্রত্যূষে প্রজাগণ রাজধানীতে সমাগত হইয়া নৃপালের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন এরূপ সময়ে সংবাদ আসিল যে মহারাজ গৃহমধ্যে নাই। তচ্ছ্রবণে সকলেই বিস্মিত হইলেন। কিন্তু নিশা-কালে তিনি একাকী কোথায় গেলেন এবং কি জন্যই বা গমন করিলেন কেহই তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার অনুসন্ধানার্থ চারিদিকে লোক প্রেরিত হইল। কিন্তু বহুদিবসাবধি অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না দেখিয়া অমাত্য ও প্রজাবর্গ শোক ও দুঃখে অভিভূত হইলেন।

মুজিন অতিশয় প্রভুভক্ত ছিলেন। অতএব প্রভুবিচ্ছেদে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া সর্ব্বদাই বলিতে লাগিলেন, "হায়! মহারাজ প্রজাবর্গকে পরিত্যাগ

করিয়া কোথায় গমন করিলেন? তিনি কি পুনরায় দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন? প্রভো! কোন মায়াবী কি আপনাকে স্থানান্তরিত করিয়াছে? অথবা আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন? আমরা যে আপনার চিরানুগত দাস তাহাত আপনি অবিদিত নহেন। অথচ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক এদাসদিগকে পরিত্যাগ করা কখনই সম্ভবপর নহে। বোধহয় কোন মায়াবিনী নিশ্চয়ই আপনাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।
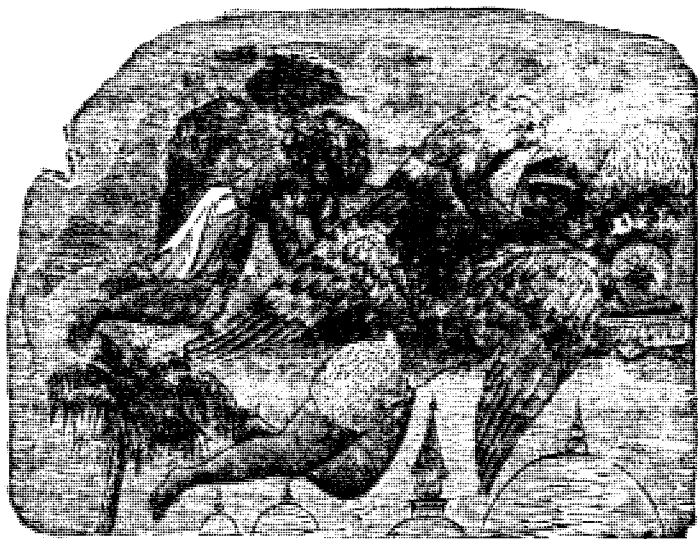
দৈত্যগণ চীনেশ্বরকে লইয়া শূন্যমার্গ দিয়া চিরস্থানে গমন করিতেছে।

এ দিকে চিরস্থানীর আদেশক্রমে ত্বদীয় দূতগণ রাজবনশাহকে প্রকোষ্ঠ মধ্য হইতে লইয়া গিয়া চিরিস্থানী দ্বীপে উপনীত হইল। রাজা চিরস্থানীকে দেখিবা মাত্র আনন্দনীরে আপ্লুত হইয়া হর্ষ গদ্গদ স্বরে কহিলেন, "সুন্দরি! আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তন্নিমিত্তই পুনরায় তোমাকে দেখিতে পাইলাম। পুনরায় তোমার দর্শনলাভ করিব বলিয়া আশা ছিল না। মনে করিয়াছিলাম, তুমি আমাকে বিস্মৃত হইয়াছ।" চিরস্থানী বলিল, "মহারাজ! দর্শনাভাবে মনুষ্যের ন্যায় দৈত্যদিগের অনুরাগের কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস হয় না। দৈত্যবালাগণ একবার যাহাকে জীবন ও মন সমর্পণ করে জন্ম জন্মান্তরেও তাহাকে বিস্মৃত হইতে পারে না।" নৃপতি কহিলেন, "রাজকন্যে! আমি মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সত্য বটে, কিন্তু স্মরণশক্তি বিষয়ে কোন অংশেই আমি দৈত্যগণ অপেক্ষা ন্যূন নহি। এবং তোমার নিমিত্ত আমি এরূপ অধৈর্য্য হইয়াছি যে, কেবল মিলনাশয়ে আশ্বাসিত হইয়াই এতদিন

জীবন ধারণে সক্ষম হইয়াছি।" চিরস্থানী কহিল, "নরনাথ! আমি এতদিন কেবল আপনার অনুরাগ পরীক্ষা করিতেছিলাম। আমরা স্ত্রীজাতী, পাছে অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া সহজে আত্মসমর্পণ করিলে ভবিষ্যতে কোন ক্লেশ-ভোগ করিতে হয় সেই ভয়ে এত দিন আপনার প্রণয় পরীক্ষা করিলাম। এবং আপনি যে আমার প্রতি যথার্থ অনুরক্ত তাহাও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করিব। অদ্য হইতে আমরা চিরদিন একত্রে থাকিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিব।"

চীনাধিপতি চিরস্থানীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার করচুম্বন করিলেন। অনন্তর রাজকন্যা প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ, মন্ত্রী ও প্রজাবর্গকে ডাকিয়া কহিলেন, "দৈত্যগণ! আমি যে দিবস পিতৃসিংহা-সনে অধিরোহণ করি সেই দিবস ধনী, নির্ধন, বলবান, অক্ষম প্রভৃতি সক-লেই আমার আজ্ঞাপালনে অঙ্গীকৃত হইয়াছ। আমি এক্ষণে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিতেছি যে, আমি অদ্য হইতে চীনপতির সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলাম। অতএব অদ্যাবধি তিনিই তোমাদের প্রভু হইলেন। তিনি আমা অপেক্ষা মাননীয়, অতএব কেহই তৎপ্রতি মান্য প্রদর্শনে ক্রুটী করিও না।" এই কথা বলিয়া দৈত্যরাজতনয়া চীনেশ্বরকে সেই স্থানে আনয়ন করিল। এবং তাঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে সকলেই তাঁহাকে চিরস্থানীর উপযুক্ত পাত্র বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। চীনপতি মানবকুলসম্ভূত হইলেও চিরস্থানীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকায় দৈত্যগণ অবাধে ত্বদীয় মস্তকোপরি রাজমুকুট স্থাপন করিল। এইরূপে রাজবনশাহকে রাজমুকুট প্রদান করিয়া সভ্যগণ তাঁহাদিগের বিবাহের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিল। রাজভবনে আনন্দের সীমা রহিল না। পুরবাসীগণ নৃত্য গীতে মগ্ন হইল। মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ রাজধানী সুশোভিত করিলেন। সমুদায় প্রস্তুত, এমন সময়ে দৈত্যরাজতনয়া নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মহারাজ! পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আমাদিগের উভয়ের মঙ্গলের নিমিত্ত আপনাকে একটী অঙ্গীকার করিতে হইবে। এবং উহা পালন করিতে না পারিলে উভয়কেই পরিণামে নিতান্ত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে জানিবেন।" নৃপতি কহিলেন, "সুন্দরি! তোমার বক্তব্য বিষয় শীঘ্র প্রকাশ করিয়া আমার সন্দেহানল নির্ব্বাণ কর। তুমি যাহা অঙ্গীকার করিতে বলিবে আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি।" চিরস্থানী কহিল, "মহীপতে! আমি দৈত্যকন্যা এবং আপনি মানব, সুতরাং আমাদের পরস্পরের রীতি নীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার। অতএব আমি যখন যে কার্য্য করিব আপনি যদি কোন রূপ সন্দেহ না করিয়া তাহাতেই সম্মতি প্রদান

করিতে পারেন, তাহা হইলে কখনই আমাদিগকে বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না।"

এই কথা শুনিয়া রাজবনশাহ কহিলেন, "সুন্দরি! এই কি দুষ্করব্রত? এই সামান্য কার্য্যের জন্য তুমি এত চিন্তিত হইয়াছ? তুমি নিশ্চয় জানিও আমি সতত তোমার আজ্ঞাধীন থাকিব। তুমি যখন যাহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিবে, আমার মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইলেও আমি কখন তাহাতে দ্বিরুক্তি করিব না।" দৈত্যেশ্বরী কহিল."প্রাণবল্লভ! আপনাকে আরও অঙ্গীকার করিতে হইবে যে. আমি আপনার সমক্ষে যে কোন কার্য্য করিব তাহা আপনার বিরক্তিকর হইলেও আপনি তজ্জন্য আমাকে ভর্ৎসনা অথবা আমার প্রতি দোষারোপ করিতে পারিবেন না।" নৃপতি কহিলেন, "প্রিয়তমে! আমি ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, তুমি যখন যাহা করিবে আমি তাহাই ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিব। এবং তজ্জন্য কখনই তোমার প্রতি দোষারোপ করিব না। তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব, অতএব বিচ্ছেদরূপ কালভুজঙ্গকে স্থানদান করিয়া কখনই আমি সে জীবন নষ্ট করিতে পারিব না। এবং যখন দুরন্ত মদন ফুলধনু লইয়া আমাকে যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে আসিবে তখন তোমারই প্রসাদে তাহার সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ

রাজা ও রাণী সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট এবং উভয় পার্শ্বে দৈত্য ও রমণীগণ দণ্ডায়মান।

করিব।” চিরিস্থানীকহিল,“মহারাজ! অদ্যাবধি আপনার অঙ্গীকার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আমি যখন যাহা করিব তাহা আপনার চক্ষে অন্যায় বোধ হইলেও আপনি তাহা যুক্তি সিদ্ধ কার্য্য বলিয়া স্থির করিবেন। কারণ দৈত্য বালাগণ কখন কোন অন্যায় কর্ম্ম করে না ইহা আপনি নিশ্চয় জানিবেন।

অনন্তর বিবাহের দিবস উপস্থিত হইলে দৈত্যরাজ কন্যা নরপতিকে এক খানি স্বর্ণ [illegible] উপবেশন করাইয়া স্বয়ং তাঁহার বামপার্শ্বে উপবিষ্ট হইল.এবং দেশীয় প্রথানুসারে দৈত্য ও রমণীগণ বিবিধ বহুমূল্য দ্রব্য রাজাকে উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়া তাঁহার উভয় পার্শ্বে যথাযোগ্য স্থানে দণ্ডায়মান হইল। সকলেরই হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। পরে শুভক্ষণে পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে রাজপুরী মহামহোৎসবে পূর্ণ হইল। এবং দিবসত্রয় নিরন্তর ধনধান্য বিতরণ করিয়া রাজ্ঞী দরিদ্রদিগের মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন। এবং অবিশ্রান্ত আমোদ প্রমোদে চীনরাজ্য রাজবনশাহের অন্তঃকরণ হইতে এককালে অন্তর্হিত হইল।

এইরূপে একবর্ষ অতীত হইলে, রাজ্ঞীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। তদ্দর্শনে রাজা পরমপুলকিত হইলেন। অনন্তর যথা সময়ে আদিত্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কুমার ভূমিষ্ঠ হইল। মহারাজ এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং আত্মজের সৌন্দর্য্য দর্শনে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া হর্ষভরে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক আস্তে আস্তে তাহার মুখচুম্বন করিলেন। এবং তৎপরে রাণীর ক্রোড়ে প্রত্যর্পণ করিবামাত্র চিরিস্থানী কালবিলম্ব না করিয়া পুত্রটীকে তৎক্ষণাৎ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। এবং মুহূর্ত্তমধ্যেই শিশুর সহিত অগ্নিদেবও অদৃশ্য হইলেন।

এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে যদিও নরপতি অত্যন্ত কাতর হইলেন, তথাপি পূর্ব্ব কৃত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া রাজ্ঞীকে তদ্বিষয়ে কোন কথা বলিলেন না। অনন্তর সুতিকাঘর হইতে বহির্গত হইয়া শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে স্বীয় শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন, এবং নির্জ্জনে অশ্রুজল বর্ষণ করিতে২ কহিতে লাগিলেন, “হায়! আমার ন্যায় হতভাগ্য এই ভূমণ্ডলে আর নাই। এত দিনের পর যদি বিধাতা কৃপা করিয়া আমাকে একটী পুত্ররূপ অমূল্য নিধি প্রদান করিলেন, কিন্তু মহিষী আমার সমক্ষেই সেই কুলপ্রদীপটীকে জ্বলন্ত পাবকে নিক্ষেপ করিল। আমি এই নৃশংস ব্যাপার অবলোকন করিয়া এখনও জীবিত রহিয়াছি! আমার হৃদয় পাষাণময়! আমি কাপুরুষ! নতুবা আত্ম কলত্রকে এরূপ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি! হায়! কেন আমি কুহকিনীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা পাশে

বদ্ধ হইলাম। আমি নিতান্ত মূঢ়। আর সেই পাপীয়সীই বা কিরূপে নির্ম্মম হইয়া এরূপ নিষ্ঠুর আচরণে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসীর হয়তো কোন গূঢ় অভিসন্ধি থাকিতে পারে। কারণ প্রেয়সীতো ইতিপূর্ব্বেই আমাকে বলিয়াছে যে দৈত্য বালাগণ কখন অন্যায়াচরণ করে না। অতএব যদিও এই ব্যাপার আমার পক্ষে বিরক্তিকর বোধ হইতেছে কিন্তু বাস্তবিক ইহাতে সুফল ফলিতে পারে। মহিষী কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই বোধ হয় এরূপ কার্য্য করিয়া থাকিবে।

এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া ভূপতি স্বীয় শোকানল নির্ব্বাণ করতঃ পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় চিরস্থানীর সহিত দিবানিশি আমোদ প্রমোদে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে আর একবর্ষ অতীত হইল। তখন চিরস্থানী একটী কন্যারত্ন প্রসব করিল। তনয়ার সৌন্দর্য্যে সুতিকাগৃহ আলোকময় হইল। তদ্দৃষ্টে দৈত্যগণ পরমানন্দিত হইয়া চারিদিকে মহা মহোৎসব করিতে আরম্ভ করিল। রাজবনশাহও তনয়ার মুখারবিন্দ অবলোকন করিয়া পুত্রশোক বিস্মৃত হইলেন। যথাকালে রাজ-নন্দিনী বাল্কিস্ নামে অভিহিত হইল। এবং তনয়াকে দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া রাজার আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। কিন্তু তাঁহার এই সুখতপন অচিরে অস্তাচলশিখর আশ্রয় করিল। কারণ বাল্কিস্ ভূমিষ্ঠ হইবার কিয়দ্দিবস পরে শ্বেতকায় একটী কুক্কুরী রাজান্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল, চিরস্থানী সেই কুক্কুরীকে দেখিবামাত্র কন্যাটীকে তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। শমনসদৃশী সেই কুক্কুরী বালিকাটীকে প্রাপ্তিমাত্র তাহাকে মুখে করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিল।

রাজা, তনয়ার শোকে একান্ত অধীর হইয়া চিরস্থানীকে তিরস্কার করিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু স্বীয় অঙ্গীকার স্মরণ হওয়াতে তাঁহার সে উদ্যম বিফল হইল। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া নির্জ্জন স্থানে গমন করতঃ পুত্র ও কন্যারশোকে অতিশয় অধৈর্য্য হইলেন, এবং উদ্দেশে চিরস্থানীকে কহিতে লাগিলেন, "পাপীয়সি! এইরূপে আত্মজদিগের প্রাণ বিনাশ করিতে কি তোর কিছুমাত্র কষ্টবোধ হইল না? দৈত্যেরা কখন অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না বলিয়া তুই যে গর্ব্বপ্রকাশ করিয়াছিলি তাহার দৃষ্টান্ত কি এই-রূপ? যদি এইরূপ নৃশংস কার্য্য তোদের রীতি নীতির মধ্যে পরিগণিত হয় তাহা হইলে সেই রীতিনীতি কেবল আমার নহে ত্রিলোকবাসী সকলেরই ঘৃণার্হ। হয়তো তুই মানববীর্য্যসম্ভূত পুত্র কন্যা বলিয়া এই নৃশংসাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। যদি তাহাই যথার্থ হয় তাহা হইলে আমি কখনই তোর প্রণয় কুহকে বদ্ধ থাকিয়া এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না।"

রাজা যদিও পুত্র ও কন্যার শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন তথাপি চিরস্থানীর সম্মুখে তদ্বিষয়ক কোন কথা প্রকাশ করেন নাই, ক্রমে চিরস্থানী দ্বীপ তাঁহার পক্ষে কষ্টদায়ক বোধ হইল। সুতরাং চীন-রাজ্যে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। অনন্তর একদা চিরস্থানীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! বহু দিবস হইল আমি চীন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি এবং এপর্য্যন্ত তাহার কোন কুশল সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম না, বোধ করি প্রজাবর্গ আমার দর্শনাভাবে অতিশয় কষ্টে কালযাপন করিতেছে, অতএব অনুমতি প্রদান করিলে একবার স্বরাজ্যে গমন করি।" তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া চিরস্থানী কহিল, "মহারাজ! আপনার সঙ্কল্প পূর্ণ করিতে আমার অমত নাই। বিশেষতঃ এই সময় আপনার রাজ্যে গোলযোগ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কারণ মোগলেরা আপনার রাজ্য আক্রমণের নিমিত্ত সৈন্যসংগ্রহ করিতেছে। আপনি এই সময় তথায় উপস্থিত থাকিলে আপনার সৈন্যগণ যে উত্তেজিত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং আপনার প্রজাগণ স্বভাবতঃ সমরকুশল। আপনি তাহাদের অধিনায়ক হইলে তাহারা চতুর্গুণ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিবে। আমিও ইতিমধ্যে একবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" এই কথা বলিয়া চিরস্থানী দূতগণকে রাজাকে রাখিয়া আসিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিল। দূতগণ ত্বদীয় আদেশ প্রাপ্তিমাত্র রাজবনশাহকে লইয়া চীন রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

মুজিন অকস্মাৎ নরপতিকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! এতদিনের পর বিধাতা আমার আন্তরিক অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। আমি আপনার অনুপস্থিতি সময়ে প্রাণপণে যে সমস্ত রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিয়াছি তাহা এক্ষণে পুনরায় আপনার করে সমর্পণ করিতেছি, আপনি তৎসমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া এ দাসকে এই গুরুতর ভার হইতে মুক্তিপ্রদান করুন।" রাজা মন্ত্রীর বাক্যে সাতিশয় প্রীত হইয়া তৎসন্নিধানে আপনার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে মন্ত্রী যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন।

ইত্যবসরে মোগল রাজ সসৈন্যে রাজধানীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া একটী বিস্তৃত প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। রাজবনশাহও এই সংবাদ শ্রবণমাত্র অতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অসংখ্য যুদ্ধ বিশারদ সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষের সম্মুখে শিবির সংস্থাপন করিলেন। এবং ওয়েলী নামক তাঁহার একজন কর্ম্মচারী চারিদিক কইতে

নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। বিস্কুট, মদিরা এবং নানা-প্রকার সুখাদ্য ফল মূলাদি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে এমন সময় চিরস্থানী কতিপয় দৈত্য সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া তৎসমুদায় দ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলিল।

ওয়েলী এই সমস্ত দর্শন করিয়া পুত্তলিকাবৎ স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। তদ্দর্শনে চিরস্থানী কহিল, "কিঙ্কর! তোমার কোন ভয় নাই, তুমি স্বীয় প্রভু সমীপে গমন করিয়া বল যে আপনার মহিষী আসিয়া সমুদায় খাদ্যসামগ্রী নষ্ট করিয়াছে।" এই কথা শ্রবণ মাত্র ওয়েলী সত্বরপদে রাজার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সমুদায় ঘটনা অবগত করাইল। নরপতি শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইলেন। এবং ক্রোধের সহচর মোহও তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আচ্ছন্ন করিল। তখন তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার বাক্য অগ্রাহ্য করতঃ চিরস্থানী সমীপে উপনীত হইয়া কহি-লেন, "মহিষি! বারম্বার তোমার এরূপ অন্যায় ব্যবহার আর সহ্য করা যায় না। আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে। তুমি প্রথমেই পুত্রকে জ্বলন্ত পাবকে নিক্ষেপ এবং কন্যাটীকে কুক্কুরীর মুখে প্রদান করিয়া আমাকে যৎপরো-নাস্তি ক্লেশ প্রদান করিয়াছ, তথাপি আমি তোমার প্রতি কোন কুবাক্য প্রয়োগ করি নাই। কিন্তু সম্প্রতি এই সমস্ত আহারীয় দ্রব্য নষ্ট করিয়া তুমি আমার সর্ব্বনাশ সাধনে ও গৌরবসূর্য্য অস্তমিত করিতে উদ্যত হইয়াছ। নৃশংসে! এই কি তোর ভালবাসার প্রতিশোধ? কল্য প্রাতেই যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইবে তখন সৈন্যগণ কি খাইয়া সমর করিবে? বুঝিয়াছি, আমি বিনাযুদ্ধেই মোগল-রাজ কর্তৃক বন্দী-কৃত হই এই তোর অভিপ্রায়। পাপীয়সি! আমি যে, বিবেকশূন্য হইয়া অপাত্রে বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছি তাহার যথেষ্ঠ প্রতিফল প্রাপ্ত হইলাম।"

নরপতির এবম্বিধ তিরস্কারে ক্ষুব্ধ হইয়া চিরস্থানী কহিল, "মহারাজ! যদ্যপি আপনি স্বীয় অঙ্গীকার পালন করিতে পারিতেন তাহা হইলে আমরা উভয়েই চিরকাল সুখী হইতাম। কিন্তু সকলই অদৃষ্ট লিপির কার্য্য, আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃই আপনার মুখ হইতে এই সমস্ত নিদারুণ বাক্য বহির্গত হইল। মনুষ্য হৃদয় স্বভাবতঃ চঞ্চল, অতএব আমি পরি-ণয়ের পূর্ব্বে যে ভয়ে ভীত হইয়াছিলাম, কার্য্যেও তাহাই ঘটিল। আমি যে সকল কার্য্য করিয়াছি সে সমুদায়ই আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত। নরনাথ! আমি যে জলন্ত হুতাশনে আপনার তনয়কে নিক্ষেপ করিয়া-ছিলাম বাস্তবিক তাহা হুতাশন নহে। তিনি পাবকরূপধারী দৈত্যকুল-

তিলক কাকলাশ। তিনি সর্ব্ব বিদ্যাবিশারদ ও রাজ নীতিজ্ঞ। বিদ্যা শিক্ষার্থই আমি কুমারকে তাঁহার করে সমর্পণ করিয়াছি। আর যে কুক্কুরীর মুখে কন্যাটীকে সমর্পণ করিয়াছিলাম সে কুক্কুরী নহে। তিনি এক জন বিদ্যাধরী, তনয়াকে নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি শিক্ষাদিবার নিমিত্তই তাঁহার হস্তে কন্যাটী সমর্পণ করিয়াছি। আমি এই মুহূর্ত্তেই আপনার পুত্র ও তনয়াকে এই স্থানে আনয়ন করিয়া আপনার ভ্রমান্ধকার দূরীভূত করিতেছি। এই বলিয়া তাহাদিগকে আনয়নার্থ চিরস্থানী একটী দূতকে আদেশ প্রদান করিল। দূত আদেশ মাত্র তাহাদিগকে চীনরাজ্যে আনয়ন করিলে চিরস্থানী পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে সভাস্থলে গমন করিল। কিন্তু কেবলমাত্র নরপতি তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন, সভাস্থ আর কেহই দেখিতে পাইল না।
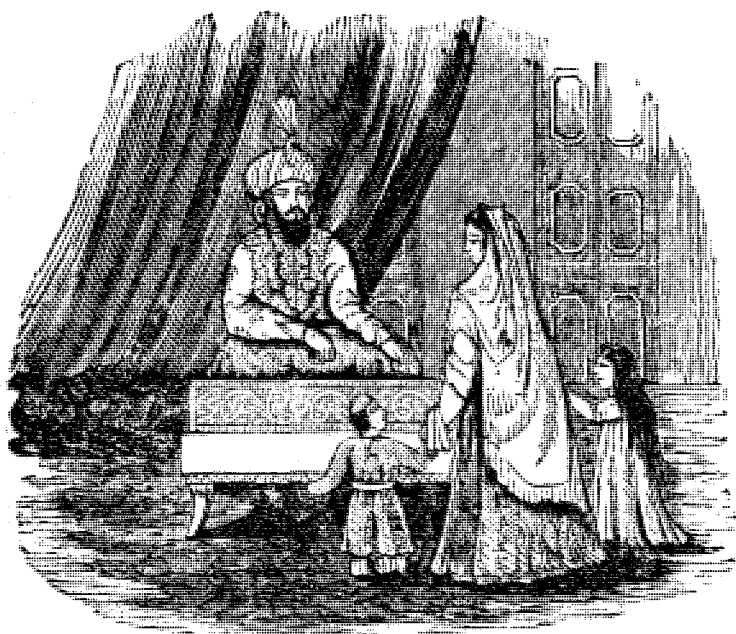
চিরস্থানী পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে সভাস্থলে গমন করিতেছে।

রাজা তনয় ও তনয়াকে দেখিবামাত্র আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এবং খাদ্য দ্রব্য নষ্টের নিমিত্ত চিরস্থানীর প্রতি যে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল তাহাও একেবারে বিস্মৃত হইলেন। এবং বাৎসল্যভাবে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তৎপরে চিরস্থানী কহিল, "মহারাজ! আমি কি জন্য আপনার সৈন্যদিগের আহারীয় দ্রব্য নষ্ট করিলাম তাহাও বলিতেছি শ্রবণ করুন। মোগলপতি আপনাদের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া সহজে চীনদেশ

স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার নিমিত্ত অসংখ্য মুদ্রা পুরস্কার দিয়া আপনার প্রধান কর্ম্মচারী ওয়েলীকে বাধ্য করিয়াছে। ঐ বিশ্বাসঘাতক নরাধমই অর্থলোভে বিষপ্রয়োগে আপনাদের জীবনবিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সমুদায় খাদ্যদ্রব্য বিষ মিশ্রিত করিয়াছে। সুতরাং আমি উহা নষ্ট না করিলে ঐ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিয়া নিশ্চয়ই আপনার ও আপন সৈন্যগণের জীবন নষ্ট হইত। যদি আমার কথায় প্রত্যয় না করেন তবে সেই অর্থলোভী ওয়েলীকে এখানে আনয়নপূর্ব্বক এই খাদ্য দ্রব্যের কিয়দংশ তাহাকে ভক্ষণ করাইলেই ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইবেন।"

রাজ্ঞীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে ভূপতি অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া ওয়েলীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে দূত প্রেরণ করিলেন। বিশ্বাসঘাতক রাজাজ্ঞানুসারে সভাস্থলে আনীত হইলে, নরপতি তাহাকে সেই খাদ্যের কিয়দংশ ভক্ষণ করিতে বলিলেন। তচ্ছ্রবণে দুরাচার কহিল, "ভূপতে! এক্ষণে আমার ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই, ক্ষুধা হইলেই উহা ভক্ষণ করিব।" রাজা তাহার এবম্প্রকার বাকচাতুর্য্য শ্রবণে অধিকতর সন্দিহান হইয়া উহা ভোজন করিবার জন্য তাহাকে অনুমতি করিলেন, এবং তাঁহার আদেশ প্রতিপালন না করিলে সেই মুহূর্ত্তেই তাহার জীবননাশ করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন। তখন সেই দুরাত্মা জীবনাশায় নিরাশ হইয়া অগত্যা রাজাজ্ঞা প্রতিপালন মানসে যেমন তন্মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ দ্রব্য ভক্ষণ করিল অমনি সেই মুহূর্ত্তেই তাহার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইল।

অনন্তর মহিষী কহিল, "নরনাথ! ওয়েলীর বিশ্বাসঘাতকতা বিষয়ে বোধ হয় আর আপনার সন্দেহ নাই। অতএব দৈত্যবালাগণ যে কারণ ব্যতীত কোনরূপ কার্য্য করে না তাহাও বোধ হয় আপনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন।" রাজা কহিলেন, "মহিষি! এতক্ষণের পর আমার সকল ভ্রম দূর হইল। এবং অনভিজ্ঞতাবশতঃ তোমার প্রতি যে বৃথা দোষারোপ করিয়াছিলাম তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের অভাবজনিত ক্লেশ হইতে কিরূপে সৈন্যদিগকে রক্ষা করিব তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া আমার শোণিত শুষ্ক হইতেছে।" তচ্ছ্রবণে চিরস্থানী কহিল 'মহারাজ! সে জন্য চিন্তিত হইবেন না। কল্য প্রাতে আপনার সৈন্যগণ প্রচুর খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইবে। আপনি অদ্য রজনীযোগে শত্রুশিবির আক্রমণ করুন,তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই পরাভূত হইয়া পলায়ন করিবে। তৎপরে আপনি তাহাদের সমুদায় খাদ্যদ্রব্য অধিকার করিয়া জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিতে পারিবেন।

নরপতি মহিষীর পরামর্শে স্বীকৃত হইলে রজনী দুই প্রহরের সময় চীন

সৈন্যগণ দৈত্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া বিপক্ষ শিবির আক্রমণ করিল। এবং চিরস্থানী স্বয়ং যোদ্ধৃবেশে তাহাদের অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করিল। মোগল সামন্তগণ এইরূপে অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে চীন সৈন্যগণ বিপক্ষ শিবির লুণ্ঠন করিয়া আশাতিরিক্ত বহুমূল্য ও আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর চিরস্থানী ভূপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'নরনাথ! একবার সমর ভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিপক্ষ দিগের অবস্থা নিরীক্ষণ করুন। সমর শেষ হইয়াছে, এক্ষণে আপনি স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। আমি আর এস্থানে অবস্থান করিব না। শীঘ্রই আমাদের চির বিচ্ছেদ ঘটিবে। আত্মদোষেই আপনি আমাদের এই অশেষ কষ্টের হেতু হইলেন।" চীননাথ রাজ্ঞীর এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "প্রিয়ে! আমি অজ্ঞতাবশতঃ স্বীয় বাক্য উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তোমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিয়াছি সত্য বটে, কিন্তু অধীনের এ অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি নয়নের অন্তরাল হইলে এই মুহূর্ত্তেই আমার জীবন বহির্গত হইবে। আমি পুনর্ব্বার সফথ পূর্ব্বক বলিতেছি যে, অদ্যাবধি নিরন্তর তোমার কার্য্যে অনুমোদন করিব। জীবিতেশ্বরি! তুমিই আমার সর্ব্বস্বধন। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াও আমি ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগামী হইব।"চিরস্থানী তাঁহার এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া করুণস্বরে কহিল, "হৃদয়বল্লভ! আপনার বিরহে আমাকেও অনির্ব্বচনীয় কষ্টে কালযাপন করিতে হইবে। যেহেতু যদবধি আমি আপনাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, সেই পর্য্যন্তই আপনি আমার হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাতা দেবতা হইয়াছেন। কিন্তু কি করিব, দৈত্যদিগের নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে কার্য্যকরা আমার সাধ্যাতীত। নতুবা কখনই আপনাকে পরিত্যাগ করিতাম না। এইরূপ প্রকার বলিতে বলিতে চিরস্থানী একেবারে পুত্র ও কন্যার সহিত অদৃশ্য হইল।

তাহারা এইরূপে দৃষ্টিপথের অতীত হইল দেখিয়া নরপতি দুঃখ ও শোকে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তাঁহার পক্ষে চারিদিক অন্ধকার ময় বোধ হইল। এবং উন্মত্তের ন্যায় শিরে করাঘাত পূর্ব্বক হা জীবিতেশ্বরি! হা হৃদয়ানন্দ দায়িনি! হা জীবন তোষিনি! তুমি কোথায় রহিলে, এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সসৈন্যে রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক উজীরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "উজির! আমি অদ্যাবধি সমুদায় রাজ্যভার তোমার

হস্তে সমর্পণ করিতেছি। তুমি স্বকীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক প্রজাগণকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন কর। মদীয় অজ্ঞতা নিবন্ধন যখন আমার প্রিয় পুত্র কলত্রাদি আমার দর্শন পথের অতীত হইয়াছে তখন আমি তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাদের শোকে আমার জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিব। তুমি ব্যতীত আর কাহাকেও আমার নিকট আগমন করিতে আদেশ প্রদান করিও না। এবং তোমাকেও বলিয়া দিতেছি যে, রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় কোন কথা বলিয়া আমাকে আর বিরক্ত করিও না। অদ্যাবধি স্বীয় দুঃখের বিষয় আলোচনা করাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য জানিবে।"

চীননাথ সচিবের প্রতি এবম্ভূত আদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং নির্জ্জন গৃহমধ্যে অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং কালক্রমে তাঁহার এই নিদারুণ শোকের উপশম হইবে ভাবিয়া মন্ত্রীবর প্রত্যহ তাঁহার নিকট গমন করতঃ তাঁহার মনোরঞ্জনার্থ বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সে সমুদয় চেষ্টা নিষ্ফল হইল। কারণ মহিষীর শোকে নরনাথ দিন দিন অধিকতর কাতর হইতে লাগিলেন। এইরূপে দশবর্ষ অতীত হইল। এবং নিরন্তর শোক ও দুঃখে, অভিভূত হইয়া কালাতিপাত করায় সঙ্কট পীড়াক্রান্ত হইয়া তাঁহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ প্রায় এরূপ সময়ে চিরস্থানী অকস্মাৎ তাঁহার গৃহমধ্যে উপস্থিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! আপনার শোকাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া আপনার জীবন প্রদীপ পুনরুদ্দীপ্ত করিবার নিমিত্তই আমি পুনরায় চীনরাজ্যে আগমন করিলাম। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হেতু এতাবৎ কাল আপনাকে যে বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে তাহাই আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত জানিবেন। আপনি যদ্যপি এতাবৎ কাল দৃঢ়রূপে আমার প্রতি অনুরক্ত থাকিতে না পারিতেন তাহা হইলে আর আমাকে পুনরায় দেখিতে পাইতেন না। দৈত্যদিগের নিয়মানুসারে আমাদের বিরহকাল পূর্ণ হইয়াছে। অতএব আপনি এই মুহূর্ত্তেই আপনার পুত্র কন্যাকেও প্রাপ্ত হইবেন"।

চিরস্থানীর বাক্যাবসান হইতে না হইতেই রাজনন্দন ও বাল্কিস্ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে রাজ্যবনশাহ একেবারে আনন্দ সাগরে ভাসমান হইলেন, এবং অনিমেষ লোচনে তাহাদের মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিয়া জীবন সার্থক বোধ করিলেন। এবং দিন দিন তাঁহার পীড়ায় উপশম হইতে লাগিল। অনন্তর নৃপাল ও মহিষী বহুদিবসাবধি তনয় তনয়ার সহিত সুখস্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিয়া পরলোকগত হইলেন।

তখন রাজনন্দন চীন সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং বাল্কিস্ দৈত্য সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী হইলেন।

এইরূপে ধাত্রী রাজবনশাহ ও চিরস্থানীর ইতিবৃত্ত সমাপ্ত করিলে রাজ-বালার সহচরীগণ নিম্নলিখিত প্রকারে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। কেহ কহিল, "আবুলকাসেমের ইতিবৃত্ত অপেক্ষা ইহা অধিকতর প্রীতিপ্রদ।" কেহবা চীননাথকে অশেষ প্রকারে প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ফরোখনাজ কহিলেন চীননাথ কোন ক্রমেই প্রশংসার পাত্র নহেন, যেহেতু তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে চিরস্থানীর নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, অবশেষে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে পুরুষেরা কখনই স্ব স্ব বাক্যানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করেন না। ধাত্রী রাজতনয়ার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে কহিল, 'রাজবালে। আমি এরূপ অনেক ব্যক্তির বিষয় অবগত আছি যে তাঁহারা স্বকীয় বাক্যানুরূপ কার্য্য করিবার নিমিত্ত আত্ম জীবন পরিত্যাগ করিতেও কিঞ্চিন্মাত্র কাতর হয়েন নাই। যদি অনুমতিপ্রদান করেন তাহা হইলে কৌলফ ও দেলেরার ইতিবৃত্ত বর্ণন করি। তাঁহাদের বিবরণ শ্রবন করিলে নিশ্চয়ই আমার বাক্যের যাথার্থ্য আপনার হৃদয়ঙ্গম হইবে।" রাজকুমারী তৎক্ষণাৎ তদীয় প্রস্তাবে সম্মতা হইলে ধাত্রী নিম্নলিখিত প্রকারে কৌলফ ও দেলেরার গল্প বলিতে আরম্ভ করিল।

কৌলফ ও দেলেরার বিবরণ।

তুরস্কের অন্তঃপাতী ডামাস নগরী মধ্যে আবদুল্লা নামে এক ঐশ্বর্য্যশালী বণিক বাস করিতেন। তিনি নানাদেশে বাণিজ্য করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া যেমন অনেকে ভ্রমান্ধতাবশতঃ অর্থের যথাবিহিত ব্যয় করিতে জানেন না, আবদুল্লা সেরূপ স্বভাবের লোক ছিলেন না। তিনি একটী পুত্র কামনায় অনাথ দীন দুঃখীদিগকে নানাবিধ অর্থদান, জলকষ্ট দূরীকরণ মানসে স্থানে স্থানে জলাশয় খনন, পথিকগণের যাতায়াতের সুবিধারজন্য সুপ্রশস্ত সুদীর্ঘ পথ প্রস্তুত করণ, দেবোপাসনার সুবিধার জন্য স্থানে২ মস্জীদ, মঠ ও মন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানাবিধ সৎকার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতদিন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না হয়, ততদিন যিনি যে উপায় অবলম্বন করুন না কেন কিছুতেই কিছু ফল দর্শে না। এই হেতু আবদুল্লারও সমস্ত চেষ্টা বিফল হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি নানাবিধ চিন্তায় দিন দিন কৃশ ও বিবর্ণ হইতে

লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এরূপ দুঃসময়েও আশালতা তাঁহাকে একবারে পরিত্যাগ করিল না। অতএব তিনি আশার প্রেরোচনায় অন্যান্য বহুবিধ উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর এক দিবস বণিকবর দেশ পর্য্যটনার্থ বহির্গত হইয়া নানাস্থান ভ্রমণ করতঃ অবশেষে পথ পার্শ্বস্থ একজন চিকিৎসকের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিয়া, সাদর সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! অদ্য কি অভিপ্রায়ে এ দরিদ্রের কুটীরে পদার্পণ করিলেন?" বণিকবর চিকিৎসকের কথার কোন উত্তর প্রদান না করিয়া তাঁহার এবম্বিধ নম্রতা ও বাক্‌পটুতা দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় ভবনে লইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত যত্ন করিলেন। চিকিৎসক কিছুতেই তাঁহার উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা বণিকের ভবনে গমন করিলেন। এবং আহারাদি সমাপনান্তে ত্বদীয় মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন, "মহাশয়! মানবগণ স্বকার্য্য সাধন জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে সত্য বটে কিন্তু যত দিন না বিধাতা সদয় হয়েন ততদিন সেই উপায়ে কোন ফল দর্শে না। যদি আমার উপর মহাশয়ের সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে তবে মৎকথিত উপায় অনুসারে কার্য্য করিলে আপনি অচিরেই পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া পূর্ণমনোরথ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই।" বণিকবর তদ্বিষয়ে স্বীকৃত হইলে বৈদ্যরাজ বলিলেন, "মহাশয়! আপনি এরূপ একটী পূর্ণ যৌবনা ললনাকে ক্রয় করিয়া আনুন যাহার শরীর সুদীর্ঘ অথচ কৃশ, কটিদেশ ক্ষীণ, পয়োধর পীনোন্নত, গণ্ডদেশ মাংসল এবং তাহার সহাস্য আস্য মধুর বাক্যে পরিপূর্ণ। এবং যাহাতে উভয়ের প্রণয় প্রগাঢ় হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ থাকিবেন, কারণ প্রণয়ই সন্তান উৎপাদনের মূল কারণ জানিবেন। এইরূপ নিয়মানুসারে আপনাদিগকে একাদিক্রমে চত্বারিংশৎ দিবস থাকিতে হইবে। এবং উক্ত সময় মধ্যে আপনারা উভয়েই কৃষ্ণবর্ণ মেষের সদ্যমাংস আহার ও নিয়মিত রূপে সুরা সেবন করিবেন। ইতিমধ্যে ভ্রমক্রমেও বিষয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এবং উভয়েই সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্তে কাল ক্ষেপ করিবেন। এই সমস্ত নিয়ম সুন্দররূপে প্রতিপালিত হইলে অবশ্যই আপনার নব পরিণিতা সহধর্ম্মিণীর গর্ব্ভে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত একটী পুত্র সন্তান জন্ম পরিগ্রহ করিবেই করিবে।"

সাধু চিকিৎসকের সৎপরামর্শে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক তৎপরামর্শানুযায়ী কার্য্যে তৎপর হইলেন। এবং কাল-

ক্রমে নরনারীর গর্ভে একটী সুকুমার জন্ম গ্রহণ করিল। আবদুল্লা বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহার শুভোদ্দেশে দীন দুঃখী দিগকে অতুল ঐশ্বর্য্য দান করিলেন। কালক্রমে পুত্রটী কৌলফ নামে অভিহিত হইল, এবং দিন দিন শুক্ল পক্ষীয় শশধরের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে পুত্রটীর বিদ্যাভ্যাসের সময় উপস্থিত দেখিয়া, বণিকবর বহুদর্শী, বিচক্ষণ এবং নানা ভাষাবিদ্ সচ্চরিত্র শিক্ষকগণকে তাহার শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করিলেন। বণিককুমার স্বীয় মেধাবলে অতি স্বল্প কালমধ্যেই তুরকী, পারসী, হিব্রু, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি বহুবিধ ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিল। নীতি শাস্ত্র, বৈদ্য শাস্ত্র, সাহিত্য ও জ্যোতিষেও তাহার ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎকালে দৃষ্টিগোচর হইত না। অনন্তর শস্ত্র বিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার জন্য শস্ত্রপ্রয়োগে সুনিপুণ ধনুর্দ্ধারীগণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া তদ্বিষয়েও সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিল। একে বৃদ্ধবয়সের সন্তান, তাহাতে অশেষ গুণবান্ হওয়াতে প্রাচীন আবদুল্লা পুত্রটীকে ক্ষণমাত্র নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। শয়ন, ভোজন, উপবেশন প্রভৃতি সকল সময়েই পুত্রের উপর তাঁহার অস্বাভাবিক স্নেহ দৃষ্টি নিপতিত থাকিত। নগরবাসীগণ যখন কৌলফের গুণকীর্ত্তন করিত তখন বৃদ্ধের কর্ণদ্বয় তাহাদের বচন সুধারসে স্নিগ্ধ এবং নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারে আনন্দ বারি প্রবাহিত হইত। বস্তুতঃ দুঃখের পর যে সুখ নিশ্চয়ই ঘটিবে এই প্রবাদ বাক্য বৃদ্ধের পক্ষে যথার্থই সংঘটন হইয়াছিল। কিন্তু কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কালক্রমে বৃদ্ধের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল। তখন বণিক নিজ অন্তিম সময় উপস্থিত দেখিয়া পুত্রকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক তৎকালোচিত বহুবিধ সদুপদেশ প্রদান করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

পিতার পরলোক গমনের পর, কৌলফ সমস্ত পৈতৃক ধনের একাধিকারী হইল। একেত যৌবন স্বভাব সুলভ চপলতা, তাহাতে বণিকপুত্র অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হওয়াতে একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। ক্রমে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণ, স্ব স্ব কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে প্রত্যহ বণিক পুত্রকে তদ্বিষয়ে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিল। কৌলফ যদিও অতিশয় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন তথাপি সংসর্গদোষে, ক্রমে তাঁহার চরিত্র কলুষিত হইয়া পড়িল। সুতরাং তিনি আপাতমধুর অথচ পরিণাম বিরস বহুবিধ অসৎকর্ম্মে আসক্ত হইলেন। লম্পটবান্ধবগণের পরামর্শে একটী মনোহারিণী পুরি নির্ম্মাণ করাইয়া তম্মধ্যে বারবিলাসিনীদিগের সহিত তৌর্য্যত্রিক আমোদে অহর্নিশ কালাতিপাত করিতে

লাগিলেন। বিষয় নাশিনী কালকুট সদৃশী সুরাদেবীও তাঁহার প্রিয় সহচরী হইল। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষণিক আনন্দ যে তাঁহার চির নিরানন্দের কারণ তাহা তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝিতে পারিলেন না। পাপের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, অতএব কৌলফ অল্পকাল মধ্যেই পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য নষ্ট করিয়া একবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। তখন ভূসম্পত্তি যাহা কিছু ছিল সমস্তই বিক্রয় করিলেন। এমন কি অতি প্রেমাস্পদ প্রমদাগণকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষগণ তাঁহার এবম্বিধ দুরবস্থা দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তৎপ্রতি নানাবিধ বিদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। কৌলফ, এইরূপ নানাবিধ কষ্টে বহুদিন যাপন করিয়া অবশেষ যখন দেখিলেন আর জীবনধারণ করা দুর্ঘট তখন পূর্ব্বতন বন্ধুগণের নিকট গমন করতঃ বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! আমি এক্ষণে অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছি, আমার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, অতএব তোমরা আমার পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া এই দুঃসময়ে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিলে আমি অতিশয় উপকৃত হই।" তচ্ছ্রবণে কেহ কেহ কহিল "ভাই! আমাদের সাধ্য কি যে তোমার উপকার করি। পরম পিতা পরমেশ্বরই তোমাকে পুনরায় সুখী করিবেন, তজ্জন্য চিন্তিত হইও না।" কেহ বা তাঁহার এই কাতরোক্তিতে কর্ণপাতও করিল না।

কৌলফ দুঃশীল মিত্রগণের এবম্বিধ আচরণ দর্শনে সাতিশয় দুখিঃত হইয়া ডামাস নগরী পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া সজল নয়নে জন্ম ভূমির নিকট বিদায় লইলেন। কিছু দিন ভ্রমণের পর কিরিটী দেশের রাজধানী কারাকোরম্ নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং এক পান্থশালায় আশ্রয় লইয়া সঙ্গে যাহা কিছু ছিল তদ্দ্বারা একটী উষ্ণীষ ও কয়েকখানি নূতন পরিধেয়বস্ত্র ক্রয় করিয়া তৎপরিধান পূর্ব্বক প্রত্যহ দিবাভাগে নগর মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেন, রাত্রি হইলে বাসায় আসিয়া শয়ন করিতেন। কাবেলখাঁ নামে এক নরপতি কারাকোরমের অধিপতি ছিলেন। এক দিন কৌলফ লোক পরম্পরায় শুনিলেন যে দুইজন করাধীন ক্ষুদ্র রাজা, মহারাজ কাবেলখাঁকে করপ্রদানে অস্বীকৃত হওয়ায় রাজা তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য চতুরঙ্গিণী সেনায় সুসজ্জিত হইতেছেন। বণিকপুত্র, এই সময়ে স্বীয় শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশের ও তদানুষঙ্গিক ভাগ্য পরিবর্ত্তনের প্রকৃত সময় বিবেচনা করিয়া বিবিধ প্রকারে সম্রাটের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। যখন উভয় পক্ষে ঘোর-

তর সংগ্রাম চলিতে লাগিল, তখন রাজকীয় সৈন্যগণ কৌলফের অসাধারণ বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশল দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইল, এবং তাঁহারই বীরত্বে জয়শ্রী সম্রাটের পক্ষপাতিনী হইল। এইহেতু রাজা, রাজপুত্র ও প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ সকলেই তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতে আরম্ভ করিল। বিশেষতঃ রাজপুত্র তাঁহাকে সোদরের ন্যায় যত্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপ সুখস্বচ্ছন্দে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে সম্রাট কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইলেন, এবং রাজপুত্র মির্জানই পৈতৃক সিংহাসনের একাধিকারী হইলেন। রাজপুত্র, কৌলফকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, তজ্জন্য তাঁহাকেই প্রধান মন্ত্রির পদে বরণ করিয়া তৎপ্রতি বিবিধপ্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাতে বণিকপুত্র সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

একদা কৌলফ বাটী হইতে বহির্গত হইয়া তৎসন্নিহিত রাজমার্গে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, ছয়টী স্ত্রীলোক মনোজ্ঞ বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া ও অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া পথের একপার্শ্ব দিয়া গমন করিতেছে। তন্মধ্যে একটী বয়োবাহুল্য হেতু যষ্টির উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছিল, অপর গুলি পূর্ণযৌবনা সাধুসন্তান,প্রাচীনার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এই সুন্দরীগণকে বিক্রয় করিবে?" বৃদ্ধা তাঁহার বেশভূষা দর্শনে উত্তর করিল, "হাঁ, আমি ইহাদিগকে বিক্রয় করিব যথার্থ বটে কিন্তু ইহার মধ্যে একটীও আপনার উপযুক্ত নহে, আমার গৃহে ইহাদের অপেক্ষা রূপগুণসম্পান্না নবযৌবনা বহুসংখ্যক নারী আছে। যদি মহাশয়, অনুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক আমার গৃহে গমন করেন, তাহা হইলে তত্রস্থ প্রমদাগণের মধ্যে যেটী আপনার মনোনীতা হইবে, এবং যাহার সহিত প্রণয়ের অধিক সম্ভাবনা বিবেচনা করিবেন, তাহাকেই ক্রয় করিবেন।"

বণিকনন্দন, বৃদ্ধার এইরূপ প্রলোভন বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে তদীয় গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু বাটীর সন্নিহিত একটী উপাসনা গৃহের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র বৃদ্ধা বলিল, "আপনি কিয়ৎক্ষণ এই স্থানে অপেক্ষা করুন, আমি সত্বর ফিরিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া বৃদ্ধা তাঁহাকে একাকী পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া গেল, এবং ক্ষণবিলম্বে একটী বহুমূল্য স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ আনয়নপূর্ব্বক আমাকে কহিল, "দেখুন, আমরা সকলেই সদ্বংশজাতা রমণী, এক্ষণে পুরুষ মাত্র গৃহে নাই; অতএব অন্তঃপুর মধ্যে পরপুরুষকে লইয়া যাইলে লোকনিন্দার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই হেতু আপনাকে এই স্ত্রীবেশ পরিধান করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে

যাইতে হইবে। কৌলক তাহাতেই সম্মত হইয়া স্ত্রী পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক বৃদ্ধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করতঃ এক অট্টালিকা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন তাহার প্রাঙ্গণ হরিতবর্ণ প্রস্তরে গ্রথিত হইয়া অট্টালিকার অপূর্ব্ব শোভাসম্পাদন করিতেছে। তৎপরে এক বিস্তৃত দালানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কতিপয় বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর পাত্র জলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং মরালগণ মনের আনন্দে তদুপরি কেলি করিতেছে। চতুর্দ্দিকে স্বর্ণ পিঞ্জরে নানা জাতীয় সুদৃশ্য পক্ষীগণ বসিয়া সুমধুর স্বরে গান করিতেছে। বণিকপুত্র এই সমস্ত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চনারী অপেক্ষা সুন্দরী এক রমণী মৃদু মন্দ হাস্য করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক একখানি বিচিত্র আসনে উপবেশন করাইয়া সুগন্ধি রুমাল দ্বারা তাঁহার মুখ মুছাইতে লাগিল। সাধুতনয় ঐ কামিনীর ভাবভঙ্গী ও অঙ্গসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করিয়া, "ইহাকেই ক্রয় করিব" বলিয়া চিন্তা করিতেছেন এমন সময় অপর একটী যুবতী রূপের প্রভায় দশদিক আলোকিত করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবতীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মণিমুক্তা খচিত বিবিধ অলঙ্কারে সুশোভিত, স্কন্ধদেশ অম্বরশূন্য, এবং তদুপরি কৃষ্ণবর্ণ আলুলায়িত কেশগুচ্ছ পতিত হওয়ায় সৌদামিনীর সহিত নিবিড় ঘন ঘটার সংযোগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুন্দরী, যুবক সন্নিধানে আগমন করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার করচুম্বন করতঃ ত্বদীয় পদপ্রক্ষালনার্থ একটী সুবর্ণ নির্ম্মিত জলপাত্র হস্তে ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে বণিকতনয়

দুই জন পরমাসুন্দরী কামিনী কৌলকের অঙ্গমার্জ্জনা ও পদ প্রক্ষালন করিতেছে এবং বিংশতি জন সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

তাঁহাকে বারংবার নিষেধ করিলেন, কিন্তু যুবতী কিছুতেই তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইল না দেখিয়া যেমন তিনি পদদ্বয় প্রসারণ করিলেন অমনি সম রূপ লাবণ্যময়ী আর বিংশতি জন যুবতী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনোহর বেশভূষায় সুশোভিত এই অদ্ভুত দৈবী ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া কৌলক মুর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে যুবতীগণ মহাভীতা হইয়া তাঁহার অঙ্গোপরি সুশীতল বারি সিঞ্চন করতঃ তদীয় মোহ অপনোদন করিল এবং কৌলককে পল্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া শর্করা মিশ্রিত বারি পান করিতে দিল। বণিকনন্দন যদিও তৎকালে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সুন্দরীগণকে বিশেষতঃ তন্মধ্যে যে রমণীটী রূপে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা তাহাকে দেখিয়া তাঁহার আর বাঙনিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা রহিল না। তদ্দর্শনে উক্ত ললনাগণ মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কৌলককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই হে! তুমি কি আজন্ম মূক না আমাদের ভাগ্যদোষে এরূপ অবস্থাপন্ন হইলে?" কৌলক উত্তর করিল, "সুন্দরি! কেন আর আমাকে বাক্যবাণে দগ্ধ করিতেছ। তোমাদের বিশেষতঃ ত্বদীয় অলৌকিক রূপমাধুরী দর্শনে কোন্ ব্যক্তি আমার ন্যায় অবস্থাপন্ন না হয়? জীবনীশক্তি যে এখনও আমার দেহকে পরিত্যাগ করে নাই ইহাই আমি সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচনা করিতেছি। তোমার কটাক্ষপাতই যে ধীর প্রকৃতি মানবের যন্ত্রণার নিদানভূত তাহা কি তুমি জান না? ললনে! তোমার ঐ সুধাংশু বদন দর্শনে আমার চিত্তচকোর অনুক্ষণ তৎসুধা পানে পিপাসু হইয়াছে, অতএব আমার প্রার্থনা এই যেন চকোরের চির আশা পূর্ণ হয়।" তচ্ছ্রবণে যুবতী কাল্পনিক কোপ প্রকাশপূর্ব্বক বলিল, "আপনি যখন সুন্দরী ক্রয়ের জন্য এখানে আগমন করিয়াছেন তখন তদ্বিষয়ের অনুধ্যানে যত্নবান্ হওয়াই আপনার পক্ষে শ্রেয়স্কর।" অনন্তর উক্ত রমণী বণিক পুত্রকে অন্যমনস্ক করিবার মানসে ত্বদীয় হস্তধারণপূর্ব্বক অপর এক গৃহে প্রবেশ করিল। সেই গৃহে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন দ্রব্য, ফল মূল ও অন্যান্য বহুবিধ আহারীয় দ্রব্য স্তরে স্তরে সজ্জিত ছিল। অনন্তর যুবতীগণ তথায় সমবেত হইয়া প্রিয়তম বণিক পুত্রের সহিত স্বেচ্ছানুযায়ী বিবিধ ভোগ্য বস্তু উপযোগ করিল। এবং আচমনান্তে সুগন্ধি রেসমী বস্ত্রে হস্ত মুখাদি পরিষ্কার করিয়া, সুরামন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। সেই গৃহের মধ্যস্থলে উৎকৃষ্ট কারু কার্য্যযুক্ত একটী বৃহৎ প্রস্তর পাত্রে সুরাদেবী বিরাজমানা ছিল, এবং ঐ পাত্রের চতুর্দ্দিকে বিবিধ সুগন্ধিপুষ্পগুচ্ছ থাকাতে পাত্র

সুরা ও গৃহটী সুগন্ধে আমোদিত হইতেছিল। যুবক বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে এই সমস্ত অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সকলেই বণিক পুত্রকে লইয়া তৎপাত্রস্থ সমস্ত সুরা পান করিল। এবং মদ্যের মোহিনী শক্তির প্রভাবে সকলেই লজ্জা যে কুলবধূগণের পক্ষে কি অমূল্য পদার্থ তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া নানাবিধ যন্ত্র সংযোগে নৃত্যগীত বাদ্যে প্রবৃত্ত হইল। একেত তাহাদের অসামান্য রূপমাধুরী তাহাতে আবার কোকিলকণ্ঠ বিনিসৃত সুমধুর ধ্বনি এবং মনোজ্ঞ ভাবভঙ্গী শ্রবণ ও দর্শনে কৌলফ একেবারে বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইলেন বটে কিন্তু তিনি প্রধানার গুণে তৎপ্রতি সমধিক অনুরক্ত হইয়াছেন দেখিয়া সুন্দরী নিজগুণে তাঁহাকে একেবারে বিমোহিত করিবার মানসে বীণা সপ্তসারা প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্যযন্ত্র সংযোগে এরূপ রাগালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তচ্ছ্রবণে বণিকপুত্র বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া রমণীর পদতলে পড়িয়া তাহার করচুম্বন পূর্ব্বক সকাতরে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়তমে, আর কেন অনুগত জনে কষ্ট প্রদান কর। তোমার কৃপা ব্যতিরেকে এ দাস যে ক্ষণমাত্র জীবনধারণে অক্ষম তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না?" বণিক-নন্দনের এবম্বিধ প্রলাপ বাক্যে যুবতী পুনরায় কাল্পনিক বোধভরে কহিল, "নির্ব্বোধ! তোর এত আস্পর্দ্ধা! তুই যে এখানে আসিতে পাইয়াছিস্ তাহাই সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচনা না করিয়া আমার ন্যায় কুল-কামিনীর প্রণয় প্রার্থনা করিতেছিস্? বামন হইয়া চন্দ্রে হাত? যে যেরূপ লোক তাহার সেইরূপ থাকাই ভাল। তুই জানিস না যে এক্ষণে কাল-সর্পের বিবরে হস্ত প্রবেশ করিয়াছিস্?" উক্ত রমণী এবম্বিধ বহু তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক অন্যান্য সখীগণ সমভিব্যাহারে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

কৌলফ এবম্প্রকারে উক্ত রমণীকে দুঃখিত এবং রাগান্বিত করিয়া অতিশয় সন্তাপিত হইলেন। এবং কিরূপে যে তাঁহাকে পুনরায় একাকী দেখিতে পাইবেন, এবং কি প্রকারেই বা তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইবে এব-ম্বিধ চিন্তায় অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন এমনসময় তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিতা প্রাচিনা তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, "যুবক! তুমি কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছ! আমি প্রমদা বিক্রয় করি বলিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কি এরূপ অজ্ঞানের মত কার্য্য করা উচিত? যদি আমি সাস্তবিকই ব্যবসায়িনী হইব তবে তোমাকে ছদ্মবেশে বাটীর মধ্যে লইয়া আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? এক্ষণে তুমি যাঁহার অপমান করিলে তিনি সামান্যা-রমণী নহেন, তাঁহার পিতা রাজসংসারে একটী প্রধান কর্ম্মে ব্রতী আছেন।

যুবক, এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ব্যথিত হইয়া নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় সেই অলোকসামান্যা সুন্দরী বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক সখীগণসহ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সাধু সন্তানকে অপার ভাবনাসমুদ্রে সন্তরণ করিতে দেখিয়া বলিল, " দেখুন, আপনি আর মনঃকষ্টে কালযাপন করিবেন না, এবার আপনার অমূদয় অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম। এক্ষণে আপনার যথার্থ পরিচয় প্রদানে আমাদের ঔৎসুক্য নিবারণ করুন।" বণিকতনয় কহিলেন, "সুন্দরি! আমি কৌলফ নামে অভিহিত, এবং এতদ্দেশীয় রাজ সংসারে বহুদিবসাবধি উচ্চতম কার্য্যে নিযুক্ত আছি। রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ মির্জ্জান আমাকে সমধিক যত্ন করেন, তাঁহার প্রসাদে অতি দুর্লভ বস্তুও আমার করকবলিত হইয়া থাকে।" তচ্ছ্রবণে সুন্দরী বলিল, "মহাশয়! আমরা বহুদিবসাবধি আপনার নাম ও ত্বদীয় মহতী কীর্ত্তির বিষয় শ্রুত আছি কিন্তু চাক্ষুস ছিল না। অদ্য আপনাকে স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলাম।"

অনন্তর উক্ত রমণী; নিকটবর্ত্তীনী সখীগণকে কৌলফের সন্তোষ সাধনার্থ নৃত্য গীতাদি করিতে আদেশ প্রদান করিলে তাহারা স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে অশেষ প্রকারে যুবকের মনস্তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবান হইল। ক্রমে স্বায়ংকাল সমুপস্থিত দেখিয়া সংগীতকারিণী রমণীগণ নিশাকালীন ভোজনের আয়োজন করিবার জন্য রন্ধনশালায় গমন করিল। তখন প্রধানাযুবতী ও বণিকতনয় একান্তে উপবিষ্ট হইয়া নানাবিধ বাক্যালাপে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর যুবতী বলিল, "প্রিয়তম! তুমি যখন রাজার প্রধান প্রিয়পাত্র এবং তাঁহার প্রসাদে যখন রাজান্তপুরের কিছুই তোমার অবিদিত নাই তখন বল দেখি রাজান্তপুর মধ্যে কোন রমণীটী রূপ গুণে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা।" তচ্ছ্রবণে যুবক বলিলেন, "অবরোধ মধ্যে আমি যত নারী দেখিয়াছি এবং যাহাদের বিষয় জ্ঞাত আছি তন্মধ্যে গোলেন্দাম নাম্নী যুবতীই অপ্সরা সদৃশী রূপবতী, এবং মহারাজ মির্জ্জান তাঁহাকেই সমধিক ভাল বাসিয়া থাকেন। কিন্তু যদবধি তুমি আমার নয়নপথে পতিতা হইয়াছ তদবধি তাহাকে সুন্দরী বলিতে আর আমার প্রবৃত্তি জন্মে না। অধিক কি বলিব, তোমার রূপ ও গুণ, আমার নয়ন মনকে যেরূপ মোহিত করিয়াছে পূর্ব্বে আর কোন রমণীই সেরূপ করিতে সক্ষম হয় নাই।"

এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করণান্তর যুবতী সমধিক সুখী হইয়াছেন বিবেচনা করিয়া বণিকতনয় তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে সাতিশয় ইচ্ছুক হইলেন। তখন মহ-

চরীগণ বলিল, "বণিকতনয়! রাজার সভাবৃন্দের মধ্যে বৈরক নামে যে একজন কর্ম্মচারী আছেন আমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী তাঁহারই প্রিয়তমা কন্যা। বৈরক রাজ কর্ম্মোপলক্ষে কোজগুি দেশে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। তাঁহার অনুপস্থিত সময়ে ত্বদীয় দেলেরা নাম্নী প্রিয়তমা কন্যা এই অট্টালিকা মধ্যে সন্ত্রান্ত সম্প্রাম পুরুষগণকে সময়ে সময়ে গোপন ভাবে আনয়ন পূর্ব্বক সহচরীগণ সহ স্বীয় যৌবন লালসা চরিতার্থ করেন। কিন্তু যদি নবাগত পুরুষগণের কোনরূপ অসদাচরণ দেখিতে পান তাহা হইলে তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি না দিয়া ক্ষান্ত হয়েন না। যাহাহউক, অদ্য আমরা সৌভাগ্যক্রমে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলাম। এবং আমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণীও আপনার আচার ব্যবহারে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।" তচ্ছ্রবণে যুবকের প্রেম শিখা চতুর্গুণ জ্বলিয়া উঠিল।

অনন্তর আহারের আয়োজন হইলে সকলে সমবেত হইয়া আহার করিতে বসিলেন। আহার করিবার সময় যুবতী বহুবিধ প্রেমালাপে যুবকের মনস্তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবান হইল। যুবকও তাহাদের সন্তোষ সাধনের জন্য চিহ্নমাত্র ত্রুটী করিলেন না। আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর নিশাবসান হইয়াছে দেখিয়া বণিকতনয়, যুবতীর চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়তমে! অদ্য যে কি সুখে সময় অতিবাহিত করিলাম তাহা বলিতে পারি না. কিন্তু নিশাদেবী যে আমার প্রতি নির্দ্দয় হইয়া এরূপ ক্ষীণ কলেবর হইলেন ইহাই আমার সম্পূর্ণ আক্ষেপের বিষয় হইল। অথবা যদি যুগ যুগান্তর তোমার সহবাসে অতিবাহিত করি তাহাও আমার পক্ষে তিলেকের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। অদ্য বিদায় দাও। আর আমার সকরুণ প্রার্থনা এই যেন আগামী কল্য এইরূপ আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিতে পারি।" যুবতী বলিল, "কল্য সায়ংকালে যথা স্থানে অপেক্ষা করিও, বৃদ্ধা তোমাকে পুনরানয়ন করিবে। এই কথা বলিয়া সুবর্ণ মুদ্রা পূর্ণ একটী তোড়া আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, "যদি তোমার পুনরাগমনের আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে ইহা গ্রহন কর।" যুবা, অগত্যা তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক বৃদ্ধার সহিত গুপ্তদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া একবারে রাজান্তপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর যামি[illegible] বণিকতনয় রাজ সভায় গমন করতঃ মহারাজ মির্জ্জা[illegible] এরা সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণ যথাযথ বর্ণন করিলেন। [illegible] পতি, সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন,

"প্রিয়তমে! তোমার শ্রমুখাৎ যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তাহার ন্যায় রূপগুণশালিনী যুবতী এই ধরা ধামে আর নাই। যাহা হউক তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার উপায় কি বলে দেখি? তুমি কি আমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে সক্ষম নহ? সাধু সুত কহিলেন,"মহারাজ! আপনি রাজরাজেশ্বর এবং আপনি মনে করিলে যখন সকল বিষয়ই সুসিদ্ধ করিতে পারেন তখন একটী স্ত্রীলোক সন্দর্শন জন্য আমার ন্যায় ক্ষুদ্রতম ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনাকরা কোনক্রমেই আপনার পক্ষে উচিত নহে। আর যদি আমি মহাশয়কে সমভি-ব্যাহারে লইয়া যাই, তাহা হইলে সেই স্থলে কিরূপে আপনাকে মহা-রাজ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিব?" ভূপতি কহিলেন,"কৌলফ! তজ্জন্য চিন্তা কি, আমি ছদ্মবেশে তোমার সহিত গমন করিব এবং তুমি সেই বারবিলাসিনী সমক্ষে নিজ ভৃত্য বলিয়া আমার পরিচয় প্রদান করিও।" তচ্ছ্রবণে যুবক অনন্যোপায় হইয়া রাজবাক্যই শিরোধার্য্য জ্ঞান করিলেন।

অনন্তর সায়ংকাল সমুপস্থিত হইলে উভয়ে নির্দ্দিষ্ট উপাসনাগৃহ-সন্নিধানে গমন করিলেন। ক্ষণ বিলম্বে বৃদ্ধা সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক পরিচারক বেশধারী রাজাকে অবলোকন করিয়া, যুবককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,"কৌলফ! আজ ভৃত্যকে কেন সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন? আপনি কি আমাদের বিশেষ পরিচয় অবগত নহেন?" রাজ সচিব কহিলেন, "মাতঃ তজ্জন্য চিন্তিত হইও না, এবং এই ভৃত্যের প্রতি কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া গমনে অনুমতি প্রদান কর। এব্যক্তি সামান্য লোক নহে, এবং বহুকালাবধি আমার সহবাসে থাকাতে সকল শাস্ত্রেই সম্যকরূপ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছে। নীরস বাক্য কখনও ইহার মুখ হইতে বহির্গত হয় না এবং রসিকতা ও সংগীত বিদ্যা প্রভৃতিতেও ইহার বিশেষ ক্ষমতা আছে জানিবে।" তচ্ছ্রবণে বৃদ্ধা দিরুক্তি না করিয়া উভয়কেই স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেল। দেলেরা ভৃত্যবেশধারী রাজাকে অবলোকন করিবামাত্র বলিল, "প্রিয়তমে! অদ্য এ সঙ্গীটী কোথায় পাইলে?" যুবক কহিলেন,"সুন্দরি! আপনার মনোরঞ্জন করনার্থই ইহাকে আনয়ন করিয়াছি। এব্যক্তি অতিশয় সুরসিক এবং সংগীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী।" সুন্দরী এই কথা শুনিয়া কহিল, "ভাল ভাল, ও ... নেই থাকুক এবং অদ্যকার সমস্ত কার্য্য ইহাকেই সম্পন্ন করি... র ভৃত্যকে সম্বো-ধন করিয়া কহিলেন, "দেখ বাপু যাহাতে সক... রক্ষা হয় তদ্বিষয়ে

সতত যত্নবান থাকিবে।"ভৃত্য এই কথা শুনিবা মাত্র নানাবিধ সরস পরিহাস বাক্যে যুবতীর মনস্তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবান হইল।

অনন্তর প্রধানা রমণী ভৃত্যের ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া কৌলফ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রেয়সি! অদ্যাবধি আমি এদাসটী আপনাকে প্রদান করিলাম। এক্ষণে আপনি ইহার প্রতি সমধিক সদয় ব্যবহার করিলে আমি আপনার নিকট চিরবাধিত থাকিব।"অতঃপর ভৃত্যকে কহিলেন, অদ্যাবধি এই অসামান্য রূপযৌবনসম্পন্না প্রমদাই তোমার কর্ত্রী হইলেন। অতএব ইঁহার প্রতি যথেষ্ট প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিতে আলস্য বা ঔদাস্য করিও না।" তচ্ছ্রবণে ভৃত্য কহিল, "ঠাকুরাণি! অদ্যাবধি এ দাস আপনার চিরদাসের মধ্যে গণ্য হইল। এবং যত দিন বাঁচিয়া থাকিব তত দিন আপনার সেবা শুশ্রূষা করিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিব।" দেলেরা ভৃত্যের এবম্বিধ সুমধুর বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া বণিকনন্দনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল. "মহাশয়! যদিও এ দাস অদ্যাবধি আমার প্রিয়তমের মধ্যে গণ্য হইল তথাপি উহাকে এখানে রাখা যুক্তি সংগত নহে। কারণ তাহা হইলে লোকে অনায়াসেই আমাকে কলঙ্কিনী বলিয়া নিন্দা করিবে।" অতএব আমার ইচ্ছা এই যে, ভৃত্য এক্ষণে যেমন তোমার নিকট আছে সেইরূপই থাকুক। এবং যখন২ তুমি এই স্থানে আগমন করিবে তখন ইহাকেও সঙ্গে লইয়া আসিবে।"

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ বাক্যালাপে অতিবাহিত হইলে, দেলেরা কৌলফের সহিত ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন নরপতি নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য এবং সুস্বাদু সুরা পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং মধ্যে২ বহুবিধ কৌতুকজনক বাক্যে ত্বদীয় মনোরঞ্জনে তৎপর হইলেন। তদ্দর্শনে রমণী অতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া ভৃত্যকেও তাঁহাদিগের সহিত আহার করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। কিন্তু কৌলফ, ছলনাপূর্ব্বক প্রথমতঃ তদ্বিষয়ে অস্বীকৃত হইলেন। তদনন্তর অনেক সাধ্যসাধনায় সম্মতি প্রদান করিলে তিনি জনেই পরম আমোদ আহ্লাদে ভোজনকার্য্য সমাধা করিল। তখন বৈরকতনয়া, একটী সুরাপূর্ণ পাত্র সহস্তে ধারণ করিয়া, কালটাপন নামক ভৃত্যকে কহিল, "ভৃত্য! তুমি আমার কুশল এবং তোমার সুখের নিমিত্ত এই সুরা পান কর।" নৃমণি, সুন্দরীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ত্বদীয় হস্তচুম্বন করতঃ পাত্রস্থিত সমস্ত সুরা পান করিলেন। তদনন্তর রমণী সুবর্ণপাত্রে বারুণী স্থাপন পূর্ব্বক কৌলফকে কহিলেন, "বণিক তনয়! এই স্বাস্থ্যদায়িনী সুরা পান করিয়া রাজমহিষী গোলেন্দা-মের প্রতি তোমার যে প্রগাঢ় প্রণয়সঞ্চার হইয়াছে তাহা পূর্ণ কর।"

দেলেরা স্বহস্তে সুরাপূর্ণপাত্র ধারণ করিয়া কৌলফকে প্রদান করিতেছে।

রাজসম্মুখে যুবতীর এবম্বিধ প্রগল্ভতা অবলোকনে কৌলফ অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "যুবতি! এই কি তোমার উপহাসের উপযুক্ত বাক্য? গোলেন্দাম যে মহারাজ মির্জ্জানের প্রিয় মহিষী এবং আমি তাঁহার দাসানুদাস তাহা কি তুমি জান না?" তচ্ছ্রবণে দেলেরা ঈশৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "কৌলফ! আজ যে অতিশয় সাধুতার পরিচয় প্রদান করিতেছ, বিগত রজনীর বাক্য কি ইতিমধ্যেই বিস্মৃত হইলে? আমি কি তোমার সহিত উপহাস করিতেছি? তুমি কি রাজমহিষীর প্রেমে মগ্ন হইয়া এক্ষণে আমার সহিত যেরূপ আমোদ আহ্লাদে কালাতিপাত করিতেছ তাঁহার সহিতও সেইরূপ কর নাই? দেখ যুবক! মিথ্যা কথার অশেষ দোষ, সত্যবাদী ব্যক্তি সহস্রদোষে দোষী হইলেও তাহার সে দোষ মার্জ্জনীয়। অতএব তুমি কদাচ সত্য পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিথ্যা পথ অবলম্বন করিও না।" অনন্তর ভৃত্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ কাল্টাপন! স্বীয় প্রভুকে সত্যভ্রষ্ট হইতে দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে, অতএব যাহাতে বণিকতনয় সত্য কথা বলিয়া মিথ্যারূপ ঘোরতর পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন তদ্বিষয়ে যত্নবান হও।" তখন ভৃত্য অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কহিল, "মহাশয়! সত্য বলিতে এত কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? বিশেষতঃ সংসার ললামভূতা এই রমণীর বাক্যের যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব আপনি কি কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক রাজমহিষীর প্রেমাস্পদ হইয়াছেন, উভয়ের প্রেম প্রবাহ এক্ষণে কিরূপ প্রবাহিত হইতেছে এবং মহারাজকেই বা কোন যাদুকরী বিদ্যায় মোহিত করিয়া এই গুপ্তপ্রণয় সম্পন্ন করিতেছেন তৎসমুদায় যথাযথ বর্ণন পূর্ব্বক এই রমণী রত্নের এবং মদীয় ঔৎসুক্যান্তকরণকে সুস্থির করুন।"

বণিকতনয়, মহারাজের এবম্বিধ বাক্চাতুরী শ্রবণ করিয়া একেবারে হতবুদ্ধি, সংজ্ঞানশূন্য ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এবং তদীয় সর্ব্ব শরীর

হইতে ভীতি প্রকাশক স্বেদবারি অবিরল ধারে বহির্গত হইতে লাগিল। তখন সম্রাট সুরা সেবনে বিমোহিত ও স্বকীয় অবস্থা বিস্মৃত হইয়া দেলে-রাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সুন্দরি! শুনিয়াছি তুমি গায়িকাদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যা। অতএব আমার বাসনা এই যে ত্বদীয় বদনবিনিঃসৃত অমৃতায়মান সংগীত শ্রবণ করিয়া কর্ণদ্বয় শীতল করি।" তচ্ছ্রবণে দেলেরা ভৃত্যের প্রতি কিছুমাত্র তাচ্ছিল্য বা উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়া একটী বংশী আনয়ন পূর্ব্বক তৎসংযোগে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করতঃ সুমধুর স্বরে গান করিয়া মহারাজের মনোহরণ করিতে চেষ্টা করিল। ভূপতি বারবিলাসিনীর এবম্ভূত অঙ্গভঙ্গী দর্শনে এবং সংগীত শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রেয়সি! আমার সভায় যত গায়ক আছে তন্মধ্যে মের্জিন গায়কই সর্ব্বপ্রধান, তাহার যশ জগদ্বিখ্যাত, কিন্তু তাহার মুখেও কখন এমন সুমধুর গীত শ্রবণ করি নাই। আর তোমার ন্যায় রূপ গুণ বিশিষ্টা যুবতীও আমার অবরোধ মধ্যে কেহ নাই।"

যুবতী, ভৃত্যের ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া দ্রুতপদে গৃহান্তরে সহচরীগণ সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "সখিগণ! আজ সর্ব্বনাশ উপস্থিত, কোলফ মহারাজ মির্জ্জানকে ভৃত্য সাজাইয়া এখানে আনয়ন করিয়াছে। এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তোমাদিগের নিকট আগমন করিয়াছি অতএব যাহা সদ্যুক্তি হয় বল।" অতঃপর সখীগণের পরামর্শানুসারে সম্রাট সন্নিধানে স্থিরভাবে করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিল। তদ্দর্শনে মহারাজ সাতিশয় বিস্মিত হইয়া যেমন তাহার করধারণ পূর্ব্বক তাহাকে সান্ত্বনা করিবার উপক্রম করিলেন অমনি যুবতী সম্রাটের পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ প্রকারে বিলাপ করিতে

দেলেরা মহারাজ মির্জ্জানের পদদ্বয় ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে।

করিতে কহিতে লাগিল, "মহারাজ! আমি অবলা, অতএব স্ত্রীজন সুলভ অজ্ঞানতা ও নীচাশয়তার বশবর্ত্তিনী হইয়া যে সমস্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছি তজ্জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

মহারাজ, দেলেরাকে সাতিশয় ভীতা ও কাতরা নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "সুন্দরি আমা হইতে তোমার কোন অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা নাই। কিন্তু সেই অনাদি নাথ পরমেশ্বর ভিন্ন কেহই পাপীর পাপ মোচনে সক্ষম নহে। অতএব তাঁহারই স্মরণাপন্ন হও।" তদনন্তর ভূপতি তদীয় আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার জন্য সাতিশয় ইচ্ছুক হইয়াছেন দেখিয়া দেলেরা অগত্যা স্বীয় সমস্ত বিবরণ যথাযথ বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে মহারাজ মির্জ্জান কাল বিলম্ব না করিয়া অমাত্য সমভিব্যাহারে তথা হইতে স্বীয় ভবনোদ্দেশে গমন করিলেন। কিন্তু রাজমহিষী ও কৌলফ সম্বন্ধীয় বিবরণ শুনিয়া অবধি তাঁহার মনে দেলেরার বাক্যই যথার্থ বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছিল। যেহেতু রাজাদিগের কর্ণই তাঁহাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। নতুবা যদি তিনি এই ঘটনার সত্যাসত্য পর্য্যালোচনা করিতেন তাহা হইলে কখনই তিনি রাজ্ঞী কিম্বা কৌলফকে দোষী বিবেচনা করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি বিচারের বশীভূত না হইয়া যে বনিক তনয়কে পূর্ব্বাবধি সমধিক স্নেহ করিতেন এবং যাঁহার অদর্শনে তিলার্দ্ধও সুস্থির থাকিতে পারিতেন না এক্ষণে তাঁহাকে বিনা দোষে দেশান্তর গমনের অনুজ্ঞাপ্রদান করিলেন।

কৌলফ নিজ নির্দ্দোষীতা সপ্রমাণ করিবার জন্য বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষ বিষণ্ণচিত্তে রাজভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাতার দেশোদ্দেশে গমন করিলেন। পথিমধ্যে তদ্দেশীয় কতিপয় যাত্রির সহিত মিলিত হইয়া উক্ত দেশের বিখ্যাত রাজধানী সমরকন্দ নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং যত দিন অর্থের স্বচ্ছলতা ছিল, তত দিন তাঁহাকে কোনরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। অনন্তর তাহা নিঃশেষিত হইলে তজ্জন্য তিনি কিছুমাত্র বিষণ্ণ বা দুঃখিত না হইয়া একটী উপাসনা গৃহে গিয়া আশ্রয় লইলেন। কারণ তিনি বিলক্ষণরূপ জানিতেন যে, সুখ দুঃখ নিবারণ করা জগদীশ্বর ভিন্ন মনুষ্যের সাধ্য নহে। উক্ত মঠাধ্যক্ষ কৌলফকে অতিশয় সুবোধ ও বিদ্বান বিবেচনা করিয়া প্রত্যহ তাঁহার আহারের নিমিত্ত দুইখানি রুটী ও এক ভাণ্ড জল প্রদান করিত। এইরূপে কিছু-দিন অতীত হইলে এক দিবস মজাফর নামে এক সাধু উপাসনার নিমিত্ত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কৌলফকে দেখিবামাত্র

জিজ্ঞাসা করিলেন,"মহাশয়! আপনি কে ও কোনস্থান হইতে এবং কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন?" কৌলফ কহিল,"সাধো! সুবিখ্যাত ডামাসনগরী আমার জন্মভূমি। আমার পিতা অতিশয় সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী ছিলেন। তাতার দেশ হইতে এ স্থানে আগমন সময়ে পথি মধ্যে দস্যুগণকর্তৃক আমার সমুদায় ধন হৃত হইয়াছে। এবং মদীয় অনুচরবর্গও তাহাদের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি অতি কষ্টে দস্যুগণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছি।"মজাফর তাঁহার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে ব্যথিত হৃদয় হইয়া কহিলেন, "যুবন! চির দিন কখন সমান যায় না, মানবের ভাগ্য চক্র নিরন্তরই পরিবর্তিত হইতেছে, অতএব সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ ইহা সকলের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না। এক্ষণে আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর।" এই কথা বলিয়া সাধু তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক আপন গৃহে লইয়া গেলেন এবং উত্তমরূপে আহারাদি করাইয়া কিছু অর্থপ্রদান করতঃ তাহাকে বিদায় দিলেন। পর দিবস সাধু পুনর্ব্বার কৌলফকে নিজ আলয়ে লইয়া গিয়া পূর্ব্বমত আহার করাইলেন। এই সময়ে দানেসমন্দ নামক এক জন নীতিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত কৌলফের পরিচয় হইল। দানেসমন্দ এক দিবস কৌলফকে কহিলেন,"যুবন! মজাফর যে কেন তোমার সহিত এরূপ সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন বোধ হয় তুমি তাহার কারণ অবগত নহ।" তাহের নামে সাধুর একটী পুত্র আছে। সাধু যথা সময়ে এক অসামান্যা রূপবতী ষোড়শী রমণীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। একদা সাধুতনয় ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ভার্য্যাকে বিস্তর তিরস্কার করিল। রমণীও সমরূপ প্রত্যুত্তর প্রদানে ক্ষান্ত হইল না। তাহের ভার্য্যার উক্তরূপ ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিল। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে তাহেরের ক্রোধের উপশম হইল। তখন সেই সুন্দরী ললনা বিহনে তাহার জীবন ধারণ করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। কিন্তু শাস্ত্রমতে পরিত্যক্তা স্ত্রীকে অন্যে বিবাহ করিয়া পুনরায় পরিত্যাগ না করিলে তাহার পূর্ব্ব স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। এই হেতু যদি তুমি সেই ভামিনীকে অদ্য বিবাহ করিয়া তাহার সহিত নিশাযাপন করতঃ কল্য প্রাতে তাহেরকে প্রত্যর্পণ করিতে পার তাহা হইলে পঞ্চাশৎ সুবর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে।" কৌলফ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে দানেসমন্দ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "যুবন! সেই যুবতীর অলৌকিক

রূপলাবণ্যের কথা কি বলিব! তাহার নয়নদ্বয় অবলোকনে কুরঙ্গীও লজ্জিত হয়, নাসিকা তিলফুল অপেক্ষা সুগঠিত, ভ্রূকদ্বয় কন্দর্পের ধনু বিশেষ, ওষ্ঠাধর সুপক্ক বিম্বফলের ন্যায় কোমল ও মনোহর এবং বর্ণ সুবর্ণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল। তদ্দেশীয় অনেকেই বিনা পারিতোষিকে তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছে। কিন্তু এ কার্য্য গোপনে সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য এই হেতু তোমায় প্রয়োজন। আমি কাজির নায়েব আমার সমক্ষেই এ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। কিন্তু তোমাকে বিবাহ সময়ে অপর এক প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইতে হইবে অর্থাৎ তুমি এ বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না, এবং কল্য প্রাতেই রমণীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তর যাত্রা করিবে।"কৌলক তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মত হইলে দানেসমন্দ হৃষ্টচিত্তে রত্নাকর সন্নিধানে উপনীত হইয়া তৎসমুদায় ব্যক্ত করিলেন। তচ্ছ্রবণে সাধু আর কালবিলম্ব করা অনুচিত বোধে সেই মুহূর্ত্তেই বিবাহের সমুদায় আয়োজন করিল। অনন্তর দানেসমন্দ সভাস্থ হইয়া পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিল। কিন্তু বিবাহ সময়ে তাহের স্বীয় ভার্য্যার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে নিষেধ করিল এবং পাছে তাহার মুখারবিন্দ অবলোকনে কৌলক প্রেম পাশে বদ্ধ হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ না করে এই ভয়ে অন্ধকার গৃহ মধ্যে উভয়কে রাখিয়া দিল।

ক্রমে দিননাথ অস্তাচলশিখরে অধিরোহণ করিল। ধরণী পতিবিহীনা যুবতীর ন্যায় স্বীয় সৌন্দর্য্য রাশি প্রচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত মলিন বসন পরিধান করিল। তখন কৌলক ও নব পরিণীতা রমণী সাধু নির্দ্দিষ্ট অন্ধকারময় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু শয়ন করিবার সময় উক্ত রমণী "হায়! যাহার মুখাবলোকনে অসমর্থ হইলাম, তাহাকে কিরূপে আলিঙ্গন প্রদানে ধর্ম্মনষ্ট করিব বলিয়া?" নানা প্রকার চিন্তায় মগ্ন হইল। কৌলকও তাহার বদনশশধর নিরীক্ষণে বঞ্চিত হইয়া কাতর স্বরে কহিতে লাগিল, "সুন্দরি! তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি আনন্দনীরে ভাসমান হইয়াছি সত্য বটে, কিন্তু ত্বদীয় তিমিরাবৃত চন্দ্রানন দর্শনের নিমিত্ত আমার নয়ন চকোর সাতিশয় অধৈর্য্য হইয়াছে! হায়! এরূপ অমূল্যরত্ন লাভ করিয়া তদ্দর্শনে বঞ্চিত হওয়া কি কম আক্ষেপের বিষয়? আবার কল্য প্রাতেই তোমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।" এবম্বিধ বিবিধ চিন্তায় মগ্ন হইয়া কৌলক নীরব হইলে রমণী কহিল, "যুবক! তোমার বাক্য শ্রবণে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তুমি কোন পরিচিত ব্যক্তি হইবে। অতএব তোমার যথার্থ পরিচয় প্রদানে আমার সন্দেহানল নির্ব্বাণ কর।"

কৌলক রমণীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে চমকিত হইয়া কহিল, "সুন্দরি!

বোধ হয় তুমিও আমার পরিচিতা হইবে। তোমার স্বর আমার জীবন সর্ব্বস্ব বৈরকতনয়ার ন্যায় বোধ হইতেছে। আমি যে বৈরক কুমারীকে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না, বিধাতা কি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমার সেই হারানিধি পুনঃ মিলাইয়া দিবেন? যুবতি! সত্বর আত্মপরিচয় প্রদানে আমার হৃদয় সুস্থির কর।" রমণী কহিল, "তুমিই কি আমার জীবিতেশ্বর কৌলফ?" সাধুনন্দন এই কথা শুনিয়া আনন্দ গদ্গদস্বরে কহিল, "তুমিই কি আমার জীবনতোষিণী দেলেরা?" দেলেরা কহিল, "যুবন্! আমিই সেই অভাগিনী বৈরকতনয়া, আমার জন্যই তুমি এরূপ ভয়ানক বিপদে পতিত হইয়াছ। আমারই উপহাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া মহারাজ তোমাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। আমিই তোমার সুখলতা ছেদনের প্রধান কারণ। প্রাণবল্লভ! অধিনীর এ সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর।" কৌলফ তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, "সুন্দরি! তোমার দোষ কি? আমি আপনার অদৃষ্টের ফল ভোগ করিতেছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার যে তোমার দর্শনলাভ করিলাম ইহাই পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। প্রিয়ে! কিরূপে তাহেরের সহিত তোমার বিবাহ হইল এক্ষণে তদ্বৃত্তান্ত জানিতে সাতিশয় ইচ্ছুক হইয়াছি।" দেলেরা উত্তর করিল, "যুবন্! আমার পিতা রাজকার্য্য উপলক্ষে বহুবার এ দেশে আসিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্বাবধি মজাফরের সহিত তাঁহার প্রণয় ছিল। অতএব বন্ধুত্বের অনুরোধে তিনি মজাফর তনয়ের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া আমাকে এ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। প্রাণেশ্বর! ইতিপূর্ব্বে আমার হৃদয় ও মন তোমাকেই সমর্পণ করিয়াছিলাম। সুতরাং উহা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ন্যস্ত করিতে হইবে এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইল। কিন্তু কি করি আমি অবলা, মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবার সামর্থ নাই, সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকেই বিবাহ করিতে হইল। বিবাহের পর এক দিনের জন্যও সুখী হইতে পারিলাম নাই। তাহেরের অসদ্ব্যবহারে প্রত্যহই আমার মন তোমার জন্য অধিকতর কাতর হইতে লাগিল। যাহা হউক বিধাতার অনুগ্রহে যে আজ তোমাকে দেখিতে পাইলাম ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। আজ হইতে আর তোমাকে নয়নের অন্তরাল হইতে দিব না।" কৌলফ দেলেরার মুখে এতাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিল, "প্রিয়ে! যদি এই হতভাগ্যের নিমিত্তই তুমি এতাধিক যন্ত্রণাভোগ করিয়া থাক, তবে এক্ষণে সুধালাপ করিয়া তাহা বিমোচন কর। তোমার মুখারবিন্দ হইতে মধুময় বাক্য শ্রবণ করিলে আমারও হৃদয়

মন শীতল হইবে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া দেলেরার আনন্দের সীমা রহিলনা।

অনন্তর উভয়ে প্রণয়ালাপে নিশাযাপন করিল। ক্রমে দিননাথ পূর্ব্ব-গগণে উদিত হইয়া নৈস অন্ধকার বিনাশ করিলেন। পক্ষীগণ চারিদিকে কলরব শব্দে জনগণকে জাগরিত করিল। কিন্তু সাধুতনয় তখন পর্য্যন্তও দেলেরার সহিত সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। প্রহরিগণ দ্বারোদ্ঘাটন করিবার জন্য বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিগকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কে তাহাদের কথায় কর্ণপাত করে। কিছুক্ষণ পরে তাহের স্বয়ং আসিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল। তখন কৌলফ দেলেরাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "প্রিয়ে! একি শব্দ শুনিতে পাই, বোধ হয় প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া তাহের আমাদিগের জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চিৎকার করিতেছেন। হায়! এক্ষণে প্রতিজ্ঞাবাক্য স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। জীবিতেশ্বরি! তুমি নয়-নের অন্তরাল হইলে আমি কিরূপে জীবনধারণ করিব!" দেলেরা তাঁহার বাক্য শ্রবণে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিল, "নাথ! সত্যসত্যই কি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পরিত্যাগ করিতে হইবে ইহা না জানিয়া যখন সত্যবদ্ধ হইয়াছ, তখন উক্ত সত্য উল্লঙ্ঘনে তোমার কোন রূপ পাপ সঞ্চার হইবে না জানিবে। প্রাণবল্লভ! এই কি তোমার ভালবাসা, এই কি তোমার হৃদয়গত প্রেম! যদি আমার প্রতি তোমার আন্তরিক স্নেহ থাকে তবে কখনই এই সত্যলঙ্ঘনে কিঞ্চিন্মাত্র কাতর হইবে না।" কৌলফ কহিল, "সুন্দরি! আমি কিরূপে তোমাকে রক্ষা করিব? যখন অর্থ ও বন্ধু বান্ধব বিহীন হইয়া অতি কষ্টে এই স্থানে বাস করিতেছি তখন মজাফরের সহিত বিবাদ করিয়া তোমাকে রক্ষা করা বড় সহজ নহে?" দেলেরা তাহার বাক্য শ্রবণে কহিল, "প্রাণনাথ! সে জন্য ভীত হইও না। যদি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর তাহা হইলে দেশীয় ব্যবস্থাই তোমার সহায়তা করিবে, অর্থের আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে সাহসের উপর নির্ভর করিতে পারিলে তুমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে।"

দয়িতার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে কৌলফ সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিল, "প্রিয়ে! সত্যলঙ্ঘন কি সামান্য কথা, তোমার জন্য আমি এই মুহূর্ত্তেই স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছি।" উভয়ে এইরূপ পরামর্শ করিয়া দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

অনন্তর কৌলফ তাহেরের সহিত স্নানাদি সমাপন করিয়া একটী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন সপুত্র দানেসমন্দ তথায় উপস্থিত হইয়া অতি সমাদরে তাহাকে ভোজন করাইলেন। আহারান্তে দানেসমন্দ কৌলফের সহিত গৃহান্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার হস্তে পঞ্চাশৎ সুবর্ণ মুদ্রা ও একটী পাগড়ি প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "যুবন্! মজাফরের আদেশক্রমে আমি তোমাকে এই সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিলাম। এক্ষণে তুমি সত্বর দেশান্তর গমন করতঃ আত্ম প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর।" তখন কৌলফ দানেসমন্দ প্রদত্ত দ্রব্যনিচয় ভূমে ফেলিয়া দিয়া কহিল, "মহাশয়! আপনি এ কিরূপ আদেশ করিতেছেন। ইহা অসবেক নৃপতির রাজধানী। ভূপতির সুবিচার জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু তাঁহার প্রজাবর্গ যে এরূপ প্রবঞ্চনা ও অন্যায় কার্য্যে রত ইহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আর আপনারা যে বিদেশীয়ের প্রতি এরূপ কুব্যবহার করিয়া থাকেন বোধ হয় রাজা তাহা জানেন না, নতুবা তিনি আপনাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদানে কদাচ পরাঙ্মুখ হইতেন না। যাহা হউক আমি বারম্বার আপনাদিগকে নিষেধ করিতেছি যদ্যপি তচ্ছ্রবণে বিরত হইয়া আমার প্রতি বল প্রকাশ করিতে উদ্যত হয়েন তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই নৃপতির পদতলে পতিত হইয়া সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিব, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাদিগকে সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে জানিবেন।"

দানেসমন্দ আবদুল্লা নন্দনের এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ মজাফর সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, "আপনি অতি উত্তম পাত্র নির্ব্বাচন করিয়াছেন। উহার ন্যায় অসৎ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। তাহাকে আমি আপনার প্রদত্ত অর্থগুলি প্রদান করিলাম, কিন্তু সে তদ্গ্রহণ পূর্ব্বক রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত নহে। অতএব তাহার অভিপ্রায় কি বুঝিতে পারিলাম না।" মজাফর কহিলেন, "বোধ হয় সে ইহাপেক্ষা কিছু অধিক অর্থ প্রার্থনা করে অতএব তাহাকে এক শত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিয়া দাও।" যুবক অন্তরাল হইতে তাঁহাদিগের পরামর্শ শুনিতেছিল। অতএব মজাফরের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই বলিয়া উঠিল, "মহাশয়! আমি মুদ্রার প্রার্থী নহি, অতএব কোটি কোটি সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেও আমি স্বীয় ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিব না।" তচ্ছ্রবণে দানেসমন্দ কহিলেন, "যুবন্! তুমি অতি নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিতেছ। এখনও যদি ভাল চাহ তবে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান কর, নতুবা বিষম অনর্থ উপস্থিত হইবে; কারণ বিচারালয়ে নীত হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে বিষম শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

কৌলফ কহিল, 'মহাশয়! আমাকে অনর্থক ভয় প্রদর্শন করিবেন না, আমি নিশ্চয় জানি বিচারকগণ কখনই আমাকে পরিণিতা রমণী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তর গমনের অনুজ্ঞা প্রদান করিবেন না। কৌলফের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে তাহের আরক্ত লোচনে কহিল, "ইহাকে সদ্‌যুক্তি প্রদান করা বিফল। বেটাকে এই দণ্ডেই কাজির নিকট লইয়া চলুন, তথায় উপযুক্ত শাস্তি পাইলেই উহার সমস্ত গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে।"

অনন্তর দানেসমন্দ ও মজাফর উভয়েই কৌলফকে অশেষ প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে তাহাকে লইয়া কাজির সমীপে গমন করিলেন। কাজি তাঁহাদের নিকট পরিণয়ের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কৌলফকে কহিলেন, "অরে নির্ব্বোধ! বামন হইয়া শশধর ধরিতে তোর অভিলাষ কেন? দুরাশয়! ভিক্ষাবৃত্তি যাহার উপজীবিকা, বৃক্ষতল যাহার আশ্রয় স্থান, সে ব্যক্তি কি তাহেরের সহধর্ম্মিণীকে প্রাপ্ত হইবার যোগ্যপাত্র? যদি তোর প্রাণের আশা থাকে তবে এই মুহূর্ত্তেই ওরূপ দুরাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মজাফর প্রদত্ত অর্থ লইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন কর্, নতুবা বেত্রাঘাতে তোর জীবন শেষ হইবে।"এরূপ ভয় প্রদর্শনেও কৌলফ কিছুমাত্র শঙ্কিত হইল না দেখিয়া কাজির আদেশানুসারে তৎকর্ম্মচারিগণ তাহাকে সজোরে এক শত বেত্রাঘাত করিল। কৌলফ অনায়াসে এই বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিল দেখিয়া বিচারপতি মজাফরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয়! অদ্য রাত্র ইহাকে উক্ত রমণীর সহিত সহবাস করিতে দিন, তাহা হইলে বোধ হয় কল্য উহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে, নতুবা কল্যই বেত্রাঘাতে উহার জীবন শেষ করিব। মজাফর বিচারকের আদেশ ক্রমে সে দিবস কৌলফকে লইয়া স্ব গৃহে গমন করিলেন, এবং বেত্রাঘাতে কৌলফের সর্ব্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন এবং তিন শত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদানে অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু স্থির প্রতিজ্ঞ কৌলফ তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণ পাতও করিল না।

এদিকে দেলেরা কৌলফের অদর্শনে "কখন হৃদয়কান্তের সংবাদ পাইব, হয়তো তিনি কাজির প্রহারে ভীত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তর গমন করিয়াছেন।"এবম্বিধ নানা প্রকার চিন্তায় কাতর এমন সময় অকস্মাৎ তাহের সেই গৃহ মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র কৌলফের অমঙ্গল স্থির করিয়া দেলেরা একবারে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে তাহের বিবেচনা করিল,

বোধ হয় প্রেয়সী কাহারও মুখে কৌলফের ছুরভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়া এরূপ অবসন্নপ্রায় হইয়াছে। এইরূপ স্থির করিয়া মজাফরতনয় দেলেরাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "প্রিয়ে! এত বিষণ্ণ হইয়াছ কি জন্য? আমাদের আশারবি এখনও অস্তমিত হয় নাই। যে ছুরাত্মার সহিত কল্য তোমার পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে সেই নরপিশাচ যদিও তোমাকে পরিত্যাগ করিতে অসম্মত, কিন্তু তাহার সে অসম্পতি কল্য আর থাকিবে না। অদ্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাকে কাজীর নিকট বিলক্ষণ দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে, কল্য তোমাকে সহজে পরিত্যাগ না করিলে ছুরাত্মা আরও অধিক শাস্তি পাইবে। তোমাকে অদ্য তাহার সহিত রজনী যাপন করিতে হইবে, তজ্জন্য চিন্তা করিও না। কল্য নিশ্চয়ই তুমি আমার হৃদয় মন্দিরে স্থান পাইবে।" তাহেরের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে দেলেরা স্বীয় মানসিক ভাব গোপন করিয়া কহিল, "সাধো! তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ। ঐ সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়াই আমার শরীর শীর্ণ হইতেছে। বিধাতা কত দিনে যে আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন বলিতে পারি না। আর এরূপ বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করা আমার পক্ষে ছুষ্কর হইয়াছে।" তাহের তাহার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিল, "প্রিয়ে! তুমি যথার্থই আমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাস। আমি ইহ জন্মে তোমার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ, কিন্তু ঈশ্বর অচিরে ইহার পুরস্কার প্রদান করিবেন। এবং আমরা উভয়ে সুখ স্বচ্ছন্দে একত্রে কালযাপন করিব।"

এই কথা বলিয়া তাহের সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবা মাত্র কৌলফ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবা মাত্র দেলেরা হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে কহিল, "নাথ! আমি ইতিপূর্ব্বে তাহেরের মুখে ত্বদীয় সমুদায় যন্ত্রণার বিষয় শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি ছুঃখিত হইয়াছি এবং কিরূপে যে কল্য ইহাপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণা সহ্য করিবে তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া আমার সর্ব্ব শরীর কম্পিত ও হৃদয় শূন্য বোধ হইতেছে। জীবিত-নাথ! এই হতভাগিনীই তোমার সমুদায় ছুঃখের কারণ জানিবে।" নিজ দয়িতার এবম্বিধ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া আবছুল্লানন্দন কহিল, "প্রিয়-তমে! তুমি অকারণ বৃথা চিন্তায় শরীর শুষ্ক করিও না, জগদীশ্বরের মনে যাহা আছে তাহাই হইবে। কিন্তু আমি শফত করিয়া বলিতেছি, আমি জীবন সত্ত্বে তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।"

বৈরকনন্দিনী তাহার বাক্য শ্রবণে কহিল, "প্রাণেশ্বর! তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে যে, আর আমাদিগকে বিচ্ছেদযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে

না। এক্ষণে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি কাজীর নিকট তোমার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছ? কৌলফ কহিল, "প্রিয়ে! আমি ধনহীন বলিয়া তদ্বিষয়ক কোন কথা কহিতে সাহসী হই নাই।" রমণী কহিল, "উত্তম করিয়াছ, এক্ষণে একটী সদুপদেশ বলি শ্রবণ কর। কল্য তুমি যখন বিচারক সমক্ষে নীত হইবে, তখন আকার ইঙ্গীতে এই কথা ব্যক্ত করিবে যে তুমি কোজগুনগর নিবাসী সুবিখ্যাত মসুদতনয়। এইরূপ পরিচয় প্রদান করিলে কাজী নিশ্চয়ই তোমার বাক্যে প্রত্যয় করিয়া তোমাকে মুক্তি প্রদান করিবেন।" কৌলফ প্রিয়ার এবম্ভূত সৎপরামর্শ শ্রবণে কহিল, "জীবিতেশ্বরি! যদি এই সামান্য প্রবঞ্চনা বাক্যে দুরাত্মার হস্ত হইতে স্বীয় নিস্কৃতি লাভ ও ত্বদীয় উদ্ধার সাধন হয় তাহাতে আমি এই দণ্ডেই প্রস্তুত আছি।"

অনন্তর বিবিধ বাক্যালাপে যামিনীযাপন করিল। কিন্তু সুখের নিশি শীঘ্রই অবসান হয়। অতএব দিননাথ কৌলফ ও দেলেরার সুখ পথের কণ্টকস্বরূপ হইয়া অল্পকাল মধ্যেই পূর্ব্ব গগণে উদিত হইলেন। প্রাতঃকাল সমুপস্থিত দেখিয়া তাজের ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে কৌলফের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া তাহাকে বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। তাহাদের চীৎকার রবে কৌলফের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক রোদনোন্মুখী প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "প্রাণেশ্বরি! হতাশ্বাস হইও না। নিরন্তর সেই পরম করুণাময় জগদীশ্বরের আরাধনা কর, তিনি আমাদের মঙ্গল করিবেন।" এই কথা বলিয়া কৌলফ গৃহ হইতে বহির্গত হইবামাত্র মজাফরতনয় তাহাকে সঙ্গে লইয়া কাজী সন্নিধানে গমন করিল।

কাজী কৌলফকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে! আজি কি স্থির করিলে? বোধ হয় তোমাকে আর প্রহার করিতে হইবে না। এবং নীচ হইয়া যে এরূপ উচ্চ আশা করা অতীব অন্যায় এ কথাও তোমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তোমার ন্যায় দীন হীনের পক্ষে এরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র। তুমি সঙ্গতি হীন হইয়া কোন ক্রমেই দেলেরাকে রক্ষা করিতে পারিবে না, অতএব শীঘ্র উহাকে পরিত্যাগ কর।" বিচারপতির এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে আবদুল্লাকুমার কহিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনি এক্ষণে আমায় যেরূপ ধনহীন দেখিতেছেন আমি বাস্তবিক তাহা নহি, এবং নীচ বংশেও জন্মগ্রহণ করি নাই। দুরবস্থার সময় কাহার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করা নিতান্ত অনুচিত বোধে এপর্য্যন্ত উহা কাহার নিকট প্রকাশ করি নাই, কিন্তু এক্ষণে সঙ্কটে পড়িয়া আপনার নিকট সৎসমুদায় বলিতে হইল। আমি কোজগুনগর নিবাসী মসুদতনয়, আমার নাম রুকনুদ্দীন। আমার

হত তুলনা করিলে মজাফরকে সামান্য ভিক্ষুক বলিলেও বলা যায়।
মার এইরূপ দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিলে এখনি সহস্র সহস্র উষ্ট্র . ষ্ঠ বোঝাই দিয়া বহু সংখ্যক সুবর্ণ মুদ্রা প্রেরণ করিবেন। আমি স্বদেশ পরিত্যাগ কালে যে সমস্ত বহুমূল্য রত্নাদি লইয়া আসিয়াছিলাম, পথিমধ্যে সে সমুদয় দস্যুগণ কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছে। এ কারণ দরিদ্রাবস্থায় মঠমধ্যে কালযাপন করিতে ছিলাম। আমি এই মুহূর্ত্তেই সমুদায় সংবাদ পিতাকে লিখিব। তাহা হইলে অনতিকাল মধ্যেই আমার সমুদায় বাক্য সপ্রমাণিত হইবে।" কাজী তাহার এতাদৃশ্য বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সম্মান সহকারে কহিলেন, "সত্য সত্যই কি তুমি মসুদাত্মজ ? সত্য সত্যই কি তুমি দস্যুগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছ ? কল্য যদি তুমি এই সমস্ত কথা প্রকাশ করিতে তাহা হইলে কখনই তোমাকে এই দুঃসহ প্রহার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না।"

অনন্তর তিনি মজাফরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয় ! এ ব্যক্তি সামান্য লোক নহে, অতএব বিচারতঃ ইহাকে স্বপত্নী পরিত্যাগ করিতে বলিতে পারি না।" বিচারকের এবম্প্রকার বাক্য শুনিবা মাত্র তাহের ক্রোধভরে কহিল, "মহাশয় ! ইহা আপনার কিপ্রকার বিচার। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই অলীক পরিচয় প্রদান করিতেছে। অতএব শঠের বাক্যে প্রত্যয় করা উচিত নহে।"কাজী কহিলেন, "এই মুহূর্ত্তেই ইহার সত্যাসত্য বিচার হইতে পারে না। ত্বরায় ইহার প্রমাণ লইয়া তোমার ভার্য্যা তোমাকে প্রত্যর্পণ করিব।" মজাফর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "প্রভো ! অন্য কোনরূপ সন্ধানের আবশ্যকতা নাই। স্বয়ং মসুদের সহিত আমার প্রণয় আছে, তিনি অতুল বিভবশালীও বটেন। অতএব এই মুহূর্ত্তেই তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ দ্বারা সমুদায় বিষয় অবগত হইব। যদি এই যুবক যথার্থই তাঁহার পুত্র হয়েন তাহা হইলে আমি স্বীয় পুত্রবধূ ইহাকে প্রদান করিব, নচেত আপনি ইহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবেন। মজাফরের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে তাহের বিচার পতিকে কহিল, 'মহাশয় ! আমিও পিতৃবাক্যে সম্মত আছি। কিন্তু যত দিন কোন সঠীক সংবাদ পাওয়া না যায় তত দিন উভয়কে স্বতন্ত্র থাকিতে হইবে।" কাজী কহিল,' ইহা বিচার সঙ্গত নহে, আমি একার্য্যে অনুমোদন করিতে পারি না। পতি পত্নীকে স্বতন্ত্র থাকিতে আদেশ প্রদান করা শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ। তোমরা অদ্যই মসুদ ভবনে দূত প্রেরণ কর। পশ্চাতে দূত প্রত্যাগমন করিলে সমুদায় সংবাদ জানিতে পারিব, এবং যুবক মসুদ পুত্র হইলে নিরাপদে স্বীয় ভার্য্যাকে লইয়া যথেচ্ছা গমন করিতে

পারিবে, অন্যথা আমার হস্ত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ লাভ পারিবে না।"

কাজীর এবাম্বধ অবিচার দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সপু্‌, মজাফর গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অবিলম্বে মসুদ ভবনে দূত প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর আবদুল্লাতনয় দেলেরা সন্নিধানে উপনীত হইয়া বিচারের বিষয় সবিশেষ বিবৃত করিল। যুবতী তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া আনন্দভরে কহিল, "স্বামীন্‌। আর ভয় নাই, দূত প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই আমরা এ স্থান হইতে বোখারা নগরে পলায়ন করিব। অনন্তর আমার বিবাহের যে যৌতুক আছে তদ্দ্বারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিব।" কৌলফও নিশাযোগে পলায়ন করাই যুক্তি সঙ্গত বোধ করিল। কিন্তু তাহাদের আশা পূর্ণ হওয়া দুষ্কর হইল। কারণ মজাফরের আদেশ ক্রমে প্রহরীগণ দিবা রাত্র অতি সতর্কভাবে রহিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া কৌলফ শত্রুপুরী পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অবিলম্বে মজাফর সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিল, "মহাশয়! আমি আর আপনার ভবনে থাকিব না। পত্নীর সহিত যথেচ্ছ স্থানে গমন করিব।"কিন্তু মজাফর কোন ক্রমেই তাহার বাক্যে সম্মত হইলেন না দেখিয়া কৌলফ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তদ্দণ্ডেই কাজীর সমীপে গমন করতঃ আত্ম অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। কাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবন্‌। কি নিমিত্ত তুমি এ প্রকার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছ?" আবদুল্লাতনয় কহিল, "মহাশয়! শত্রুর সহিত একত্রে বাস করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু পিতা সর্ব্বদা বলিতেন যে গৃহে শত্রু থাকিবে তথা হইতে পৃথক হইয়া বাস করা কর্ত্তব্য, আমার দয়িতারও এইরূপ অভিলাষ।" এই বাক্য শ্রবণ করিবা মাত্র তাহের আরক্ত লোচনে কহিল,"নির্লজ্জ! তুই কোন্‌ সাহসে সর্ব্ব সমক্ষে এরূপ কথা বলিলি! তোকে বিবাহ করিয়া পর্য্যন্ত যে রমণী নিরন্তর মনোদুঃখে ক্রন্দন করিতেছে সে আমার গৃহে থাকিতে চাহে না, তোর এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে।" কৌলফ তাহার বাক্য শ্রবণে কহিল, 'আমি পুনর্ব্বার সাহস পূর্ব্বক বলিতেছি যে দেলেরা আমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসে এবং তোমার গৃহে মুহূর্ত্তেকের জন্যও বাস করিতে চাহে না। যদি দেলেরা স্বয়ং এ কথা না বলে, তাহা হইলে আমি এই দণ্ডেই ভার্য্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া যাইব।"

তাহের উত্তর করিল, "বিচারপতে! আপনি সাক্ষী রহিলেন, আমি উহার বাক্যেই স্বীকৃত হইলাম। আপনি শীঘ্র দেলেরাকে সভাস্থলে

আনয়ন পূ ক তাহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করুন।” অনন্তর দানেস-মন্দ কাজী .দশ ক্রমে দেলেরাকে সভাস্থলে আনয়ন করিলে, বিচার-পতি তাঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, “সুন্দরি! পতিগৃহে বাস করিতে তোমার ‹ াষ আছে না স্বতন্ত্র বাস করিতে বাসনা কর? এবং পতি দ্বয়ে ধ্যে কোন পতি তোমার অধিক প্রিয়?” তাহের স্বীয়জন স্থির নিশ্ রিয়া কহিল, “প্রিয়ে! নির্ভয় হৃদয়ে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত কর। তচ্ছ্রবণে দেলেরা কাজীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “ধর্ম্মা-বতার! ২.ৎ আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করেন তবে যথার্থ বলিতেছি মসুদতনয়ই আমার সমধিক স্নেহের পাত্র। এক্ষণে আপনার অনুমতি পাইলেই আমরা স্থানান্তরে গমন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করি।” কাজী রমণীর এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সর্ব্ব সমক্ষে যুবককে সত্যবাদী বলিয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তাহের পত্নীর এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “রে বিশ্বাস ঘাতীনি! তুই কাল সর্পিণীর ন্যায় আমাকে দংশন করিলি! হায়! এক রজনীর মধ্যেই কি তোর মন এত-দূর পরিবর্ত্তিত হইল!” তখন কাজী তাহেরকে বৃথা বিলাপ করিতে নিষেধ করিয়া কৌলফ ও দেলেরাকে যথেচ্ছ স্থানে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তচ্ছ্রবণে তাহের বিচারপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “মহাশয়! এই কি আপনার ন্যায়ানুগত বিচার! ও ব্যক্তি যথার্থ মসুদতনয় কি না তাহা অবধারণ না করিয়াই আপনি উহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন?” কাজী উত্তর করিল, “মজাফরতনয়! যদি যুবক প্রতারণা করিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহার জীবন নষ্ট করিব।” তাহের কহিল, “মহাশয়! উহার কি প্রাণের ভয় নাই? দূত প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই উহারা এদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিবে। এবং সেই অভিপ্রায়েই উভয়ে স্থানান্তরে বাস করিবার অভিলাষ করিয়াছে।” বিচারপতি বলিল, “সে জন্য তোমার চিন্তা নাই, উহারা যে স্থানে বাস করিবে তাহার চতুর্দ্দিক আমি সতর্ক শমনসদৃশ প্রহরীগণে পরিবেষ্টিত রাখিব।”

এ দিকে কৌলফ কাজীর আদেশানুসারে দেলেরার সহিত মজাফরের ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটী পান্থশালায় গিয়া বাসা করিল। এবং দেলে-রার বিবাহ প্রাপ্ত যৌতুক দ্বারা দাসদাসী ক্রয় করিয়া সুখে দিনযাপন করিতে লাগিল। পাছে তাহাদিগের প্রবঞ্চনা প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে যদিও তাহারা অতিশয় সাবধানে রহিল তথাপি কালক্রমে তাহাদের বিষয় সমস্ত নগরী

মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন কৌলফকে ভাগ্যবন্ত বে অনেকেই তদ্দর্শন মানসে তথায় আসিতে লাগিল। এক দিবস এক কু মনোহর পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক কৌলফ সন্নিধানে আগমন কা পাপনাকে রাজকর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দিয়া ক'হলেন, "যুবন্! ত তোমাদের শুভদ্দেশে এখানে আগমন করিয়াছি। ঈশ্বর তোমাদের উভয়ে সুখীকরেন এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।" কৌলফ ও দেলেরা তাঁহার ক্য বিশ্বাস করিয়া তৎসমভিব্যাহারে বিবিধ বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইল। লেরা সেই সময় স্বীয় অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলে রাজকর্ম্মচারী তাহার অ . রূপ মুখশ্রী দর্শনে অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৌলফকে কহিলেন, "যুবন্! তুমিই দেলেরার যোগ্যপাত্র। এরূপ অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী রমণী কোন ক্রমেই তাহেরের উপযুক্ত নহে।" অতঃপর সকলে নানাবিধ সুমিষ্ট দ্রব্য ভোজন ও সুগন্ধি বারি পান করিল। ভোজনান্তে পরিচারিকাগণ সকলকেই সুস্বাদু সুরা প্রদান করিল। দেলেরা সুরাপানে অতিশয় উল্লাসিতা হইয়া বংশী বাদনপূর্ব্বক সুললিত স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সুমধুর কণ্ঠধ্বনী শ্রবণে রাজকর্ম্মচারীর মন একেবারে বিমোহিত হইল। তদনন্তর মির্জ্জানভূপতি কৌলফকে দেশান্তর গমনের আদেশ প্রদান করিলে, দেলেরা তৎসম্বন্ধে যে একটী খেদসূচক গীত রচনা করিয়াছিল, সেই গানটী গাইতে আরম্ভ করিল। ঐ গানটী শুনিবামাত্র কৌলফের নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজকর্ম্মচারী সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "কৌলফ! তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ?" কৌলফ কহিল, "মহাশয়! সে সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে যখন তৎপ্রতিকারের কোন সম্ভাবনা নাই তখন অনর্থক তাহা বলিয়া কি হইবে। কেবল ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সমুদায় যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি তাহাই স্মৃতি পথে উদিত হইয়া আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রদান করিবে।"

রাজকর্ম্মচারী আবদুল্লানন্দনের এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে পরিতৃপ্ত না হইয়া কহিলেন, "যুবন্! আমি যখন তোমাদিগের শুভদ্দেশেই এখানে আগমন করিয়াছি তখন আমার নিটক আত্ম বিবরণ বর্ণনে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইও না।" কৌলফ রাজকর্ম্মচারীর এবম্বিধ নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে অগত্যা তৎসমীপে আপনাদিগের সমুদায় পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিল, "মহাশয়! আমি বাস্তবিক মসুদতনয় নহি, কেবল দেলেরাকে লাভ করিবার জন্যই এরূপ মিথ্যা পরিচয় প্রদান করিয়াছি। আমার বাক্য সত্য কি না ইহা অবগত হইবার জন্য মজাকর কোজণ্ডী নগরে দূত প্রেরণ করিয়া

ছেন এবং স্ত্রী আমাদিগকে শমন সদৃশ প্রহরীগণে পরিবেষ্টিত রাখিয়াছে। আর তিন দিবসের মধ্যেই দূত এস্থানে প্রত্যাগমন করিবে। তখন আ আমার প্রতারণা অপ্রকাশ থাকিবে না, সুতরাং তজ্জন্য আমার প্রাণদণ্ড হইবে। প্রাণ পরিত্যাগ করিতে আমি অনুমাত্র দুঃখিত নহি, কিন্তু প্রাণপরিত্যাগ করিবার সময় যে দুর্ব্বিসহ-বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ করিতে হইবে তদ্বিষয় চিন্তা করিযাই আমি যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি। কিছুতেই চিত্তকে সান্ত্বনা করিতে পারিতেছি না।" কৌলফ ও দেলেরার এবম্বিধ অবস্থা দর্শনে রাজকর্ম্মচারী সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "তোমাদের দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় এরূপ বিদীর্ণ হইতেছে যে, ক্ষমতা থাকিলে আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমাদের দুঃখাগ্নি নির্ব্বাণ করিতাম। কিন্তু বিচারপতি স্বভাবতঃ অতিশয় নির্দ্দয়, বিশেষতঃ প্রতারকের প্রতি তাঁহার অনুমাত্র দয়ার সঞ্চার হয় না। অতএব তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করা নিতান্ত দুষ্কর। এক্ষণে এব ঈশ্বরই তোমাদিগের আশ্রয়স্থল অতএব সর্ব্বান্তঃকরণে কেবল নির্মি আরাধনা কর। তিনি ব্যতীত এই বিপদজাল হইতে উদ্ধার আর কাহার সামর্থ নাই।" অনন্তর রাজকর্ম্মচারী তাহাদিগকে এবম্প্রকারে বহুবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

তখন দেলেরা কৌলফকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "স্বামীন্! এই পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যাহারা স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত আত্মীয় ভাবে অপরের মনোগত ভাব অবগত হইয়া থাকে, বোধ হয় ঐ ব্যক্তিও সেই ভাবে আমাদের সমস্ত গুপ্ত কথা জানিয়া গেল।" কৌলফ কহিল, "ও ব্যক্তির আকার প্রকার দেখিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, উনি অবশ্যই ভদ্রলোক হইবেন। আমাদের এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায়ান্তর নাই দেখিয়া উনি আমাদিগকে ঈশ্বর আরাধনা করিতে পরামর্শ দিলেন বলিয়া উঁহাকে কদাচ অভদ্র বলা যায় না। বাস্তবিকও পরম পিতা পরমেশ্বর কৃপা না করিলে আমরা কোন বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারি না।" এবম্বিধ বিবিধ চিন্তায় তাহারা দুই দিবস ও দুই রাত্র অতিবাহিত করিল কিন্তু পলায়নের কোন সুবিধা দেখিতে পাইল না। অবশেষ উৎকোচ প্রদানে প্রহরীদিগকে বশীভূত করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিল কিন্তু তদ্বিষয়েও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

এইরূপে পঞ্চদশ দিবস অতীত হইল। ষোড়শ দিবসে দূত নিশ্চয়ই

স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহাদের প্রতারণার বিষয় ( ) র করিবে এই চিন্তা করিয়া প্রণয়ীযুগল অতিশয় ম্রিয়মাণ হই অনন্তর কৌলফ প্রাণের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি কাতরস্ব কহিল, "প্রিয়ে! অদ্য শমন আমার নিকটবর্ত্তী, অনতিবিলম্বেই কাজ আদেশ ক্রমে আমার মস্তকচ্ছেদন হইবে। অতএব এই আমার ( ) য দেখা. আমার নয়ন যুগল আর কখন ত্বদীয় মুখারবিন্দ নিরীক্ষণে : মর্থ হইবে না। এক্ষণে আমার সানুনয় প্রার্থনা এই যে তুমি সময়ে সময়ে এ হতভাগ্যকে স্মরণ করিও।" দেলেরা কৌলফের এবম্ভূত কাতরোক্তি শ্রবণে অতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিল, "জীবিত নাথ! পতিই যখন কুলকামিনীগণের একমাত্র আশ্রয় স্থল তখন পতিহীনা হইয়া জীবন ধারণ করাপেক্ষা এ হতভাগিনীর পক্ষেও মৃত্যু শ্রেয়স্কর। অতএব যদ্যপি আপনি জীবন পরিত্যাগ করেন আমিও নিশ্চয়ই অ[illegible]র অনুসরণ করিব। এবং দুরাত্মা তাহেরের সমক্ষে আপনার চিতানলে[illegible]বিশ[illegible]ন বিসর্জ্জন দিয়া প্রকৃত প্রণয়ের পরিচয় প্রদান করিব। [illegible]লেন। আমিই যখন এই সমস্ত অনর্থের মূল, আমার জন্যই যখন আ[illegible] প্রতারণা বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন অগ্রে আমারই প্রা[illegible] কর্[illegible] উচিত। অতএব চলুন আমরা উভয়েই কাজীর সমীপে [illegible] কহিত হইয়া স্ব স্ব প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই দুর্ব্বিসহযন্ত্রণা হইতে মু[illegible]ভ করি।"

উভয়ে এইরূপ তর্ক বিতর্ক হইতেছে এমন সময় দ্বারদেশের সন্নিকটে ভয়ানক জনরব উঠিল। তচ্ছ্রবণে উভয়েই সত্বর বাতায়ন সন্নিধানে গিয়া দেখিল কাজী ও তাহের বহুসংখ্যক লোকজন সমভিব্যাহারে তাহাদের গৃহাভিমুখে আগমন করিতেছেন। তদ্দর্শনে বৈরকনন্দিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইল। কৌলফ প্রণয়িনীকে তদবস্থ দেখিয়াও অগত্যা কাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইল। অনন্তর কাজী কৌলফের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "যুবন্! অদ্য তোমার পিতার নিকট হইতে দূত প্রত্যাগত হইয়াছে এবং তুমি যে যথার্থ মসুদ-তনয় দূত প্রমুখাৎ তত্তাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার সমুদায় ভ্রম দূর হইয়াছে। এক্ষণে অনভিজ্ঞতা বশতঃ তোমাকে যে কঠিন শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তাহেরও কহিল, "যুবন্! অদ্যাবধি আমার দেলেরা তোমার হইল। তুমি এক্ষণে তোমার পিতৃ প্রদত্ত সমুদায় বহু মূল্য রত্নাদি গ্রহণ পূর্ব্বক দেলেরা সমভিব্যাহারে যথা ইচ্ছা গমন কর।" আবদুল্লানন্দন এবম্বিধ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল "হয়তো

উঁহারা ও
হয়তো উ
এবম্প্রকা
এক জন
প্রদান ক
অধিপতি
রহিয়াছেন
ব্যাহারে ত
কোন উত্তর
নিম্নলিখিত
"প্রেন
পর্য্যন্ত অ
সন্তাপাগ্নি অদ্য মোজাফর-
দূত প্রমুখা ও হইয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করি-
লাম, এব বিশ্বাসী ভৃত্য বলিয়া তৎসমভিব্যাহারে চত্বা-
পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া নানাবিধ দ্রব্যাদি তোমার নিকট প্রেরণ
করিলাম। তুমি তত্তাবৎ গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর তোমার কুশল সংবাদ প্রেরণ
করিয়া আমাদিগের চিন্তানল নির্ব্বাণ করিবে। অধিক কি লিখিব, ইতি।"

কৌলফের পত্র পাঠ শেষ হইতে না হইতেই ভারবাহী চত্বারিংশৎ উষ্ট্র প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল দেখিয়া জওহর কহিল, "প্রভো! এই সকল দ্রব্য কোন স্থানে রাখিতে হইবে অনুমতি করুন।" কৌলফ যদিও এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল তথাচ অতি-কষ্টে মানসিক ভাব গোপন করিয়া উক্ত দ্রব্যগুলি গৃহ মধ্যে রাখিতে আদেশ করিল।

অনন্তর আবদুল্লাতনয় জওহরকে দেশীয় সকলের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। জওহর কহিল, "প্রভো! দেশের সমুদায় কুশল, কেবল আপনার জনকজননী ত্বদীয় অদর্শনে অতিশয় কাতর হইয়াছেন, এবং আপনাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য আমায় আদেশ প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর কাজী, মজাফর ও তাহের প্রহরীগণের সহিত যুবককে অভিবাদন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

তদনন্তর কৌলফ প্রণয়িনী সন্নিধানে উপনীত হইয়া আমূলক সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করতঃ সাধুপ্রেরিত পত্র খানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। দেলেরা লিপি খানি পাঠ হর্ষভরে ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান

আমাদের

কমরুদ্দীন

নিশ্চয়ই

রিবেন।

সমুচিত

সাধুপুত্র

াত্রিকালে

ত পারিব,

নহি।"

হাদের পূর্ব্ব

শুনিলাম

া যে তুমি

...র নিকট স্বীয় সত্য ... য় জানিতে
ইচ্ছা করি।" কৌলফ কহিল, "মহাশয়! ... ই গোপন
করি নাই। আমি বাস্তবিক মসুদতনয় নহি এ... য কোন
স্থানে তাহাও আমি জানি না। ডামাস নগরী আমার জন্মভূমি ...
দিবস হইল আমি পিতৃহীন হইয়াছি।" রাজকর্ম্মচারী কহিলেন, "যুবন্! তুমি
এখনও আমার নিকট আত্মপরিচয় গোপন করিতেছ। যেহেতু তুমি মসুদতনয়
না হইলে তিনি কখনই এ সকল দ্রব্যাদি তোমাকে প্রেরণ করিতেন না।"
আবদুল্লাতনয় কহিল, "মহাশয়! আমি আপনার নিকট কিছুই গোপন
করি নাই। বোধ হয় মসুদতনয় কমরুদ্দীন এই নগরী মধ্যেই বাস করিতেছেন
এবং তদীয় পিতা ভ্রম বশতঃ এই সমস্ত দ্রব্য আমার নিকট প্রেরণ করিয়া
থাকিবেন।" তচ্ছ্রবণে রাজকর্ম্মচারী কহিলেন, "ইহাও সম্ভব পর বটে,
অতএব অদ্য রজনীযোগেই তোমাদের এ স্থান হইতে পলায়ন করা কর্ত্তব্য।"
যুবক কহিল, "মহাশয়! আমরাও তাহাই স্থির করিয়াছি। কিন্তু দিবসের
মধ্যে কাজী এ বিষয় অবগত হইলে নিশ্চয়ই আমার প্রাণদণ্ড হইবে।"
রাজকর্ম্মচারী কহিলেন, "যুবন্! তজ্জন্য চিন্তা করিও না, ঈশ্বরেচ্ছায়
যখন তুমি একবার মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছ তখন আর
তোমার কোন ভয় নাই।" রাজকর্ম্মচারী এবম্প্রকারে কৌলফকে সান্ত্বনা
করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৎপরে প্রণয়ীদ্বয় পলায়ন করিবার সমুদায় আয়োজন করিতেছে, এমন
সময় দ্বারদেশে ভয়ানক কলরব শুনিতে পাইল। এবং দেখিতে দেখিতে
কতিপয় অশ্বারোহীও প্রাঙ্গণে আসিয়া ... হইল। প্রথমতঃ তাহা-

দিগকে [illegible] মাত্র তাহাদিগকে কাজী প্রেরিত দূত বোধে উভয়েই কম্পিত কলেবর [illegible] কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাহাদের সে সন্দেহ দূরীভূত হইল। যেহেতু [illegible] তি কৌলফকে দেখিবামাত্র অশ্ব হইতে অবরোহণপূর্ব্বক তৎসন্নিধানে [illegible] য়া কহিল, "মহাশয়! মহারাজ যদিও আপনাদিগের সমুদায় ইতিবৃত্ত [illegible] বগত হইয়াছেন তথাপি তিনি আপনার প্রমুখাৎ উহা পুনর্ব্বার শ্রব[illegible] করিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছেন, অতএব সত্বর রাজবাটী গমন করত: তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইবে।" কৌলফ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজাদেশ অবহেলন করা অনুচিত বোধে অগত্যা সেনাপতির প্রস্তাবে সম্মত হইল; এবং উত্তমপরিচ্ছদাদি পরিধান পূর্ব্বক বহির্দ্দেশে উপস্থিত হইয়া দেখিল, একটী অশ্ব বহুবিধ রত্নে সুসজ্জিত হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি সেই অশ্বেই আরূঢ় হইয়া অতি দ্রুতবেগে রাজপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সভাসদ্‌গণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে তাঁ[illegible] নৃপতির নিকট লইয়া গেলেন। ভূপতি তৎকালে চারুকার্য্যে সুশোভিত [illegible] হ মধ্যে বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক এক খানি অপূর্ব্ব গজ[illegible] ত সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

যুবক [illegible] নাকে স্বদে[illegible] খানে আনীত হইলে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহাকে প্রণিপা[illegible] করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিল। তদ্দর্শনে নরনা[illegible] সমস্ত হইয়া কহিলেন, "মসুদতনয়! লোকমুখে শুনিলাম যে, ত্বদীয় জীব[illegible] অতিশয় আশ্চর্য্যজনক, অতএব তত্তাবৎ যথাযথ বর্ণন করতঃ আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর।" যুবক ভূপতির স্বর শুনিবামাত্র তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, তিনিই পূর্ব্বে তাঁহার নিকট রাজকর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয়প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে রাজার এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে কৌলফ সাতিশয় ভীত হইয়া মনেঃ ভাবিতে লাগিল, "রাজার নিকট সমুদায় বিবরণ প্রকাশ করিয়া আমি কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি। হয়তো ভূপতি এই মুহূর্ত্তেই আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিবেন।" অতঃপর যুবক মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে নৃপতির পদধারণপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া ভূপতি তাহার করধারণপূর্ব্বক পদতল হইতে উঠাইয়া গৃহান্তরে লইয়া গিয়া কহিলেন, "আবদুল্লাতনয়! তোমার আর ভয় নাই। তুমি এক্ষণে সমস্ত বিপদজাল হইতে মুক্ত হইয়াছ। দেলেয়ার সহিত আর তোমার বিচ্ছেদ ঘটিবে না। অদ্যাবধি উভয়ে আমার পুরী মধ্যে সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন কর। পত্নীর প্রতি তোমার সাতিশয় অনুরক্তির কথা শ্রবণ করিয়া তদ্দর্শন মানসে আমিই প্রচ্ছন্ন বেশে তোমাদের নিকট গমন করিয়াছিলাম, এবং তোমাদিগকে দেখিবামাত্র আমার

মনোমধ্যে অনির্ব্বচনীয় স্নেহের উদ্রেক হইয়াছিল। বিশেষতঃ অকপট-হৃদয়ে আমার নিকট তোমাদিগের যথার্থ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলে তজ্জন্য তোমাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম। পরে কৌশলক্রমে তোমার উদ্ধার সাধন করিয়াছি। কোজণ্ডীনগর হইতে দূত প্রত্যাগত হইলে তোমার বিষম বিপ সংঘটন হইবে ভাবিয়া আমিই ভৃত্য দ্বারা পথিমধ্যে দূতকে আমার পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে শিক্ষা দিয়াছিলাম। সেই নিমিত্তই দূত মোজাফর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া উক্তরূপ মিথ্যা বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছিল। এক্ষণে আমার সমুদায় অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। অতএব তুমি অদ্যই দেলেরাকে সমান ব্যবহারে লইয়া রাজভবনে আগমন কর।" অসবেক ভূপতির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে কৌলক সাতিশয় প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ দেলেরাকে আনয়নপূর্ব্বক পরম-সুখস্বচ্ছন্দে রাজপুরীমধ্যে বাস করিতে লাগিল।

অনন্তর নরপতির আদেশক্রমে এক জন বহুবিদ ...রদ-পণ্ডিত তাহাদের সমস্ত প্রণয় বৃত্তান্ত স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখি...

রাজকুমারীর মন্তব্য।

ধাত্রী এইরূপে কৌলফ ও দেলেরার বৃত্তান্ত স... মৌনভাবে দণ্ডায়মানা হইলে ফরোখনাজ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা ক...লেন, "সখীগণ! মির্জ্জানভূপতি কর্ত্তৃক দূরীভূত হইয়াই যখন ...হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, ক্ষণমাত্রও দেলেরার জন্য অপেক্ষা ...রেন নাই, তখন কোন ক্রমেই তাঁহাকে যথার্থ প্রেমিক বলা যাইতে পারে না। যেহেতু প্রেমিকগণ কখন জীবন সত্বে স্ব স্ব প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করেন না। এবং অর্থাভাবে জীবন বিনষ্ট হইলেও কখন তাঁহারা লোভ পরতন্ত্র হইয়া অন্যস্ত্রীর পাণিগ্রহণে সম্মত হয়েন না। কিন্তু কৌলফ তাহাও করিয়াছিলেন। এবং শুভাদৃষ্ট বশতঃ দেলেরার সহিত তাঁহার পুনর্মিলন হইলেও তিনি তৎপরদিবস তাঁহাকে পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। বোধ হয় রমণী-রত্ন দেলেরা তাঁহার চরণধারণপূর্ব্বক অতিশয় ক্রন্দন না করিলে তিনি তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। অতএব কৌলফকে কোন প্রকারেই নির্দ্দোষী এবং যথার্থ প্রেমিক বলা যাইতে পারে না।"

কাত্তিমা রাজকন্যার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে কহিল, "সুন্দরি! আপনি যাহা যাহা কহিলেন তৎসমুদায়ই সত্য; কিন্তু আমি আর একটী মনোহর গল্প বলিতে বাসনা করি, তচ্ছ্রবণে আপনি নিশ্চয়ই পুরুষের প্রতি অনুরক্তা হইবেন। রাজতনয়া তদ্বিষয়ে সম্মতিপ্রদান করিলে ধাত্রী রাজপুত্র কালেফের ইতিবৃত্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইল।

যবরাজ কালেফের ইতিবৃত্ত।

অতি পূর্ব্বকালে আস্ত্রাকান প্রদেশে তৈমুর নামে এক মহাপরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। তিনি দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সমস্ত সদ্গুণের আধারস্বরূপ ছিলেন বলিয়া বিধাতা স্বল্প কাল মধ্যেই তাঁহাকে একটী পুত্র রত্ন প্রদান করেন। নরপতি যথা সময়ে পুত্রের নাম কালেফ রাখিলেন। রাজকুমার শৌর্য্য, বীর্য্য এবং সৌন্দর্য্যে তাৎকালিক রাজতনয়গণের অগ্রগণ্য ছিলেন। এবং ইংরাজী, ফরাশী, জর্ম্ম্যান,গ্রীক,ইটালিক প্রভৃতি নানা দেশীয় ভাষায় এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে তিনি বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে কালেফ ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বীরগণের অগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন। পিতৃ রাজ্যে কখন কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করিয়া সমরভূমে অবতীর্ণ হইতেন এবং অবিলম্বেই জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। এইরূপে চারিদিকেই তাঁহার জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইতে লাগিল দেখিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ ভূপতিগণ কালেফের শৌর্য্যবীর্য্যে মহা ভীত হইয়া অচিরেই তাঁহার পিতার শরণাপন্ন হইলেন। এইরূপে স্বরাজ্য মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইলে, একদা কার্জ্জম-রাজের নিকট হইতে এক জন দূত আসিয়া ভূপতিকে কহিল, "নরনাথ! আমি কার্জ্জম-রাজ প্রেরিত দূত। প্রভু আপনার নিকট বার্ষিক কর ধার্য্য করিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন,এবং বলিয়াছেন যে,তাঁহার আদেশে কিঞ্চিন্মাত্র উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে তিনি দুই লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আপনার রাজ্য ঐশ্বর্য্য এবং অবশেষে ত্বদীয় জীবন পর্য্যন্ত স্বীয় করকবলিত করিবেন।" আস্ত্রাকান-ভূপতি দূত প্রমুখাৎ এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় পুত্র এবং সচিবদিগকে ইহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর কালেফ ও অধিকাংশ অমাত্য যুদ্ধ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন। সুতরাং ভূপতি দূতের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। তখন দূত স্বীয় প্রভুর নিকট গমন করিয়া সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিল।

এদিকে নরনাথ তৈমুর নিকটবর্ত্তী অন্যান্য ভূপতিগণের নিকট দূত প্রেরণ দ্বারা তাঁহাদিগকে কার্জ্জম-ভূপতির অভিপ্রায় অবগত করাইলে তাঁহারা সকলেই তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এমন কি প্রবল পরাক্রান্ত সার্কেসিয়ান জাতিদিগের জমীদার পর্য্যন্তও অর্দ্ধ লক্ষ্য সৈন্য প্রদানে তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মহা-

রাজ তৈমুর এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া চারিদিক হইতে সৈন্য সংগ্রহ করতঃ যুদ্ধের নিমিত্ত নানাবিধ আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ওদিকে কার্জ্জম-অধিপতি দূত প্রমুখাৎ সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ দুইলক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। তৎপরে তিনি স্বয়ং সেনাপতির পদ গ্রহণপূর্ব্বক কোজণ্ডী দেশীয় নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া নানা দেশ, দ্বীপ, পর্ব্বত ও নদী অতিক্রম করতঃ অবশেষে আইলাক ও সিগালাক নামক দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে সেই সকল স্থান হইতে সৈন্যদিগের আহারের নিমিত্ত প্রচুর খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া অবিলম্বে সমরক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কার্জ্জম ভূপতির সহিত যুবরাজ কালেফ সংগ্রাম করিতেছেন।
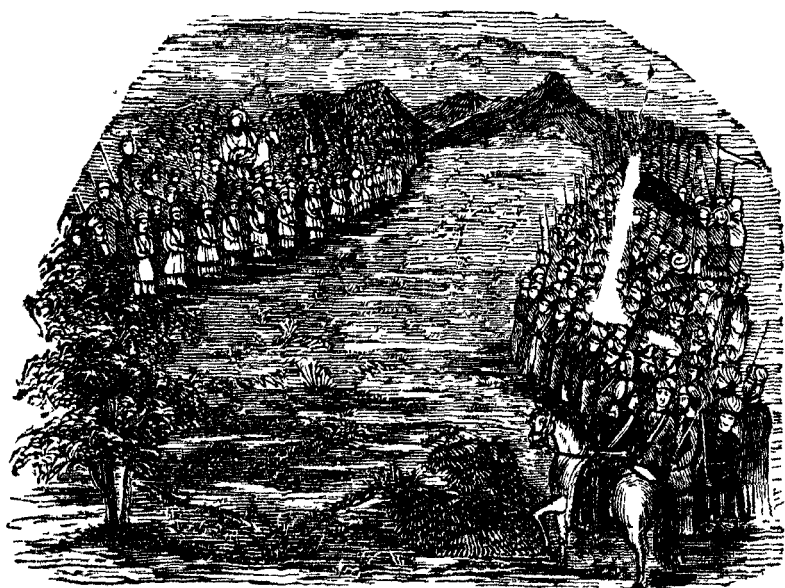
কালেফ এই সংবাদ শুনিবামাত্র সত্বর অধীন ও মিত্ররাজাগণের সহিত মিলিত হইয়া স্বয়ং সেনাপতির পদগ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। অনন্তর জঙ্গখণ্ড নামক স্থানে উভয় পক্ষীয় সেনা সম্মুখীন হইলে তিনি যুদ্ধার্থ সৈন্যগণকে সজ্জিত করিলেন। উভয়পক্ষীয় সৈন্যই সংখ্যায় এবং রণদক্ষতায় সমতুল্য ছিল। সুতরাং অতি প্রভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইলেও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষই সমভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল। যদিও মধ্যে২ কার্জ্জমনরপতি সৈন্য দিগের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের উৎসাহবর্দ্ধন ও আত্ম বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এবং যুবরাজ কালেফ সময়ে২ অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক স্ব সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিজয় লক্ষ্মী কে

কোন্‌পক্ষ অবলম্বন করিবেন তাহা স্থিরনিশ্চয় করা কঠিন হইল। যেহেতু কখন কালেফের কখন বা কার্জ্জমনাথের জয়চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। ক্রমে রজনী সমাগতা হইল। তখন সৈন্যদিগের মধ্যে শত্রুমিত্র নির্ব্বাচন করা দুরূহ হইল। সুতরাং উভয়পক্ষীয় সেনাপতিই সেই দিবসের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিলেন। পর দিবস প্রত্যূষে পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে এইরূপ স্থির হইল কিন্তু সার্কেসিয়ান সৈন্যদিগের অধ্যক্ষ রজনীযোগে কার্জ্জমশিবিরে প্রবেশ করিয়া নরপতিকে কহিলেন,"মহারাজ! আপনি কখনই সার্কেসিয়ানজাতিদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন না এরূপ প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই কালেফের পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করি।" সুলতান ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া তদ্বিষয়ে স্বীকৃত হইলে সার্কেসিয়ান-সেনাপতি তদ্দণ্ডেই স্বীয় সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া সার্কেসিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যুবরাজ কালেফ যদিও সার্কেসিয়ানদিগের এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় অতিশয় দুঃখিত এবং হীন সাহস হইয়া পড়িলেন, এবং ক্রমে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল. তথাপি তিনি সমরে দৃঢ়ীভূত রহিলেন। কিন্তু ক্ষণ কাল মধ্যেই বিপক্ষ সেনাগণ প্রবলবেগে চারিদিক আক্রমণ করিয়া অভেদ্য ব্যূহ রচনা করিল দেখিয়া কালেফ আর যুদ্ধ করা নিষ্ফল বিবেচনায় ব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়নে তৎপর হইলেন। তদ্দর্শনে কার্জ্জমেশ্বর যুবরাজকে ধরিবার জন্য তৎপশ্চাৎ ছয় সহস্র সুদক্ষ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু যুবরাজ অতি চতুরতার সহিত তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের অগোচর হইলেন দেখিয়া নরপতি যৎপরোনাস্তি ভীত এবং দুঃখিত হইলেন।

এদিকে বৃদ্ধভূপতি তৈমুর পুত্র প্রমুখাৎ এতাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণে হতাশ্বাস হইয়া বিবিধ প্রকার চিন্তা করিতেছেন এমন সময় দূত আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করিল,"মহারাজ! বিপক্ষগণ রাজপুরী লুণ্ঠন, মহারাজের সবংশে নিধন এবং প্রজাবর্গের বশ্যতা সম্পাদনের নিমিত্ত রাজধানী অভিমুখে আগমন করিতেছে।" ভূপতি এই সংবাদ শুনিবামাত্র "পূর্ব্বে কেন কর প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলাম" বলিয়া বিস্তর অনুতাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অসময়ে অনুতাপ করিলে আর কি হইবে এই ভাবিয়া তৈমুর ভূপতি সপরিবারে দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তর গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর কিঞ্চিৎ বহুমূল্য দ্রব্য এবং কতিপয় প্রভুভক্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর তাঁহারা কোন সদাশয় নৃপতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করণাভিপ্রায়ে বলগেরিয়া দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দিবস ক্রমাগত গমন করিবার পর অবশেষে তাঁহারা ককেসস পর্ব্বত সন্নিধানে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। তৎকালে উক্ত পর্ব্বতে কতক গুলি দস্যু বাস করিত, পথিকদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া জীবনধারণ করাই ঐ দুরাত্মাদিগের একমাত্র উপজীবিকা ছিল। একদা তৈমুরভূপতির যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ মানসে অন্যূন চারি সহস্র দস্যু আসিয়া তাঁহার সৈন্যসামন্তদিগকে আক্রমণ করিল। সৈন্যগণ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া অনেক দস্যুর প্রাণ বধ করিল বটে কিন্তু অবশেষে হীনবল হইয়া একে একে জীবন পরিত্যাগ করিল। নরাধমেরা এই সুযোগে রাজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিল, কিন্তু রাজা রাণী ও যুবরাজের প্রাণ বিনাশ করিল না।

এইরূপ বিপদ্‌জালে পতিত হইয়া এবং স্বসৈন্যগণের দুরবস্থা দর্শন করিয়া ভূপতি অতি কাতরস্বরে স্বীয় মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন এবং রাজ্ঞী পরিতাপতপ্তহৃদয়ে এরূপ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহার আর্ত্তনাদে সমস্ত পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু যুবরাজ কালেফ এই ভয়ানক বিপদ জালে পতিত হইয়াও অনুমাত্র কাতর হইলেন না। বরং তিনি বহুবিধ শাস্ত্রপাঠে যে জ্ঞানরত্ন লাভ করিয়াছিলেন তাহারই প্রভাবে পিতামাতাকে নানামতে বুঝাইয়া কহিলেন, "পিতঃ! ঈশ্বরেচ্ছায় যখন আমাদিগকে একপ বিপদে পতিত হইতে হইয়াছে এবং তদ্বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করা যখন মানবের সাধ্যায়ত্ব নহে এবং সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ডই যখন তাঁহার এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে তখন তজ্জন্য বৃথা দুঃখে কালাতিপাত করা কর্ত্তব্য নহে। এবং আমাদিগের পূর্ব্বেও যখন অনেক প্রতাপশালী নরপতি আমাদিগের ন্যায় রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনবাস ব্রত অবলম্বন করিয়া পরিশেষে স্বরাজ্য অধিকারে সমর্থ হইয়া অতুল সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন, এবং যে জগৎপিতা জগদীশ্বরের ইচ্ছায় রাজসিংহাসন এবং রাজছত্র শত্রুহস্তে নিপতিত হয় তাঁহারই করুণাবলে যখন উহা পুনরায় হস্তগত হইতে পারে তখন সেই অনাদিনাথ জগৎপিতাকে একাগ্রচিত্তে আরাধনা করিলে আমরাও অবশ্য স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারিব। অতএব আপনারা বৃথা চিন্তায় শরীর ক্ষয় না করিয়া এই সকল বিপদ তুচ্ছজ্ঞান করতঃ সেই অনাদিনাথের সন্তোষ সাধনে যত্নবান হউন।"

যুবরাজের এবম্বিধ প্রবোধ বাক্যে নরনাথ কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি যাহা কহিলে সমস্তই সত্য, অর্থাৎ বিধাতা যাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন তাহা খণ্ডন করা আমাদিগের সাধ্য নহে। অতএব অদ্যাবধি আমরা সকল প্রকার অবস্থাতেই তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট থাকি, কিছুতেই অসন্তোষ বা বিরক্তি প্রকাশ করিব না।" ভূপতি এবম্প্রকার সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া মহিষী ও যুবরাজকে সঙ্গে লইয়া

পদব্রজেই গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে কিছুই খাদ্যদ্রব্যাদি ছিল না, সুতরাং স্বভাব জাত বন্য ফলমূলই তাঁহাদের প্রধান জীবনোপায় হইল। এইরূপে কিয়দ্দিবস ভ্রমণ করিবার পর অবশেষে তাঁহারা এক বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই অগ্নিকণা সদৃশী বালুকাময় প্রদেশে ফলমূলাদি কিছুই পাওয়া গেল না। সুতরাং নরপতি অনাহার এবং বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত চলিতে অক্ষম হইলেন, রাজ্ঞীও স্বভাব সুলভ কোমলতা বশতঃ আর চলিতে পারিলেন না। কালেফ যদিও পথশ্রান্তিপ্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন তথাপি তিনি মধ্যে মধ্যে স্বীয় জনক জননীকে কক্ষে করিয়া বহন করিতে লাগিলেন।
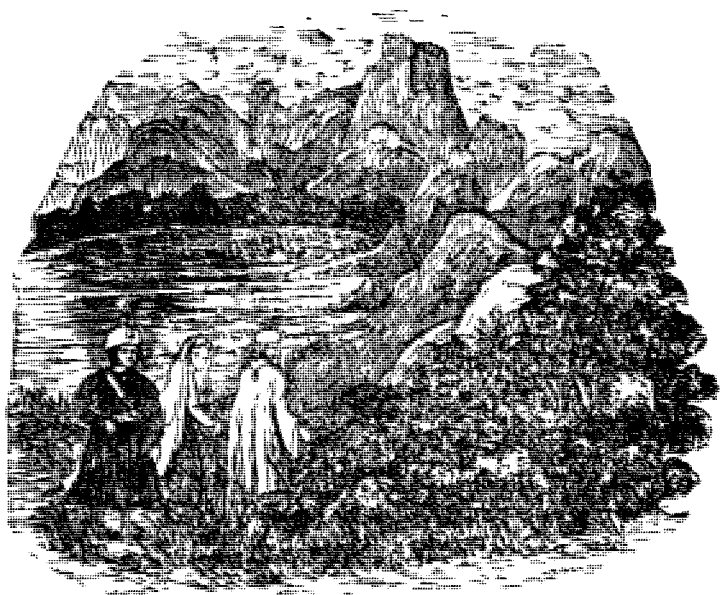
রাজা, রাণী এবং রাজপুত্র একটী অত্যুচ্চ গিরি সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া চিন্তা করিতেছেন।

এইরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া অবশেষে তাঁহারা একটী অত্যুচ্চ গিরি সমীপে উপনীত হইলেন। ঐ পর্ব্বতের অপর পারে একটী সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর ছিল। কিন্তু গিরি শিখরের উচ্চতা ও গিরি গহ্বরের গভীরতা দর্শনে এবং পর্ব্বত মালা অতিক্রম করিয়া তাহার পর পারে যাইবার কোন পথ নাই দেখিয়া সকলেই অতিশয় ভীত হইলেন। বিশেষতঃ রাজ্ঞী এই সমস্ত দর্শনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ভূপতি আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কালেফকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! এরূপ কষ্ট সহ্য করিয়া জীবন ধারণ করাপেক্ষা

মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, অতএব আমি এই মুহূর্ত্তেই এই ভয়ানক গিরি গহ্বরে ঝাঁপ দিয়া স্বীয় জীবন বিনষ্ট করতঃ সমুদায় দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব।"

ভূপতি এবম্প্রকারে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে২ গিরিগহ্বর মধ্যে পতিত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় যুবরাজ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "পিতঃ! আপনি কি নিমিত্ত এরূপ অস্বাভাবিক মৃত্যু কামনা করিয়া স্বীয় মানসিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতেছেন? এবং মানবগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মহত্যা করিলে লোকান্তরে তাহারা যে নিরয়গামী হয় ইহা কি আপনি জ্ঞাত নহেন? আমরা বিষম বিপদে পতিত হইয়াছি সত্য বটে, কিন্তু তজ্জন্য এরূপ সময়ে নিতান্ত অধীর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু সহিষ্ণুতা অবলম্বনই বিপদুদ্ধারের প্রধান উপায় জানিবেন। অতএব আপনারা চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক কিয়ৎকাল এই স্থানে অবস্থান করুন, আমি পথের অন্বেষণে চলিলাম, সত্বর প্রত্যাগমন করিব।" নরপতি কালেফের এবম্বিধ প্রবোধ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, "বৎস! আমাদের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। আমরা তোমার অপেক্ষায় এই স্থানে বসিয়া রহিলাম।"

এইরূপে যুবরাজ পিতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক চারিদিকে পথের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত আয়াস নিষ্ফল হইল দেখিয়া তিনি চিন্তায় অধীর হইয়া রোদন করিতে করিতে প্রণত মস্তকে যেমন ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন অমনি তাঁহার অভিলাষপূর্ণ হইল। অর্থাৎ তিনি অকস্মাৎ একটী সুপ্রশস্ত মার্গ দেখিতে পাইলেন। তদনন্তর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক সেই পথ অবলম্বনে কিয়দ্দূর গিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষেত্র সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং ফলপুষ্পে সুশোভিত কতকগুলি বৃক্ষ ও নির্ম্মল শলিলপূর্ণ একটী সরোবর দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি জনক জননী সন্নিধানে গমন করতঃ এই শুভসংবাদ প্রদান করিলে তাঁহারা প্রফুল্লান্তঃকরণে তৎসমভিব্যাহারে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং সরোবর শলিলে হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া আশাতিরিক্ত ফলমূল ভক্ষণে পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তৎপরে কালেফ জনককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তাতঃ! দেখুন ঈশ্বরই বিপন্নদিগের একমাত্র আশ্রয় স্থল। কেহ বিপদে পতিত হইয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার আরাধনা করিলে তিনি কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না।"

অতঃপর তাঁহারা বিশ্রামলাভার্থ তিন দিবস সেই সরোবর তীরে অবস্থান করিলেন। তৎপরে পাথেয় স্বরূপ কিঞ্চিৎ ফলমূলাদি লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং উক্ত ক্ষেত্রের পর পারে লোকালয় প্রাপ্ত হইবেন

ভাবিয়া তাঁহারা দ্বিগুণ বেগে চলিতে লাগিলেন। কিছু দিন ভ্রমণের পর তাঁহারা জনস্থান সন্নিধানে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং দূর হইতে নগরীর শোভা সন্দর্শনে উহাকে একটী রাজধানী বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু দিবাভাগে এরূপ হীন বেশে নগর মধ্যে প্রবেশ করা নিতান্ত লজ্জাস্কর জ্ঞানে তাঁহারা নগরের বহিস্থ একটী বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশনপূর্ব্বক সময় ক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে একজন বৃদ্ধ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নরপতি বৃদ্ধকে দেখিবামাত্র তন্নগরীর এবং উহার ভূপতির নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তচ্ছ্রবণে বৃদ্ধ তৎপ্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয়! এই নগরী সুপ্রসিদ্ধ জ্যাকনদীর উৎপত্তি স্থান বলিয়া ইহা জ্যাকনামে অভিহিত এবং প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি এলেঙ্কিখাঁ ইহার অধিপতি। আপনার এপ্রকার প্রশ্ন শ্রবণে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে আপনি বিদেশী হইবেন এবং তন্নিমিত্ত এ স্থানের কোন বিষয় অবগত নহেন।" নরপতি কহিলেন, "মহাশয়! আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন। কার্জ্জম নগর আমাদের আবাস ভূমি। বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়াই আমরা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। কতিপয় দিবস গত হইল আমরা কয়েক জন বণিকের সহিত বাণিজ্যার্থ বহির্গত হইয়াছিলাম। পথিমধ্যে এক দল দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া আমাদের সমুদায় সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে। অতি কষ্টে জীবন মাত্র রক্ষা করিয়া ককেসস পর্ব্বত পার হইয়া ক্ষণমাত্র এই অপরিচিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।" বৃদ্ধ স্বভাবতঃ অতিশয় দয়ালু ছিলেন। অতএব পথিকদিগের এবম্বিধ দুরবস্থার কথা শ্রবণমাত্র যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় ভবনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করিলেন। তাঁহারাও বৃদ্ধের এবম্বিধ সরলতায় বিনা আপত্তিতে ত্বদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ক্রমে দিননাথ অস্তাচলশিখরে গমন করিলে বৃদ্ধ তাঁহাদিগকে স্বীয় আলয়ে আনয়নপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের জন্য সুন্দর বস্ত্রাদি আনয়ন করিলেন। নরপতি, রাজ্ঞী ও কালেফ বৃদ্ধের এবম্বিধ সদ্ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সেই সকল বস্ত্র পরিধান করিলেন। অনতিবিলম্বে কতিপয় ভৃত্য বহুবিধ খাদ্য দ্রব্য ও সুগন্ধি পানীয় আনয়ন করিলে তাঁহারা সকলেই পরম সুখে আহার করিলেন। এবং ভোজনান্তে সুস্বাদু সুরা পান করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন।

অতঃপর গৃহস্বামী মদ্যপানে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া নানাবিধ কৌতুকজনক বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই অতিথিদিগের বদন প্রসন্ন হইল না দেখিয়া তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "মহাশয়গণ! দস্যু-

কর্ত্তৃক আপনাদিগের যথা সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে বলিয়া নিরন্তর এরূপ বিষণ্ণভাবে কালাতিপাত করা যুক্তি সংগত নহে। যেহেতু পথিক ও বণিক গণকে প্রায় সর্ব্বদাই দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এইরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। একদা আমি স্বয়ং দস্যুগণের হস্তে পতিত হইয়াছিলাম, এবং দুরাচার-গণ আমাকে প্রাণে না মারিয়া আমার সমুদায় দ্রব্যাদি অপহরণ করিলে আমাকেও ঠিক্ আপনাদিগের ন্যায় নিরুপায় ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল; তথাপি আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করি নাই। এবং আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, আপনারা তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে আর এরূপ দীনভাবে কালযাপন করিবেন না। অতএব আমি সবিশেষ আত্ম বিবরণ বলিতেছি আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।" এই বলিয়া বৃদ্ধ ভৃত্যগণকে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে আদেশ দিয়া স্বীয় ইতিবৃত্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ফয়জুল্লা রাজার জীবন বৃত্তান্ত।

বৃদ্ধ বলিল, "মহাশয়! মৌজল দেশাধিপতি সুপ্রসিদ্ধ বনার্টিক ভূপতি আমার পিতা ছিলেন। আমার নাম ফয়জুল্লা। আমি বাল্যাবধি পিতার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলাম। যখন আমার বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম হইল তখন পিতা আমার বিবাহ প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কতিপয় রূপযৌবনসম্পন্না কামিনীকে আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কাহারও প্রতি আমার অনুরাগের সঞ্চার হইল না দেখিয়া যুবতীগণ অভিমান ও লজ্জায় অধোবদনে তথা হইতে প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে পিতা সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি স্বীয় মানসিক ভাব গোপন করিয়া কহিলাম, "পিতঃ! দেশ ভ্রমণে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছে, তজ্জন্যই আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই। এক্ষণে আপনি অনুমতি প্রদান করিলে আমি একবার বোগ্-দাদনগরী পর্য্যটনে গমন করি, এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া আপনার অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিব। পিতা কখনই আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতেন না, সুতরাং তৎক্ষণাৎ আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু রাজপুত্র হইয়া সামান্য বেশে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হওয়া অনুচিত বিবেচনায় তিনি আমাকে বহুসংখ্যক সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন, এবং আমার সেবাশুশ্রূ-ষার নিমিত্ত এক শত ভৃত্য ও কতিপয় অনুচর নিযুক্ত করিয়া দিলেন।"

এইরূপে সুসজ্জিত হইয়া আমি মৌজল দেশ হইতে বোগ্দাদ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এবং কিছু দিন নিরাপদে গমন করিবার পর, এক দিবস

সন্ধ্যার সময় একটী বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইয়া তথায় শিবির সংস্থাপিত করিলাম। ক্রমে কালস্বরূপা রজনী সমাগতা হইল। আমরা যথা সময়ে আহারাদি সমাপন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলাম। অকস্মাৎ এক দল দস্যু আসিয়া আমাদের শিবির আক্রমণ করতঃ মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমার কতক গুলি ভৃত্যের প্রাণ বিনাশ করিল। তৎপরে আমি ও আমার অবশিষ্ট সঙ্গী-গণ তাহাদের ভীষণ কোলাহল শব্দে জাগরিত হইলাম, কিন্তু উপয়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দস্যুদিগের মধ্যে প্রায় তিনশত ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হইল। কিন্তু প্রভাত কালে আমাদের দল বল অল্প দেখিয়া তাহারা অধিকতর সাহস সহকারে আমাদিগকে আক্রমণ করিল। আমরাও আত্মরক্ষার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমাদের সমুদায় প্রয়াস বিফল হইল। দস্যুগণ সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া আমার অনুচরবর্গের প্রাণসংহার করিল, এবং আমাকেও তদবস্থাপন্ন করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে দেখিয়া আমি তাহাদিগকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলাম, "দস্যুগণ! আমার জীবন নষ্ট করিও না। আমার নাম ফয়জুল্লা, আমি মোজলাধিপতি বনার্টকের একমাত্র তনয়, সুতরাং তাঁহার সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী।" দস্যুদলপতি আমার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে কহিল, "ভালই হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে তোমার পিতা আমাদিগের কতিপয় সঙ্গীর প্রাণদণ্ড করিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন অদ্য তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া আমরা তৎসমুদায়ের প্রতিশোধ লইব।"

এই কথা বলিয়া দুরাচার আমাকে বন্ধন করিতে আদেশ প্রদান করিবা-মাত্র দস্যুগণ আমাকে বন্ধন করিয়া একটী পর্ব্বত সন্নিধানে লইয়া গেল। সেই পর্ব্বতের নিম্নদেশে দুরাচারদিগের বাসস্থান ছিল। অনন্তর আমি দলপতির গৃহে নীত হইলাম। সে দিবস আমাকে সেই গৃহমধ্যেই অবস্থিতি করিতে হইল।তৎপর দিবস দুরাত্মারা অনাহারে আমার প্রাণ বিনাশ করিবার মানসে আমাকে একটী বৃক্ষমূলে বন্ধন করিয়া রাখিল। এবং সময়ে২ আমার নিকট আগমন করতঃ আমাকে নানাপ্রকারে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ দুরাবস্থায় পতিত হইয়া আমি অতি কষ্টে তিন দিবস অতি-বাহিত করিলাম। তৎপর দিবস এক জন দূত আসিয়া দলপতিকে কহিল, "মহারাজ! কল্য রাত্রে কতিপয় যাত্রী কিছু দূরে ছাউনি করিয়া থাকিবে।" পাপাত্মা এই কথা শুনিবামাত্র স্বীয় সঙ্গীদিগকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিল। অনন্তর সকলে অশ্বারোহণপূর্ব্বক যাত্রীদিগের সর্ব্বনাশ সাধ-নোদ্দেশে যাত্রা করিল। আমি একাকী সেই বৃক্ষমূলে মৃতবৎপড়িয়া রহিলাম।

তদনন্তর জগৎপিতা জগদীশ্বরের কৃপায় দস্যুদলপতির রমণী আমার প্রতি সদয়া হইয়া আমার নিকটে আগমন করিয়া কহিল, "যুবন্! তোমার এরূপ যন্ত্রণা দেখিয়া আমি অতিশয় কাতরা হইয়াছি, অতএব যদি তোমার পলায়ন করিবার সামর্থ্য থাকে বল, আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিতেছি।" আমি কহিলাম, "সরলে! তজ্জন্য চিন্তিত হইও না, যিনি তোমার মনে এইরূপ দয়ার সঞ্চার করিয়াছেন সেই করুণাময়ই নিঃসন্দেহ আমাকে সামর্থ্য প্রদান করিবেন, তুমি সত্বর আমাকে বন্ধনমুক্ত কর।" রমণী এই কথা শুনিবামাত্র আমার বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া দিয়া আমাকে এক খানি বস্ত্র ও কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য প্রদানকরতঃ নগরাভিমুখে গমন করিবার পথ দেখাইয়া দিল।

দস্যুরমণী যত্নপূর্ব্বক ভূপতির বন্ধনপাশ ছিন্ন করিতেছে।

তৎপরে আমি সেই জীবনদায়িনীকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। এবং সমস্ত রজনী রমণী-নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া গমন করিয়া প্রভাতে এক সজ্জন বণিককে ঐপথে দেখিতে পাইলাম। বণিকও বোগ্দাদ নগরে গমন করিতেছে শুনিয়া আমি তাহার সঙ্গী হইলাম, এবং দুই দিবস ক্রমাগত পদব্রজে গমন করিয়া অবশেষে বোগদাদনগরীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন বণিক স্বীয় কার্য্যে গমন করিল। আমি একটী মঠমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। এইরূপে দুই দিবস তথায় অতিবাহিত হইল। পাছে এইরূপ হীনাবস্থায় স্বদেশীয় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় এই ভয়ে লোকালয়ে গমন করিতে পারিলাম না। কিন্তু ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অসহ্য যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত একটী

বাটীর গবাক্ষদ্বারে উপনীত হইয়া কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য যাচ্ঞা করিলাম। তখন একজন বৃদ্ধা এক খানি রুটী আনিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন।

ইত্যবসরে পবনবেগে গবাক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইলে আমি গৃহমধ্যে একটী পরমা সুন্দরি যুবতীকে দেখিতে পাইলাম। রমণীর সুচারুবদন নিরীক্ষণ করিবামাত্র আমি স্মরশরে জর্জ্জরিত হইয়া একেবারে জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলাম, এবং পুনরায় কখন তাঁহার সুধাংশু বদন দর্শন করিব সেই আশায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় দণ্ডায়মান রহিলাম। কিন্তু আমার আশা সফল হইল না।

অনন্তর দিননাথ সমস্ত দিবস পর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম ভবনে প্রবেশ করিলেন। তখন আমি হতাশ্বাস হইয়া সেই গবাক্ষের নিকট হইতে গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় এক জন বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় কি বলিতে পারেন এ বাটী কাহার?" বৃদ্ধ কহিল, "অতুল ঐশ্বর্য্যশালী এবং পরম মাননীয় মোয়াফেকের এই বাটী. তিনি পূর্ব্বে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন, সম্প্রতি কাজীর সহিত বিবাদ করিয়া সে পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।" বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি চিন্তা করিতে করিতে সে দিবস তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। এবং অতিশয় অন্যমনস্ক ভাবে গমন করায় একেবারে একটী শ্মশান মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সুতরাং সেই স্থানেই রাত্রিযাপন করিবার অভিলাষে বৃদ্ধা প্রদত্ত রুটীখানি ভক্ষণ করিয়া একটী কবর সন্নিধানে গিয়া শয়ন করিলাম। কিন্তু সেই রমণীরত্নের প্রতিমূর্ত্তি আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়াছিল বলিয়া সহজে নিদ্রা আসিল না। অবশেষে অনেক চেষ্টা করিয়া যদিও অতি সামান্য তন্দ্রা আসিল কিন্তু অকস্মাৎ কোলাহল শব্দে তাহা নয়নদ্বয় হইতে অন্তর্হিত হইল। তখন আমি জাগরিত হইয়া শুনিলাম কবর মধ্যে ভয়ানক গোলমাল হইতেছে। এরূপ নিশীথ সময়ে অকস্মাৎ এবম্বিধ কলরব শ্রবণে আমি মহা ভীত হইয়া তথা হইতে পলায়নের জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু তৎসমুদায়ই বিফল হইল। যেহেতু কবরের দ্বারদেশে দুই জন লোক দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা আমাকে দেখিবামাত্র ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে, ও কি জন্য এখানে আসিয়াছিস্?" আমি কহিলাম, "ভাই সকল! আমি বিদেশী, দুর্ভাগ্যবশতঃ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। রাত্রি কালে নগরীমধ্যে স্থান না পাইয়া এখানে আসিয়া শয়ন করিয়াছিলাম।" "তোর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, অতএব আমাদের সহিত যথেচ্ছ আহার কর।" এই কথা বলিয়া তাহারা আমাকে কবর মধ্যে লইয়া গেল। তন্মধ্যে

প্রবেশ করিয়া দেখিলাম উহাদিগের ন্যায় আর চারি জন তথায় বসিয়া মদ্য পান করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিবামাত্র দস্যু বলিয়া বোধ হইল। অনন্তর তাহাদিগের কথা বার্ত্তায় তাহাদিগের স্পষ্টরূপ পরিচয় জানিতে পারিলাম। যেহেতু পূর্ব্ব রজনীতে তাহারা যে স্থানে ও যেরূপে দস্যুবৃত্তি করিয়াছিল,তৎকালে সকলে তাহারই আলোচনা করিতে লাগিল। তৎপরে আমাকে তাহাদিগের সঙ্গী হইতে বলিল। তখন আমি বিষম সঙ্কটে পতিত হইলাম। কারণ তদ্বিষয়ে অসম্মত হইলে তাহারা তদ্দণ্ডেই আমার শিরশ্ছেদন করিবে, আর ঐরূপ অন্যায় প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। এবম্প্রকার নানাবিধ চিন্তা করিতেছি এমন সময় পরমপিতা পরমেশ্বরের অনুগ্রহে কাজীর নিকট হইতে কতিপয় কর্ম্মচারী আসিয়া তাহাদের সকলকে ধৃত করিল। আমিও তাহাদি ার সহিত ধৃত হইয়া রাজধানীতে নীত হইলাম। সেই রজনীতে আমাদিগকে কারাগার মধ্যে অবস্থিতি করিতে হইল। পরদিবস কাজী যথা সময়ে বিচারার্থ আমাদিগকে সভাস্থলে আনয়ন করাইলেন। দস্যুগণ স্ব স্ব দোষ স্বীকার করিলে পর আমি কিরূপে উহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম তত্তাবৎ তাঁহার গোচর করিলাম। তচ্ছ্রবণে কাজী, আমি যে কে এবং কি নিমিত্ত ও কোন্ স্থান হইতে তথায় আগমন করিয়াছি এবং কি জন্যইবা নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক কবর সন্নিধানে গিয়া শয়ন করিয়াছিলাম এই সকল বিষয় বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কেবল মাত্র আপন বংশাবলীর নাম তাঁহার নিকট গোপন করিয়া অন্যান্য সমুদায় বিষয় যথাযথ বর্ণন করিলাম। এমন কি ভিক্ষার্থে গমন করিয়া মোয়াফেক তনয়াকে দর্শনাবধি আমার মন যে প্রকার ব্যাকুল হইয়াছিল তাহারও কিঞ্চিন্মাত্র তাঁহার নিকট গোপন রাখিলাম না।

মোয়াফেকের নাম শ্রবণমাত্র তাঁহার নয়নদ্বয় আরক্ত হইল। তদনন্তর তিনি সুস্থভাব ধারণ করিয়া আমাকে বলিলেন, "যুবন্! যদিও মোয়াফেকতনয়া পরম রূপবতী, এবং তুমি অতি সামান্য লোক তথাপি যাহাতে তোমার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হয় তদ্বিষয়ে আমি যত্নবান রহিলাম। এবং শীঘ্রই মোয়াফেকনন্দিনীর সহিত তোমার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করাইব।" আমি তাঁহার এবম্বিধ আশ্বাস বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আনন্দিত হইলাম বটে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলাম না। অনন্তর কাজীর আদেশক্রমে আমাকে স্নান এবং আহার করাইবার জন্য এক জন ভৃত্য আসিয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে সে স্থান হইতে স্থানান্তরে

ইত্যবসরে বিচারপতি দুই জন অনুচর প্রেরণদ্বারা মোয়াফেককে সেই স্থানে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। এবং মোয়াফেক তথায় উপস্থিত হইবামাত্র কাজী তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, "মোয়াফেক! বুঝি পরমেশ্বরের কৃপায় এত দিনের পর আমাদের বৈরভাব অপনীত হইল। বসরার রাজ-তনয় কল্য আমার বাটীতে আগমন করিয়াছেন, এবং তোমার কন্যা পরম রূপবতী ও গুণবতী শুনিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে যুবরাজের একান্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছে। আর এ কার্য্য সম্পান করাও আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়, কারণ তাহা হইলে আমরা উভয়ে পুনর্ব্বার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিব।" মোয়াফেক কাজীর এবম্ভূত বাক্যশ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! যুবরাজ আমার জামাতা হইবেন ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে! কিন্তু আমার উচ্ছেদ সাধনই যাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য তিনি যে কি নিমিত্ত আমার এতাদৃশ উপকার সাধনে প্রস্তুত তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।" কাজী কহিল, "মোয়া-ফেক! গত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আর বৃথা সন্তপ্ত হইও না। এক্ষণে শীঘ্র যুবরাজকে জামাতৃপদে বরণ করিয়া আমার প্রণয়ভাজন হও।" মোয়াফেক স্বভাবতঃ অতি ভদ্র, অতএব তিনি কাজীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া উভয়ে নানাবিধ বাক্যালাপ করিতেছেন এমন সময়ে আমি সুন্দর রাজপরি-চ্ছদ পরিধান করিয়া ভৃত্য সহ সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিবামাত্র কাজী সম্ভ্রমে পাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিলেন, "যুবরাজ! আপনার আগমনে আমার আলয় পবিত্র হইল।" অনন্তর মোয়াফেককে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! ইঁহারই নাম মোয়াফেক। আমি ইঁহার নিকট আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি। ইনিও হৃষ্টচিত্তে আপনাকে কন্যারত্নপ্রদানে সম্মত হইয়াছেন।" কাজীর বাক্যাবসান হইতে না হইতেই মোয়াফেক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "রাজনন্দন! আমার তনয়াকে পরম সৌভাগ্যশালিনী বলিতে হইবে, নতুবা আপনার ন্যায় মহান্ ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান করা আমার ন্যায় সামান্য লোকের সাধ্য নহে।"

তাঁহাদের এবম্বিধ কথা বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমি সাতিশয় আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইলাম, এবং তদ্বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়-মান রহিলাম। কাজী আমার ঈদৃশ ভাব দর্শনে প্রথমতঃ অতিশয় ভীত হইলেন। কিন্তু পরিশেষে স্বীয় মানসিক ভাব গোপন করিয়া মোয়া-ফেককে কহিলেন, "মোয়াফেক! [illegible] কার্য্য শীঘ্রই সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। অতএব সত্বর কতক [illegible] ককে সাক্ষ্যস্বরূপ রাখিয়া বিবাহের পত্র স্থির করা যাউক [illegible] তকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে

আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিয়া আপনি বিবাহের পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সাক্ষীগণ সমাগত হইলে, মোয়াফেক সকলের সমক্ষেই বিবাহ পত্রে আপনার নাম স্বাক্ষর করিলেন। অনন্তর কাজী কহিলেন, "মোয়াফেক! শীঘ্রই রাজকুমারকে তোমার আলয়ে লইয়া গিয়া জামাতৃ-পদে বরণ কর।" মোয়াফেক কাজীর বাক্যানুসারে আমাকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র স্বীয় ভবনে গমন করিলেন, এবং কন্যাকে তথায় আহ্বান করিয়া সমুদায় বিষয় বিবৃত করিলেন। তৎপরে তিনি আমাকে স্বীয় তনয়া সন্নিধানে রাখিয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলে, জেমোদী রাজমহিষী হইবার আশায় আশ্বাসিত হইয়া আমার প্রতি অতিশয় সমাদর প্রদর্শন করিল। আমরা উভয়ে একত্রে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলাম। প্রণয়ালাপে উভয়েরই হৃদয়ে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ফলতঃ আমরা এরূপ আমোদ আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়াছিলাম যে, উক্ত রজনী কখন শেষ হইয়াছিল তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারি নাই।
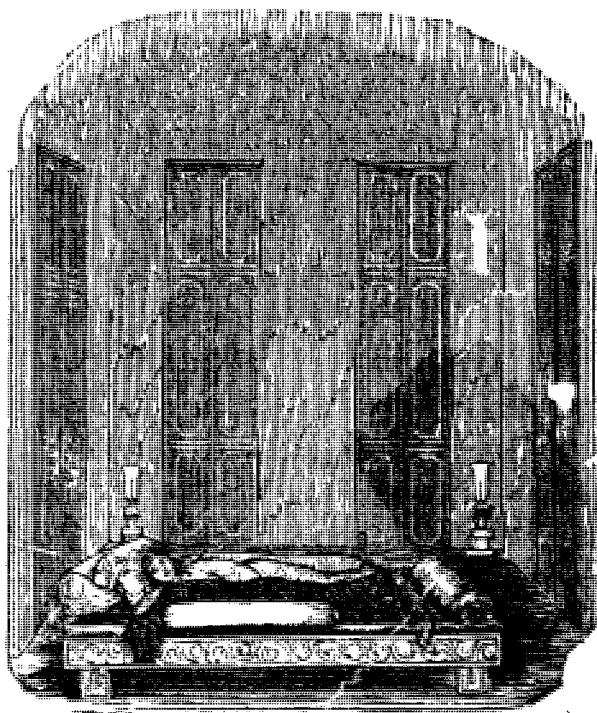
যয়জুল্লা এবং জেমোদী এক শয্যায় শয়ন করিয়া রজনীযাপন করি[illegible]ন।

এদিকে মোয়াফেক তনয়াদানে কৃ[illegible]প হইয়া তদুপযো[illegible] আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। চারিদিকেই মহা[illegible] লাগিল। যথেচ্ছ পুরস্কার লাভ প্রত্যাশায় ব[illegible]তি ব্যক্তিগণ গান

ও বাদ্য ধ্বনীতে নগরী প্রতিধ্বনিত করিল। অতঃপর নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্বগণ যথাসময়ে সভাস্থলে উপনীত হইলে মোয়াফেক সর্ব্ব সমক্ষে যথাবিধি ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া আমাকে স্বদীয় কন্যারত্ন প্রদান করিলেন। তৎপরে ভোজনান্তে বাসরগৃহে গমন করিয়া আমি পত্নী সহ এক খানি পালঙ্কোপরি শয়ন করিলাম। কিন্তু অতিশয় আনন্দপ্রযুক্ত সমস্ত রজনীর মধ্যে চক্ষে নিদ্রা আসিল না।

কিন্তু শীঘ্রই এই সুখরজনীর অবসান হইল। তখন দিননাথ বিরহী চক্রবাক ও চক্রবাকীর ক্রন্দন শব্দে কাতর হইয়া তাহাদের দুঃখ বিমোচনার্থ পূর্ব্ব গগণে উদিত হইলেন। হিংস্র স্বাপদগণ সত্বর গমনে নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিবিড়বনমধ্যে লুক্কায়িত হইল। এবং নানাবিধ পক্ষীদিগের সুললিতস্বর শ্রবণে আমরা চমকিত হইয়া গাত্রোত্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় এক ব্যক্তি দ্বারাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। আমি সত্বর দ্বার খুলিয়া দেখিলাম কাজী প্রেরিত এক জন দূত বাহিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দূত আমাকে দেখিবামাত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল,"যুবন্! কল্য যে সকল পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজকুমার বেশে বিবাহ করিতে আসিয়াছিলে তাহা এক্ষণে প্রত্যপণ করিয়া তোমার জীর্ণ বসন খানি গ্রহণ কর।" তদনুসারে আমি তৎক্ষণাৎ স্বীয় জীর্ণ বস্ত্রখানি পরিধান করিয়া রাজপরিচ্ছদ গুলি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলাম।

জেস্রোদী আমাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নাথ! আপনি কি নিমিত্ত এরূপ সামান্য বেশ পরিধান করিলেন, এবং কাজী প্রেরিত দূতই বা কি জন্য আপনার নিকট আসিয়াছিল তত্তাবৎ বৃত্তান্ত এ অবিনীকে সবিশেষ বলিতে হইবে। জেস্রো দর এবম্প্রকার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে আমি কহিলাম, "প্রিয়ে! দুরাত্মা কাজী আমাকে নিতান্ত হীনাবস্থ দেখিয়া এবং আমাকে নীচবংশজাত বিবেচনা করিয়া অতিশয় হিংসা প্রযুক্ত তোমার পিতাকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত আমাকে রাজপরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া তোমার পিতার নিকট বসোরার রাজপুত্র বলিয়া আমার পরিচয় দিয়াছিল। এক্ষণে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া আপনাকে সফলপ্রযত্নজ্ঞানে তোমার পিতাকে অপমানিত করিবার মানসে পুনর্ব্বার রাজপরিচ্ছদ গ্রহণার্থে দূতকে প্রেরণ করিয়াছে। কিন্তু দুরাত্মার এই আনন্দ অচিরেই নিরানন্দরূপে পরিণত হইবে। অর্থাৎ আমার যথার্থ পরিচয় জ্ঞাত হইলে নীচাশয় সন্তাপানলে দগ্ধ হইতে থাকিবে। আমি বসোরা রাজতনয় নহি সত্য বটে, কিন্তু আমার পিতা বসোরাধিপতি অপেক্ষাও সমধিক ঐশ্বর্য্যশালী ও পরাক্রান্ত ভূপতি। আমি মোগল দেশাধি-

পতি বনার্টকের একমাত্র তনয়, আমার নাম কয়জুল্লা। কেবল দস্যু হস্তে পতিত হইয়া আমি এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছি।” এইবলিয়া যুবতীর নিকট পথে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলাম।

জেত্রোদী আমার এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিল, “স্বামীন্! আপনি যে রাজ পুত্র ইহা আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু যদি আপনি অতি দরিদ্র হইতেন তাহা হইলেও আপনার প্রতি আমার অনুরাগের কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস হইত না, এবং আমার জনকও তজ্জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হইতেন না। যেহেতু রাজ-কুমারগণ সচরাচর একাধিক সুন্দরী ললনাকে বিবাহ করিয়া প্রকৃত প্রণয় সুখের অধিকারী হইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের মহিষীদিগকেও চিরদুঃখে কালযাপন করিতে হয়। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া কেবল আমার প্রেমেই আসক্ত থাকেন এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।” আমি জেত্রোদীর এবম্প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণে কহিলাম, “প্রেয়সি! আমি কখনই দারান্তর পরিগ্রহ করিব না। এবং অদ্য হইতে তুমিই আমার হৃদয়ের এক-মাত্র অধিষ্ঠাত্রী হইলে।” মোয়াফেকনন্দিনী আমার বাক্য শ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া তৎক্ষণাৎ এক জন সহচরীকে আহ্বান করতঃ গোপনে বিপনি হইতে এক প্রস্থ রাজ পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া আনিতে আদেশ প্রদান করিল। কিঙ্করী আদেশমাত্র বিপনি হইতে উত্তম পরিচ্ছদ এবং একটী উষ্ণীষ ক্রয় করিয়া আনিল। আমি তাহা পরিধান করিয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সুসজ্জিত হইলাম দেখিয়া, জেত্রোদী কহিল, “নাথ! দুরাত্মা কাজী আমাদিগকে অপমানিত করিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল সত্য বটে, কিন্তু এক্ষণে ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার সমুদায় চেষ্টা বিফল হইল। আমরা লজ্জিত হইযাছি মনে করিয়া নরাধম হয়তো কতই আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু আপনার যথার্থ পরিচয় জানিতে পারিলে তাহার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক আপনি এক্ষণে আর কাহার নিকট স্বীয় পরিচয় প্রদান করিবেন না। আমি সত্বর তাহার এই শঠতার প্রতিফল প্রদান করিব। এই বলিয়া জেত্রোদী সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া স্থানান্তর গমন করিবার নিমিত্ত আমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিল। আমি কহিলাম, “জীবন তোষিণি! অনুমতি প্রদানের আবশ্যকতা কি? আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিলে আমি কখনই তাহাতে কষ্ট হইব না। তুমি স্বচ্ছন্দে যথেচ্ছ গমন কর।

অনন্তর পূর্ণেন্দুমুখী বদন খানি বস্ত্রাবৃত করিয়া কাজীর বিচারালয়ে

কাজী বিচারাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সহসা অপরিচিতা যুবতীকে সভাস্থলে দেখিতে পাইয়া ভৃত্যকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে ভৃত্য রমণীর নিকটস্থ হইলে জেত্রোদী কহিল, "আমি এক জন শিল্পকারের কন্যা। বিচারপতির সহিত আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। নির্জ্জনে তাঁহাকে সমুদায় নিবেদন করিব।" ভৃত্য কাজী সমীপে গমন করিয়া তৎসমুদায় নিবেদন করিলে কাজী প্রফুল্লচিত্তে রমণীকে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং তন্মধ্যে গমন করিলেন। রমণী বিচার পতির আদেশক্রমে উক্ত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই স্বীয় অবগুণ্ঠন উন্মোচনপূর্ব্বক উহার এক পার্শ্বে উপবেশন করিল।

অনন্তর কাজী তাহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া কহিলেন, "চন্দ্রাননে! তুমি কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আগমন করিয়াছ?" জেত্রোদী কহিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনি যখন সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ এবং দীনহীনের প্রধান সহায়, তখন সত্য করিয়া বলুন দেখি আমি কি সুন্দরি নহি, এবং আমার মুখমণ্ডল কি রমণীয় নহে?" কাজী, রমণীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে এবং তাহার ভাব ভঙ্গী দর্শনে কহিল, "সুন্দরি! তুমি রূপলাবন্যবতী রমণীগণের অগ্রগণ্যা, ও তোমার মুখমণ্ডলের সহিত তুলনা করিলে পৌর্ণমাসী শশধরকেও কুৎসিত বলিয়া বোধ হয়। এবং তোমার বাক্য গুলি অমিয় অপেক্ষাও তৃপ্তিকর।

তখন মোয়াফেকনন্দিনী কিয়ৎক্ষণ হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে পুনর্ব্বার কহিল, "দীনপালক! আমার গতি কি আপনি সুন্দর বলিয়া বোধ করেন না?" কাজীকহিল."সুন্দরি! তুমি মরালগামিনী এবং তোমার প্রত্যেক অঙ্গই মনোহর। অধিক কি বলিব তোমার সৌন্দর্য্য দর্শনে আমার মন এমন মোহিত হইয়াছে যে. আমি ক্ষণকাল উহা স্থির রাখিতে পারিতেছি না। এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় কি অকপটে ব্যক্ত কর।" তচ্ছ্রবণে কামিনী কহিল, "বিচারপতে! যদি আপনি এই হতভাগিনীর দুঃখ বৃত্তান্ত শ্রবণে যথার্থ অভিলাষী হইয়া থাকেন তবে বলিতেছি শ্রবণ করুন। বিধাতা আমাকে রূপ যৌবন সম্পান্না করিয়াছেন সত্য বটে. কিন্তু সুখস্বচ্ছন্দতা যে কিরূপ পদার্থ তাহা আমি স্বপ্নেও অবগত নহি। যেহেতু আমাকে পিতৃআদেশক্রমে নিরন্তর যেরূপ নির্জ্জন গৃহ মধ্যে বন্দিনীর ন্যায় অবস্থান করিতে হয় তথায় পুরুষের কথা দূরে থাকুক কোন রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াও স্বীয় মনোদুঃখ ব্যক্ত করিবার সুবিধা নাই। কতস্থান হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিল কিন্তু পিতা কিছুতেই সম্মত নহেন। তিনি কাহাকে কহেন, 'আমার কন্যা পাগলিনী বাহ্যজ্ঞান শূন্যা।' কাহাকে কহেন 'আমার তনয়া ব্যধিগ্রস্তা,

উঠিবার সামর্থ্য নাই।' কাহাকেও বা বলেন, 'আমার নন্দিনী কঙ্কালমাত্রাবশেষা।' পিতার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। সুতরাং আমাকে আজন্ম অবিবাহিতা অবস্থায় কালযাপন করিতে হইতেছে। কন্দর্পের শরজালে আমার সর্ব্ব শরীর জর্জ্জরিত হইয়াছে, আমি আর বিরহ যাতনা সহ্য করিতে পারিনা।" এই বলিয়া রমণী কপট ক্রন্দন আরম্ভ করিল।

কাজী রমণীর ক্রন্দনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিল,"কি নৃশংস! পিতা হইয়া সংসার ললামভূতা এরূপ কন্যাকে কিরূপে যাতনানলে দগ্ধ করে? এই সুন্দরী লতিকা আশ্রয় বিহীনা হইয়া থাকিবে ইহাই কি নৃশংসের অভিপ্রেত? আমি তাহার এই অভিপ্রায় কখনই সুসিদ্ধ হইতে দিব না।" এই কথা বলিয়া সেই দুরাত্মা রমণীকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, 'মৃগ নয়নে! তোমার পিতা যে কি জন্য তোমাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা করিতে অনিচ্ছুক তাহা কি তুমি অবগত নহ?" রমণী কাজীর এবম্ভূত প্রশ্ন শ্রবণে অধিকতর দুঃখ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিল, "মহাশয়! এ হতভাগিনী পিতার মনোগতভাব অবগত নহে। এবং নৃশংস জনকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভেরও কোন উপায় নাই। অদ্য অনেক চেষ্টা করিয়া গোপন ভাবে তাঁহার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আত্ম কষ্টের বিষয় আপনার নিকট জ্ঞাপন করিবার জন্য এস্থানে আগমন করিয়াছি। ধর্ম্মরাজ! আর যৌবন সুলভ বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না, এক্ষণে আপনি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক এই অবলার দুঃখ বিমোচন করিয়া আপনার দাক্ষিণ্যের পরিচয় প্রদান করুন। আর আমি নিশ্চয় জানি আপনি ব্যতীত আমার এ দুঃখভার লাঘব করিবার আর কাহার সামর্থ্য নাই। এক্ষণে আপনি যদি আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত না করেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়া সমুদায় দুঃখের অবসান করিব।"

জেত্রোদীর এবম্বিধ বচনাবলী শ্রবণে কাজী সকরুণ হৃদয়ে রমণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "চারুশীলে! ওরূপ কথা মুখে আনিও না। তোমার এই যৌবনযন্ত্রণার শীঘ্রই অবসান হইবে। ইচ্ছা করিলে তুমি অদ্যই পিতৃগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার গৃহে বাস করিতে পার। এবং আমি এই মুহূর্ত্তেই ত্বদীয় পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী আছি, কেবল তোমার সম্মতির অপেক্ষা মাত্র।" রমণী কহিল, "মহাশয়! আমি আপনার সহধর্ম্মিণী হইব ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে, কিন্তু আপনি কিরূপে পিতার সম্মতি গ্রহণে সমর্থ হইবেন সেই চিন্তাতে অতিশয় কাতরা

বোধ হয় পিতা এ প্রস্তাবে সহসা সম্মত হইবেন না।” কাজী কহিল, “মধুর ভাষিণি! সে জন্য তুমি চিন্তিত হইও না। আমি নিশ্চয়ই তোমার পিতার সম্মতি গ্রহণে সক্ষম হইব। তুমি কেবলমাত্র তোমার পিতার নাম ধাম ও ব্যবসায়ের বিষয় আমাকে বলিয়া যাও।” রমণী কহিল, “মহাশয়! আমার পিতার নাম আউস্তাওমার। তিনি রঙ্গরাজের ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। এবং রাজপুরীর অনতি দূরস্থ তালবৃক্ষ সমীপে আমাদের আবাস ভূমি।” বিচারক কহিল, “সুন্দরি! তোমাকে আর অধিক বলিতে হইবে না। তুমি এক্ষণে পিতৃগৃহে গমন কর। আমি শীঘ্রই তোমার উদ্ধার সাধন করিব।”

প্রেয়সী এইরূপে কাজীর মনোহরণ করতঃ সত্বর পিতৃ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আমার নিকট তৎসমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিল, “নাথ! আমার অভিপ্রায় প্রায় সিদ্ধ হইয়াছে। সেই দুরাত্মা অচিরেই স্বীয় অসৎ স্বভাবের অনুরূপ শাস্তি ভোগ করিবে। এবং নৃশংস যেমন আমাদিগকে জনসমাজে হাস্যাস্পদ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তেমনি স্বয়ং সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইবে।”

এদিকে জেন্রোদী রাজপুরী হইতে বহির্গত হইবামাত্র কাজী আউস্তাওমারকে ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত এক জন ভৃত্যকে প্রেরণ করিলেন। কিঙ্কর আউস্তা সমীপে উপনীত হইয়া কহিল, “মহাশয়! আপনাকে আমার সহিত কাজীর নিকট গমন করিতে হইবে। আপনার সহিত তাঁহার কোন বিশেষ কথা আছে। বিলম্ব করিবেন না সত্বর আগমন করুন।” ভৃত্যপ্রমুখাৎ এই সকল কথা শুনিয়া আউস্তাওমারের মুখমণ্ডল ম্লান হইল। “হয়তো কেহ আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত করিয়া থাকিবে তজ্জন্যই কাজী আমাকে আহ্বান করিয়াছেন।” এই ভাবনায় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইল। কিন্তু কাজীর আদেশ লঙ্ঘন করা দুঃসাধ্য বোধে তিনি তৎক্ষণাৎ ভৃত্যসমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

কাজী আউস্তাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে তাঁহার করধারণপূর্ব্বক নিকটস্থ একটী নির্জ্জন গৃহে লইয়া গিয়া আপনার পার্শ্বদেশে উপবেশন করাইলেন। আউস্তাওমার কাজীর এবম্বিধ সদ্ব্যবহার দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। তদ্দর্শনে কাজী তৎপ্রতি আরও সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহাশয়! আপনার দর্শন লাভে আমার জীবন পবিত্র হইল। যেহেতু আমি লোক মুখে শুনিলাম, আপনি প্রত্যহ পাঁচ বার ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। এবং যথাসময়ে দেবালয়ে গমন করিয়া সেই পরমপিতাপরমেশ্বরের সন্তোষসাধনে যত্নবান্ থাকেন। আপনি কখন অখাদ্য

ভোজন অথবা সুরা পান করেন্ না, এবং সর্ব্বদা স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকি-লেও একজন ভৃত্য প্রতিনিয়ত আপনার নিকট ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া থাকে।" আউস্তা কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আপনি যাহা২ বলিলেন তৎসমুদায়ই সত্য। এবং সমগ্র ধর্ম্ম শাস্ত্র আমার মুখাগ্রে। সম্প্রতি আমি তীর্থ-পর্য্যটনেচ্ছায় তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" কাজী কহিল, "মহাশয়! আপনার স্থায় ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ আমার জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তর। কিন্তু আমি শুনিলাম, বিবাহদিবার উপযুক্ত আপনার একটী বয়স্থা তনয়া আছে, ইহা কি সত্য?" আউস্তা কহিল, "ধর্ম্মরাজ! আপনি যাহা কহিলেন তাহা যথার্থ। অর্থাৎ আমার যে একটী অবিবাহিতা কন্যা আছে তাহার বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে। কিন্তু সে স্বভাবতঃ এমনি কুৎসিতা, ব্যাধিগ্রস্তা এবং উন্মাদিনী যে, সহসা তাহাকে দেখিলে ঘৃণাবোধ হয়। তজ্জন্যই আমি লজ্জা-প্রযুক্ত তাহাকে জনসমাজে বাহির করি না।" আউস্তাওমারের এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে কাজী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, 'মৈত্র! আপনি যে স্বীয় দুহিতাকে ব্যাধিগ্রস্তা এবং উন্মাদিনী বলিয়া তাহাকে নিন্দা করিবেন ইহা আমি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি অতএব আর তাহা বলিয়া আমাকে প্রতা-রণা করিবার চেষ্টা করিবেন না। আমি শপথপূর্ব্বক বলিতেছি আপ-নার তনয়া ব্যাধিগ্রস্তা কি পাগলিনী যাহাই হউক আমি তাহার পানি-গ্রহণে সম্মত আছি।"

ওমার কাজীর এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ক্ষণকাল তাঁহার মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে কহিলেন, "বিচারপতে! আপনি যখন রক্ষক তখন পিতাস্বরূপ হইয়া কি নিমিত্ত আমার প্রতি এরূপ বিদ্রূপ বাক্য প্রযোগ করিতেছেন?" কাজী কহিলেন, "ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ! আমি বিদ্রূপ করিতেছি না। যথার্থই আমি আপনার কন্যার পানি গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছি। অতএব সত্বর আপনার তনয়াকে আমার করে সমর্পণ করিয়া মদীয় অভিলাষ পূর্ণ করুন।" আউস্তা কাজীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল, "প্রভো! কোন্ প্রতারক আপনাকে এরূপ ছলনা করিল? আমি ঈশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক বলিতেছি যে, আমার নন্দিনী অতিশয় কুৎসিতা ও ব্যাধিগ্রস্তা। এবং সে কোন ক্রমেই আপনার যোগ্য নহে।" তখন বিচারক ঈষৎ রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনার কন্যা কুৎসিতাই হউক আর ব্যাধিগ্রস্তাই হউক যখন আমি তাহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়াছি তখন সত্বর তাহাকে আনয়নপূর্ব্বক আমার হস্তে প্রদান করুন, আমি আপনার আর কোন ওজর আপত্তি শুনিতে চাহি না।"

আউস্তাওমার কাজীর এবম্বিধ নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া মনেং কহিতে লাগিলেন," বোধ হয় কোন ব্যক্তি কৌতুক দেখিবার জন্য উঁহার মনে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে যে, ওমারের কন্যা অতিশয়রূপবতী। এক্ষণে উপায় কি? বোধ হয় অতিরিক্ত পণের প্রার্থনা করিলে কাজী আমার কন্যার পাণিগ্রহণে অসম্মত হইতে পারেন।" এইরূপ স্থির করিয়া তিনি কাজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয়! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য, আমি কন্যাদানে প্রস্তুত আছি ; কিন্তু তাহার পণস্বরূপ আমাকে সহস্র সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে হইবে, নতুবা আমি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিব না।" কাজী কহিল," এ অতি সামান্য কথা, সহস্র সুবর্ণমুদ্রা আমি এই মুহূর্ত্তেই প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সহস্র সুবর্ণমুদ্রা আনয়নপূর্ব্বক ওমারের হস্তে প্রদান করিলে, বিবাহপত্র প্রস্তুত হইল। তখন রঙ্গরাজ কহিল, "এক শত জন নীতিজ্ঞ ব্যক্তিকে আনয়ন করুন, নতুবা আমি ইহাতে স্বাক্ষর করিতে পারিব না।" কাজী কহিলেন, " আপনি অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত, যাহা হউক আমি আপনার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।" এই বলিয়া কাজী তন্নগরী হইতে একশত জন নীতিজ্ঞ ব্যক্তিকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এক জন অমাত্যকে আদেশ করিলেন।

তদনন্তর এক শত জন নীতিজ্ঞ ব্যক্তি সভাস্থ হইলে আউস্তাওমার সর্ব্বসমক্ষে কাজীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রভো! আপনার অভিলাষানুসারে আমি অদ্যই আপনাকে স্বীয় তনয়া প্রদান করিব, কিন্তু যদি আমার তনয়া আপনার মনোনীত না হয় এবং তজ্জন্য আপনি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহা হইলে আপনি আরও এক সহস্র সুবর্ণমুদ্রা তাহাকে প্রদান করিবেন ইহা সর্ব্ব সমক্ষে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, নচেৎ আমি আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পরিব না।" কাজী তাঁহার বাক্য শ্রবণে কহিল, " মহাশয়! আমি সর্ব্বসমক্ষে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আপনার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিব।" রঙ্গরাজ তাঁহার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে মহা সন্তুষ্ট হইয়া কন্যাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ গৃহে গমন করিলেন। আউস্তাওমার রাজসভা হইতে বহির্গত হইলে সভাস্থ সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে গমন করিল। কেবল কাজী একাকী সেই স্থানে বসিয়া রহিল।

দুই বর্ষ পূর্ব্বে দুর্ব্বৃত্ত কাজী বোগদাদ দেশীয় এক বণিকতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। বণিকনন্দিনী অসামান্য রূপবতী ও গুণবতীও বটেন। নীচাশয় এত দিন তাঁহার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে-

ছিল। এক্ষণে দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ আপনিই আপন সুখপথের কন্টকস্বরূপ হইল। বণিক্‌সুতা কাজীর পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহের কথা শুনিয়া কম্পান্বিত কলেবরে তাঁহার নিকট আগমন করতঃ কহিলেন, "পাষণ্ড! এই কি তোমার অকপট প্রণয়। নির্লজ্জ! দুটী মস্তকে একটী উষ্ণীষ, দুইখানি হস্তে একটী দস্তানা, এবং একটী কোষ মধ্যে দুই খানি অসি থাকা যেরূপ অসম্ভব, এক গৃহস্বামীর দুইটী গৃহিণী থাকাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। আমার ন্যায় পতিপরায়ণা রমণীর প্রেমালাপে যাহার পরিতৃপ্তি জন্মে না সে নিতান্ত চঞ্চল ও অসার। আমি আর তোমার মুখাবলোকন করিতে চাহি না। আমাকে আমার পিতৃদত্ত সমস্ত যৌতুক প্রত্যর্পণ কর, আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব।" কাজী কহিল, "এ অতি উত্তম কথা, আমি কিরূপে তোমাকে পরিত্যাগ করিব সেই চিন্তায় অতিশয় কাতর ছিলাম; তুমি যখন স্বয়ংই তদ্বিষয়ে প্রস্তুত তখন আমার অভিপ্রায় সহজে সুসিদ্ধ হইল। আমি তোমার পিতৃদত্ত যৌতুক প্রত্যর্পণ করিতেছি।" এই বলিয়া কাজী তৎক্ষণাৎ সিন্দুক হইতে পঞ্চাশৎ সুবর্ণমুদ্রা আনয়নপূর্ব্বক রমণীকে প্রদান করিয়া এক খানি ত্যজ্যপত্র লিখিয়া দিলেন। তদনুসারে অবলা রমণী দুঃখিতহৃদয়ে স্বীয় পিতৃভবনে গমন করিলেন।

এদিকে নববিবাহিতা রমণীকে সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত কাজী ভৃত্যবর্গকে গৃহসজ্জা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে কিঙ্করগণ গৃহের চতুর্দ্দিক কার্পেটে আচ্ছাদিত করিয়া তন্মধ্যস্থলে কতকগুলি স্বর্ণ ও রজত খচিত সুন্দর আসন স্থাপন করিল। দেয়ালে সুন্দর সুন্দর চিত্রপট দোদুল্যমান হইতে লাগিল। গোলাপ, আতর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য সকল চারি দিকেই ছড়াছড়ি সুতরাং তদ্গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতে লাগিল। এইরূপে গৃহটী সুসজ্জিত হইলে, রঙ্গরাজনন্দিনীর আগমনের বিলম্ব দেখিয়া কাজী অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হইলেন, এবং এক জন বিশ্বস্ত অনুচরকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "অমাত্য! তুমি কি বলিতে পার সুন্দরী এখন আসিতেছেনা কেন? তাহার অদর্শনে প্রত্যেক মুহূর্ত্তই আমার পক্ষে যুগযুগান্তরের ন্যায় বোধ হইতেছে।" কাজীর এবম্বিধ কাতরতা দর্শনে স্বদীয় অনুচর আউস্তাওমারের উদ্দেশে দূত প্রেরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় এক ব্যক্তি হরিৎবর্ণ বসনে আবৃত একটী সিন্দুক স্কন্ধে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে কাজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাহক! সিন্দুকে করিয়া আমার জন্য কি আনয়ন করিলে?" বাহক কহিল, "প্রভো! আপনার দয়িতাকে আনয়ন করিলাম। বস্ত্রাচ্ছাদন উন্মোচন করিলেই আপনি তাহাকে দেখিতে পাইবেন।" কাজী

বাহকের বাক্য শ্রবণমাত্র সিন্দুকের আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে একটী অতি কদাকারা রমণী শায়িত রহিয়াছে। রমণী দীর্ঘে প্রায় দুই হস্ত পরিমিত হইবে, তাহার চক্ষু দুইটী কোঠর মধ্যে বসিয়া গিয়াছে, নাসিকা নাই, মুখময় ক্ষত এবং হস্ত পদাদি বিকৃত। তদ্দর্শনে কাজী অতিশয় ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ সিন্দুকটী বন্ধ করিয়া বাহককে কহিলেন, "তুই কি নিমিত্ত এই ভয়ানক জন্তুকে আমার নিকট আনয়ন করিয়াছিস?" বাহক কহিল, "প্রভো! এই সিন্দুক মধ্যে শায়িতা রমণীটীই আউস্তাওমারের একমাত্র তনয়া জানিবেন। আপনি সরলান্তঃকরণে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া রঙ্গরাজ ইহাকে আপনার নিকট আনয়ন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।" কাজী তাহার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে অতি কাতরস্বরে কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এই জড়জন্তুকে কি কেহ কখন বিবাহ করিতে পারে?"

মুহূর্ত্তমধ্যেই আউস্তাওমার আসিয়া উপস্থিত হইল। কাজী তাহাকে দেখিবামাত্র অতি কর্কশস্বরে কহিলেন, "দুরাত্মন্! আমার সহিত পরিহাস করিলে তোকে যে চিরকালের জন্য ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে ইহা কি তোর মনে ক্ষণ কালের জন্য উদিত হইল না? আমি ইচ্ছা করিলেই এই মুহূর্ত্তে তোর ন্যায় কতশত ব্যক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া যে চিরকাল কারাবদ্ধ করিতে পারি ইহা কি তুই অবগত নহিস্? যদি তোর জীবনের আশা থাকে তবে এই মুহূর্ত্তেই এই জড় পদার্থের পরিবর্ত্তে তোর সুন্দরী তনয়াকে আনয়ন কর্।" রঙ্গরাজ বিচার পতির এবম্বিধ ক্রোধ দর্শনে মহাভীত হইয়া কহিল, "ধর্ম্মাবতার! ক্রোধ সম্বরণ করুন। এ অধীনের কোন অপরাধ নাই। আমি সেই সর্ব্বান্তর্যামীর নাম গ্রহণপূর্ব্বক বলিতেছি যে, এই ভিন্ন আমার দ্বিতীয় কন্যা নাই। আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাকে পুনঃপুনঃ কহিয়াছিলাম যে আমার কন্যা অতিশয় কুৎসিতা ও ব্যাধিগ্রস্তা এবং কোন ক্রমেই আপনার যোগ্যা নহে, কিন্তু কিছুতেই আপনি আমার বাক্যে প্রত্যয় করিলেন না। ইহাতে আমার অপরাধ কি?"

ইহা শুনিয়া কাজীর ক্রোধের অনেক উপশম হইল। তখন তিনি আউস্তাওমারকে কহিলেন, "বন্ধো! ইতিপূর্ব্বে একটী পরমা সুন্দরী রমণী আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক তোমার তনয়া বলিয়া পরিচয় দিয়া কহিয়াছিল যে, তুমি তাহার বিবাহ দিতে অসম্মত হইয়া লোকের নিকট তাহাকে অতি কুৎসিতা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাক। তদনন্তর সেই রমণী আমাকে বিবাহ করিবার জন্য অভিলাষী হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে।" আউস্তাওমার এই সমস্ত কথা শুনিয়া কহিল, "মহাশয়! যে রমণী আপনার নিকট আগমনপূর্ব্বক এই সমস্ত কথা কহিয়া গিয়াছে সে অবশ্যই বিশ্বেশ

বশতঃ আপনাকে ছলনা করিয়া থাকিবে।” এতচ্ছ্রবণে কাজী করতলে কপোল বিন্যাসপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া রঙ্গরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহাশয়! আমি উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছি। এক্ষণে বাহককে আপনার কন্যাটীকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আদেশ করুন। আপনি যে সহস্র মুদ্রা লইয়াছেন তাহা আমি ফিরাইয়া লইতে চাহি না কিন্তু যদি আপনি আমার সহিত প্রণয় রাখিতে ইচ্ছা করেন তবে আর অধিক অর্থ প্রার্থনা করিবেন না।”

যদিও কাজী এক শত নীতিজ্ঞ ব্যক্তির সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, শিল্পকারতনয়া তাঁহার মনোনীতা না হইলে তিনি তাহাকে আরও এক সহস্র সুবর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন তত্রাচ তাঁহার অঙ্গীকারানুরূপ অর্থ প্রার্থনা করিতে আউস্তার সাহস হইল না। কারণ তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহা হইলে কাজী তাঁহার সম্পূর্ণ শত্রু হইবেন এবং বিচারপতি শত্রু হইলে তাঁহাকে পদেপদে বিপদে পতিত হইতে হইবে। রঙ্গরাজ মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিয়া কাজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! আপনার বাক্যই আমার শিরোধার্য্য। এক্ষণে আমার কন্যাকে পরিত্যাগ করাই যদি আপনার অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে তাহাকে এক খানি ত্যাজ পত্র লিখিয়া দিতে হইবে।” তদনুসারে কাজী তৎক্ষণাৎ মুহুরীকে ডাকাইয়া ত্যাজ্যপত্র লিখিয়া দিলেন অনন্তর আউস্তাওমার কাজীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কন্যাকে লইয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলেন।

অনতিবিলম্বেই সমস্ত নগরী মধ্যে এই জনরব প্রচার হইয়া পড়িল, তখন দুরাত্মা কাজী সকলেরই নিকট হাস্যাস্পদ হইতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি আমাদের প্রতি ঈর্ষাপ্রদর্শনে ক্ষান্ত হইলেন না। তজ্জন্য আমি মোয়াফেকের পরামর্শানুসারে বোগদাদাধিপতির নিকট গমন করতঃ আত্ম পরিচয় প্রদান কলিলাম, এবং কাজী যে কিরূপ স্বভাবের লোক অবশেষে তাহাও তাঁহার নিকট সবিশেষ ব্যক্ত করিলাম। তিনি তৎসমুদায় মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া করুণস্বরে কহিলেন, “যুবরাজ! তুমি নগরী মধ্যে উপস্থিত হইয়াই কেন এই সমস্ত বিষয় আমাকে অবগত করাও নাই? বোধ হয় দস্যুগণ তোমার সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়াছে তজ্জন্য হীন বেশে আমার নিকট আগমন করিতে লজ্জা বোধ করিয়াছিলে। কিন্তু মানবগণের অবস্থা সকল সময় সমান যায় না, অতএব যখন যে অবস্থা ঘটিবে তখন তদনুরূপ কার্য্য কারাই কর্ত্তব্য। তব জনক বনার্টিক ভূপতি আমার অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, অতএব এরূপ দুঃখের সময় তুমি আমার নিকট আগমন করিলে

আমি নিশ্চয়ই তোমার দুঃখ বিমোচন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতাম।" ভূপতি এবম্বিধ নানারূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া আমাকে একটী হীরকাঙ্গুরীয়ক ও এক খানি বহুমূল্য বস্ত্র উপহারস্বরূপ প্রদান করিলেন।

তদনন্তর আমি সানন্দে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলাম, "তিনি কতিপয় সুবর্ণ ও রজতে সুশোভিত পারস্য দেশীয় তুরঙ্গম এবং উৎকৃষ্ট মখমল ও অত্যাশ্চর্য্য কিংখাপ তথায় প্রেরণ করিয়াছেন।" ইহাতে আমি অবশ্যই পরমানন্দিত হইলাম। অনন্তর তিনি মোয়াফেককে নির্দ্দোষী জানিয়া পূর্ব্বমত বোগদাদের শাসনপদ প্রদান করিলেন, এবং কাজীর পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহাকে চিরকালের জন্য কারাবদ্ধ করিয়া অউস্তাওমারের তনয়াকে তাহার নিকট রাখিয়া দিলেন।

বিবাহের কিছু দিবস পরে আমি সস্ত্রীক মোজল দেশে গমন করিবার অভিলাষে পিতৃসন্নিধানে এক জন দূত প্রেরণ করিলাম। কিন্তু তাহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া আমি একদা নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছি এমন সময়ে দূত আসিয়া নিবেদন করিল, "যুবরাজ! আপনি দস্যুগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন শুনিয়া ত্বদীয় পিতা অন্যূন চারি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে দস্যুদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু তথায় আপনাকে দেখিতে না পাইয়া আপনি যে দস্যুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন ইহা নিশ্চয় করিয়া তিনিও শোক ও দুঃখে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর ত্বদীয় পিতৃব্য তনয় আমেদউদ্দীন সিংহাসনারূঢ় হইয়া প্রজাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছেন। কিন্তু প্রজাবর্গ আপনার জীবিতসংবাদ শুনিবা মাত্র আহ্লাদে পুলকিত হইয়া ত্বদীয় পুনর্দ্দর্শন মানসে পথপানে চাহিয়া রহিয়াছে।" দূত এই কথা বলিয়া আমেদউদ্দীন প্রেরিত একখানি পত্র আমাকে প্রদান করিল। আমি পত্র খানি পাঠ করিয়া দেখিলাম যে উহা কৃতজ্ঞতাসূচক বাক্যে পরিপূর্ণ, এবং পিতৃব্যতনয় উহাতে আমাকে পিতৃরাজ্য গ্রহণের নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়াছে।

এই সংবাদ শ্রবণমাত্র আমি স্বদেশ গমনের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া বোগদাদনাথের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম। তিনি তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ আমার সহিত তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণের আজ্ঞা প্রদান করিলেন শুনিয়া আমি সেই মুহূর্ত্তেই শ্বশুর ও শাশুড়ির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বোগদাদ নগরী হইতে স্ব দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

স্বীয় পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে গমন করা নিতান্ত ক্লেশকর হইলেও প্রিয়তমা জেত্রোদী অতিশয় প্রণয়ানুরাগবশতঃ অনায়াসেই আপন জনক জননীর নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক আমার অনুগামিনী হইল।

আমি এইরূপে বোগদাদ হইতে বহির্গত হইয়া গন্তব্যপথের অর্দ্ধাংশ অতিক্রম করিতে না করিতেই শুনিলাম যে আমাদের সম্মুখে একদল সুসজ্জিত সৈন্য আগমন করিতেছে। এই কথা শুনিবামাত্র উহারা দস্যুদল হইবে বিবেচনায় আমি তৎক্ষণাৎ স্বীয় সৈন্য সামন্তকে যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিলাম। আদেশ মাত্র সকলেই যোদ্ধৃবেশে দণ্ডায়মান এমত সময়ে দূত আসিয়া কহিল, "প্রভো! সম্মুখে যে সকল সৈন্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে উহারা আপনার বিপক্ষ সৈন্য নহে। নব নরপতি আমেদউদ্দীন স্বয়ং সসৈন্যে আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিতেছেন।"

দূতের বাক্য অবসান হইতে না হইতেই যুবরাজ আমেদউদ্দীন স্বীয় সৈন্য গণকে পশ্চাতে রাখিয়া কতিপয় অমাত্য সমভিব্যাহারে আমার নিকট আগমন করতঃ বিনয়-নম্র বচনে আমার প্রীতিবর্দ্ধন করিল। তদ্দর্শনে আমি একবার মনে করিলাম হয়তো আমেদউদ্দীন স্বার্থ সিদ্ধির মানসে আত্মীয় ভাবে আমার সহিত মিলিত হইয়া আমার জীবন বিনষ্ট করিবে। আবার ভাবিলাম ভ্রাতা কর্ত্তৃক এরূপ আচরণ কদাচ সম্ভবপর নহে। অতএব এরূপ বৃথা আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্ব হইতেই ভ্রাতার সহিত শত্রুবৎব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। তদনুসারে আমি সেই মুহূর্ত্তেই কালেফ-প্রেরিত সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া স্বীয় ভ্রাতার সহিত গমন করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমেদউদ্দীন মৎপ্রতি কোনরূপ বিদ্রোহাচরণ না করিয়া বরং প্রাণপণে আমার বিশ্বাস ভাজন ও প্রিয়পাত্র হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

এইরূপে আমি আমেদউদ্দীনের সহিত মৌজল দেশে উপনীত হইলে প্রজাগণ আমাকে দেখিয়া জয়ধ্বনীতে সমস্ত নগরী প্রতিধ্বনিত করিল। তিন দিবস কাল রাজধানী মধ্যে মহা মহোৎসব হইতে লাগিল। বণিকগণ পথপার্শ্বস্থ বিপনি সকল সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও চিত্রপটে সুশোভিত করিল। নিশাকালে আলোকমালায় সুশোভিত হইয়া সমস্ত নগরী অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। দোকান গুলির সম্মুখে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও দাড়িম্বরস বিরাজিত ছিল, সুতরাং পথিকগণ অবাধে স্বেচ্ছানুরূপ দ্রব্য ভক্ষণ ও দাড়িম্বরস পান করিয়া আনন্দে উন্মত্ত প্রায় হইতে লাগিল। নগরীর সকল স্থানেই নৃত্য গীত প্রভৃতি নানাবিধ আমোদ আহ্লাদ হইতে লাগিল। পরিশেষে শিল্প-

কারগণ আমার নিকট আগমন করতঃ সকলেই সমস্বরে, "যুবরাজ দীর্ঘজীবী হউন।" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

এবম্বিধ সম্বর্দ্ধনা লাভেও আমার অন্তঃকরণে কিঞ্চিন্মাত্র সুখের লক্ষণ হইল না। যেহেতু প্রেয়সীর সন্তোষ সাধনই আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল। আমি অনতিবিলম্বেই দয়িতার নিমিত্ত একটী গৃহ বহুমূল্য দ্রব্যে সুসজ্জিত করিতে ভৃত্যগণকে আদেশ প্রদান করিলাম। তৎপরে যে পঞ্চবিংশতিজন জর্জিয়া দেশীয় যুবতী তৎকালে পিতৃগৃহে বাস করিত, নিরন্তর গান বাদ্যে প্রিয়তমার সন্তোষসাধনার্থ তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলাম। এবং দ্বাদশ জন নপুংসক্‌কে মহিষীর ভৃত্যপদে বরণ করিয়া দিলাম।

এইরূপে আমি স্বীয় মহিষীর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া রাজাসন গ্রহণানন্তর প্রজা পালনে তৎপর হইলাম, এবং আমার সুশাসন গুণে প্রজাবর্গ পরম সুখে কালযাপন করিতেছে এমন সময় এক জন যোগী আমার রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাহার অত্যাশ্চর্য্য বাক্‌পটুতা গুণে অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত অমাত্যগণের এমনি প্রীতিভাজন হইয়া উঠিল যে, প্রত্যহ সভাস্থসকলেই আমার নিকট তাহার বিবিধ গুণকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। তদনুসারে আমিও একদা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অভিলাষী হইলাম।

অত০পর তাহার বাক্‌পটুতা দর্শনে এবং পরিচয় শ্রবণে আমি তৎপ্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে স্বীয় মন্ত্রীত্ব পদ প্রদানে ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু যোগী আমার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে কহিল, "মহারাজ! আমরা উদাসীন, অতএব ঈশ্বরের গুণ গান করাই যখন আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং ধনতন্ত্রে পরাধীনতা স্বীকার করা যখন আমাদের উদ্দেশ্য নহে তখন আমাকে আর ওরূপ আজ্ঞা করিবেন না।" তাহার এবম্বিধ ঔদাসীন্য দর্শনে আমি পরমপ্রীত হইলাম এবং ভক্তিরসে আমার হৃদয় আপ্লুত হইল। ক্রমশঃ আমি তাহাকে দেবতার ন্যায় মান্য করিতে লাগিলাম এবং তাহাকে দর্শন করিবামাত্র আমার অন্তঃকরণ মধ্যে অপূর্ব্ব আনন্দরসের উদ্রেক হইতে লাগিল।

অতঃপর একদা আমি সৈন্যসামন্ত ও উদাসীনকে সমভিব্যাহারে লইয়া মৃগয়ার্থ বন মধ্যে গমন করিলাম। অকস্মাৎ এক দিবস সৈন্য সামন্তগণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে আমরা উভয়েই সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া একটী বৃক্ষতলে উপবেশনপূর্ব্বক নানাপ্রকার বাক্যালাপ করিতে লাগিলাম। উদাসীন আনুপূর্ব্বিক আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া আমাকে কহিল, "নরনাথ! আমি এই অল্পবয়সে অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছি এবং অনেকের নিকট প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছি। একদা একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ

আমার এবম্ভুত বহুদর্শিতা দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বহুবিধ মায়া বিদ্যা অবগত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতে পারিলে অনায়াসেই ঐ সমস্ত লাভ করিতে পারিব ভাবিয়া আমি বহুদিবসাবধি তাঁহার ভবনে সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলাম। ক্রমে বৃদ্ধের অন্তিম কাল উপস্থিত হইল। তখন তিনি আমাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, উদাসীন্! আমার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ প্রায়। আর অল্পকাল মধ্যেই আমাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব আমি তোমাকে একটী বিদ্যা শিখাইয়া যাইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু তুমি উহা কখনও কাহার নিকট প্রকাশ করিবে না এরূপ অঙ্গীকার না করিলে আমি উহা শিখাইতে পারিব না। আমি তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে তিনি আমাকে নানাবিধ জাড় বিষয়ক বিদ্যা শিখাইয়া অবশেষে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইলেন"

তচ্ছ্রবণে আমি আগ্রহের সহিত উদাসীনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! উহা কি প্রকার বিদ্যা, এবং উহাতে কিরূপ কার্য্য সাধন হইতে পারে?" উদাসীন কহিল, "প্রভো! ঐ বিদ্যার কথা কি বলিব, উহার প্রভাবে মৃতব্যক্তিকে পর্য্যন্ত সজীব করিতে পারা যায়। কিন্তু বাস্তবিক জীবন দানে ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও ক্ষমতা নাই। কেবল মৃত দেহে আত্ম জীবনমাত্র প্রবেশ করাইয়া আমি উহাকে সজীব করিতে পারি। আপনি ইচ্ছা করিলে আমি এই মুহূর্ত্তেই উহা আপনার সাক্ষাতে সম্পাদন করিয়া আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছি।" উদাসীনের এবম্ভুত অত্যাশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণে আমি চমৎকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ একটী সম্মুখবর্ত্তী হরিণীর প্রাণ সংহার করতঃ উদাসীনকে কহিলাম, "মহাশয়! এই মৃতাহরিণীকে জীবন দান করিয়া আপনার বিদ্যার পরিচয় প্রদান করুন।" উদাসীন কহিল, "প্রভো! আমি এই মুহূর্ত্তেই আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি।" উদাসীন এই কথা বলিতে না বলিতেই তাহার শরীর অচেতনাবস্থায় ভূতলে পতিত হইল, এবং হরিণী সজীব হইয়া আমার সমক্ষে নৃত্য করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আমি সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এক দৃষ্টে হরিণীকে নিরীক্ষণ করিতেছি এমন সময় কুরঙ্গী নৃত্য করিতে করিতে আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া ভূতলে পতিত ও মৃত হইল, এবং তদ্দণ্ডেই উদাসীনও জীবন ধারণপূর্ব্বক ভূতল হইতে উত্থিত হইল।

এবম্বিধ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকনে আমি উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ফকীরের অনেক সাধ্য সাধনা করিলে উদাসীন কহিল, "প্রভো!"

আপনি কেন এরূপ অন্যায় অনুরোধ করিতেছেন. আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উহা কাহার নিকট প্রকাশ করিতে পারিব না।” তৎপরে আমি অধিকতর কাতরভাব প্রকাশ করায় উদাসীন কিঞ্চিৎদয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া কহিল, “প্রভো! আপনি যখন আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর তখন আমি যে দ্বি অক্ষরবিশিষ্ট মন্ত্রের বলে স্বীয় আত্মাকে অন্য জীবের শবমধ্যে প্রবেশ করাইয়া উহাকে সজীব করিতে সক্ষম হই তাহা আপনাকে বলিতেছি।” এই বলিয়া ফকীর আমাকে সেই মন্ত্রটী শিখাইয়া দিল।

মন্ত্রটী শিখিবামাত্র উহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হইল। অতএব সেই মৃত হরিণীটীকেই সজীব করিবার অভিপ্রায়ে যেমন সেই মন্ত্রটী উচ্চারণ করিলাম অমনি তাহা সজীব হইল. এবং আমার দেহ অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িল। তদ্দর্শনে আমার আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না, কিন্তু অচিরেই আমার সেই অতুল আনন্দ নিরানন্দরূপে পরিণত হইল। যেহেতু সেই দুরাত্মা ফকীর আমাকে তদবস্থ দেখিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আমার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আমার বধসাধনে তৎপর হইল। তদ্দর্শনে আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করিলাম। দুরাত্মা উদাসীন আমার ধনুকে শর যোজনা করিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল, কিন্তু তাহার সেই অসদভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। কারণ আমি অতি কষ্টে পলায়ন করিয়া তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলাম।

এইরূপে আমি সেই দুরাত্মার হস্ত হইতে স্বীয় জীবন রক্ষা করিলাম বটে. কিন্তু ঐ দুরাচারের কুব্যবহারে, প্রিয়তমা ভার্য্যার বিরহে, এবং বন্যজন্তুদিগের সহবাসে সাতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে লাগিলাম। এবং মধ্যে২ আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিলাম।

এদিকে দুরাত্মা ফকীর মদীয় দেহ ধারণপূর্ব্বক রাজধানীতে গমন করিয়া নিরপরাধিনী জেত্রোদার সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল. এবং প্রজাগণও তাহাকে আমার ন্যায় ভক্তি করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সেই মৃতদেহ বনমধ্যেই পড়িয়া রহিল। কিন্তু সেই দুরাচার তাহাতেও সন্তুষ্ট হইল না, আমাকে বিনাশ না করিলে তাহার নিরাপদের সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া সে অরণ্যমধ্যস্থ সমুদায় মৃগবিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইল. এবং সমস্ত নগরী মধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দিল যে, যেকেহ মৃগবধ করতঃ তাহার মস্তক আমার নিকট আনয়ন করিবে সে প্রত্যেক মৃগমস্তকে ত্রিংশৎ টাকা পারিতোষিক পাইবে।

তদনুসারে ব্যাধগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত হরিণ বধে যত্নবান্ হইল। কিন্তু শুভাদৃষ্ট বশতঃ তাহাদের হস্তে আমায়

প্রাণ বিনাশ হইল না। যেহেতু তৎকালে এক বৃক্ষতলে একটী বুলবুলপক্ষী মৃতাবস্থায় পতিত রহিয়াছে দেখিয়া আমি মন্ত্রবলে তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া পুরী অভিমুখে গমন করিলাম। এবং তথায় উপনীত হইয়া রাজউদ্যানস্থ একটী বৃক্ষোপরি বাসা করিলাম। ঐ বৃক্ষটীর সন্নিকটেই জেত্রোদীর শয়ন-গৃহ। ক্রমে রজনী সমাগতা হইল। তখন দুরাত্মা উদাসীন জেত্রোদা সমীপে গমন করিয়া নানাবিধ মধুরবচনে তাহার প্রীতিভাজন হইয়া স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিল। তদ্দর্শনে আমি নিতান্ত অধীর হইলাম। ক্রমে দিননাথ পূর্ব্বগগণে উদিত হইলেন। তখন অন্যান্য পক্ষীগণ হৃষ্ট মনে সুমধুরস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু আমি হৃদয় ব্যাথায় অস্থির হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রিয়তমার গবাক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অতি করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলাম। আমার এবম্বিধ শোকসূচক স্বর শ্রবণে জেত্রোদা সত্বর গবাক্ষ সন্নিধানে আগমন করিল। তাহাকে দেখিয়া আমি আর কাতরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলাম। হা হায়! তদ্দর্শনে সে দয়ার্দ্র চিত্ত হওয়া দূরে থাকুক বরং অধিকতর কৌতুকাবিষ্ট হইয়া হাস্য করিতে লাগিল। তাহার এবম্বিধ অসদাচরণ দর্শনে আমি যদিও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলাম তথাপি প্রত্যহ নিশাবসান কালে পূর্ব্বের ন্যায় ডাকিতে লাগিলাম, এবং প্রেয়সীও প্রত্যহ মনোযোগ পূর্ব্বক আমার বিলাপধ্বনি শুনিতে লাগিল।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে একদা আমাকে ধরিয়া স্বীয় সন্নিধানে রাখিবার জন্য জেত্রোদীর অতিশয় ইচ্ছা জন্মিল। বোধ হয় বিধাতা আমার অসহ্য যন্ত্রণা দর্শনে দুঃখিত হইয়া তাহার মনে ঈদৃশ স্নেহের উদ্রেক করিয়া দিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রেয়সী সত্বর সহচরীগণ সমীপে গমন করিয়া কহিল, 'দেখ সখীগণ! ঐ পক্ষীটীকে ধরিবার জন্য আমার একান্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছে, অতএব তোমরা সত্বর এক জন ব্যাধকে ডাকিয়া আনিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।" তদনুসারে এক জন ব্যাধ আসিয়া আমাকে ধরিবার নিমিত্ত ফাঁদ পাতিল। আমার পলাইবার ইচ্ছা ছিল না, বিশেষতঃ ব্যাধ কর্ত্তৃক ধৃত হইলে জেত্রোদীর নিকট গমন করিতে পারিব এই প্রত্যাশায় আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যাধ বিস্তৃত-জালে পতিত হইলাম। ব্যাধ আমাকে ধরিবামাত্র রাজ্ঞীর নিকট লইয়া গেল। প্রিয়া আমাকে পাইবামাত্র হর্ষগদ্গদস্বরে কহিল, "পক্ষি! তুমি আমার প্রাণ, আজি হইতে আমি তোমার গোলাপ ফুল হইলাম।" এই কথা বলিয়া সে আমার মুখ চুম্বন করিল। আমিও তাহার গণ্ডদেশে চঞ্চু স্পর্শ করিলাম। ইহা দেখিয়া রাণী আনন্দ সহকারে কহিল, "পক্ষীটী কি চতুর,

মুহুর্ত্ত মধ্যেই আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে।" যাহা হউক প্রেয়সী ত্বরায় আমাকে একটী স্বর্ণ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিল।

তদবধি প্রত্যহ প্রত্যূষে রমণী জাগরিত হইলে আমি সুস্বরে গান করিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতাম, এবং আমাকে খাদ্য প্রদান অথবা সোহাগ করিবার নিমিত্ত সুন্দরী যখন২ আমার নিকট আগমন করিত আমি তাহাকে দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া স্বীয় পক্ষ বিস্তার ও চঞ্চু অগ্রসর করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতাম। অল্পকাল মধ্যেই আমি তাহার এরূপ বশীভূত হইয়াছি দেখিয়া রমণীর আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। কখন কখন জেত্রোদী আমাকে পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া গৃহ মধ্যে ছাড়িয়া দিত, তখন আমি উড়িয়া গিয়া তাহারই হস্তে বসিতাম। কিন্তু অন্য কেহ আমার কাছে আসিলে আমি তাহাকে স্বীয় চঞ্চুপুটদ্বারা ভয়ানক আঘাত করিতাম। ক্রমে আমি তাহার এরূপ প্রিয় হইয়া পড়িলাম যে, রাণী সর্ব্বদাই বলিত, "যদি এই পক্ষীটী কোনরূপে মরিয়া যায় তাহা হইলে আমাকে অসহ্য শোকানলে দগ্ধ হইতে হইবে।'

এইরূপে আমি সর্ব্বদা রাজ্ঞীর নিকট বাস করিয়া অতুল আনন্দানুভব করিতাম সত্য বটে, কিন্তু যখন সেই পাপিষ্ঠ নরাধম ফকীরকে জেত্রোদী সন্নিধানে আগমন করিতে দেখিতাম তখনই আমি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইতাম, এবং সেই দুরাত্মা আমার নিকটে আসিলে আমি সাধ্যানুসারে চঞ্চুপুটদ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু হায়! আমার ক্রোধ দর্শনে তাহার কোপানল আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত।

নরপতির পুণরায় মানব দেহ ধারণ।

জেত্রোদীর একটী প্রিয় কুক্কুরী ছিল। একদা সেই কুক্কুরী প্রসবান্তে প্রাণত্যাগ করিল। তৎকালে গৃহমধ্যে আর কেহই ছিল না দেখিয়া সম্মুখবর্ত্তী মৃতদেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা জন্মিল। এবং এবম্প্রকারে পক্ষীর মৃত্যু হইলে তজ্জন্য রাণী শোকাকুলা হয়েন কি না তাহা দর্শন করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল! কিন্তু আমার মনোমধ্যে কি জন্য যে এরূপ ইচ্ছার উদ্রেক হইল তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক উক্ত অভিলাষ অকস্মাৎ অতিশয় বলবতী হইয়া উঠিল দেখিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইল ঈশ্বর স্বয়ং আমার মঙ্গল কামনায় উহার সৃষ্টি করিলেন। তদনুসারে আমি ত্বরায় উক্ত কার্য্য সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কুক্কুরী দেহমধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং পক্ষীদেহটী মৃতাবস্থায় পিঞ্জর মধ্যে পড়িয়া রহিল।

অনন্তর রাজ্ঞী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া পক্ষীর নিকট গমন করিল, এবং তাহাকে তদবস্থ দর্শনে শোক ও দুঃখে অভিভূতা হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে কিঙ্করীগণ সভয়ে সত্বর তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাজ্ঞি! আপনি কি নিমিত্ত এরূপ শোকাভিভূতা হইলেন? আপনার কি কোন অনিষ্ট সংঘটন হইয়াছে?" রাজ্ঞী কহিল, "সখীগণ! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আমার প্রাণপ্রিয় পক্ষীটী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে! হায় প্রিয় পক্ষি! তুমি কি নিমিত্ত আমায় পরিত্যাগ করিলে? আর কি প্রাতঃকালে তোমার সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে পাইব না? সখীগণ! কি পাপে যে বিধাতা আমার হৃদয়ে এরূপ আঘাত প্রদান করিলেন তাহা বলিতে পারি না।"

জেত্রোদীর এই সমস্ত খেদোক্তি শুনিয়া সখীগণ নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে তাহার দুঃখশান্তির চেষ্টা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাদের প্রবোধ বাক্যে জেত্রোদীর দুঃখ দূর হওয়া দূরে থাকুক বরং তদ্দ্বারা উহা দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে সহচরীগণ মহা ভীতা হইয়া ফকীরের নিকট গমন করতঃ তৎসমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। তচ্ছ্রবণে দুরাত্মা সত্বর রাজ্ঞীর নিকট আসিয়া কহিল, "প্রিয়ে! একটী সামান্য পক্ষীর নিমিত্ত কেন এত শোকার্ত্ত হইতেছ? এবং তুমি শোক ও দুঃখে তনুত্যাগ করিলেও যখন উহাকে সজীব করিতে পারিবে না তখন অনর্থক শোক ও দুঃখে অভিভূতা হইয়া স্বীয় আত্মাকে কষ্ট প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। আর যদি ঐ সামান্য বুলবুল পক্ষীই তোমার এত অভিলষণীয় হইয়া থাকে তবে আদেশ করিবামাত্র আমি তোমাকে ঐরূপ শতশত পক্ষী আনিয়া দিব।" কিন্তু তাহার এইরূপ বৃথা বাক্যব্যয়ে কোন ফল দর্শিল না। যেহেতু জেত্রোদী কহিল, "প্রভো! ক্ষান্ত হউন। আমার এই শোকানল নির্ব্বাণ হইবার নহে। সামান্য পক্ষীর জন্য ক্রন্দন করায় কেবল মানসিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ হয় মাত্র ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, কিন্তু কি করিব আমার হৃদয় কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। হায়! পক্ষীটী আমার সমুদায় কথা বুঝিতে পারিত, এবং আমি তাহার নিকটে গমন করিলেই সে সস্নেহে আমার করে বসিয়া সুমধুরস্বরে গান করিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। প্রাণ প্রিয়ে! তুমি কি চিরদিনের জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে? আর আসিবে না?" এই সকল কথা বলিতে বলিতে জেত্রোদীর নয়নদ্বয় বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইল।

এমত সময়ে আমি গৃহের একাংশে থাকিয়া সন্তানসন্ততিদিগকে স্তনপান করাইতে করাইতে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, "রাজ্ঞীর শোকশান্তির

নিমিত্ত ফকীর নিশ্চয়ই মায়াবলে পক্ষীর জীবন দান করিবে। এবং সেই সময়ে আমারও আশা ফলবতী হইবে।"

এদিকে দুরাত্মা উদাসীন রাণীর দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া ভৃত্যবর্গকে শীঘ্র গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে যাইতে আদেশ প্রদান করিল। অনন্তর বিরলে মহিষীকে ডাকিয়া কহিল, "প্রিয়ে! শোক সম্বরণ কর। আমি কল্য তোমার প্রিয় পক্ষীটীকে সজীব করিয়া দিব। এবং কল্য অবধি প্রত্যহ প্রাতে তুমি উহার সুমধুরগান শুনিতে পাইবে।" জেত্রোদী কহিল, "প্রভো! অনর্থক বাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন নাই। কল্য আপনি আমার পক্ষিটীকে সজীব করিয়া দিবেন বলিয়া অদ্য আমাকে প্রবোধ দিতে ছেন আবার কল্য তৎপরদিবসের ওজর করিবেন. এইরূপে আজ কাল করিয়া কিছু দিন অতিবাহিত হইলে আমার দুঃখরাশি বিলুপ্ত হইবে এই আপনার অভিপ্রায়. অথবা অদ্য আপনি অন্য একটী বুলবুল আনিয়া ঐ পিঞ্জরমধ্যে রখিয়া দিবেন, এবং কল্য তাহাকেই মৃত বুলবুল বলিয়া আমাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিবেন।" যোগী কহিল, "প্রিয়ে! আমি তোমাকে প্রতারণা করিতেছি না, আমি যে মায়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি তাহারই প্রভাবে আমি স্বয়ং পক্ষীদেহে প্রবেশ করিবা তোমার ইচ্ছানুরূপ গান গাইব। যদি আমার বাক্যে প্রত্যয় না হয় বল আমি এই মুহূর্ত্তেই উহাকে জীবন-দান করিয়া তোমার সংশয় অপনোদন করিতেছি।"

তাহার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে মহিষী আর কোন উত্তর প্রদান নাই। না শুনিয়া ফকীর ভাবিল, "হয়তো রাজ্ঞী আমার বাক্যে কম্পিত করিতেছে না।" দুরাত্মা মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ হইয়া ক্ষোপরি শয়ন করিল, এবং মায়ামন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আপন আত্মাকে ভ্রষ্ট শরীরে প্রবেশ করাইযা তাহাকে সজীব করিল। তখন পাখিটী পিঞ্জর মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল দেখিয়া জেত্রোদী সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। আমিও আর কাল বিলম্ব করা অনুচিত বোধে তৎক্ষণাৎ কুক্কুরী দেহ পরি-ত্যাগপূর্ব্বক আত্ম দেহে প্রবেশ করিয়া সত্বর গমনে পক্ষিটীর মস্তক-চ্ছেদন করিলাম। তদ্দর্শনে রাজ্ঞী সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! ও কি করিলেন? অকারণে নির্দ্দোষী পক্ষিটীর প্রাণবধ করিলেন, যদি উহার বধসাধন করাই আপনার অভিপ্রেত ছিল তবে কি নিমিত্ত উহাকে পুনরায় সজীব করিলেন?"

আমি এবম্প্রকারে শত্রুর বধসাধন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেং কহিতে লাগিলাম, "দুর্ব্বৃত্ত এত দিনের পর উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইল। দুরাত্মা যেমন আমার মান সম্ভ্রম সমুদায় নষ্ট করিয়াছে অদ্য ঈশ্বরেচ্ছায়

তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিয়া আমার সমুদায় ক্রোধের শান্তি করিলাম।" জেত্রোদী আমার এবম্ভূত আনন্দ দর্শনে ব্যগ্র হইয়া কহিল, "নাথ! এই পক্ষিটীর জীবন নষ্ট করিয়া কেন যে আপনি এরূপ আনন্দিত হইয়াছেন সত্বর তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনে এ দাসীর কৌতূহল চরিতার্থ করুন।" আমি জেত্রোদীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে তাহার নিকট আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। তচ্ছ্রবণে রাণীর সর্ব্ব শরীর লোমাঞ্চিত হইল। এবং অজ্ঞতা বশতঃ উদাসীনের সহিত যে সহবাস করিয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিয়া দিন দিন অতিশয় কৃশ হইতে লাগিলেন। কিন্তু আমিই যে যথার্থ ফয়জুল্লা তাহা প্রমাণ করিতে আমার বিশেষ কষ্ট বোধ হইল না, যেহেতু সেই ফকীরের মৃতদেহ তৎকালে বনমধ্যেই পড়িয়াছিল এবং দুরাত্মা যে কি নিমিত্ত সমুদায় মৃগ বধার্থ আদেশ প্রদান করিয়াছিল তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া আমার প্রতি প্রিয়ার বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না।

কিন্তু আমি এইরূপে স্বীয় ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিয়া বিষম বিপদে পতিত হইলাম। যেহেতু তচ্ছ্রবণে মহিষী ঘৃণা ও লজ্জায় সর্ব্বদা অতিশয় দুঃখে কালযাপন করিতে লাগিল দেখিয়া আমি তাহাকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়া কহিতে লাগিলাম, প্রিয়ে! তুমি কি জন্য এত লজ্জিতা হইতেছ? না জানিয়া কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাহাতে পাপস্পর্শ হয় না, এবং জনসমাজেও কলঙ্কের কোন সম্ভাবনা থাকে না। ফকীর যেরূপ অসৎকার্য্য [illegible]ছিল সে তদনুরূপ প্রতিফল পাইয়াছে, অতএব মহিষী আর বৃথা স্বীয় [illegible] প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিও না। কিন্তু আমার সমুদায় চেষ্টাই [illegible] হইল, যেহেতু শোক ও দুঃখে একান্ত কাতরা হইয়া রাজ্ঞী অচিরেই [illegible] পরিত্যাগ করিল, এবং মৃত্যু সময়ে আমার চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। হায়! আমি পাষাণবৎ তাহার মৃত্যু যাতনা দর্শন করিলাম। হায়! সেই বিচ্ছেদযাতনা সহ্য করিয়া এখনও আমি জীবিত রহিয়াছি। আমার ন্যায় নির্দ্দয় বোধ হয় জগৎব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয় নাই।

যাহা হউক আমি যথা সময়ে প্রিয়ার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সমাপন করিলাম। তদনন্তর পিতৃব্যতনয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "ভ্রাতঃ! আমি প্রিয়ার শোকে আমার জীবনের অবশিষ্টাংশ নির্জ্জন প্রদেশে অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। অতএব তুমি রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন কর।" আমেদ আমার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া আমাকে প্রত্যুত্তিজ্ঞ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। আমি কহিলাম, "ভাই!

আর আমার কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দিও না। আমি আর রাজত্ব করিব না। আমি ত্বরায় রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক তীর্থযাত্রা করিয়া সহধর্ম্মিণীর শোকে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিব।"

অনন্তর আমেদউদ্দীনের প্রতি মোজল দেশ শাসন করিবার ভার অর্পণ করিয়া আমি কতিপয় ভৃত্য ও কিঞ্চিৎ বহুমূল্য দ্রব্য সমভিব্যাহারে লইয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিলাম। এবং আমার প্রমুখাৎ তনয়ার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে মদীয় শ্বশুর শাশুড়ি অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন দেখিয়া আমি আর তথায় অধিক দিন অবস্থিতি না করিয়া নানা তীর্থ পর্য্যটন করতঃ অবশেষে তাতার দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এবং এই স্থানে বাস করা সুবিধা জনক বোধে আমি অন্যূন চল্লিশ বৎসর হইল এই খানেই অবস্থিতি করিতেছি। এখানে আমি এক জন সামান্য ব্যক্তি বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত। কাহারও সহিত বিশেষ আলাপ নাই। একমাত্র জেত্রোদীর চিন্তাই আমার চিরসহচর হইয়াছে। এবং নিরন্তর তাহারই বিষয় চিন্তা করিয়া আমি সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছি।

যুবরাজ কালেফের ইতিবৃত্তের পরিশেষ।

বৃদ্ধভূপতি এইরূপে আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তৈমুর ও তৎপুত্র কালেফকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখুন আমিও আপনাদের ন্যায় অতি কষ্টে পতিত হইয়াছিলাম, কিন্তু ক্ষণ কালের নিমিত্ত তজ্জন্য খেদ করি নাই। বরং মনে২ স্থির করিয়াছিলাম, যেমন প্রবল সমীরণ বেগে সমস্ত শরবন কম্পিত হয় তদ্রূপ মনুষ্যগণ সর্ব্বদা নানাবিধ দুর্ঘটনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, অতএব আমরা যখন যে অবস্থায় পতিত হই তখন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। যাহা হউক আমি এ প্রদেশে আগমন করিয়া অবধি পরম সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছি। রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি বলিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন কষ্ট বোধ হয় নাই। বরং এই নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতেছি।" বৃদ্ধের বাক্যাবসান হইলে তৈমুরভূপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনিই যথার্থ সাধু। জগতে কোন ব্যক্তিই আপনার ন্যায় অনায়াসে রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অপরিচিত স্থানে সামান্য ভাবে বাস করিয়া মনের সুখে কাল যাপন করিতে পারে না।" তৈমুরবনিতা কহিলেন, "মহাশয়! আপনিই যথার্থ প্রেমিক। যেহেতু পরম প্রেমাস্পদ জেত্রোদীর মৃত্যুতে আপনি সমুদায় সুখাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃত দাম্পত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন।" কালেফ কহিলেন,

"মহাশয়! আমি ঈশ্বরের নিকট এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, যাহারা আমা-দিগের ন্যায় বিপদজালে পতিত হইবে তাহাদের মন যেন আপনার হৃদয়ে ন্যায় সুদৃঢ় পদার্থে নির্ম্মিত হয়।"

এইরূপ বাক্যালাপে দিবা অবসান হইল। তখন নিশানাথ ব্যস্তসমস্ত হইয়া কুমুদিনীর মনে সন্তোষ জন্মাইবার নিমিত্ত গগণমার্গে প্রকাশ পাই-লেন। ভ্রমরগণ স্বভাবতঃ তোষামোদপ্রিয়, এবং সৌভাগ্য শালীর অনুসরণ করাই তাহাদের প্রধান কার্য্য অতএব তাহারা দুঃখাবনতা কমলিনীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সুমধুর গুনগুন রবে কুমদিনীর সন্তোষ সাধনে চেষ্টা করিতে লাগিল। যথা সময়ে সর্ব্বসন্তাপ নাশিনী নিদ্রাদেবী সকলকে অভিভূত করিল। তখন বৃদ্ধজুল্লাভূপতি একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে নরপতিও তদীয় মহিষীকে এবং অপর একটী গৃহ মধ্যে যুবরাজ কালেফকে শয়ন করিতে আদেশ দিয়া আপনি অন্তঃপুরমধ্যে গিয়া শয়ন করিলেন। পর দিবস প্রত্যুষে সকলেই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পরস্পর বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এমন সময়ে বৃদ্ধভূপতি তৈমুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,"মহা-শয়! কেবল মাত্র আপনারা হতভাগ্য নহেন, শুনিলাম, তৈমুরনরপতি কার্জ্জম অধিপতির নিকট সমরে পরাজিত হইয়া স্বরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্র ও মহিষী সমভিব্যাহারে লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। অদ্য রজনীতে কার্জ্জম নৃপতির দূত চীনরাজের নিকট আসিয়া কহিয়াছে যে, তৈমুর ভূপতি এদেশে আসিলে তাহাকে সপরিবারে ধৃত করিয়া কার্জ্জমনাথের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র তৈমুর ও কালেফের মুখমণ্ডল শুষ্ক হইল এবং রাণী অচেতন প্রায় হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন। বৃদ্ধ তাঁহাদিগের ঈদৃশ ভাব দর্শনে বিস্মিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তৈমুর সাশ্রুনয়নে কহিলেন, 'মহাশয়! আমারই নাম তৈমুরভূপতি আমিই কার্জ্জম অধিপতির নিকট সমরে পরাজিত হইয়া দারাপুত্র সমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়া আপনার আশ্রয় গ্রহন করিয়াছি। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আমা-দের জীবন রক্ষা করিতে হইবে। আপনিই আমাদের উদ্ধার কর্ত্তা।" বৃদ্ধ কহিল, "নরনাথ! আপনাদিগকে এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ করা আমার সাধ্য নহে, যেহেতু চীনাধিপতি কার্জ্জমনাথের সন্তোষ বর্দ্ধনার্থ প্রতি গৃহে আপনাদিগকে অনুসন্ধান করিবেন, এবং দেখিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ শত্রু সমীপে প্রেরণ করিবেন। অতএব আপনারা সত্বর অটক নদী পার হইয়া, উহার পরপারবর্ত্তী-বর্লাস দেশে উপস্থিত হইতে পারিলে এ বিপজ্জাল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন।" অনন্তর তৈমুরভূপতি তাঁহার পরা-

মর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে সম্মত হইলে ফয়জুল্লা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে তিনটী দ্রুতগামী তুরঙ্গম, কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য এবং পাথেয় স্বরূপ কিছু সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। তদনুসারে তাঁহারা কৃতজ্ঞচিত্তে বৃদ্ধকে অভিবাদন করিয়া সত্বর ঐ নগরী হইতে বহির্গত হইলেন, এবং কতিপয় দিবসের পর অটক নদী উত্তীর্ণ হইয়া বর্লাস দেশে উপনীত হইলেন। ঐ দেশে উপস্থিত হইয়াই তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে অশ্ব কয়টী বিক্রয় করিলেন, এবং তাহাতে যে অর্থলাভ হইল তদ্দ্বারা কতিপয় দিবস সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিলেন। তৎপরে পুনরায় তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় দুঃখ জালে পতিত হইলেন। তখন একদা তৈমুরভূপতি দুঃখ ও শোকে অধীর হইয়া কহিলেন, "হায়! দুর্ভাগ্যের করকবলিত হইয়া এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করাপেক্ষা সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল। বিধাতা যে কি জন্য এখনও আমাকে জীবিত রাখিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। এরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আর ক্ষণমাত্র জীবন ধারণে আমার অভিলাষ নাই।' কালেফ পিতার এবম্ভূত কাতরোক্তি শ্রবণে কহিলেন, "পিতঃ একেবারে নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু যে বিধাতা সুখ ও দুঃখের আদি কারণ তিনি অনুকূল হইলে আমরা অবশ্যই এই দুঃখার্ণব হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিব। তিনি হয়তো আমাদের জন্য সুখ ভাণ্ডার রাখিয়া থাকিবেন, কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ আমরা তাহা দেখিতে পাইতেছি না। বোধ হয় রাজধানী মধ্যে গমন করিলে আমাদের এ দুর্ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।"

অনন্তর নরপতি এবং রাজ্ঞী উভয়েই কালেফের বাক্যে সম্মত হইয়া। পর দিবস প্রত্যূষে তাঁহারা তিন জনেই রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তাঁহারা একটী পান্থনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সঙ্গে কিছুই খাদ্য দ্রব্যাদি ছিল না সুতরাং কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন সেই চিন্তায় সকলেই আকুল হইলেন। তখন যুবরাজ কালেফ ভিক্ষার্থে বহির্গত হইলেন। এবং দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যার সময় জনক জননী সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে কথঞ্চিৎ তাঁহাদের ও আপনার উদর পূর্ত্তি করিয়া শয়ন করিলেন। তদনন্তর নরপতি ও রাজ্ঞী তনয়ের এবম্বিধ ভিক্ষা বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কালেফও তাঁহাদের দুঃখ দর্শনে সাতিশয় কাতর হইয়া কহিলেন, "পিতঃ! রাজপুত্র হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলাম ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও লজ্জার বিষয় আর কি আছে? কিন্তু আমি তজ্জন্য কাতর নহি। কারণ চির দিন কখন সমান যায় না, এবং বর্ষ চক্রের

ন্যায় নিরন্তই সুখ ও দুঃখের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে সেই ভিক্ষা-বৃত্তি দ্বারাও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন অতএব আমার প্রার্থনা এই যে, আপনারা আমাকে দাসরূপে বিক্রয় করুণ। তদ্দ্বারা যে অর্থ প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে আপনারা কিছুকাল সুখ স্বচ্ছন্দে যাপন করিতে পারি-বেন সন্দেহ নাই।" পুত্র প্রমুখাৎ এবম্ভূত নিদারুণবাক্য শ্রবণে তৈমুরভূপ কহিলেন, "বৎস! তোমার স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া জীবন ধারণ করা-পেক্ষা অনাহারে আমাদিগের প্রাণ পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। এবং যদ্যপি আমাদের তিন জনের মধ্যে এক জনকে বিক্রয় করিলে অপর দুই জনের জীবন রক্ষা হয় তাহা হইলে আমিই তোমাদিগের জন্য দাসত্ব বৃত্তি অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি।"

অতঃপর কালেফ কহিলেন, "তাতঃ! আমি জীবিকা নির্ব্বাহের আর একটী সদুপায় স্থির করিয়াছি। কল্য প্রাতে আমি বাহক বৃত্তি অবলম্বন করিব, এবং তদ্দ্বারা যাহা উপার্জ্জন হইবে তাহাতেই আমাদিগের যথা কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে।" যুবরাজের এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলে, তৎপর দিবস প্রাতে কালেফ বাহক বেশ পরিধান-পূর্ব্বক নিয়োগকর্ত্তার প্রতীক্ষায় পথ পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। কিন্তু তাঁহার সমুদায় চেষ্টাই বিফল হইল, যেহেতু তিনি মধ্যাহ্ন সময় পর্য্যন্ত এক পয়সাও উপার্জ্জন করিতে না পারিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! যদি এইরূপ বিনা উপার্জ্জনে সমস্ত দিবস অতিবাহিত হয় তাহা হইলে আমি কিরূপে বৃদ্ধ পিতা মাতার ভরণ পোষণে সমর্থ হইব।"

নৃপতনয় এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পান্থশালাভিমুখে গমন করি-তেছেন এমন সময় ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একান্ত কাতর হইয়া বিশ্রাম লাভার্থ একটী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। এবং একাগ্রচিত্তে কিয়ৎক্ষণ ঈশ্বরো-পাসনা করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। অনন্তর জাগ্রত হইয়া নিকটবর্ত্তী একটী বৃক্ষশাখায় একটী সুন্দর বাজপক্ষী দেখিতে পাইলেন, পক্ষীটীর মস্তকোপরি নানাবিধ চিত্র বিচিত্র পক্ষ্ম এবং গলদেশে হীরক ও বহুমূল্য ধাতু খচিত এক ছড়া সুবর্ণের হার লম্বমান রহিয়াছে। রাজ-কুমার পক্ষীটীকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিবামাত্র বাজপক্ষীটী তাঁহার হস্তে আসিয়া বসিল। তিনি বিহঙ্গমটীকে দেখিবামাত্র মনে মনে স্থির করিলেন যে, এই পক্ষীটী নিশ্চয়ই এদেশীয় নরপতির হইবে, কোনরূপে পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়াছে। বাস্তবিক বিহঙ্গমটী বর্ল্লাসনাথেরই বটে। তিনি পূর্ব্ব দিবস মৃগয়ার্থ গমন করিলে পক্ষীটী বনমধ্যে হারাইয়া গিয়া-ছিল তজ্জন্য তিনি সমস্ত রজনীর মধ্যে একবার নেত্র নিমীলন করিতে পারেন

নাই, এবং অদ্য প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই ব্যাধগণকে আহ্বান করিয়া পক্ষীর অনুসন্ধানে প্রেরণ করিয়াছেন।

তৈমুরতনয় রাজপক্ষী হস্তে রাজসভায় গমন করিতেছেন।

এদিকে যুবরাজ পক্ষীটীকে হস্তে লইয়া রাজপুরী অভিমুখে গমন করিতেছেন দেখিয়া নাগরিকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "এই সেই মহারাজের প্রিয়পক্ষী। যে ব্যক্তি উহাকে ধৃত করিয়া মহারাজ সন্নিধানে লইয়া যাইতেছেন উনি তাঁহার প্রতিভাজন হইয়া বিলক্ষণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।" কালেফ তাহাদের এবম্বিধ বাক্যাবলী শ্রবণ করিতে করিতে রাজসভা সন্নিধানে উপস্থিত হইবামাত্র বর্লাসনাথ দূর হইতে প্রিয় পক্ষীটীকে দেখিতে পাইয়া সত্বর যুবরাজের সমীপস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই পক্ষীটীকে কোথায় পাইলে?" তচ্ছ্রবণে যুবরাজ যেরূপে উহাকে ধরিয়াছিলেন তৎসমুদায় যথাযথ বর্ণন করিলে পর বর্লাসাধিপতি আলমগীর কহিলেন, "যুবন্! তোমাকে দেখিয়া বিদেশী বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব তুমি কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছ এবং কিরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছ তৎসমুদায় বর্ণন কর।" তদনুসারে কালেফ তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন,' মহাশয়! আমি বলগেরিয়া নিবাসী এক জন বণিকের পুত্র। আমার পিতা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন। দেশ ভ্রমণাভিলাষী হইয়া আমি পিতা মাতার সহিত জনক দেশাভিমুখে আগমন করিতেছিলাম, পথিমধ্যে দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আমাদের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে। তৎপরে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অতি কষ্টে এই দেশপর্য্যন্ত আগমনে সক্ষম হইয়াছি।"

আলমগীর তাঁহার বাক্যাবলী শ্রবণে কহিলেন, "যুবন্! ইহা অতি আনন্দের বিষয় যে তুমি সৌভাগ্যক্রমে আমার পক্ষীটীকে ধৃত করিয়াছ। যেহেতু আমি ইতিপূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমাকে এই পক্ষীটী আনিয়া দিতে পারিবে আমি তাহাকে তাহার প্রার্থনামত তিনটী দ্রব্য প্রদান করিব, অতএব তুমি তাহা যাচ্ঞা কর।" তদনুসারে কালেফ কহিলেন, "মহারাজ! আমার প্রথম প্রার্থনা এই যে আমার পিতা মাতাকে পান্থ নিবাস হইতে আনয়নপূর্ব্বক রাজপুরী মধ্যে প্রতিপালন করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ আপনার অশ্বশালা হইতে সদাগতিসম একটী অশ্ব আমাকে দিতে হইবে, এবং তৃতীয়তঃ রাজ কুমারোপযোগী একটী পরিচ্ছদ ও এক তোড়া সুবর্ণমুদ্রা আমাকে প্রদান করুন। যেহেতু দেশ ভ্রমণে আমার একান্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছে।" বর্লাসাধিপতি কালেফের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, "যুবন্! অদ্যই তোমার জনক জননীকে রাজপুরী মধ্যে আনয়ন করিতেছি, তৎপরে কল্য প্রাতে তোমাকে দ্রুতগামী একটী অশ্ব ও একপ্রস্থ রাজপরিচ্ছদ এবং কিঞ্চিৎ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিব।"

রাজকুমার তাঁহার ঈদৃশ অনুগ্রহ লাভে চরিতার্থ হইয়া তৎক্ষণাৎ জনক জননী সন্নিধানে গমন করিলেন, এবং আলমগীর ভূপতি ও তৎসম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে রাজা ও রাণীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অনতিবিলম্বেই রাজধানী হইতে এক জন দূত আসিয়া তাঁহাদিগকে রাজপুরী মধ্যে লইয়া যাইবার জন্য তিনটী অশ্ব আনয়ন করিল। তাঁহারাও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সত্বর রাজপুরী মধ্যে গমন করিলেন। নরনাথ তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র তাঁহাদের তিন জনকেই একটী অত্যুৎকৃষ্ট প্রকোষ্ঠ মধ্যে রাখিয়া দিয়া তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত কতিপয় দাস দাসী নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

তৎপর দিবস প্রাতে নরনাথ কালেফকে একটী সুন্দর পরিচ্ছদ, তুরস্ক দেশীয় একটী অশ্ব এবং একতোড় সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। যুবরাজ অভিলাষানুরূপ দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া নরপতিকে প্রণাম করণানন্তর জনক জননী সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, "বহুদিবসাবধি দেশভ্রমণে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে, এক্ষণে তদুপযোগী দ্রব্যাদিও প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব আপনারা অনুমতি প্রদান করিলেই আমার চির আশা পূর্ণ হয়। আপনারা ঈশ্বরোপাসনা করতঃ এ স্থানে সুখস্বচ্ছন্দে কাল যাপন করুন, আমি শীঘ্রই প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আপনাদিগের শ্রীচরণ দর্শন করিব।" তৈমুর ভূপ কহিলেন, "বৎস! আমাদিগের জন্য কোন চিন্তা করিও না এবং আম-

রাও স্নেহপরতন্ত্র হইয়া তোমার এই মহৎ অভিলাষ সাধনে বিরুদ্ধাচারী হইব না। তুমি সত্বর গমন কর। আমরা এই বদান্য ভূপতির আশ্রয়ে থাকিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিব, তজ্জন্য তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না।"

যুবরাজ এইরূপে পিতা মাতার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক চীনদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর কয়েক দিবস ক্রমাগত ভ্রমণ করিবার পর অবশেষে তিনি পিকিন রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ রাজধানীর পথ পার্শ্বে এক বৃদ্ধা বিধবার একটী সামান্য বাটী ছিল। কালেফ সেই বাটীতে থাকিয়াই রজনী যাপন করিবেন ভাবিয়া তাহার দ্বারাঘাত করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে এক বৃদ্ধা রমণী দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে যুবরাজ তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ' মাতঃ! অদ্য রজনীর নিমিত্ত এই অতিথিকে কি আপনার আলয়ে স্থান দান করিতে পারিবেন?" বৃদ্ধা তাঁহার আকার প্রকার ও পরিচ্ছদাদি দর্শনে তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী বিবেচনা করিয়া কহিলেন, "বৎস! এ বাটী তোমারই, তুমি ইচ্ছা করিলে স্বচ্ছন্দে ইহাতে চিরকাল বাস করিতে পার।" তচ্ছ্রবণে যুবরাজ মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার আলয়ে কি অশ্ব রাখিবার স্থান আছে?" বৃদ্ধা তাঁহার বাক্যে সম্মতি প্রদান করিয়া স্বয়ং অশ্বটীকে অশ্বশালায় বন্ধন করিয়া আসিল। অনন্তর কালেফ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ কি আমার নিমিত্ত কিছু খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দিতে পারিবে?" বৃদ্ধা কহিল, "আমার যে পুত্র আছে আপনি মূল্য প্রদান করিলে সেই খাদ্য দ্রব্যাদি আনিয়া দিতে পারে।" এই কথা শুনিবামাত্র কালেফ বালকটীর হস্তে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া খাদ্য দ্রব্যাদি আনয়ন করিবার জন্য তাহাকে বাজারে পাঠাইয়া দিলেন।

ইত্যবসরে কালেফ বৃদ্ধাকে তদ্দেশীয় রীতি নীতি আচার ব্যবহার প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে কথায়২ চীনদেশীয় নৃপতির কথা উপস্থিত হইলে কালেফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এদেশীয় নরপতির স্বভাব কিরূপ? তিনি কি বদান্য? তাঁহার নিকট কোন কার্য্যের প্রার্থী হইলে তিনি কি তাহা পূর্ণ করিবেন?" বৃদ্ধা কহিল, "যুবন্! তিনি নিঃসন্দেহই তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন, এবং প্রজাবর্গকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করাই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম।" তুমি কি তাঁহার গুণের কথা পূর্ব্বে শুন নাই? তাঁহার যশঃসৌরভ যে চারিদিকেই বিকীর্ণ রহিয়াছে।" কালেফ বৃদ্ধার বাক্য শ্রবণে কহিলেন, "আপনার কথার ভাবে বোধ হইতেছে যে, চীননাথ অতিশয় সুখী হইবেন।" বৃদ্ধা কহিল, "চীনা

বিপত্তি এরূপ সৌভাগ্যশালী হইলেও তাঁহাকে সুখী বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। যেহেতু তিনি বহুবিধ সদনুষ্ঠান করিয়া যে একটী কন্যারত্ন লাভ করিয়াছেন সেই তনয়াটীই তাঁহার অসুখের প্রধান কারণ হইয়াছে।” রাজনন্দন কহিলেন, “তনয়া কিপ্রকারে তাঁহার দুঃখের কারণ হইলেন?” বৃদ্ধা কহিল, “আমার একটী কন্যা রাজকুমারীর সহচরী, তাহার স্থানে আমি রাজকন্যা সম্বন্ধে যাহা২ শুনিয়াছি তদ্বৃত্তান্ত বলিতেছি আপনি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।” রাজতনয়ার নাম তুরন্দক্ত। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ষোড়শবর্ষ। তাঁহার রূপের কথা কি বলিব, রাজকন্যার বিচিত্র রূপের চিত্র করিবার জন্য কত শত পূর্ব্বদেশীয় চিত্রকর আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বহু যত্নেও রাজনন্দিনীর স্বরূপ রূপ চিত্রপটে অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তাঁহারা যে চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা যদিও তাঁহার রূপের সদৃশ নহে তথাপি উহা দর্শন করিয়াই অনেককে উন্মত্তাবস্থায় লোক যাত্রা সংবরণ করিতে হইয়াছে। রূপের বৃত্তান্ত এই, রাজতনয়ার গুণের কথা কি বলিব। তিনি সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে অগ্রগণ্যা। তিনি গ্রীক্, লাটিন, পারসী, আরবী, হিন্দি প্রভৃতি সমুদায় ভাষা স্বহস্তে লিখিতে পারেন। এবং অঙ্ক ও নীতিশাস্ত্রেও তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি আছে। ফলতঃ এতাদৃশ রূপ গুণসত্ত্বেও তিনি ক্ষণ কালের জন্য সুখী হইতে পারেন নাই। প্রতিজ্ঞারূপ রাহুতে তাঁহার সৌন্দর্য্যশশিকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। প্রায় দুইবর্ষ অতীত হইল তিব্বতনাথ স্বীয় পুত্রের সহিত রাজনন্দিনীর বিবাহের নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। চীনাধিপতিও সম্মত হইয়া ঐ রাজপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রাজকন্যা অহঙ্কার বশতঃ পিতৃবাক্য অগ্রাহ্য করিলেন, তাহাতে রাজা অতিশয় কুপিত হইয়া কন্যার অসম্মতিতেই বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইহাতে কুমারীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, তিনি দুঃখ ও চিন্তায় একান্ত অভিভূতা হইয়া দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিলেন এবং শোকাতিশয্য বশতঃ তাঁহার নানাপ্রকার পীড়া উপস্থিত হইল। তখন নরনাথ কবিরাজগণকে আহ্বান করিয়া রাজকন্যার চিকিৎসা করিতে আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু কবিরাজগণ কোনরূপেই রোগের উপশম করিতে না পারিয়া বলিলেন, “মহারাজ! রাজনন্দিনী যে রোগে আক্রান্তা হইয়াছেন আমাদিগের দ্বারা তাহার কোন উপকার দর্শিবে না, এবং তাঁহার অমতে বিবাহ প্রদান করিলে রাজনন্দিনী নিশ্চয় এই ব্যাধিতেই প্রাণত্যাগ করিবেন। কিন্তু বিবাহ বিষয়ে তাঁহার মতানুযায়ী কার্য্য করিলে তিনি আরোগ্যলাভ করিতে পারেন।”

রাজা তনয়াকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন, সুতরাং বৈদ্যদিগের প্রমুখাৎ এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার অন্তরে দারুণ আঘাত লাগিল। তখন তিনি সত্বর পদে তনয়া সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে মধুর বচনে কহিলেন, "জীবন সর্ব্বস্ব! আমি তিব্বত দেশীয় দূতকে বিদায় দিয়াছি, তুমি প্রফুল্লিতা হও, আর বৃথা ভাবনায় স্বীয় অন্তরাত্মাকে ব্যথিত করিও না।" কুমারী কহিল, "তাতঃ! আমি মনেং প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমার কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সক্ষম হইবেন আমি তাঁহারই গলে বরমাল্য প্রদান করিব, অন্যথা তাঁহার শিরশ্ছেদ হইবে। আপনি যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা পালনের সহায়তা করেন, তাহা হইলে আমি জীবন ধারণ করিব, নতুবা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গরূপ মহা পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিব। আপনাকে আমার প্রতিজ্ঞানুরূপ বাক্য গুলি চারি দিকে ঘোষণা করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে রাজপুত্রগণ প্রাণভয়ে আর আমায় বিবাহ করিতে আসিবেন না। সুতরাং আমি অবিবাহিতা থাকিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিব।" রাজনন্দিনীর এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে চীননাথ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, কন্যার বিবাহে ইচ্ছা নাই। যেহেতু এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য চারিদিকে প্রচারিত হইলে ভয়প্রযুক্ত কেহই তাহার পাণিগ্রহণার্থ আগমন করিবে না। কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি কি, অবিবাহিতা থাকিলেই যদি তনয়া সুখী হয় হউক।

তিনি এইরূপ স্থির করিয়া কন্যার অভিলাষানুরূপ কার্য্য সম্পাদনে সম্মত হইলেন। সুতরাং তুরন্দক্তের চিন্তাজ্বরও তিরোহিত হইল। তিনি স্বল্পকালমধ্যেই পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্যলাভ করিলেন। কিন্তু দেশ বিদেশে তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা প্রচারিত হইলেও দেশ দেশান্তর হইতে বহুসংখ্যক রাজনন্দন তাঁহার পাণিগ্রহণাভিলাষে চীনরাজ্যে আসিতে লাগিলেন, অবশেষে প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া সকলেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নরনাথ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া মনেং কহিতে লাগিলেন, 'হায়! কি জন্য আমি এরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইলাম, এবং এই কাল সর্পিণীকে গৃহে রাখিয়া কি অনর্থই উপস্থিত করিলাম। প্রতিদিন বহুসংখ্যক নির্দ্দোষী নৃপনন্দনদিগের রক্তে রাজধানী প্লাবিত হইতেছে, অথচ ব্যাঘ্রাণীর আশা নিবৃত্তি হইতেছে না।" তদনন্তর তিনি স্বীয় তনয়াকে উক্তরূপ নৃশংস আচরণ পরিত্যাগ করাইবার জন্য বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; যেহেতু রাজপুত্রদিগের ছিন্ন মস্তক দর্শনে দুঃখিতা হওয়া দূরে থাকুক বরং তদ্দর্শনে রাজতনয়া পরমাহ্লাদিত হইতেন।

এবম্বিধ আশামরীচিকায় পতিত হইয়া শত শত রাজতনয় অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তথাপি অন্যান্য দেশ হইতে রাজনন্দনগণ তথায় আগমন করিতে ক্ষান্ত হইতেছেন না। কয়েক দিবস গত হইল এক রাজতনয় এই স্থানে আগমন করিয়া কুমারীর পাণিগ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করিলে অমাত্যগণ তাঁহাকে এই ভয়ানক কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার জন্য বিবিধমত প্রকারে বুঝাইলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন যে, স্ত্রীলোকের নিকট পরাজিত হইয়া জীবন ধারণ করাপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। অচিরে তাঁহার তাহাই ঘটিল, অর্থাৎ তিনি রাজনন্দিনীর নিকট পরাজিত হইয়া অবিলম্বেই জমপুরী দর্শন করিলেন। গত কল্য অপর এক রাজপুত্র আসিয়াছেন অদ্য রজনীতে তাঁহার শিরশ্ছেদন হইবে।

কালেফ এতাবৎ কাল মনোযোগপূর্ব্বক বৃদ্ধার বাক্য শুনিতে ছিলেন। তাঁহার বাক্যের অবসান হইলে তৈমুরতনয় কহিলেন, "কোন্ ব্যক্তি এরূপ অনভিজ্ঞ যে, রাজকন্যার এবম্প্রকার কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করিয়াও চীনরাজতনয়ার পাণিগ্রহণার্থ লালায়িত হয়েন? জানিয়া শুনিয়া বিষধরের মস্তকে পদার্পণ করে এরূপ লোক কি বিরল নহে? আর চিত্রকরেরা যে, রাজতনয়ার স্বরূপ রূপলাবণ্য চিত্রে প্রকাশ করিতে পারেন নাই ইহাও অতীব আশ্চর্য্যের কথা, বরং তাঁহারা অর্থের বশীভূত হইয়া রাজসুতাকে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য শালিনী করিয়া থাকিবেন, তজ্জন্যই লোকে চিত্রপট দর্শনে মুগ্ধ হইয়া থাকে। এবং বোধ হয় আপনি রাজকুমারীর রূপের বাহুল্য বর্ণন শুনিয়া থাকিবেন।" বৃদ্ধা কহিল, "না বৎস! রাজনন্দিনীর রূপের কথা কি বলিব, তাঁহার সৌন্দর্য্যের শতাংশের একাংশও চিত্রপটে চিত্রিত হয় নাই। আমি স্বচক্ষে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি। যদি কেহ স্বীয় মানসক্ষেত্রে সৃষ্টির সমুদায় সুন্দর পদার্থ একত্রিত করিয়া একটী অপূর্ব্ব রমণীরত্নের আকৃতি কল্পনা করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই কল্পিতা-রমণীও রাজতনয়ার সমতুল্য হইতে পারেন কি না সন্দেহ।

বর্ষীয়সীর এইরূপ বাক্যে তৈমুরতনয়ের প্রত্যয় জন্মিল না। তিনি মনে করিলেন যে, বৃদ্ধা তুরন্দক্তের সৌন্দর্য্যের কথা বাড়াইয়া বলিতেছেন। অতএব তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতঃ! রাজনন্দিনী যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন তাহার কি উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে না? আমার বোধ হয় যে, যে সকল রাজনন্দন বিবাহার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাদৃশ বিদ্বান্ নহেন, তজ্জন্যই পরাজিত হইয়াছেন।" বৃদ্ধা কহিল, "তুরন্দক্ত যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, তাহার অর্থ অতিশয় গূঢ় তজ্জন্যই উহার উত্তর প্রদানে কেহই সমর্থ হয়েন নাই।"

তাঁহারা এইরূপে কথা বার্ত্তা কহিতেছেন এমন সময় বালকটী খাদ্য-দ্রব্যাদি লইয়া আসিল। বৃদ্ধা আহারের আয়োজন করিয়া দিল। যুবরাজ পথশ্রান্তি প্রযুক্ত অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য শীঘ্র উদর পূরিয়া আহার করিলেন। ক্রমে রজনী সমাগতা হইল। তখন অকস্মাৎ নগরী-মধ্যে বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল শুনিয়া কালেফ বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা! এই বাদ্যধ্বনি কোনখানে হইতেছে?" বৃদ্ধা কহিল, "বৎস! আমি এইমাত্র যে রাজপুত্রের কথা বলিতেছিলাম, বোধ হব তিনি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহার শিরশ্ছেদ হইবে, সেই নিমিত্ত এই বাদ্যধ্বনি হইতেছে।" কালেফ কহিলেন, "মাতঃ! রাত্রিতে যে প্রাণদণ্ড হয় ইহার কারণ কি?" বৃদ্ধা বলিল, "অপর দোষীদিগের প্রাণ-দণ্ড দিবা ভাগেই হইয়া থাকে। কেবল রাজকন্যাভিলাষী রাজকুমারদিগের প্রাণদণ্ড করিতে হইলে চীনাধিপতি শোকবশতঃ দিবানাথের সম্মুখে এই নৃশংস ব্যাপার সম্পাদন করিতে বাঞ্ছা করেন না, সেই জন্যই রজনীতে তাহাদিগের প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে।"

কালেফ এই কথা শুনিবামাত্র কৌতুক দর্শনার্থ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। এবং পথে যাইয়া দেখিলেন শত শত লোক কৌতুক দেখিবার জন্য গমন করিতেছে, তিনিও তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া রাজবাটীর নিকটে যাইয়া দেখিলেন, পুরীর সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে বধমঞ্চ নির্ম্মিত হই-য়াছে। তাহার চারিদিকে আলো জ্বলিতেছে ও সহস্র সহস্র সুসজ্জিত সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং মস্তকোপরি বিচিত্র চন্দ্রাতপ বিস্তৃত রহিয়াছে। ফলতঃ ঐ স্থানটী দর্শন করিলে উহাকে সুরলোক বলিয়া বোধ হয়। যুবরাজ অবহিতচিত্তে এই সমস্ত দর্শন করিতেছেন এমন সময় অকস্মাৎ ঘন্টাধ্বনি হইল। তাহার পরক্ষণেই এক জন ভৃত্য পুরীর দ্বার খুলিয়া দিলে তন্মধ্য হইতে কতিপয় অমাত্য এবং দ্বাবিংশতি জন রাজকর্ম্মচারী সুন্দর পরিচ্ছদাদি পরিধানপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। তদনন্তর রাজকর্ম্মচারীগণ বধ্যভূমীর চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং অমাত্যগণ শিবির মধ্যে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই রাজপুত্র সেই স্থানে আনীত হইলেন। তাঁহার বয়ক্রম অন্যূন অষ্টাদশ বর্ষ হইবে। তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা কি বলিব, তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলেরই মন বিমোহিত হইল। তিনি বধমঞ্চে দণ্ডায়মান হইলে জনৈক অমাত্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বলদেখি রাজতনয় যখন তুমি রাজ-কন্যাভিলাষী হইয়া এই স্থানে আসিয়াছিলে তখন রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়াছিলে কি না, এবং প্রশ্নোত্তরে রাজা বারম্বার তোমাকে নিষেধ

করিয়াছিলেন কি না ?" কালেফ বলিলেন,' হাঁ, আমি প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়াছিলাম, এবং রাজাও তদ্বিষয়ে আমায় বারম্বার নিষেধ করিয়াছেলেন।" অমাত্য বলিলেন, "তবে রাজা কি রাজতনয়া তোমার মৃত্যুর দোষভাগী নহেন তুমি আপন ইচ্ছায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছ।' রাজপুত্র বলিলেন, "সে কথা যথার্থ, আমি আপন দোষেই প্রাণ হারাইলাম, তজ্জন্য নরনাথ কিম্বা তাঁহার তনয়া দোষী নহেন এবং আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেন আমার অকাল মৃত্যুর জন্য আর কাহার অপরাধ গ্রহণ না করেন।'

রাজকুমারের বাক্যাবসান হইলে পর ঘাতক পুরুষ একাঘাতেই তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। তখন পুনরায় বাদ্যধ্বনি হইল। তদনন্তর দ্বাদশ জন অমাত্য আসিয়া রাজপুত্রের মৃতদেহ একটী গজদন্ত নির্ম্মিত সিন্দুক মধ্যে স্থাপন করিল। তাহার পর ক্ষণেই আর ছয় জন অমাত্য আসিয়া ঐ সিন্দুকটী স্কন্ধে করিয়া রাজপুত্রকে গোর দিতে লইয়া গেল।
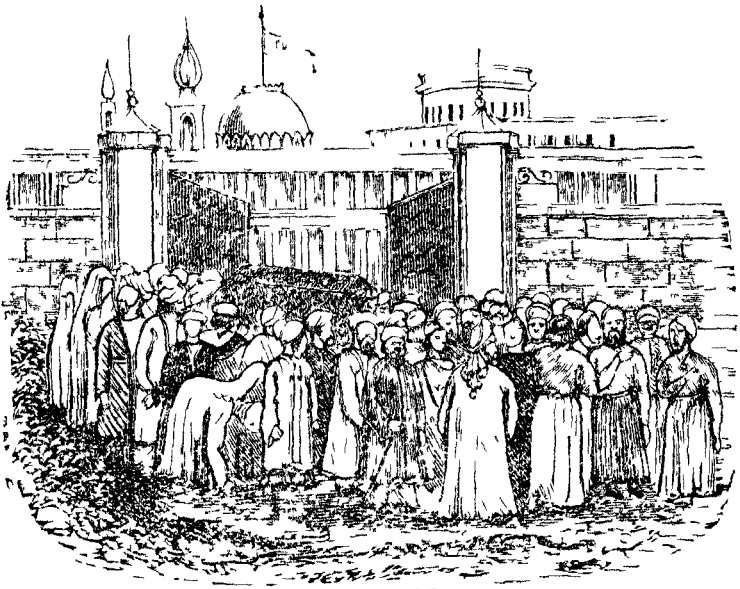
ছয় জন অমাত্য শবপূর্ণ সিন্দুক স্কন্ধোপরি ধারণ করিয়া সমাধিস্থানে গমন করিতেছেন।

ইহা দেখিয়া পথিক ও দর্শক বৃন্দ, রাজা ও রাজকন্যার অপযশ করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। কালেফ রাজপুরীর পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া তদ্বিষয়ে বহুবিধ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় অনতিদূরে এক ব্যক্তি ক্রন্দন করিতে২ তদভিমুখে আগমন করিতেছে দেখিতে পাইলেন।

তদ্দর্শনে যুবরাজ তাঁহাকে হতভাগ্য রাজতনয়ের আত্মীয় স্বজন বিবেচনা করিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! আপনি কি জন্য এত ক্রন্দন করিতেছেন, এবং ইতিপূর্ব্বে যে রাজতনয়ের শিরশ্ছেদ হইয়াছে তাঁহার সহিতই বা আপনার কিরূপ সম্বন্ধ?" এই কথা শুনিবামাত্র ঐ শোকাতুর ব্যক্তির নয়নদ্বয় হইতে অধিকতর বেগে বাষ্পবারি নিপতিত হইতে লাগিল। তদনন্তর তিনি কালেফকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! অদ্য যিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া সুরলোকে গমন করিলেন অতি শৈশবকালে তাঁহার সহিত আমার সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। তদবধি একত্রে পাঠ, একত্রে শয়ন, একত্রে উপবেশন, একত্রে ভোজন প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য করিয়া আসিতেছি। আমাদের দেহমাত্র বিভিন্ন ছিল। হায়! আজ সমরকন্দনাথ এ সংবাদ শুনিয়া কি বলিবেন। এবং কেই বা তাঁহাকে এই নিদারুণ সংবাদ প্রদানে সাহসী হইবে?"

তদনন্তর কালেফ কহিলেন "মহাশয়! আর বৃথা শোক করিয়া কি করিবেন। এক্ষণে বলুন দেখি রাজপুত্র কিরূপে এই কালস্বরূপা রমণীর রূপ লাবণ্যের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন?" শোকাকুল ব্যক্তি কহিলেন, "মহাশয়! সে কথা বলিতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়। উক্ত রাজকুমার রাজধানী মধ্যে পরম সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছিলেন, এবং ভবিষ্যতে তিনিই রাজ্যেশ্বর হইবেন বলিয়া অমাত্য ও প্রজাবর্গ সর্ব্বদাই তাঁহার সন্তোষ সাধনে যত্নবান থাকিতেন। হঠাৎ এক জন চিত্রকর আসিয়া রাজকুমারীর চিত্র দর্শন করাইল। ঐ চিত্রে রাজতনয়ার বিচিত্ররূপ এমত করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছিল যে, মদীয় সুহৃদ সেই চিত্রখানি দেখিবামাত্র মোহিত হইয়া কহিলেন, এরূপ সৌন্দর্য্য রাশি কখনই মানবে সম্ভবে না। তুমি নিশ্চয়ই রাজকুমারীর রূপ বাড়াইয়া লিখিয়াছ। তাঁহার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে চিত্রকর কহিল, যুবরাজ! বাড়াইয়া কি লিখিব, রাজকুমারী যেরূপ রূপবতী অতি সুনিপুণ চিত্রকরেরাও তাঁহার স্বরূপ রূপরাশি চিত্রপটে অঙ্কিত করিতে অক্ষম। এই চিত্র অপেক্ষাও তিনি শতগুণ সৌন্দর্য্যশালিনী। যুবরাজ চিত্রকরের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া সেই চিত্রখানি ক্রয় করিলেন। তদনন্তর তিনি চীনরাজের সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়া তদীয় সন্তোষ সাধন করতঃ তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবেন মনে মনে ইহা স্থির করিয়া আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চীনরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে তথায় উপনীত হইয়া আমরা রাজকন্যার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিলাম, কিন্তু যুবরাজ তাহাতেও নিরুৎসাহ না হইয়া বলিলেন, আমি বিদ্যা কি বুদ্ধি কিছুতেই রাজবালা অপেক্ষা ন্যূন নহি অতএব সহজেই তদীয়

প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণে সমর্থ হইব।” এই কথা বলিয়া তিনি রাজ সভায় গমন করিলেন। মহাশয়! তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমুদায় আপনি স্বচক্ষেই দেখিতে পাইলেন। মৃত্যুর কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যুবরাজ সেই নিষ্ঠুরা রমণীর চিত্র খানি আমার হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, “বন্ধো! যখন পিতা আমার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তাঁহাকে এই চিত্র খানি দেখাইও, তাহা হইলে তিনি তোমার কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।” কিন্তু হায়! এ চিত্র লইয়া কে তাঁহাকে দেখাইবে, আমা দ্বারা তাহা হইবে না। এই বলিয়া তিনি চিত্র খানি ভূতলে ফেলিয়া দিয়া ক্রোধভরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কালেফ ভূমি হইতে চিত্র খানি তুলিয়া লইয়া বৃদ্ধার গৃহাভিমুখে গমন করিলেন, কিন্তু অন্ধকারপ্রযুক্ত পথ হারা হইয়া একেবারে নগরীর বহির্ভাগে গিয়া পড়িলেন। সুতরাং চিত্রদর্শনে বঞ্চিত হইয়া সমস্ত রজনী অতি কষ্টে অতিবাহিত করিলেন। তৎপরে শর্ব্বরী প্রভাতা হইলে চিত্র খানি দর্শন করিয়া তাঁহার নয়নদ্বয়কে চরিতার্থ করিলেন বটে, কিন্তু চিত্রপটে অঙ্কিত রমণীর সুন্দর মুখশ্রী, হরিণী সদৃশী নয়ন, তিলফুল অপেক্ষা মনোহর নাসিকা, শ্যামল জলদের ন্যায় কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ প্রভৃতি দর্শন করিয়া তাঁহার মন একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িল। তখন তিনি “হায়! কি কুক্ষণেই এই চিত্র খানি দর্শন করিলাম। বোধ হয় অন্যান্য রাজ পুত্রগণের ন্যায় আমারও আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে।” মনে মনে ইত্যাদি নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বৃদ্ধার ভবনোদ্দেশে গমন করিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে দেখিবামাত্র আনন্দগদ্গদস্বরে কহিলেন, “বৎস! তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? তোমার বিলম্ব দেখিয়া আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিল।” তৈমুরতনয় কহিলেন, “জননি! আমি পথ চিনিতে পারি নাই, তজ্জন্য আসিতে এত বিলম্ব হইয়াছে।” এই বলিয়া তিনি বৃদ্ধার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তৎপরে সেই চিত্রখানি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাঁগো! এই কি সেই রাজতনয়ার যথার্থ প্রতিকৃতি?”

বৃদ্ধা সেই চিত্র খানি মনোযোগপূর্ব্বক দর্শন করিয়া কহিল, “ইহাতে রাজকুমারীর সৌন্দর্য্যরাশির শতাংশের একাংশও চিত্রিত হয় নাই। তুমি স্বচক্ষে তাঁহাকে দর্শন করিলে নিশ্চয় বুঝিতে পারিতে যে, সেরূপ রূপরাশি চিত্রপটে অঙ্কিত করা মানবের সাধ্য নহে।” কালেফ বৃদ্ধার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর উৎসাহান্বিত হইয়া কহিলেন, “জননি! আমি এই মুহূর্ত্তেই রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া ত্বদীয় তনয়ার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইব। রাজার কর্ম্মচারী হইবার আশায় এদেশে আগমন করিয়া-

ছিলাম সত্য বটে, কিন্তু তাঁহার জামাতৃ পদ লাভ করিতে পারিলে আমি তদপেক্ষা সুখী হইব সন্দেহ নাই।" তাঁহার এবম্বিধ বাক্যাবলী শ্রবণে বৃদ্ধা রোদন করিতে করিতে কহিল,"বৎস! এরূপ অভিলাষ পরিত্যাগ কর। যাঁহার অভিলাষী হইয়া শত শত রাজকুমার অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন তাঁহার জন্য কেন তুমি আত্মজীবন বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইতেছ? বিদেশে আসিয়া তুমি এইরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তোমার জনক জননী নিশ্চয়ই তোমার শোকে অভিভূত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন। অতএব এই অন্যায় বাসনা পরিত্যাগ কর।"

তৈমুরতনয় বৃদ্ধার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "জননি! আপনি অনর্থক নিবারণ করিবেন না। আমি রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি।" তচ্ছ্রবণে বৃদ্ধা সাশ্রুনয়নে কহিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! যদি রাজকন্যার সৌন্দর্য্যের কথা তোমায় না বলিতাম তাহা হইলে কখনই তোমার এরূপ বিপদ উপস্থিত হইত না।" কালেফ কহিলেন, "জননি! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। আমি অন্যান্য রাজপুত্রগণের ন্যায় মুর্খ নহি, অতএব অনায়াসেই রাজনন্দিনীর প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সক্ষম হইব।" এই বলিয়া তিনি বৃদ্ধার হস্তে কিছু সুবর্ণ মুদ্রা দিয়া কহিলেন, "জননি! মঙ্গলামঙ্গলের কথা বলা যায় না। অতএব আপনি ইহা গ্রহণ করুন। আর যদি আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমার অশ্বটীও আপনি বিক্রয় করিয়া লইবেন। যেহেতু আমার মৃত্যু হইলে অর্থের আবশ্যকতা কি? বরং ইহা আপনার কাছে থাকিলে আপনি এতদ্দ্বারা অনায়াসেই আমার মৃত্যু-শোক বিস্মরণ হইতে পারিবেন। আর যদি ঈশ্বরেচ্ছায় বাঁচিয়া যাই তাহা হইলে রাজজামতা হইব সুতরাং অর্থের অভাব থাকিবে না।"

বৃদ্ধা কালেফের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিল, "বৎস! অর্থপ্রভাবে কখনই আন্তরিক স্নেহের বিনষ্ট হইতে পারে না। অতএব তোমার মঙ্গল কামনায় আমি অদ্যই এই সমস্ত অর্থ দীন দরিদ্র দিগকে বিতরণ করিব। আর যদি তুমি একান্তই রাজকন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া থাক, তবে কল্য প্রাতে যাইও, অদ্য কোন ক্রমে আমি যাইতে দিব না। যেহেতু আমি অদ্য তোমার মঙ্গলোদ্দেশে দেব দেবীর আরাধনা এবং সাধুদিগের সেবা শুশ্রূষা সম্পাদন করিব।" কালেফ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলে, বৃদ্ধা সেই দিবসেই ত্বদীয় শুভোদ্দেশে দীন দরিদ্র এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে যথেচ্ছ দান ও দেব দেবীর পূজা সমাধান করিয়া তাঁহাদিগের প্রীত্যর্থ কতিপয় পশু বলি প্রদান করিলেন। পর দিবস প্রত্যূষে যুবরাজ বৃদ্ধার নিকট বিদায় লইয়া রাজভবনে গমন করিলেন।

বৃদ্ধা ভূমিতলে পতিত হইয়া শোক ও দুঃখে হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

এদিকে যুবরাজ রাজবাটী সমীপে উপনীত হইয়া দেখিলেন, "দ্বার-দেশের দুই পার্শ্বে কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ মাতঙ্গ বদ্ধ রহিয়াছে এবং সম্মুখে দুই সহস্র সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান আছে। তদ্দর্শনে তিনি কিছু-মাত্র ভীত না হইয়া একেবারে রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র এক জন অমাত্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! আপনি কে এবং কি জন্য এখানে আগমন করিয়াছেন?" কুমার কহিলেন, "আমি বিদেশী।" এই বলিয়া তিনি স্বাভিলায ব্যক্ত করিলেন। তচ্ছ্রবণে অমাত্য শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "মহাশয়! লোভ পরতন্ত্র হইয়া স্ব ইচ্ছায় মৃত্যুকামনা করা অতীব অন্যায়,অতএব আপনি নৃশংসা তুরন্দক্তের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করুন। ভয়ানক মরুপ্রদেশে পথিকগণ যেরূপ মরীচিকা দর্শনে ভ্রান্ত হইয়া জীবন লীলা শেষ করিয়া থাকেন, রাজকুমারীকেও সেইরূপ অমৃতাধার মনে করিয়া কত শত রাজকুমার যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য।" তৈমুরতনয় অমাত্যের ঈদৃশ সৎপরামর্শ শ্রবণে কহিলেন, 'মহাশয়! আমি আপনার সদুপদেশে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইলাম বটে, কিন্তু কিছুতেই গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারিব না; যেহেতু রাজতনয়ার পাণিগ্রহণ করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য জানিবেন। আপনি অনুমতি প্রদান করুন আমি রাজসভায় গমন করিয়া স্বাভিলাষ ব্যক্ত করি।" কালেফের এবম্বিধ আগ্রহাতিশয় দর্শনে অমাত্য কহিলেন, "যদি জীবন পরিত্যাগে আপনার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, তবে স্বচ্ছন্দে গমন করুন।" ইহা শুনিয়া কালেফ সানন্দমনে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া রাজসভায় গমন করিলেন। চীনাধিপতি তখন বহু সংখ্যক অমাত্য-গণ পরিবেষ্টিত হইয়া হীরা মুক্তা প্রভৃতি নানারত্নে বিভূষিত অপূর্ব্ব চন্দ্রাতপ বিশিষ্ট ভুজঙ্গের ফণাকার চারিটী পায়ার উপর স্থাপিত একখানি লৌহময় সিংহাসনে বসিয়া বিচার করিতেছিলেন। যুবক তথায় উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার প্রতি নৃপতির দৃষ্টি পতিত হইল। এবং তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য ও বহুমুল্য পরিচ্ছদাদি দর্শনে রাজা জনৈক অমাত্যকে তাঁহার পরিচয় গ্রহণে অনুমতি প্রদান করিলেন। আজ্ঞামাত্র অমাত্য তৈমুরতনয় সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, "মহাশয়! চীনাধিপতি আপনার পরিচয় জানিবার জন্য আমায় প্রেরণ করিয়াছেন।" কালেফ কহিলেন, "তাঁহাকে বলিবেন যে, আমি এক জন রাজপুত্র, তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি।"
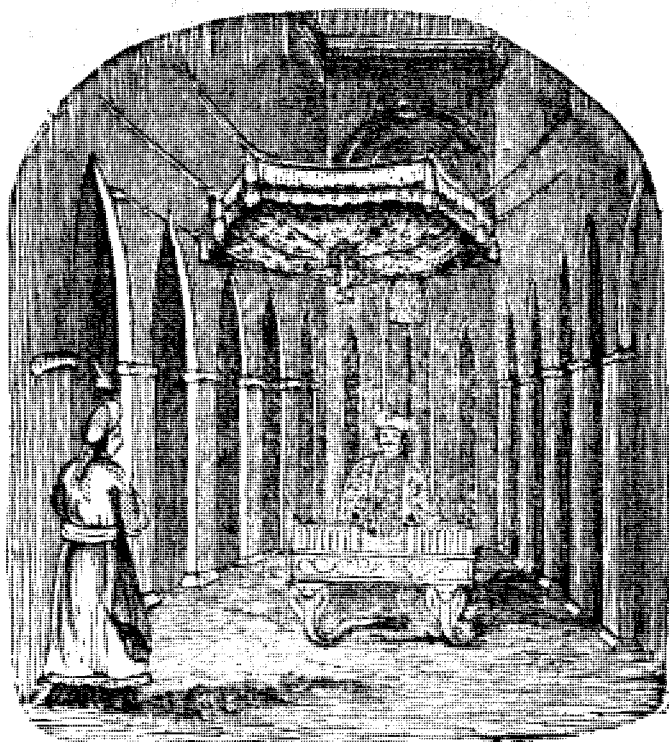
দীননাথ সভাভঙ্গ করিয়া সিংহাসনোপরি উপবেশনপূর্ব্বক
কালেফকে সৎপরামর্শ প্রদান করিতেছেন।

দীননাথ এই কথা শুনিবামাত্র কম্পিতপ্রায় হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ সভা ভঙ্গ করিয়া কালেফকে সম্বোধনপূর্ব্বক মধুরবচনে কহিলেন, "যুবন্! রাজকুমারীর নিদারুণ প্রতিজ্ঞার কথা কি তুমি শুন নাই? এবং তদভিলাষে যে কত শত রাজকুমারের মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহা কি তোমার কর্ণ গোচর হয় নাই? বোধ হয় কল্য যে সমরকন্দ-রাজ-তনয় ভ্রমান্ধতাবশতঃ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন তাঁহাকে তুমি স্বচক্ষে দেখিয়া থাকিবে। তথাপি তুমি যে স্বীয় মৃত্যু কামনা করিতেছ ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।" কালেফ কহিলেন, "দীননাথ! আপনি যাহা যাহা কহিলেন তৎসমুদায়ই সত্য, কিন্তু পূর্ব্বং রাজতনয়গণ স্ব স্ব অজ্ঞতা নিবন্ধন আপনাদিগের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন বলিয়া কি আমিও তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিব? তাহা কখনই হইবে না; আমি এখনি নৃপবালাপ্রদত্ত প্রশ্নাবলীর যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া স্বীয় মনস্কামনা পূর্ণ ও নিরপরাধী রাজপুত্রগণের শোণিতস্রোত নিবারণ করিব।" নৃপালক কহিলেন, "যুবন্! তুমিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজপুত্রগণের ন্যায় উন্মত্তপ্রায় হইয়াছ, নতুবা তুমি এরূপ অসংলগ্ন কথা কখন মুখেও

জানিতে না। যাহা হউক তোমার মুখশ্রী দর্শনে আমার অন্তঃকরণে অতিশয় বাৎসল্য ভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তজ্জন্যই তোমাকে বারম্বার এই দুরাশা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছি ; অতএব অদ্য তুমি বাসায় গমন কর, কল্য ভালরূপ বিবেচনা করিয়া পুনরায় আগমন করিও।"

এই কথা বলিয়া নরনাথ অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিলেন। সুতরাং কালেফও নিতান্ত কাতর হইয়া চিন্তা করিতে করিতে বাসায় আসিলেন। সমস্ত রজনীর মধ্যে তাঁহার একবার নিদ্রা হইল না। রজনী প্রভাতা হইবামাত্র তিনি রাজসমীপে গমন করিলেন। তখন নরনাথ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,"কুমার! অদ্য তুমি কি প্রকার মনস্থ করিয়া আসিয়াছ?" যুবরাজ কহিলেন, "নৃনাথ! আমার প্রতিজ্ঞা অবিচলিত জানিবেন। যদি বিধাতা আমার প্রতি সদয় না হয়েন তাহা হইলে স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দিতে কিঞ্চিন্মাত্র কাতর নহি।" রাজা কালেফের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, "হায়! কালস্বরূপা তনয়ার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া আমি কত শত নিরপরাধী যুবরাজের শিরশ্ছেদ করিলাম। আমার পুত্র পৌত্র কেহই নাই, অতএব তুমি উক্ত দুরাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সন্তানের ন্যায় সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন কর। অবিলম্বেই তুরন্দক্ত অপেক্ষা শত গুণ সুন্দরী রাজ কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিব।"

তৈমুরতনয় ভূপতির এবম্বিধ স্নেহপূর্ণ বচনে মহা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আর আমায় অনর্থক ভয়প্রদর্শন করিবেন না, যেহেতু উহাতে আমার মন কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া কেন যে তুরন্দক্তের গুণের এত পক্ষপাতী হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় বিধাতা শীঘ্রই আমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন বলিয়া আমার মনে এরূপ ভাবের উদয় হইতেছে। অতএব আপনি আর অনর্থক তদ্বিষয় হইতে আমাকে নিবারণ করিবেন না।" রাজা অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সেনাপতিকে আহ্বানপূর্ব্বক রাজপুত্রের বাসা দিতে অনুমতি করিলেন। আজ্ঞামাত্র সেনাপতি তাঁহাকে একটী সুন্দর অট্টালিকা মধ্যে রাখিয়া দিলেন, এবং তাঁহার সেবাশুশ্রূষার নিমিত্ত দুই শত দাস দাসী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। রাজকুমার বিচার-প্রতিক্ষায় অতি কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে চীনেশ্বর ব্যাকুলহৃদয়ে তদ্দেশস্থ প্রধান অধ্যাপককে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট কালেফ সম্বন্ধীয় সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি এক বার সেই রাজকুমারকে এই

দুরাশা পরিত্যাগ করাইবার জন্য কিঞ্চিৎ চেষ্টা করুন।” অধ্যাপক রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ তৎক্ষণাৎ কালেফের সন্নিধানে গমন করিলেন। অতঃপর উভয়ে বহুবিধ শাস্ত্রালাপ হইল। অধ্যাপক যুবরাজের ঈদৃশ অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান দর্শনে পরম প্রীত হইয়া রাজার নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কহিলেন, “নরনাথ! রাজকুমারের প্রতিজ্ঞা কোন মতেই বিচলিত হইবার নহে। কিন্তু তাঁহার বহুদর্শিতা ও শাস্ত্রজ্ঞান এত অধিক যে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে তিনিই আপনার কন্যাপ্রদত্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রদান করিয়া স্বাভিলাষ পূর্ণ করিবেন।” অধ্যাপকের এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে নরনাথ হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, “মহাশয়! ঈশ্বরেচ্ছায় আপনার বাক্য সত্য হউক, যুবরাজ কালেফই যেন রাজনন্দিনীর সমুদায় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন ইহা আমার একান্ত প্রার্থনা।” এই কথা বলিয়া চীননাথ সাধু এবং পুরোহিতদিগকে আহ্বান করিয়া যুবরাজের মঙ্গলোদ্দেশে দেব দেবীর অর্চ্চনা এবং তদুপলক্ষে তাঁহা-দিগের নিকট বলিপ্রদান করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

নরনাথ পর দিবসই বিচারের দিন ধার্য্য করিয়া রাজপুত্রের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। যুবরাজ লোকমুখে এই সংবাদ শ্রবণে এক বার আশাসমুদ্রে ভাসমান হইয়া অতুল সুখানুভব করিতে লাগিলেন, আবার পরক্ষণেই নিরাশার ভয়ানক মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া মৃতপ্রায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শর্ব্বরী অতিবাহিত হইল। তখন রাজকুমার প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বিচারার্থ প্রস্তুত হইলেন। ইত্যবসরে ছয় জন সভাপণ্ডিত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বিনয় নম্র বচনে কহিলেন, “মহাশয়! বিচারের সময় উপস্থিত, অতএব সত্বর সভাস্থলে আগমন করুন।” তদনুসারে রাজনন্দন তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারেই সভাস্থলে উপস্থিত হইলে সভাস্থ সমস্ত লোক তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। তদনন্তর সকলেই স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলে নৃপতি দুই জন ভৃত্য সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরদ্বার উদ্ঘা-টনপূর্ব্বক কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। তদ্দর্শনে কুমার এবং অন্যান্য সভাসদ্‌গণ তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিলেন। তদনন্তর এক জন অমাত্য সভাস্থলে দণ্ডায়-মান হইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে কুমারী ও নরপতি সম্বন্ধীয় প্রতিজ্ঞালিপি পাঠ করিয়া যুবরাজকে কহিলেন, “মহাশয়! আপনি ইচ্ছা করিলে এখন স্বীয় প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন।” কালেফ কহিলেন, “কুমারীই যখন আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর হইয়াছেন তখন তাঁহাকে লাভ করিতে

না পারিলে আমার এ পাপ প্রাণ রাখিবার আবশ্যক কি?" এই বলিয়া তিনি নিরস্ত হইলে নরনাথ স্বীয় তনয়াকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে কুমারী তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন।—

১ম প্রশ্ন।

কি আছে এমন জীব, কিবা নাম তার,
ভালবাসে যারে এই জগৎ সংসার।
অদ্বিতীয় কেহ নাই তাঁহার সমান,
সংসারে সর্ব্বত্র তিনি করেন প্রয়াণ?

১ম উত্তর।

জীবন কারণ সেই দেব দয়াময়,
রবিনামে ধরাধামে বিখ্যাত নিশ্চয়।

২য় প্রশ্ন।

কে আছে এমন জীব অবনী মাঝারে,
সন্তান প্রসব করি পুনঃ গ্রাসে তারে?

২য় উত্তর।

অনন্ত সাগর, খ্যাত চরাচর,
জনমিছে যাতে তটিনীচয়।
নিদারুণ মত, গ্রাসিয়া নিয়ত,
আপন সন্তানে প্রফুল্ল রয়॥

৩য় প্রশ্ন।

কি আছে এমন বৃক্ষ সংসার ভিতর
ধবল শ্যামল পত্রে শোভে নিরন্তর?

যাহাতে যুবরাজ কালেফ সহজে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সক্ষম না হয়েন এই অভিপ্রায়ে রাজকুমারী প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিয়াই স্বীয় অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন। তাঁহার সুধাংশু বিনিন্দিত বদন নিরীক্ষণ করিয়া যুবরাজ ঔৎসুক্য হৃদয়ে সেই দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। প্রশ্নের কথা তাঁহার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিল না। সুতরাং তিনি চিত্রপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে অমাত্যগণ তাঁহাকে প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অসমর্থ জ্ঞানে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কুমার লব্ধসংজ্ঞ হইয়া কুমারীকে কহিলেন, "বরাননে! তোমার বদন সুধাকর দর্শনে আমার এরূপ চিত্তবিভ্রম ঘটিয়াছিল যে, ৩য় প্রশ্নটীর কিছুমাত্র শুনিতে পাই নাই, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা পুনর্ব্বার বলিলে পরম বাধিত হইব।" তচ্ছ্রবণে রাজবালা কহিলেন।—

৩য় প্রশ্ন।

কি আছে এমন বৃক্ষ সংসার ভিতর,
ধবল শ্যামল পত্রে শোভে নিরন্তর?

৩য় উত্তর।

দিবস রজনী পত্র, বর্ষ তরুবর,
অবিদিত নহে ইহা সংসার ভিতর।

সভাসদ্‌গণ কুমারের এবম্বিধ প্রশ্নোত্তর শ্রবণে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তদনন্তর রাজা হৃষ্টচিত্তে কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎসে! অদ্য তুমি পরাজিতা হইলে, অতএব সত্বর এই রাজকুমারের গলে বরমাল্য প্রদান করিয়া স্বীয় অঙ্গীকার পালন কর।" তখন কুমারী লজ্জাবনতমুখে কহিলেন, "তাতঃ! আমি এখন পরাস্ত হই নাই। আমার আরও অনেকগুলি প্রশ্ন আছে, তাহা কল্য জিজ্ঞাসা করিব।" নৃপতি কহিলেন, "সে তোমার অন্যায় কথা, আমি উহাতে অনুমোদন করিব না। যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে অদ্যই জিজ্ঞাসা কর।" কুমারী পিতার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে ছলনাপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে কহিল, "পিতঃ! অদ্য আমার জিজ্ঞাস্য কিছুই নাই, আমি কল্য পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিব।"

নরনাথ দুহিতার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "দুর্ব্বিনীতে! তোর ন্যায় পাষাণ হৃদয়া রমণী এই ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় নাই। কি আশ্চর্য্য! রাজকুমারের নিকট পরাজিতা হইয়াও তুই আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্। হায়! তুই কালসর্পিনীর ন্যায় তোর জননীর অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াও কি তোর পরিতৃপ্তি জন্মে নাই? এক্ষণে পুনরায় আমার বিনাশ সাধনে তৎপর হইয়াছিস্। যাহা হউক আমি তোর নিকট যে অন্যায় প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইয়াছিলাম, অদ্য তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিলাম। রাজনন্দন তোর সমুদায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন, অতএব তিনিই তোর যথার্থ স্বামী, সুতরাং আমি তোর দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আর স্বীয় অসি নির্দ্দোষী রাজপুত্রগণের শোণিতে কলঙ্কিত করিব না।"

নরপতি এইরূপে বিবিধ প্রকারে তনয়াকে ভৎর্সনা করিয়া নিরস্ত হইলে, অমাত্যগণ যুবরাজের গুণ কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, "বাস্তবিক কুমার কুমারীপ্রদত্ত সমুদায় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করা রাজনন্দিনীর একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অন্যথা প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হেতু তাঁহাকে বিধাতার কোপানলে পতিত হইয়া বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।" তাঁহাদিগের এবম্ভূত তিরস্কার বাক্য শ্রবণে

তুরন্দক্ত অধোবদনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন দেখিয়া রাজকুমার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, "হায়! যদিও আমি সৌভাগ্যক্রমে রাজকুমারীর সমুদায় প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সমর্থ হইলাম, কিন্তু তথাপি তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদনে সমর্থ হইলাম না ইহা অতি আশ্চর্য্যের কথা। আর পুরুষের প্রতি এরূপ বিদ্বেষ ভাবের সঞ্চার হওয়াও অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। যাহা হউক আমি রাজকুমারীকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, তিনি তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করিতে পারিলে আমি যদিও বিচারতঃ তাঁহার স্বামী হইয়াছি তথাপি তাঁহার পাণিগ্রহণাভিলাষ পরিত্যাগ করিব।" সভাপণ্ডিতগণ রাজতনয়ের এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তদনন্তর নরপতি যুবরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কুমার! বিশেষরূপ বিবেচনা না করিয়া কোনরূপ প্রতিজ্ঞা করা উচিত নহে।" তখন তৈমুরতনয় কহিলেন, "প্রভো! আমি এমন অদূরদর্শী নহি যে ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া এরূপ প্রস্তাব করিতেছি। এক্ষণে আপনি অনুমতি প্রদান করিলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।" রাজেন্দ্র কহিলেন, "কুমার! তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। যেহেতু তুমি এক্ষণে বিচার সঙ্গত মদীয় তনয়ার স্বামী হইয়াছ, সুতরাং তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা অনায়াসেই করিতে পার।"

কুমার ভূপতির এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র রাজনন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজবালে! যদিও আমি বিচার সঙ্গত তোমায় পতি হইয়াছি তথাপি তোমার মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থ আমি একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমায় পুনরায় এরূপ স্বীকার করিতে হইবে যে, তুমি আমার প্রশ্নোত্তর দানে অসমর্থ হইলে নিশ্চয় আমার পাণিগ্রহণ করিবে। অন্যথা আমি তোমায় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে ফিরিয়া যাইব। কুমারী তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন দেখিয়া কালেফ প্রফুল্লান্তকরণে জিজ্ঞাসা করিলেন।—

কি নামে বিখ্যাত সেই রাজার কুমার,
জীবন যাপন তরে ভিক্ষামাত্র সার
করিয়াছিলেন যিনি সংসার আগারে
ভাসেন এখন কিন্তু সুখ পারাপারে?

যুবকের এবম্বিধ প্রশ্ন শুনিবামাত্র কুমারীর বুদ্ধি সুদ্ধি বিলুপ্ত হইল। তখন তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "যুবন্! আমি কল্য ইহার উত্তর প্রদান করিব।" তচ্ছ্রবণে রাজপুত্র কহিলেন, "ইহা অতি আশ্চর্য্যের কথা, যখন পরের বেলা এত টানাটানি তখন আপনার বেলা এরূপ সময় নির্দ্ধা-

রণ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক আমি তোমাকে এক দিবস সময় প্রদান করিলাম, কিন্তু প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইলে আমাকে কল্য নিশ্চিত বরমাল্য প্রদান করিতে হইবে।"

নরপতি কুমারের ঈদৃশ প্রশ্ন শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, "যুবকই মদীয় কুমারীর উপযুক্ত পাত্র। ইনি সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ যদি কুমারী ঈদৃশ পাত্রে হৃদয় সমর্পণ না করে তবে তাহার জীবন ধারণ বৃথা।"

অনন্তর সভাভঙ্গ হইল। কুমারী পিতৃসমভিব্যাহারে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অমাত্য ও পণ্ডিতগণ কুমারকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তৈমুরতনয়ও জয়লাভে উল্লাসিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অতঃপর সকলেই ভাবী পরিণয় স্থির নিশ্চয় করিয়া পরমসুখী হইলেন, কেবল রাজকুমারীর মুখচন্দ্রিমা বিষাদ তিমিরে আচ্ছন্ন করিল। তদ্দর্শনে স্বদীয় সহচরীগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিল দেখিয়া তিনি সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "সখীগণ! অদ্য তোমাদের সমুদায় প্রয়াস বিফল হইল, এবং আমি এত দিন যে গর্ব্ব করিয়া আসিতেছিলাম তাহা চূর্ণ হইল। হায়! আমি বিদ্যাবতী বলিয়া জনসমাজে যে প্রতিপত্তি-লাভ করিয়াছিলাম তাহা কোথায় রহিল। কল্য সভামধ্যে যে আমায় পরাভব স্বীকার করিতে হইবে ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। অতএব আমি আর এ প্রাণ রাখিব না।"

কুমারীর এবম্বিধ বিলাপ ও পরিতাপ শ্রবণে সখীগণ কহিল, "সুন্দরি! কাতরা হইলে কার্য্য সিদ্ধ হয় না, অতএব ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক চিন্তা করুন। এবং আপনার ন্যায় বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী রমণীগণ স্থিরভাবে চিন্তা করিলে যে এইরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সমর্থ হইবেন না ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে।" তুরন্দক্ত কহিলেন, "সখীগণ! যুবরাজ যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক প্রশ্ন নহে তিনি প্রশ্নস্থলে স্বীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনি বিদেশী, সুতরাং অজ্ঞাতকুলশীল; অতএব চিন্তা করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করা অসাধ্য। হায়! এরূপ অপমানিতা হইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার প্রার্থনীয়।" তাঁহার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে এক জন সহচরী কহিল, "দেবি! সাধারণ মানব আপনার পানিগ্রহণের যোগ্য নহে সত্য বটে, কিন্তু আগত রাজকুমার সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিশারদ এবং পরমরূপবান; অতএব ইঁহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আত্মজীবন পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হওয়া কোন ক্রমে উচিত নহে।" রাজবালা উত্তর করিলেন, "সখি! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য বটে,

এবং উক্ত যুবরাজকে দর্শন করিয়া অবধি আমার মনও বিচলিত হইয়াছিল; কিন্তু যখন যুবরাজ আমার প্রশ্ন গুলির যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন তখন মানবের চিরসহচর অহঙ্কার ও অভিমান আসিয়া আমার হৃদয়াকাশকে আচ্ছাদিত করিল। সুতরাং সভাসদ্‌গণ সকলেই তাঁহার গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন শুনিয়া তৎপ্রতি আমার অতিশয় ঘৃণা জন্মিয়াছে। ইহা অপেক্ষা অনূঢ়াবস্থায় কালযাপন করা অতিশয় সুখের বিষয়। হায়! এখনও আমার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে আমি ভাবী লজ্জার হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিতে পারি।" এইরূপে রাজকুমারী বিবিধ প্রকার খেদসূচক বাক্য প্রয়োগে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে চীননাথ তৈমুরতনয়কে স্ব সমীপে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "যুবন্! তুমি সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়া পুনরায় এরূপ প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করিলে?মদীয় কন্যা অতিশয় বুদ্ধিমতী,সে কল্য নিশ্চয়ই তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া আমাদিগের আশালতা নির্ম্মূল করিবে।" কালেফ কহিলেন, "মহারাজ! সে জন্য চিন্তা করিবেন না, আমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহার উত্তর প্রদান করা রাজকুমারীর সাধ্য নহে, কারণ আমি কৌশলক্রমে প্রশ্নচ্ছলে নিজপরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এবং এখানে এমন কেহই নাই যে আমার পরিচয় অবগত আছে, অতএব তুরন্দক্ত উহা কিরূপে জানিতে পারিবে?" তচ্ছ্রবণে নরপতি অতীব হৃষ্টচিত্ত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে মৃগয়াগমনের অভিলাষ প্রকাশ করিলে যুবরাজ পরমানন্দিত হইয়া তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন।

অনন্তর ভূপতি সৈন্যসামন্তদিগকে মৃগয়ার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়া আপনি বহুমূল্য বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিলেন, এবং যুবরাজকে তদুপ-যোগী একটী পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন। অতঃপর কতিপয় সভ্য, জন কয়েক ভৃত্য সমভিব্যাহারে এক খানি গজদন্তনির্ম্মিত সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। তদনন্তর নরনাথ ও কালেফ বিংশতি জন বাহক স্কন্ধে স্থাপিত অপর এক খানি অপূর্ব্ব সুবর্ণ সিংহাসনে আরো-হণপূর্ব্বক তমগরী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহাদের উভয়পার্শ্বে শত শত শরীর রক্ষক এবং পশ্চাতে বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য গমন করিতে লাগিল। তাঁহারা ক্রমে রাজধানী অতিক্রমপূর্ব্বক উপবন মধ্যে উপস্থিত হইয়া সকলেই শিকারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে দিবা অবসান হইল, তখন রজনীনাথ এই গুরুতর নিষ্ঠুরাচরণ দর্শনে কাতর হইয়া অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। সুতরাং ভূপতি সৈন্যসামন্ত ও কালেফকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া রাজপুরীতে প্রত্যাগত হইলেন।

সন্ধ্যার পরক্ষণেই পুরীমধ্যে মহা মহোৎসব হইতে লাগিল। তদনন্তর নরপতি, কালেফ ও অমাত্য গণের সহিত ভোজনে বসিলেন, এবং মদ্য মাংস প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণে সকলেই অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করিলেন। অনন্তর নৃনাথ কালেফকে সমভিব্যাহারে লইয়া একটী বিস্তৃত নাট্যশালায় প্রবেশ করিলেন। পরক্ষণেই নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে নরনাথ শয়নার্থ গমন করিলেন। যুবরাজও নিশ্চিন্ত হৃদয়ে নিদ্রা যাইবার অভিলাষে নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু তিনি শয়ন গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র একটী পরমাসুন্দরী রমণী তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তরুণী অষ্টাদশবর্ষীয়া। তাহার সৌন্দর্য্যের কথা কি বলিব, তাহার রূপরাশি দর্শন করিলে ক্ষণপ্রভাকেও প্রভাহীন বলিয়া বোধ হয়। তাহার সরোজিনী বিনিন্দিত প্রফুল্ল মুখশ্রী, পীনোন্নত পয়োধর, কটাক্ষ পূর্ণ নয়নমাধুরী প্রভৃতি দর্শন করিলে মানবের কথা দূরে থাকুক্ যোগীদিগের মনও বিচলিত হয়। কিন্তু তদ্দর্শনেও যুবরাজ ক্ষণকালের জন্য বিচলিতচিত্ত হইলেন না। একমাত্র তুরন্দক্তই তাঁহার হৃদয়াসন অধিকার করিয়াছিল। যাহা হউক রমণী কালেফকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া কহিল, "রাজনন্দন! আমাকে দেখিয়া বোধ হয় আপনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকিবেন। এবং এ স্থানে আগমন করা যদিও অতিশয় দুরূহ ব্যাপার এবং নরপতি ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই আমার শিরশ্ছেদ হইবে তত্রাচ আমি কেবল আপনার মঙ্গলোদ্দেশে অতি কষ্টে এখানে আগমন করিয়াছি, এবং আসিবার সময় উৎকোচ প্রদানে রক্ষকদিগকে বশীভূত করিয়া আসিয়াছি, সুতরাং ইহা প্রকাশের কোন সম্ভাবনা নাই।" তখন তৈমুরতনয় তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক পল্যঙ্কের একধারে আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইলে, যুবতী বিনয়নম্রবচনে কহিল, "মহাশয়! আমি অগ্রে আত্মপরিচয় প্রদানে ইচ্ছা করি। আমার পিতার নাম কৈকোবাদ, তিনি চীনসম্রাটের অধীনস্থ এক জন ভূপতি ছিলেন। ঘটনাক্রমে একদা চীনেশ্বরের সহিত তাঁহার সংগ্রাম উপস্থিত হয়, কিন্তু তিনি অতি দুর্ব্বল ও হীনাবস্থ ছিলেন বলিয়া অচিরেই তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়েন। কিন্তু তিনি স্বীয় মৃত্যুর প্রাক্কালে সেনাপতিকে নিকটে আহ্বান করিয়া আপন পুত্র কন্যা ও পরিবারবর্গকে ভাবী দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করণাভিপ্রায়ে তাহাদিগকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তদনুসারে সেনাপতি ক্ষণকাল মধ্যেই আমাদিগকে নদীতে ভাসাইয়া দিল। আমরা এতপ্রকারে নদী দিয়া ভাসিয়া যাইতেছি এমন সময় এক জন শত্রু-সৈন্য আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া স্বদীয়

কৈকোবাদনন্দিনী আলা বাদশাহের সহিত এক খানি মখমলের পর্য্যঙ্কে উপবেশন পূর্ব্বক আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন।

সেনাপতিকে সংবাদ দিল। সৈন্যাধ্যক্ষ এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তাহাদিগকে পুরস্কার প্রদানের লোভ প্রদর্শন করায় সৈন্যগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে নদী হইতে তুলিয়া আনিল। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই মাতা ও ভ্রাতা প্রাণত্যাগ করিলেন, কেবল দুরদৃষ্টক্রমে এ হতভাগিনীর জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইল না। তদনন্তর সেনাপতি আমাকে চীনরাজ্যে আনয়নপূর্ব্বক নৃপতির করে সমর্পণ করিল। সেই পর্য্যন্তই আমি বন্দিনী প্রায় হইয়া বহুদিবসাবধি রাজনন্দিনী তুরন্দক্তের সেবা শুশ্রূষায় কালাতিপাত করিতেছিলাম, সম্প্রতি তাঁহার প্রিয় সহচরীমধ্যে পরিগণিতা হইয়াছি। শুদ্ধ আমি নহি আমার ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া আরও একটী রাজবালা রাজকুমারীর দাসীত্বে ব্রতী রহিয়াছেন।"

রমণী এইরূপে আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার কহিল, "মহাশয়! আমি আত্ম পরিচয় প্রদানে এখানে আগমন করি নাই, আমার আসিবার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু তচ্ছ্রবণে পাছে আপনি আমাকে পরিচারিকা জ্ঞানে ঘৃণা করেন সেই নিমিত্তই অগ্রে আত্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে হইল,

কিন্তু প্রভো! এ দাসীর বাক্যে আপনার প্রত্যয় জন্মিবে কি না তাহা বলিতে পারি না।” যুবতীর এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে কালেফ সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, “সুন্দরি! তোমার ঈদৃশ বাক্যাবলী শ্রবণে আমার মন নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়াছে, অতএব ত্বরায় স্বীয় অভিলষিত বিষয় ব্যক্ত করিয়া আমার মানসিক স্থৈর্য্য সম্পাদন কর।” কামিনী কহিল, “যুবন্! সেই নিদারুণ বার্ত্তা আর কি বলিব। ভুজঙ্গিনী-প্রায় রাজকুমারী-তুরন্দক্ত কল্য প্রাতে তোমার বধসাধন করিয়া আত্ম অভিলাষ পূর্ণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন।”এই কথা শ্রবণমাত্র রাজকুমার মূর্চ্ছিত হইয়া পালঙ্কোপরি পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইলে তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, “হায়! আমি নিরপরাধী, তথাপি রাক্ষসী কি নিমিত্ত আমার জীবননাশে প্রবৃত্ত হইল?” যুবতী কহিল, “প্রভো! রাজনন্দিনী স্বভাবতঃ অতিশয় গর্ব্বিতা অতএব আপনি সভাস্থলে তাঁহার সেই গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি শোকে ও দুঃখে অভিভূতা হইয়া অপনার উচ্ছেদসাধনে তৎপর হইয়াছেন। আমরা বিস্তর অনুনয় ও বিনয় করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎসমুদায় বিফল হইয়াছে। অর্থাৎ সেই রাক্ষসী এক জন বিশ্বাসী ভৃত্যকে অদ্য প্রভাত সময়ে তোমার প্রাণ বিনাশের আদেশ প্রদান করিয়াছে। আমি সেই সমুদায় কথা আপনাকে বলিবার জন্যই এখানে আগমন করিয়াছি।” যুবরাজ যুবতীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় কাতর হইয়া কহিলেন, “হায়! আমি অমৃত জ্ঞানে যাহার স্বাদগ্রহণে উৎসুক হইয়াছিলাম, আমার দুরদৃষ্টক্রমে তাহাই কি বিষরূপে পরিণত হইল? নৃশংসে! আমি তোর নিকট কি অপরাধে অপরাধী যে তুই কালসর্পিনী-প্রায় আমাকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছিস্? তৈমুরতনয় কালেফ তোর প্রকৃত প্রণয়াকাঙ্ক্ষী জানিয়াও তুই কি প্রকারে তাহার রক্তে স্বীয় আত্মাকে কলঙ্কিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিস্? বিধাতঃ! তোমার মহিমা বুঝা ভার, অতএব দেব! তোমারই অভিলাষানুরূপ কার্য্য সম্পাদিত হউক।” কালেফের বাক্যের অবসান হইতে না হইতেই কামিনী কহিল, “যুবন্! বিধাতা তোমার প্রতি অনুকূল। তজ্জন্যই তিনি আমাকে ত্বদীয় জীবন রক্ষার্থ এ স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রহরীগণ সহজেই আমার বশীভূত; তাহাতে আবার অর্থলোভ প্রদর্শন করিলে তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের অভিলষিত পথের কন্টক মুক্ত করিয়া দিবে। চলুন আমরা উভয়েই তাহাদিগকে অর্থ প্রদানে বশীভূত করিয়া এই স্থান হইতে পলায়ন করি। তাহা হইলে তোমার জীবন রক্ষা হইবে, এবং আমিও এই

দুর্ব্বিষহ দাসীত্ব যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। আমি গোপনে দুইটী অশ্ব সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। সেই অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক আমরা বর্লাসদেশে উপস্থিত হইতে পারিলে আমাদের সমুদায় চিন্তা দূরীভূত হইবে। যেহেতু বর্লাসপতি আমার পিতার পরমাত্মীয় ছিলেন, সুতরাং তথায় গমন করিতে পারিলে তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন। আমিও চির বিরহিণী সুতরাং তোমাকে পাণি দান করিয়া উভয়েই পরম সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিব। অতএব আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, চলুন এই মুহূর্ত্তেই পলায়নে তৎপর হই।"

রাজকুমার যুবতীর এবম্বিধ সৎপরামর্শ শ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "যুবতি! আমার হিতসাধনোদ্দেশে যখন তুমি এতাদৃশ কার্য্যে রত হইয়াছ তখন আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিলে। এবং আমিও বর্লাসনাথের নিকট যে ঋণী আছি তোমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে পারিলে নিশ্চয়ই সেই ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু পলায়ন করিলে যখন আমার চিরকলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইবে, এবং রাজবালাকে ব্যাঘ্রানী সদৃশী হিংস্রক জানিয়াও যখন আমি তাঁহাকে আত্ম প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি তখন আত্ম জীবনে আর আমার কিঞ্চিন্মাত্র অধিকার নাই। এক্ষণে আমি তাঁহারই সম্পূর্ণ অনুগ্রহপাত্র হইয়াছি জানিবে। প্রাণ রক্ষক হইয়া যদি ভক্ষণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন তাহার উপায়ান্তর নাই। অধিক কি বলিব আমার জীবন ও মন সেই সুন্দরীরই সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হইয়াছে। আমি স্বতঃ কোন কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম নহি।" রমণী তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে অতি করুণস্বরে কহিল, "দেব! এরূপ অন্যায় প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করুন। বিদেশে আসিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিবেন না। রাজতনয়া আমা অপেক্ষা সুন্দরী বটেন, কিন্তু তাঁহার মন তদনুরূপ পরিষ্কার নহে; এবং আপনার প্রতি আমার কিরূপ অনুরাগ জন্মিয়াছে তাহা আমার কার্য্য কলাপ দেখিয়া আপনি অনুমান করুন। অতএব দাসীর মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া আপনার সকল দুঃখ বিমোচন করুন। রজনী অবসানপ্রায় অতএব সত্বর এই স্থান হইতে প্রস্থানে উদ্যোগী হউন।"

তৈমুরতনয় কহিলেন, "সুন্দরি! রাজকুমারীর প্রেম-শৃঙ্খলে আমার মন প্রাণ এরূপ বদ্ধ হইয়াছে যে, তাহা ছিন্ন করিয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করা আমার সাধ্য নহে। যদিও রাজবালা মৎপ্রতি এতদ্রূপ বিরাগ প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু ক্ষণকালের জন্য তাঁহাকে নয়নের অন্তরাল করিলে আমি জীবন ধারণে সক্ষম হইব না।" যুবতী কালেফ প্রমুখাৎ এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া কহিল, "যুবন! তোমার

মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। দাসী ভাবিয়া আমার অবমাননা করিলে বটে কিন্তু অচিরেই বিধাতা ইহার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবেন।" এই বলিয়া সুন্দরী তথা হইতে প্রস্থান করিল।

তৈমুরতনয় গৃহমধ্যে একাকী বসিয়া রহিলেন। অতিশয় চিন্তাপ্রযুক্ত সমস্ত রজনীর মধ্যে একবার নিদ্রা হইল না। কখন আশার আলোকে তাঁহার মন স্বর্গারোহণ এবং কখন বা নিরাশার অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হইয়া নরক গমন করিতে লাগিল। কখন তিনি আত্ম অদৃষ্ট এবং কখন বা নৃপতনয়ার এবম্ভূত নৃশংস ব্যবহারকে নিন্দাবাদ করিয়া অতি কষ্টে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দিননাথ তাঁহার সমস্ত বিষাদ তিমির দূর করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব গগণে উদিত হইলে রাজপুরী মধ্যে প্রভাত সূচক শঙ্খ ও ঘন্টা-ধ্বনি হইতে লাগিল। তচ্ছ্রবণে যুবরাজ পরমপুলকিত হইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধানানন্তর সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক সভাস্থলে গমন করিলেন। সভাসদ্‌গণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে উপবেশন করাইবার নিমিত্ত যথাযোগ্য আসন প্রদান করিলেন। কুমারও তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া আসনে উপবেশন-পূর্ব্বক কতক্ষণে ভূপতি কন্যাসহ আগমন করিবেন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমত সময়ে নরনাথ তনয়ার হস্তধারণপূর্ব্বক সভামধ্যে আগমন করিলেন। তৎপরে এক জন অমাত্য সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া রাজকুমারীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, "রাজবালে! আর বৃথা প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজন নাই, আপনি সত্বর গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাজকুমারের গলে বরমাল্য প্রদান করুন।" কিন্তু তিনি কিছুতেই তদ্বিষয়ে সম্মতা হইলেন না দেখিয়া নৃপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "বৎসে! এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা তোমার সাধ্য নহে। এক দিবসের কথা দূরে থাক তুমি আর এক বর্ষ চিন্তা করিলেও ইহার যথার্থ উত্তর প্রদানে সমর্থ হইবে না। অতএব অনর্থক কালহরণ না করিয়া সত্বর যুবরাজের গলে বরমাল্য প্রদান কর। তদ্দর্শনে আমি পরম পুলকিত হইয়া তোমাদের হস্তে সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক স্বীয় জীবনের অবশিষ্টাংশ ধর্ম্মানুষ্ঠানে অতিবাহিত করিতে তৎপর হই।" কুমারী পিতার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, 'পিতঃ! ইহা অতি সামান্য প্রশ্ন, আমি এই মুহূর্ত্তেই ইহার উত্তর প্রদান করিয়া যুবরাজের অহঙ্কার চূর্ণ করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় ঐ প্রশ্নটী শুনিতে চাহিলেন। রাজপুত্র কহিলেন।—

"কি নামে বিখ্যাত সেই রাজার কুমার,
জীবন যাপন তরে ভিক্ষামাত্র সার

করিয়াছিলেন যিনি, সংসার আগারে
ভাসেন এখন কিন্তু সুখপারাবারে ?"

প্রশ্নোত্তর।

"সংক্ষেপে বলিব আমি তাঁর পরিচয়,
কালেফ তাঁহার নাম তৈমুরতনয়।"

রাজকুমারী প্রমুখাৎ এবম্বিধ উত্তর শ্রবণ করিবামাত্র কালেফ একেবারে হতবুদ্ধি প্রায় হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে সভাসদ্‌গণ মহাভীত হইলেন, এবং নৃপতিরও বদন চন্দ্রিমা বিষাদ রাহুতে গ্রাস করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজপুত্র কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন," সুন্দরি! আমার বুঝিবার ভ্রম হইয়াছিল। তুমি আমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে পার নাই, যেহেতু তৈমুরতনয় এক্ষণে সুখী নহেন, বরং লজ্জা, অপমান, দুঃখ ও ভয়ে তাঁহার হৃদয় সশঙ্কিত।" কুমারী কহিলেন," যুবন্! আপনি এক্ষণে সুখানুভব করিতেছেননা সত্য বটে, কিন্তু যখন উক্ত প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তখন আপনার সুখের সীমা ছিল না। যাহা হউক আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে, যেহেতু পিতা আপনাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া থাকেন; অতএব আপনার গলে বরমাল্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে সফল মনোরথ করিব।" কুমারীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দ সাগরে ভাসমান হইলেন। রাজা তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "বৎসে! তোমার কার্য্য কলাপ দর্শনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, যেহেতু রাজকুমার অতি উত্তম পাত্র অতএব তাঁহার গলে বরমাল্য প্রদান করিয়া তুমি সুবিবেচনার কর্ম্ম করিয়াছ। কিন্তু তুমি কিরূপে রাজপুত্রের পরিচয় অবগত হইয়াছিলে তদ্‌বৃত্তান্ত বর্ণনে আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর।"

কুমারী পিতৃবাক্য শ্রবণে কহিলেন," তাতঃ! কল্য রজনীযোগে আমার এক জন সহচরী রাজকুমারের নিকট গমন করিয়া ছলনাক্রমে তাঁহার সমুদায় পরিচয় অবগত হইয়া আসিয়াছে। তাহারই প্রমুখাৎ আমি এই সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়াছি।" তদনন্তর যুবরাজ কহিলেন, " সুন্দরি! এক্ষণে আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল, কিন্তু তোমায় এরূপ গুণবতী না জানিয়া সময়ে সময়ে তোমার প্রতি যে সমস্ত কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, এবং অদ্যাবধি তোমার চরণ যুগল স্বীয় হৃদয় মধ্যে ধারণ করিয়া আমার সমুদায় কষ্ট নিবারণ করিব।"

তাঁহারা পরস্পর এবম্বিধ বাক্যালাপ এবং আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন এমত সময়ে এক জন রমণী সিংহাসন পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া স্বীয় অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল। রাজকুমার তাহাকে দেখিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে

কহিলেন, "এই কামিনীই কল্য রজনীযোগে আমার গৃহমধ্যে গমন করিয়াছিল।" তচ্ছ্রবণে রমণী রাজনন্দিনীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "রাজবালে! আমি শুদ্ধ রাজপুত্রের পরিচয় জানিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার গৃহে গমন করি নাই। স্বীয় দাসীত্ব মোচন এবং বিরহের অসহ্য যন্ত্রণা নিবারণ মানসে উঁহার নিকট গমন করিয়া তোমার কত কুৎসা করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার সহিত পলায়ন করিয়া পরম সুখী হইব স্থির করিয়া তাহার সমুদায় আয়োজনও করিয়াছিলাম। কিন্তু তৎসমুদায়ই বিফল হইয়াছে, যেহেতু আমি কিছুতেই যুবরাজের মন নত করিতে পারি নাই। উনি যে সময় তোমার ঈদৃশ নৃশংস ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় খেদোক্তি করেণ সেই সময়ে আমি কৌশলক্রমে উঁহার নাম অবগত হইয়াছিলাম। কিন্তু পলায়নের কোন উপায় না দেখিয়া মনেং ভাবিলাম যে, আপনি যখন স্বভাবতঃ পুরুষের প্রতি অতিশয় বিদ্বেষী তখন কোন প্রকারে রাজপুত্রের নাম অবগত হইতে পারিলে, আপনি যুবকের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন। তাহা হইলেই আমার মনোভিলায চরিতার্থ হইবে, অর্থাৎ আমি বিনা ক্লেশে যুবকের পাণিগ্রহণপূর্ব্বক পরম সুখে কাল যাপন করিব। কিন্তু হায়! আমার সে আশাও বিফল হইল। অতএব আর আমার জীবন ধারণের ফল কি?" এই বলিয়া সেই রমণী স্বীয় বস্ত্র মধ্য হইতে এক খানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া স্ব হস্তে আপন বক্ষে বিদ্ধ করিল। বিদ্ধ করিবামাত্র মৃতাবস্থায় ভূতলে পতিতা হইল।

রাজনন্দিনীর প্রিয় সহচরী আদী, চীনাধিপতি, কালেফ, তুরন্দক্ত সহচরী সমক্ষে স্বীয় বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিতেছে।

তখন তৈমুরভূপতি ... করাইয়া আপনি ... । বহু দিবসের

তদ্দর্শনে সকলেই অত্যন্ত কাতর হইলেন। রাজনন্দিনী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আলীর মৃত দেহ ক্রোড়ে ধারণ করতঃ কান্দিতেং কহিতে লাগিলেন. হায়! একি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। আলি! তুমি পূর্ব্বে কেন আত্ম অভিলাষ ব্যক্ত কর নাই? আমি যখন তোমার স্বীয় জীবন অপেক্ষাও ভাল বাসিতাম তখন তুমি কৌশলক্রমে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে আমি নিশ্চয়ই তোমার অভিলাষ পূর্ন করিতাম।" আলী রাজকুমারীর এবম্বিধ বিলাপধ্বনি শ্রবণে অতি মৃদুস্বরে কহিল, "কুমারি! আপনি আর এ হতভাগিনীর জন্য শোক করিবেন না। অদ্যাবধি আমি দাসীত্ব শৃঙ্খল এবং কন্দর্পের তীক্ষ্ণ শরাঘাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরম সুখী হইলাম।" যুবরাজ এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সাশ্রুনয়নে কহিতেলাগিলেন, 'হায়! আমিই এই অবলা রমণীর মৃত্যুর কারণ হইলাম। সুন্দরি! এই নিমিত্তই কি অগাধ জলধিতে তোমার মৃত্যু-হয় নাই। হয়! সেই শৈশবাবস্থায় তোমার মৃত্যু হইলে আমায় এরূপ দুরপনেয় পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইতে হইত না, এবং তাহাতে তুমিও পরম সুখী হইতে।" তৎপরে চীনাধিপতিও আলীর জন্য বিস্তর বিলাপ করিলেন।

অনন্তর রাজাজ্ঞানুসারে যে পর্ব্বতোপরি তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পান্ন হইত তথায় মহা সমারোহের সহিত অলীর সমাধি কার্য্য সম্পান্ন হইল। এবং যাহাতে পরলোকে সে সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে তজ্জন্য তিন দিবসাবধি দেবদেবীর নিকট বলিদান প্রভৃতি বহুবিধ দৈবকর্ম্ম সম্পাদিত হইতে লাগিল।

অতঃপর রাজকুমারীর বিবাহের ধুম পড়িল। যথাসময়ে নরনাথ পরমাহ্লাদে স্বীয় তনয়ার সহিত রাজনন্দন কালেফের উদ্বাহ কার্য্য সম্পান্ন করিলেন। তদুপলক্ষে প্রায় এক মাস কাল সমস্ত নগরী মধ্যে নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি নানাবিধ আমোদ আহ্লাদ হইতে লাগিল। এবং রাজবালা তুরন্দক্ত কালেফের গুণে মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে চীনাধিপতি কালেফের বিবাহ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া ত্বদীয় পিতামাতা এবং বর্লাসদেশাধিপতিকে চীন রাজ্যে আনয়ন করিবার জন্য বর্লাসদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিবস পরে তাঁহারা দূতসহ চীন রাজধানীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। যুবরাজ এই সংবাদ শুনিবা-তাঁহারা পরস্প সকলের চরণ বন্দনা করিয়া বর্লাসনাথকে কহিলেন, এমত সময়ে এক কন্যার গুণের কথা কি বলিব, আপনারই অনুগ্রহে আমার গুণ্ঠন উন্মোচন।বৎকাল পরম সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন এবং

আপনারই বদান্যতা গুণে আমি এরূপ সুখপদবীতে পদার্পণ করিয়াছি। অতএব আপনার ঋণ পরিশোধ করা আমার সাধ্য নহে।" বর্লাসনাথ যুবরাজের এবম্প্রকার সৌজন্য দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, "যুবন্! আমি এত দিন তোমাদের প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে না পারিয়া তোমাদের যে প্রকৃত সম্মাননা করিতে পারি নাই সেই দোষ-পরিহারার্থ অদ্য আমি স্বয়ং তোমার জনক জননীকে সঙ্গে লইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি।" অত পর তৈমুর ও স্বদীয় মহিষী বহু দিবসের পর পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসে আপ্লুত হইলেন এবং অতিশয় স্নেহ ভরে বারম্বার তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া বর্লাসাধিপতি এবং কালেফকে সমভিব্যাহারে লইয়া চীনেশ্বরের নিকট গমন করিলেন। ভূপতি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র মহা সমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে স্বীয় পার্শ্বদেশে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, "মহাশয়গণ! অদ্য আমি আপনাদিগকে দর্শন করিয়া কৃত কৃতার্থ হইলাম এবং আপনাদিগের পদার্পণে আমার পুরী পবিত্র হইল।" তৎপরে তিনি তৈমুরভূপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! দুরাত্মা কার্জ্জমনাথ আপনার প্রতি যেরূপ কুব্যবহার করিয়াছে আমি শীঘ্রই তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতেছি।"

এই বলিয়া চীনেশ্বর কার্জ্জমনাথের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ স্বীয় সৈন্য সামন্তগণকে সজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। আজ্ঞামাত্র সৈন্যগণ সজ্জিত হইলে বর্লাসনাথও পত্র লিখিয়া আপন সৈন্যগণকে চীনরাজ্যে আনয়ন করিলেন। এইরূপে প্রায় সপ্তলক্ষ সুশিক্ষ সৈন্য সংগৃহীত হইল। তখন তৈমুর, কালেফ এবং চীনাধিপতি সৈন্যাধ্যক্ষের ভার গ্রহণপূর্ব্বক সসৈন্যে চীন রাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে কেনান তৎপরে কাসগড় নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে কার্জ্জমাধিপতি অতিকষ্টে চারি লক্ষ মাত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আপনি সৈন্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণপূর্ব্বক নিজ আত্মজের হস্তে অন্যান্য কার্য্যভার অর্পণ করিয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। অনন্তর কোজণ্ডী-নামক নগরীর সন্নিধানে যে একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে সেই স্থানেই সমর আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষই প্রবল পরাক্রান্ত, সুতরাং জয়শ্রী যে কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তদ্বিষয় নিরাকরণ করা অতি কঠিন হইল। যাহাহউক অবশেষে কার্জ্জমনাথই সমরে পরাজিত হইলেন, এবং তাঁহার সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। তখন তৈমুরভূপতি সানন্দে কালেফকে কার্জ্জমের সিংহাসনে অধিবেশন করাইয়া আপনি স্বীয় পূর্ব্বতন রাজধানী আস্ত্রাকান দেশে গমন করিলেন। বহু দিবসের

পর তৈমুরভূপতিকে দেখিবামাত্র তদীয় প্রজাগণ আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি রাজসিংহাসনে অধিরোহণপূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতক সার্কেসিয়ানদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ইহার কয়েক দিবস পরেই বর্লাস-নাথ এবং চীনাধিপতি তৈমুরভূপতির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া নিরুদ্বেগে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে কালেফের দুইটী পুত্র জন্মিল। জ্যেষ্ঠ তনয়টীকে তিনি চীনদেশের ভাবী অধিপতি-স্বরূপ স্বীয় শ্বশুরের নিকট প্রেরণ করিলেন। এবং কনিষ্ঠটীকে আপনার নিকট রাখিয়া দিয়া মনোমত প্রেয়সী এবং নব রাজ্যলাভে পরম সন্তুষ্ট হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

রাজকন্যার মন্তব্য।

ধাত্রী এইরূপে কালেফের ইতিবৃত্ত সমাপ্ত করিলে সখিগণ তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কালেফকে যথার্থ প্রেমিক বলিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজকুমারী তাহাদিগের এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে ঈষৎ কোপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সখিগণ! তোমরা কালেফের এমন কি গুণ দেখিলে যে তাঁহাকে প্রণয়ীদিগের মধ্যে পরিগণিত করিয়া এতাদৃশ প্রশংসা করিতেছ? ঐ রাজকুমার যাহা যাহা করিয়াছেন তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে তিনি যে প্রণয়ের বিন্দুমাত্র অবগত ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। এবং যদিও ফরজুল্লা ভূপতি প্রেয়সীর শোকে অধির হইয়া রাজ্যাদি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বাবিংশতি বৎসর বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহাকে যথার্থ প্রেমিক বলিতে পারা যায় না,কারণ তিনি প্রকৃত প্রেমিক হইলে কখনই স্বীয় প্রণয়-নীর শোকে জীবন ধারণে সমর্থ হইতেন না।"

ধাত্রী রাজকুমারীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, 'ঠাকুরাণি! পুরুষ-দিগের দোষান্বেষণ করাই তোমার প্রধান কর্ম্ম, তাহাদিগের গুণেরত তুমি কিছুমাত্র বিচার কর না" যাহাহউক যদি এই কাহিনী তোমার মনোহারিণী না হইয়া থাকে তবে তোমার মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থ আমি আর একটী উপ-ন্যাস বলিতে বাসনা করি। রাজকুমারী কহিলেন, "ধাত্রী! তুমি গল্পচ্ছলে যতই পুরুষের দোষ ঢাকা দিতে চেষ্টা কর না কেন কিছুতেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না, একং যথার্থ প্রেমিক পুরুষও অতি বিরল জানিবে।" রাজবালার এই কথা শুনিবামাত্র ধাত্রী কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া আর একটী উপন্যাস বলিতে আরম্ভ করিলেন!

বদরুদ্দীন ভূপতি ও তদীয় মন্ত্রীর বিবরণ।

ডামাস্কস দেশে বদরুদ্দীন নামে এক সর্ব্বগুণালঙ্কৃত নরপতি ছিলেন। আতাওলমলক নামে তাঁহার এক মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রীর কার্য্য কলাপ দর্শনে ভূপতি ও তদীয় প্রজাগণ তৎপ্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে সর্ব্বদাই অতি বিমর্ষভাবে কালযাপন করিতেন। তাঁহার মুখে কখন কেহ ক্ষণকালের জন্যও হাস্যের মধুরমূর্ত্তি দর্শন করে নাই। সভামধ্যে কখন কোন কৌতুকজনক কথা উপস্থিত হইলে সভাস্থ সকলেই আমোদ প্রমোদে রত হইতেন, কিন্তু মন্ত্রীর বিষাদ-তিমিরাচ্ছন্ন মুখশ্রীর কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিত না।

একদা ভূপতি মন্ত্রী সন্নিধানে গমন করিয়া নানাবিধ কৌতুক আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই মন্ত্রীর বিষণ্ণভাব তিরোহিত হইল না দেখিয়া কহিলেন, "মন্ত্রিন্! তুমি প্রায় দশবর্ষ আমার নিকট কর্ম্ম করিতেছ, কিন্তু ইহার মধ্যে এক দিনের জন্যও যে তোমার বিষণ্ণ মুখ প্রফুল্ল দেখিলাম না ইহার কারণ কি? বোধ হয় মানব মণ্ডলীমধ্যে তোমার ন্যায় চিন্তাশীল ব্যক্তি দ্বিতীয় নাই।" উজীর রাজার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, "মহারাজ! ইহ জগতে চিন্তাশূন্য লোক কেহই নাই, সকলেই দুঃখ ও চিন্তার দাস।" ভূপতি কহিলেন, "মন্ত্রিন্! একি আশ্চর্য্য কথা কহিতেছ, সকল মনুষ্য কি জন্য চিন্তাধীন হইবে? বোধ হয় তোমার মনোমধ্যে কোন গুরুতর চিন্তা থাকিতে পারে, তজ্জন্য সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে তদ্রূপ বিবেচনা করা উচিত নহে।" সচিব কহিলেন, "স্বামিন্! আপনিত এই রত্নপ্রসবিনী ধরণীর অধিপতি এবং মানবজাতির ঈশ্বর, কিন্তু যথার্থ করিয়া বলুন দেখি আপনার অন্তঃকরণ অহরহ চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছে কি না?" নৃনাথ কহিলেন, "মন্ত্রিন্! যাহার উপর লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির ধন, মান, জীবন নির্ভর করিতেছে, যাহার রাজ্যলক্ষ্মী কুলটা কামিনীগণের ন্যায় পুরুষান্তর গামী হইবার অভিলাষে সর্ব্বদা দোষানুসন্ধানে ব্যস্ত, এবং যাহার রাজধানীর চতুষ্পার্শ্বে বিপক্ষগণ সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত তাহাকে কোনক্রমেই নিশ্চিন্ত বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা সামান্য ভাবে কালযাপন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত সুখী, তাঁহাদিগকে কখন নিরন্তর চিন্তানলে দগ্ধ হইতে হয় না।"

এইরূপে রাজা যত তর্ক করিতে লাগিলেন, মন্ত্রী তৎসমুদায়ই খণ্ডন করিতে লাগিলেন দেখিয়া অবশেষে রাজা বলিলেন, "যদিও এই ধরাধামে সকলেই সুখী না হউক কিন্তু আমি ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, সকলেই

তোমার ন্যায় নিরন্তর অসুখী নহে। যাহা হউক তুমি যে সর্ব্বদা কেন এরূপ বিমর্ষভাবে কালযাপন করিতেছ তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনে আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর।" মন্ত্রী করযোড়ে কহিলেন্ "নরনাথ! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, আমি এই মুহূর্ত্তেই স্বীয় দুঃখের কারণ বর্ণন করিতেছি। তচ্ছ্রবণে আপনার সমুদায় ভ্রম নিশ্চয়ই দূরীভূত হইবে।" এই বলিয়া মন্ত্রী আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আতাগুলমলক মন্ত্রীর জীবন বৃত্তান্ত।

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ! বোগদাদ নগরীমধ্যে আবদুল্লা নামে যে এক জন ধনবন্ত রত্নবণিক বাস করিতেন, আমি তাঁহার পুত্র। পিতা আমায় বহুবিধ বিদ্যা শিক্ষা করাইবার জন্য আমার শৈশব কালেই কতিপয় পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহারা প্রতি দিন আমায় ন্যায়, জ্যোতিষ, সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি বহুবিধ বিদ্যা ও নানাদেশীয় ভাষা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আমিও অল্পকাল মধ্যে স্বীয় অধ্যবসায়গুণে তৎসমুদায় বিদ্যায় বিশেষ বুৎপন্ন হইয়া উঠিলাম, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে, আমার চরিত্র এমন দূষিত হইয়া উঠিল যে, ক্রমে অসৎসঙ্গে মিশ্রিত হইয়া অনর্থক অর্থনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পিতা আমার চরিত্রে এরূপ দোষস্পর্শ করিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমার চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ বাক্য গুলি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। তাঁহাকে বাতুল মনে করিয়া আমি সর্ব্বদা স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে একদা পিতা উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে আমাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, "রে নির্ব্বোধ! তুই আমাকে তোর সুখপথের কন্টক স্বরূপ বিবেচনা করিতেছিস্ সত্য বটে, কিন্তু অল্প কাল মধ্যেই এই কন্টক ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তোর দুঃখের সীমা থাকিবে না। কেন না আমার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তুই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবি বটে, কিন্তু স্বীয় চরিত্র দোষে অতি অল্প কাল মধ্যেই তৎসমুদায় নষ্ট করিয়া অনন্ত দুঃখে পতিত হইবি। অনন্তর তিনি একটী বৃক্ষকে লক্ষ করিয়া কহিলেন, যখন তুই এবম্প্রকার দুঃখে পতিত হইবি, তখন এই বৃক্ষশাখায় রজ্জুসংলগ্ন করিয়া স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিস্।" কিয়দ্দিবস পরে পিতা পরলোকগত হইলেন। আমি অতি সমারোহের সহিত তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলাম। অনন্তর ভাণ্ডারের অতুল ঐশ্বর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া নানাবিধ সুখসেব্য দ্রব্য ক্রয় ও অসংখ্য দাস দাসী

নিযুক্ত করিলাম। ক্রমে ইন্দ্রিয়ের দাস স্বরূপ হইয়া মদীয় আলয়কে তদ্দেশস্থ যাবতীয় কুৎসিত ব্যক্তিগণের বাসস্থান করিয়া তুলিলাম। তাহারা স্ব স্ব কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে প্রত্যহই আমায় নানাবিধ অসৎকার্য্যে উত্তেজনা করিতে লাগিল। আমি তাহাদিগের এবম্প্রকার চাটুকারবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া অল্প কাল মধ্যেই পিতৃসঞ্চিত বিপুল অর্থরাশি বিনষ্ট করিয়া বিষম কষ্টে পতিত হইলাম। তদ্দর্শনে চাটুকারগণ এবং ভৃত্যবর্গ সকলেই আমায় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। ইহাতে আমার অত্যন্ত দুঃখবোধ হইল, তখন পিতৃবাক্য স্মরণ করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, আর এ পাপ প্রাণ রাখিব না।

তদনুসারে আমি পর দিবস প্রাতে এক গাছি রজ্জু লইয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং পিতৃনির্দ্দিষ্ট বৃক্ষশাখায় ঐ রজ্জুগাছি সংলগ্ন করিয়া আপন গলদেশে দিয়া ঝুলিয়া পড়িলাম, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ বৃক্ষশাখাটী আমার ভরে ভাঙ্গিয়া পড়িল, সুতরাং তৎকালে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিলাম। কিন্তু তাহাতে আমার মনে কিঞ্চিন্মাত্র সুখবোধ হইল না, আমি পুনরায় অন্য শাখায় রজ্জু সংলগ্ন করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় ভগ্নশাখার মধ্য দিয়া তরুকোঠরস্থ বিপুলসম্পত্তি দেখিতে পাইলাম। তদ্দর্শনে পরম পুলকিত হইয়া গলদেশ হইতে রজ্জু উন্মোচনপূর্ব্বক এক খানি কুঠার আনয়ন করিয়া ঐ বৃক্ষটী কর্ত্তন করিলাম। তাহাতে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়া সকল শোক দূর হইল। তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, "আর অনর্থক এক পয়সাও ব্যয় করিব না, এবং অদ্যাবধি জাতীয় ব্যবসায় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।"

এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া আমি দেশস্থ আর দুই জন জহরীর সহিত মিলিত হইলাম। পিতার সহিত তাঁহাদের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। সুতরাং তাঁহারা আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া জলযান-যোগে বাণিজ্যার্থ আর্মস দেশে যাত্রা করিলেন। পরে আর্মস দেশের নিকটবর্ত্তী হইয়া আমরা সকলেই আমোদ আহ্লাদপূর্ব্বক এক দিবস রাত্রে সুরাপান করিলাম। তাহাতে আমার মত্তাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ঐ দুই পাপিষ্ঠ আমাকে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তখন আমি সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে পড়িয়া স্বীয় জীবন রক্ষার্থ বিধিমত প্রকারে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া স্বীয় জীবনের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক বারিধিবক্ষে ভাসমান রহিয়াছি এমন সময় পরমেশ্বরের কৃপায় একটী প্রবল তরঙ্গের আঘাতে আমি একেবারে একটী বৃহৎ পর্ব্বতের নীচে

আসিয়া উপস্থিত হইলাম, পরে অনেক কষ্টে তদুপরি আরোহণ করিয়া তথায় রজনী যাপন করিলাম। প্রভাত হইবামাত্র জাগ্রত হইয়া দেখিলাম, কতকগুলি কৃষক স্ফটিক আহরণার্থ ঐ পর্ব্বতে আগমন করিয়াছে, তদ্দর্শনে আমি তাহাদিগের সমীপে গমন করিয়া আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। তচ্ছ্রবণে কৃষকগণ আমার প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া কিছু খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দিল। আমি তাহা আহার করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম।
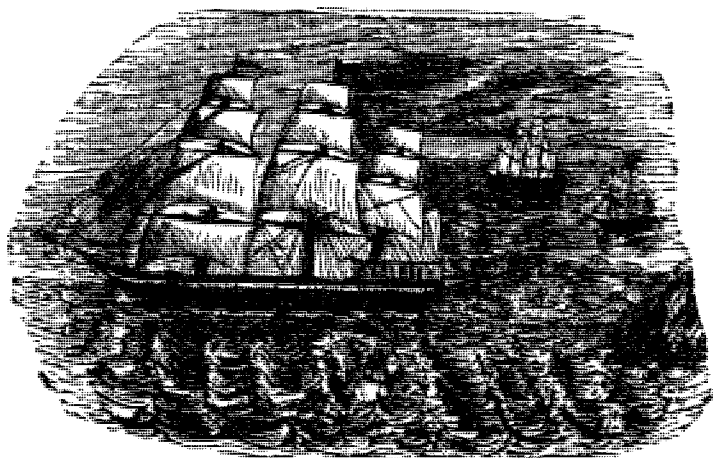
মন্ত্রী জাহাজ হইতে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া জলমগ্ন হইতেছেন।

অনন্তর আমি তাহাদিগের সমভিব্যাহারে আর্মস সহরে উপনীত হইয়া একটী পান্থ নিবাসে গিয়া দেখিলাম, আমার পূর্ব্বোল্লিখিত অংশীদ্বয়ের মধ্যে এক জন সেই খানে বসিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে আমাকে দেখিবামাত্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া আমার সহিত কোনকথা বার্ত্তা না কহিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় অপর সঙ্গীর নিকট গমন করিল। ক্ষণকাল পরে উহারা দুই জনেই পুনরায় সেই পান্থশালায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং আমাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আমি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া কহিলাম, "রে দুরাত্মগণ! আমার সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়াও কি তোদের দুরাশার পরিতৃপ্তি জন্মে নাই? অবশেষে আমার জীবন বধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পুনরায় আমার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিস্। আমি আর তোদের সহিত বাণিজ্য করিতে চাহি না। তোরা শীঘ্র আমার অংশের যত সমস্ত অর্থ প্রত্যর্পণ কর।" দুরাত্মাগণ আমার এরূপ বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিন্মাত্র লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক্ বরং বজ্রনির্ঘোষ স্বরে কহিল, "দুরাত্মন্! তুই কে? তোকে আমরা কখন চক্ষেও দেখি নাই। পাষণ্ড এই মুহূর্ত্তেই তোকে তোর দুরাশার সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতেছি।" এই

বলিয়া তাহারা আমাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তখন আমি অধিকতর রাগান্বিত হইয়া কহিলাম, "রে দুরাত্মগণ! আমি এখনও বলিতেছি আমার সমুদায় অর্থ প্রত্যর্পণ কর্, নতুবা আমি অদ্যই কাজীর নিকট গমন করতঃ তোদের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করাইব।"

দুরাত্মাগণ আমার এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল, এবং কাজীসন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বহুমূল্য দ্রব্য উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া কহিল, "ধর্ম্মাবতার! এক জন ঠক আমাদের সর্ব্বস্বাপহরণ করণাভিপ্রায়ে আমাদিগের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিতেছে। আমরা বিদেশী, এখানকার কিছুই অবগত নহি। তজ্জন্যই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনি যখন সাক্ষাৎ-ধর্ম্মস্বরূপ তখন উহার সত্য মিথ্যা সহজেই আপনি অনুভব করিতে পারিবেন। অধিক কি বলিব, আপনি যখন দুর্ব্বলের বল, এবং নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তখন আপনি একটু কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিলে আমাদের ধন, মান ও জীবন সমস্তই রক্ষা হয়।" বিচারপতি কহিলেন, "কোন দুরাত্মা তোমাদের সর্ব্বনাশসাধনে উদ্যোগী হইয়াছে বলিতে পার?" দুরাত্মাগণ কহিল, "আজ্ঞা হাঁ, আমরা এখনি তাহাকে দেখাইয়া দিব।" তাহারা পরস্পর এইরূপ বাক্যব্যয় করিতেছে এমন সময় আমি তথায় গিয়া উপ-স্থিত হইলাম। আমাকে দেখিবামাত্র দুরাত্মাগণ কাজীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ধর্ম্মাবতার! এই সেই চোর, এ ব্যক্তি যে কি মনে করিয়া এখান পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে এই দস্যুর হস্ত হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।" ক্রমে আমি বিচারকের সম্মুখীন হইয়া আমার আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত কহিলাম। কিন্তু পূর্ব্বো-ল্লিখিত শঠদ্বয় তাঁহাকে অর্থ প্রদানে এরূপ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল যে, তিনি আমার বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না। অধিকন্তু কাজী এরূপ অর্থ পিশাচ ছিলেন যে, তিনি মদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বয়ের নিকট হইতে আশা-তীত অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক অবিচারে তাহাদেরই অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। আমি শৃঙ্খলা বদ্ধ হইয়া কারাগৃহে প্রেরিত হইলাম। তখন আমি মনেঃ ভাবিয়া ছিলাম কারাগৃহই বুঝি আমার সমাধিস্থল হইল। কিন্তু ধর্ম্মের গতি বুঝা ভার যে কৃষকগণ আমাকে পর্ব্বত হইতে উদ্ধার করিয়াছিল ক্রমে তাহারা জনশ্রুতিদ্বারা আমার সমুদায় দুঃখের বিষয় জানিতে পারিয়া রাজ সমীপে আগমন করতঃ আমার উদ্ধার সাধন করিল। এইরূপে আমি সেই বিষম বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিলাম বটে, কিন্তু অন্নাভাবে অতিশয় কষ্টভোগ করিতে লাগিলাম। অবশেষে এক দিবস ঈশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক আর্ম্মদেশ

পরিত্যাগপূর্ব্বক কতকগুলি পথিকের সহিত মিলিত হইয়া শিরাজ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। এবং কতিপয় দিবস ভ্রমণ করিবার পর তথায় উপস্থিত হইয়া একটী পান্থ নিবাসে গিয়া বাসা করিলাম। তৎকালে শাহ জমাস্প নামে ভূপতি শিরাজরাজ্যে রাজত্ব করিতেন।

এক দিবস আমি উপাসনা করণানন্তর একটী দেবালয় হইতে পান্থনিবাসাভিমুখে আগমন করিতেছি এমন সময় পথিমধ্যে এক জন রাজকর্ম্মচারীকে দেখিতে পাইলাম। এবং তাঁহার বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি দর্শনে তাঁহাকে এক জন ধনবান্ লোক বিবেচনা করিয়া তৎসকাশে স্বীয় দুঃখ বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন করিলাম। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবন্! তুমি কে, তোমার নিবাস কোথায়, এবং কি জন্যই বা এরূপ হীন বেশে এ স্থানে ভ্রমণ করিতেছ?" তচ্ছ্রবণে আমি তাঁহার নিকট সংক্ষেপে আত্ম পরিচয় প্রদান করিলে, তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে তোমার বয়ক্রম কত হইবে?" আমি কহিলাম, 'ঊনবিংশতি বৎসর।" এই কথা শুনিয়া তিনি আমাকে তাঁহার সহিত গমন করিতে বলিলেন। তদনুসারে আমি তাঁহার সহিত রাজপুরীমধ্যে উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি আমায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" আমি কহিলাম, "আমার নাম হোসেন।" এই কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "যুবন্! আমি এক জন রাজকর্ম্মচারী, এবং রাজবাটীর অপর ভৃত্যাদি নিযুক্ত করিবার ভার আমারই উপর অর্পিত। সম্প্রতি মহারাজের শয়নাগারে এক জন ভৃত্যের প্রয়োজন আছে। তুমি স্বীকৃত হইলে আমি তোমাকেই উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিই।" আমি তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া উক্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম।

রাজান্তঃপুরের পার্শ্বদেশে একটী রমণীয় উদ্যান ছিল, তথায় রমণীগণ নিশাকালে ভ্রমণ করিত। উক্ত সময়ে পুরুষমাত্র তথায় গমন করিতে পারিত না। যদি কেহ দুঃসাহসিকতা বশতঃ এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত নৃপাদেশক্রমে তৎক্ষণাৎ তাহাকে শমন সদনে গমন করিতে হইত। একদা আমি উদ্যান মধ্যে বসিয়া নানাবিষয় চিন্তা করিতে২ কখন যে দিবাবসান হইয়াছে তাহার বিন্দুমাত্র জানিতে পারি নাই। পরে চিন্তায় কিঞ্চিৎ উপশম হইলে দেখিলাম, কালস্বরূপা রজনী উপস্থিত। তখন রাজাজ্ঞা স্মরণ করতঃ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উদ্যানমধ্য হইতে বহির্গত হইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় এক জন রমণী আমার সম্মুখীন হইয়া কহিল, "যুবক্! এত দ্রুতপদবিক্ষেপে কোথায় গমন করিতেছ?" আমি কহিলাম, "সুন্দরি! রজনী উপস্থিত, এই জন্যই দ্রুতপদে এ স্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি, সত্বর পথ ছাড়িয়া দেও, নতুবা এখনই এই হতভাগ্যের জীবন দণ্ড হইবে।"

রমণী কহিল, "যুবক্! আর নিষ্ফল চেষ্টায় প্রয়োজন কি? তুমি যাহার নিমিত্ত এত শঙ্কা করিতেছ, সেই কালরাত্রিত উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে আর কিরূপে পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ পাইবে?" কামিনীর এবম্ভূত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, আমি ক্রন্দন করিতে২ কহিলাম, "সুন্দরি! এক্ষণে কিরূপে এই হতভাগার জীবন রক্ষা হইতে পারে তাহার একটী সদুপায় বলিয়া দিউন।" রমণী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "যুবক্! এক্ষণে সে চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সহিত সুখসম্ভোগে অদ্য রজনী অতিবাহিত কর। ভাবী চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া হস্তে এরূপ অমৃত ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়া উহাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা কোন প্রকারেই উচিত নহে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কখন এরূপ চিন্তায় কাতর হইয়া উপস্থিত সুখসেব্য দ্রব্য পরিত্যাগ করেন না। কিন্তু আমি যে কে তাহা তুমি এক্ষণে অবগত নহ তজ্জন্যই এত ভীত হইতেছ, পরে উহা জানিতে পারিলে তোমার সমুদায় চিন্তা দূরীভূত হইবে এবং তুমি সুখসমুদ্রে ভাসমান হইতে থাকিবে।"

উদ্যানমধ্যে হোসেন কেলিকারীর হস্তধারণ করিবামাত্র আর দ্বাদশজন রমণী তথায় আসিয়া দণ্ডায়মানা হইল।

রমণীর এবম্প্রকার মধুর বাক্য শ্রবণে আমি মনে২ চিন্তা করিলাম, "এরূপ রমণীরত্ন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।" তখন আমার সমুদায় শঙ্কা দূরীভূত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি মদনবাণে উন্মত্তপ্রায়

হইয়া যেমন সেই রমণীর হস্তধারণ করিলাম অমনি সে চিৎকার স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। তাহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র আর দ্বাদশ জন রমণী সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিল। তদ্দর্শনে আমি হতবুদ্ধিপ্রায় হইলাম। তদনন্তর এক জন রমণী পূর্ব্বোক্ত কামিনীর সমীপে গমন করিয়া কহিল, "কেলিকারি! আর কখন এরূপ কৌতুক করিবি?" কেলিকারী কহিল, "না দিদি! আর কখন এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তা হইব না।" অনন্তর রমণীগণ আমার চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া আমার সহিত নানাবিধ হাস্য পরিহাস করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কহিল, "আহা এই যুবকটী কি সুন্দর! ইহাকে দেখিয়া আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে।" কেহ কহিল, "ইহাকে নির্জ্জনে পাইলে আমি স্বীয় আশা পরিতৃপ্ত করি।" কেহ বা কহিল, "আহা প্রভাত হইলেই ইহার মৃত্যু হইবে। কিন্তু এরূপ নারীভক্ত পুরুষের জীবন নাশ অতিশয় শোচনীয়।" আমি তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া নির্ব্বাক্ ও অচেতন প্রায় হইলাম। যাহা হউক অতঃপর এক জন রমণী রাজকন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "কুমারি! আপনি যখন সমুদায় বিষয়েরই কর্ত্রী তখন এই হতভাগ্যের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা অনুমতি করুন।" রাজবালা কহিলেন, "উহার বধসাধন করিবার আবশ্যকতা নাই। উহাকে সত্বর আমার গৃহে লইয়া চল, তাহা হইলে যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী কখন উহার নয়ন পথে পতিত হয় নাই এরূপ বহুবিধ সুন্দর২ দ্রব্য দর্শনে উহার জীবন চরিতার্থ হইবে।" তাঁহার এই কথা শুনিবামাত্র সখীগণ তৎক্ষণাৎ আমায় একটী রমণীর পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া এক জন বন্দিনীর বেশে আমায় রাজতনয়ার গৃহে লইয়া গেল। গৃহটী বহুবিধ মনোহর দ্রব্যে সুসজ্জিত। প্রাচীর গুলি সুন্দর২ চিত্রে সুশোভিত। চারিদিকে রত্নখচিত সিংহাসন। মধ্যস্থলে যে বহুসংখ্যক সুগন্ধি বাতি জ্বলিতেছিল তদ্দ্বারা সমস্ত গৃহটী আমোদিত হইতেছিল। ফলতঃ ঐ গৃহটীর শোভা রাজসভার শোভা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে

রমণীগণ আমাকে গৃহের মধ্যস্থলে উপবেশন করাইয়া আপনারা আমার চতুঃপার্শ্বে বেষ্টন করিয়া বসিল। অনন্তর রাজকন্যার আদেশক্রমে ছয় জন দাসী নানাবিধ ফলমূল ও মিষ্টান্ন আনয়ন করিল। রমণীগণ তাহা আহার করিয়া মুখ প্রক্ষালন করণানন্তর আমার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু কেবল কেলিকারীই আমার সম্মুখে বসিয়াছিল, সুতরাং সে মধ্যে২ আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। আমিও তৎপ্রতিশোধ প্রদানে বিরত হইলাম না। আমাদিগের এইরূপ ভাবভঙ্গী অবলোকন করিয়া, রাজসুতা জেলেখা আমাকে সাহস প্রদান করিয়া কহিল, "হোসেন! তুমি এক জন

করিতেছ কেন ? আমরা সকলেই তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী জানিবে। অতএব আমাদিগের মধ্যে কে তোমার অধিক প্রিয় তাহা নির্ভয় হৃদয়ে ব্যক্ত কর।” রাজবালার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে আমি মহা বিপদে পড়িলাম, যেহেতু তাঁহারা সকলেই সমান রূপ-যৌবন-শালিনী অতএব এক জনকে ভাল বলিলে পাছে অপর সকলে অতিশয় বিরক্তা হয়েন এই ভাবনায় আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল সেই স্থানে নিস্পন্দ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। আমার ঈদৃশ ভাব দর্শনে রাজনন্দিনী কহিল, “হোসেন ! তুমি চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগের মধ্যে কে তোমার অধিক মনোনীতা তাহা স্বচ্ছন্দ মনে ব্যক্ত কর, তজ্জন্য কেহ তোমার প্রতি রুষ্টা বা অসন্তুষ্টা হইবে না।”

তাহার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে আমি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলাম, “বরাননে ! তুমিই রূপ ও গুণে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা, তোমার সহিত তুলনা করিলে তোমাকে শশী এবং ত্বদীয় সখীগণকে নক্ষত্র পুঞ্জ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অতএব তোমাকে দর্শন করিয়া আর কাহাকেও দর্শন করিতে ইচ্ছা করে না।” আমি মুখে এই কথা বলিলাম বটে, কিন্তু আমার নয়ন দ্বয় কেলিকারীর উপরই পতিত রহিল। তদ্দর্শনে রাজসুতা আমার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিল, “যুবক ! কেন তুমি স্বীয় মনোগত ভাব গোপন করিয়া চাটুকারবৃত্তি অবলম্বন করিতেছ ? তুমি যথার্থ কথা বলিলে আমরা কেহই তৎপ্রতি রুষ্টা না হইয়া বরং অধিকতর সন্তুষ্টা হইব।” কুমারীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে আমি কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া কহিলাম, “কুমারি ! যদিও রূপগুণে তোমরা সকলেই সমতুল্যা কিন্তু কেলিকারীই পূর্ব্বাবধি আমার চিত্ত হরণ করিয়াছে।” আমি এই কথা বলিতে না বলিতে তাহারা সকলেই হো হো শব্দে হাস্য করিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রথমতঃ ভাবিলাম, “এই নারীগণ সকলেই বুঝি ছদ্মবেশী হইবে, নতুবা এরা সকলেই এরূপভাবে হাস্য করিবে কেন ?” ইত্যবসরে রাজনন্দিনী জেলেখা ঈষদ্ধাস্য মুখে কহিল, “হোসেন ! তুমি উপযুক্ত পাত্রে প্রীতি প্রদান করিয়াছ, যেহেতু কেলিকারীই আমার সমস্ত সখীগণ, অপেক্ষা রূপ ও গুণে শ্রেষ্ঠা এবং আমার অতিশয় প্রিয়পাত্রী।” অতঃপর অপর রমণীগন হাস্য মুখে কহিতে লাগিল, “কেলির অদৃষ্টই সুপ্রসন্ন।” তদনন্তর রাজতনয়া কেলিকারীর গুণ প্রদর্শনার্থ তাঁহার হস্তে একটী বীণা প্রদান করিয়া তৎসংযোগে গান করিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র কেলিকারী এমনি সুমধুর স্বরে পশ্চাল্লিখিত দুইটী গীত গাইলেন, যে, তচ্ছ্রবণে আমার কর্ণদ্বয় পরিতৃপ্ত হইল।

১ম গীত

"বিষম যৌবন কালে যুবক অন্তর,
মধুপানে, ফুলে ফুলে, ভ্রমে নিরন্তর,
নব আশা সদা ছায়,
তাই তৃপ্তি নাহি পায়,
ভালবাসা এ জগতে সুখের আধার,
ভ্রমেও কখন নাহি ভাবে একবার।

২য় গীত

যুবতী চঞ্চল হিয়া যুবকের তরে,
যখন ধরণী মাঝে অন্বেষণ করে,
সুপ্রেমিক দেখি পারে,
যদি সে বরণ করে,
পাইবে বিমল সুখ সংসার কাননে,
ঘুচিবে সকল দুঃখ পতি দরশনে।"

যুবতী এইরূপে গান করিতে২ বারম্বার আমার প্রতি এরূপ কটাক্ষপাত করিতে লাগিল যে, ঐ কটাক্ষে আমার হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল। তখন আমি ক্ষিপ্তের ন্যায় লজ্জাভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার চরণে ধরিলাম। তাহা দেখিয়া অন্যান্য সখীগণ আমাকে উন্মত্ত বিবেচনা করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল।

আমরা সকলে এইরূপ আমোদ আহ্লাদ করিতেছি এমন সময় এক জন বৃদ্ধা আসিয়া রাজকন্যাকে কহিল, "ঠাকুরাণি! রজনী অবসান প্রায় অতএব যদি ইঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে বাসনা থাকে তবে এই সময়ে আজ্ঞা করুণ, নতুবা সূর্য্যদেব গগণমার্গে উদিত হইলে আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে।" এই কথা শুনিবামাত্র সখীগণ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। এবং রাজকুমারীর আদেশ ক্রমে আমি প্রচ্ছন্ন বেশে বৃদ্ধার সহিত বহির্ব্বাটীতে গমন করিলাম। অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে আমি অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তখন সেই রাজকর্ম্মচারী আমাকে ভর্ৎসন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন," তুমি কল্য রজনীতে কোথায় ছিলে?" আমি কহিলাম, " মহাশয়! আমার এক জন বন্ধু সপরিবারে বসোরা গমন করিবেন, সুতরাং পুনরায় তাঁহার সহিত দেখা হওয়া অসম্ভব; এই কথা আমি কল্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, এবং তিনি নিতান্ত অনুরোধ করিয়া আমাকে সমস্ত রাত্রি তাঁহার বাটীতে রাখিয়াছিলেন, তজ্জন্য আসিতে পারি নাই।" রাজকর্ম্মচারী আমার বাক্যে প্রত্যয় করিয়া আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া স্ব কার্য্যে গমন করিলেন।

অনন্তর প্রণয়াকাঙ্ক্ষাজনিত আনন্দ আমার হৃদয় মধ্যে উদিত হইল, আমি দিবানিশি সেই কেলিকারীর মূর্ত্তিই ধ্যান করিতে লাগিলাম। এই-রূপে আট দিবস অতিবাহিত হইল। নবম দিবসে এক জন ভৃত্য আমার হস্তে এক খানি লিপি প্রদান করিয়া চলিয়া গেল। আমি পত্রখানি খুলিয়া নিম্ন লিখিত প্রকারে পাঠ করিলাম।

"প্রিয়তম! যাহার প্রতি তুমি অতিশয় অনুরক্ত যদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা থাকে তবে অদ্য রজনীতে অতি অবশ্যং একবার উপবনমধ্যে আগমন করিবে। যেন কোনরূপে অন্যথা না হয় ইতি।—

ভবদীয় প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী কেলিকারী ——"

পত্র খানি পাঠ করিয়া আমার হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দরসের উদ্রেক হইল। এরূপ আশাতীত পত্র প্রাপ্ত হইলে কাহার হৃদয় না আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠে? যাহা হউক আমি সত্বর কর্ম্মচারীর নিকট গমন করতঃ কৌশলক্রমে সেই রাত্রির নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিলাম। এবং তৃতীয় প্রহর বেলা অতীত হইতে না হইতেই আমি সেই উপবন মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই সন্ধ্যার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, কিন্তু বোধ হইল যেন দিনমণি অচল রহিয়াছেন। যাহা হউক কিয়ৎক্ষণ পরে অভি-লষিত সন্ধ্যা ও রমণী উভয়েই একত্রে উদ্যান মধ্যে আগমন করিল। তখন আমি অবশাঙ্গ হইয়া কামিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া প্রেমভিক্ষা চাহিলাম। তদ্দর্শনে কেলিকারী আমার হস্ত ধারণপূর্ব্বক ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া কহিল, "যুবক! মৌনভাব অবলম্বনে যথার্থ প্রণয় পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব শীঘ্র ঐ ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক যথার্থ প্রণয়চিহ্ন প্রদান কর। আমিই যথার্থ রাজকন্যা এবং তাঁহার অপর সহচরীগণ অপেক্ষা অধিক সুন্দরী।" কেলিকারীর এবম্বিধ আগ্রহাতিশয় দর্শনে আমি কহিলাম, "সুলোচনে! তুমি বাস্তবিকই রাজকন্যা এবং ত্বদীয় সমস্ত সহচরীগণ অপেক্ষা সমধিক রূপলাবণ্যবতী। এবং রাজকন্যা যখন আমার প্রতি তোমায় বিবাহ করিবার ভার সমর্পণ করিয়াছেন তৎপূর্ব্ব হইতে তোমার প্রতি আমার মন ও প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি জানিবে। এক্ষণে তুমি সদয়া না হইলে আমি স্বীয় জীবন ধারণে সম্পূর্ণ অসক্ত জানিবে।"

মদীয় এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে রমণী মহা সন্তুষ্টা হইয়া কহিল, "হোসেন! তুমি যথার্থ প্রণয়ের পাত্র বটে, এবং যদিও আমি তোমার দর্শন করিবামাত্র তোমার প্রণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছি তথাপি বোধ হয় আমার সমুদায় আশা নিষ্ফল হইয়া যায় যেহেতু রাজকন্যাও তোমার প্রতি অতিশয় আসক্তা হইয়াছেন। তাঁহার সহিত পরিণয়

সূত্রে অবদ্ধ হইতে পারিলে তুমি রাজজামাতা হইবে। তাহা হইলে এ হতভাগিনীর সমুদায় আশা অকালে বিলুপ্ত হইবে।" তাহার এবম্প্রকার কাতরতা দর্শনে আমার হৃদয়ে আঘাত লাগিল! আমি মধুর বচনে কহিলাম, "সুন্দরি! অকৃত্রিম প্রণয়ই যখন ইহ জগতে সুখের একমাত্র আদি কারণ তখন রাজতনয়ার পাণিগ্রহণ করিলে আমি অতুল সম্পদ-লাভে অধিকারী হইতে পারিব সত্য বটে, কিন্তু সেই বিমল সুখভোগে কখনই সমর্থ হইতে পারিব না। যদি প্রকৃত সুখলাভেই বঞ্চিত হইলাম, তবে সম্পদে প্রয়োজন কি? আর যখন পূর্ব্ব হইতেই আমার হৃদয় মন তোমায় প্রদান করিয়াছি তখন আর তাহাতে কাহার অধিকার নাই। সামান্য সম্পদের কথা দূরে থাকুক্ সমুদায় রাজ্যলাভের আশা থাকিলেও আমি কখনই রাজবালার মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিব না। অতএব প্রিয়ে! অনর্থক চিন্তা করিয়া আর ক্লিষ্টা হইও না।"

কেলিকারী আমার এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে কহিল, "যুবন! ওরূপ অন্যায় প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করুন। রাজকন্যার পাণিগ্রহণ না করিলে তাঁহার কোপে পড়িয়া যখন আমাদিগের উভয়কেই স্ব স্ব জীবন হারাইতে হইবে তখন নৃপতনয়ার মনোরথ পূর্ণ করিয়া উভয়েরই জীবন রক্ষা করা কর্ত্তব্য।" আমি কহিলাম, "মনোরমে! রাজসুতার ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করিবার নিমিত্ত আমি স্বয়ং বনবাসী হইব তাহাও স্বীকার তথাচ তোমায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কদাচ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে পারিব না। তৎপরে বন মধ্যে স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় দুঃখের অবসান করিব।" আমার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে কেলিকারী কহিল, "হোসেন্! তুমি শোক পরিত্যাগ কর। তোমার মনোগত ভাব অবগত হইবার নিমিত্তই আমি এতক্ষণ তোমার সহিত ছলনা করিতেছিলাম। বাস্তবিক আমি কিঙ্করী নহি। আমিই রাজবালা জেলেখা। তোমার মনোগত ভাব পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই আমি সেই রজনীতে দাসী বেশে সজ্জিত হইয়াছিলাম। আর যাহাকে তুমি জেলেখা জ্ঞান করিয়াছিলে, সে বাস্তবিক জেলেখা নহে সে আমার এক জন দাসী, তাহারই নাম কেলিকারী। এই কথা বলিয়া সেই রমণী স্বীয় সহচরীকে আহ্বান করিবামাত্র দেখিলাম যে, যাহাকে আমি রাজকন্যা জ্ঞান করিয়াছিলাম বাস্তবিক সে রাজকন্যা নহে সে তাঁহার এক জন সহচরী মাত্র। তখন আমার মনোমধ্যে যে প্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসের উদ্রেক হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। যাহা হউক আমি অতি কষ্টে আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া জেলেখাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "সুন্দরি! তুমি যেরূপ রূপবতী তাহাতে শত শত যুবরাজগণকে পাণিদানে বঞ্চিত করিয়া

যে এই হতভাগ্যের গলে বরমাল্য প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ ইহা আমার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।"

কুমারী মদীয় এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে কহিল, "যুবন্! মনে মনে মিলন হইলেই প্রণয় কহে। উচ্চ নীচ জ্ঞান করা প্রণয়ের লক্ষণ নহে। তোমার এই সুন্দর মুখশ্রী দর্শন করিয়া অবধি অনঙ্গের শরানলে আমার হৃদয় দগ্ধীভূত হইতেছে। অতএব তোমাকেই আমার মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি।" আমরা পরস্পর এইরূপ বাক্যালাপ করিতেছি, এমন সময় কেলিকারী রাজকন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "সখি! রজনী অবসান প্রায়, পূর্ব্বগগণ লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, অতএব শীঘ্র স্বীয় পুরী মধ্যে গমন করুন।" এই কথা শুনিবামাত্র রাজবালা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমাকে কহিল, "যুবক্! তোমার হস্তে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, এ অধিনীকে বিস্মৃত হইও না। তুমি ত্বরায় আমার প্রণয়চিহ্ন প্রাপ্ত হইবে।" এই বলিয়া যুবতী স্বীয় পুরী অভিমুখে গমন করিল। আমিও গুপ্তদ্বার দিয়া স্ব স্থানে আগমন করিলাম। এবং কখন সেই বরাননাকে প্রাপ্ত হইব কেবল অহর্নিশ সেই চিন্তাই করিতে লাগিলাম। কিন্তু অনতিকাল মধ্যে একটী ভয়ঙ্কর কুসংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার সমুদায় আশা নির্ম্মূল হইল।

উদ্যান হইতে প্রত্যাগমন করিবার কিছু দিন পরে শুনিলাম, রাজকন্যা পীড়িতা হইয়াছেন। তাহার দুই দিবস পরে শুনিলাম যে, সেই পীড়াতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। প্রথমতঃ এ কথায় আমি বিশ্বাস করি নাই, কিন্তু যখন কবরের সমুদায় আয়োজন দর্শন করিলাম তখন আর অবিশ্বাসের কোন কারণ রহিল না। হায়! সেই দিবসের কথা মনে হইলে এখনও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন আমি শোকাতিশয্য বশতঃ নখাঘাতে সর্ব্ব শরীর এরূপ ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিলাম যে, রুধির ধারায় আমার সর্ব্ব শরীর ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দাসাধ্যক্ষ আমাকে রাজভবনে প্রেরণ করিল, এবং প্রলেপ করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে লেপ দিল। তাহাতে আমার শারীরিক বেদনা নিবারণ হইল বটে, কিন্তু অন্তরের আগুন প্রবলবেগে জ্বলিতে লাগিল। বহু কষ্টে তিন দিবস অতিবাহিত করিলাম। কিন্তু বিরহ-জ্বালা আর সহ্য করিতে না পারিয়া উহা নির্ব্বাণ করনাভিপ্রায়ে তৎপর দিবস রজনীযোগে রাজসদন হইতে বহির্গত হইলাম। গন্তব্য পথের স্থিরতা নাই, সুতরাং যে দিকে পথ দেখিতে পাইলাম সেই দিকেই গমন করিলাম। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিবার পর রজনী অবসান হইল। তখন আমি একে রাত্রি জাগরণ তাহাতে আবার পথ পর্য্যটন প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া একটী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে মলিন বেশ-

ধারী এক জন ফকীর তথায় আসিয়া আমার হস্তে একটী খর্পর প্রদান করতঃ কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করিল, কিন্তু আমি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলাম দেখিয়া ফকীর কহিল, " যুবক্! আকার প্রকারে তোমাকে দয়ালু বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু তোমার নিকট কিছুই নাই বলিয়া বোধ হয় আমাকে ভিক্ষা প্রদানে অসমর্থ হইলে।"

ফকীরের এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে আমি কহিলাম, "সে কথা যথার্থ, আমি অতি দরিদ্র, নিজের আহারেরই যখন সংস্থান নাই তখন অপরের প্রার্থনা কিরূপে পূর্ণ করিব ?" ফকীর কহিল, "যুবক্! তোমার এরূপ কষ্টের কারণ কি বল, আমি তাহা দূর করিয়া দিব।" তাহার এইরূপ কথা শুনিয়া আমি মনে২ ভাবিলাম, "ফকীর নিজে ভিক্ষোপজীবি হইয়া কিরূপে আমার কষ্ট নিবারণ করিবে ? বোধ হয় আশীর্বচন প্রয়োগ করিয়া আমার দুর্গতি-নাশের চেষ্টা করিবে।" আমি মনে২ এইরূপ চিন্তা করিতেছি এমন সময় ফকীর কহিল, "যুবক্! ভিক্ষাই আমাদের উপজীবিকা বটে। অন্যে যাহা অতি কষ্টে উপার্জ্জন করে আমরা সন্ন্যাসীরূপে স্বচ্ছন্দে তাহার ভাগ লইয়া আসি। অন্যান্য উদাসীনের ন্যায় আমরা ধর্ম্মের কঠোর নিয়ম সকল পালন করি না। ছলে বলে কৌশলে যেরূপে হউক লোকের সর্ব্বনাশ করাই আমাদের সন্ন্যাসধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য জানিবে। আমাদের সঙ্গী হইতে পারিলে তোমারও সমুদায় দুঃখ দূর হইবে। অতএব শীঘ্র আমার সহিত বোস্ট গ্রামে চল। সেই খানে আমার আর দুই জন সহচর আছে, তুমি গমন করিলে আমরা সর্ব্বসমেত চারিজন হইব।" এই বলিয়া ফকীর আমাকে সঙ্গে লইয়া বোস্ট গ্রামাভিমুখে গমন করিল। এবং পথে যাইতে যাইতে নানা প্রকার ভণ্ডাচার করিয়া গৃহস্থদিগের নিকট হইতে এত চাউল, ডাউল প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী আত্মসাৎ করিল যে,তাহা লইয়া যাওয়া দুষ্কর হইল। অবশেষে আমরা বহু কষ্টে বোস্ট গ্রামে উপস্থিত হইলে, আমি দেখিলাম নগরের বহির্ভাগে যে একটী সামান্য কুটীর আছে তন্মধ্যে আর দুই জন ফকীর বসিয়া আছে। তাহারা আমাকে দেখিয়া এবং আমার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া পরমানন্দিত হইল। এবং আমাকে নানা প্রকার ভণ্ডামি শিক্ষা দিতে লাগিল। আমিও অল্পকাল মধ্যেই তাহাদের সমুদায় ছলচাতুরী শিক্ষা করিলাম। তখন পর প্রতারণাই আমার প্রধান ব্যবসায় হইল। এবং ক্রমে যৌবনের স্বাভাবিক চপলতা বশতঃ অন্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া জেলেখার কথা একেবারে বিস্মৃত হইলাম।

এইরূপে প্রায় দুই বর্ষ অতীত হইলে এক দিবস সেই ফকীর আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, " ভাই! এ স্থানে আর অধিক দিন বাস

করিতে ইচ্ছা নাই, শুনিয়াছি কান্দাহার দেশ অতি মনোহর, অতএব চল সেই দেশেই যাওয়া যাউক। আমি ত্বদীয় বাক্যে সম্মত হইলে উভয়ে কত দেশ, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া অবশেষে অভিলষিত স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কান্দাহার রাজ্য দেখিতে অতি মনোহর। আমরা যৎকালে ঐ রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তৎকালে ফিরোজসাহ নামক এক জন নরপতি উক্ত রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি এরূপ পক্ষপাতশূন্য হইয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন যে, অল্প কাল মধ্যেই তাঁহার যশঃ-সৌরভ চারি দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল। আমরা যে দিবস তাঁহার রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলাম তৎপরদিবস রাজার অভিষেক তিথি উপলক্ষে সমস্ত পুরী মধ্যে মহা মহোৎসব আরম্ভ হইল। তজ্জন্য ফকীরদিগের পুরী প্রবেশের কোন নিষেধ রহিল না। সুতরাং আমরা দুই জনে নির্ব্বিঘ্নে পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তৎকালে চারি দিকে নৃত্য গীত হইতেছিল, আমরা এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া তাহা শুনিতেছি এমন সময় পশ্চাৎ দিক্ হইতে এক ব্যক্তি আমার হস্ত ধরিয়া টানিল। আমি চকিতভাবে পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া দেখিলাম যে, যে পারস্যরাজ-কিঙ্কর ইতিপূর্ব্বে আমার হস্তে রাজকন্যা জেলেখার পত্র প্রদান করিয়াছিল সে তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সে আমাকে দেখিয়া কহিল, "যুবক্! তোমাকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিতেছি কেন? আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি, তোমার নাম হোসেন।" আমি কহিলাম, "চাপর! তুমি কি নিমিত্ত পারস্যরাজপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক এখানে আসিয়াছ?" খোজা বলিল, "সে সমুদায় কথা পরে বলিব। তুমি কল্য এখানে একাকী আসিও, তোমার সহিত আমার অনেক গোপনীয় কথা আছে, অতএব কল্য আর কাহাকে সঙ্গে আনিও না।"

তৎপরদিবস আমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া কিঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে কহিল, "হোসেন! এখানে কোন কথা হইবে না, আমার সহিত নির্জ্জন প্রদেশে যাইতে হইবে।" এই বলিয়া সে একটী ক্ষুদ্র পথ দিয়া আমাকে এক মনোহর পুরী মধ্যে লইয়া গেল। তন্মধ্যস্থ গৃহ গুলির শোভা নিরীক্ষণ করিয়া আমার মনে অতুল আনন্দের উদ্রেক হইল। পুরীর চতুঃপার্শ্বে একটী সুরম্য উপবন। উক্ত উপবন মধ্যে নানা জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া তদ্গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিতেছিল। উপবনের মধ্যস্থলে একটী সুনির্ম্মল শলিলপূর্ণ সরোবর, তন্মধ্যে রাজহংস- এবং রাজহংসীগণ মনের আনন্দে কেলি করিতেছে। আমি এই সমস্ত দর্শনে অত্যাশ্চর্য্য বশতঃ নির্ব্বাক্ প্রায় দণ্ডায়মান আছি এমন সময় চাপর.

আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভো! এই পুরীটী দেখিতে কিরূপ?" আমি কহিলাম, "অতি মনোহর।" অনন্তর চাপর কহিল, "মহাশয়! আপনি স্নানাগারে গমন করিয়া স্নান করুন, আমি সত্বর এক জন ভৃত্যকে ডাকিয়া আনিতেছি।" এই বলিয়া সে তথা হইতে চলিয়া গেল। এবং ক্ষণকাল পরে এক জন ভৃত্য সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে আমি আগ্রহাতিশয় সহকারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "চাপর! সত্য করিয়া বল দেখি তুমি কি নিমিত্ত আমায় এখানে আনয়ন করিলে?" চাপর কহিল, "মহাশয়! এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন, আপনি শীঘ্রই ইহার সমুদায় রহস্য জানিতে পারিবেন। এক্ষণে সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তির আদেশক্রমে আমরা আপনাকে এতাধিক সমাদর করিতেছি তাহা অবিলম্বেই জানিতে পারিবেন।"

এই কথা বলিয়া চাপর পুনরায় তথা হইতে প্রস্থান করিল। আমি একাকী বসিয়া রহিলাম, এবং নানাবিধ চিন্তায় আমার হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। অনতিবিলম্বেই কিঙ্কর আর চারিজন ভৃত্যসমভিব্যাহারে তথায় পুনরাগমন করতঃ তাহাদিগকে আমার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া দিল। কিন্তু অতিশয় চিন্তাপ্রযুক্ত আমার কিছুই ভাল লাগিল না। তখন চাপর পুনরায় কহিল, "মহাশয়! এত উতলা হইতেছেন কেন? কিঞ্চিৎ বিলম্ব করুন, সন্ধ্যার পরক্ষণেই সমুদায় বিষয় জানিতে পারিবেন।" সুতরাং আমি অতি কষ্টে দিন যাপন করিলাম। ক্রমে সন্ধ্যাসমুপস্থিত হইল দেখিয়া ভৃত্যগণ সমুদয় গৃহে আলোক জ্বালিয়া দিল। আমি একাকী এক খানি পল্যঙ্কোপরি উপবেশনপূর্ব্বক নানা বিষয়িনী চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছি এমন সময় দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তচ্ছ্রবণে ভৃত্য দ্বার খুলিয়া দিলে এক জন অবগুণ্ঠনবতী রমণী গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মৎসন্নিধানে আসিয়া স্বীয় মুখাবরণ খুলিয়া ফেলিল। মুখাবরণ উন্মুক্ত করিবামাত্র দেখিলাম ঐ রমণীই সেই কেলিকারী। কিন্তু কেলিকারীকে কান্দাহার দেশে দেখিয়া আমি সাতিশয় বিস্মিত হইলাম। তদ্দর্শনে কেলিকারী কহিল, "যুবক্! তুমি আমাকে এ স্থানে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ সত্য বটে, কিন্তু আমার সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইলে তোমার কৌতূহল ইহাপেক্ষা শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।"

ক্ষণকাল পরে চাপর ও অন্যান্য ভৃত্যগণ গৃহ হইতে চলিয়া গেলে কেলি-কারী পালঙ্কোপরি আমার পার্শ্বে বসিয়া কহিল, 'যুবক্! তুমি রাজকুমা-রীর নিকট আশ্বাসিত হইয়া উদ্যান হইতে চলিয়া গেলে পর সখী তোমার

জন্য এরূপ ব্যাকুলা হইলেন যে,আমি নানা প্রকারে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়াও তাঁহার চিন্তানল নির্ব্বাপিত করিতে পারিলাম না। তখন আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া কহিলাম, "রাজবালে! যদি আপনি হোসেনের প্রতি একান্ত অনুরক্তা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বীয় পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া সামান্য রমণীর ন্যায় কালযাপন করিতে পারিলে আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে।" জেলেখা তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে স্বীকৃতা হইলে আমি কহিলাম, "সখি! এমন এক প্রকার বৃক্ষ আছে যে, তাহার পত্র কর্ণের উপরি ভাগে রাখিয়া দিলে মুহূর্ত্তমধ্যে শবাকৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপনি যদি সেই পত্র স্বীয় কর্ণমূলে ধারণ করিতে পারেন তাহা হইলে আপনার পিতা আপনাকে মৃতজ্ঞানে কবর মধ্যে স্থাপিত করিবেন। অনন্তর আমি রজনীযোগে আপনাকে কবর হইতে উত্তোলন করিয়া অপর এক প্রকার পত্র সংযোগে আপনাকে সজ্ঞান করিব। তৎপরে আমাদিগের যথা ইচ্ছা গমন করিব। তাহা হইলে অনায়াসেই আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ হইবে।" এই কথা শুনিবামাত্র রাজবালা যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্টা হইয়া আমাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিল, "তুমি উত্তম পরামর্শ স্থির করিয়াছ।"

অনন্তর তিনি শিরঃপীড়ার ভাণ করিয়া শয্যাশায়ী হইলেন। মহারাজ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহার চিকিৎসার্থ বহু সংখ্যক সুচিকিৎসক নিয়োজিত করিলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহার রোগ শান্তির নিমিত্ত যে সমুদায় ঔষধ প্রদান করিত আমি তাঁহাকে তাহা খাইতে না দিয়া চতুরতাপূর্ব্বক স্থানান্তরে ফেলিয়াদিতাম। এইরূপে অনাহারে এবং চিন্তায় যখন রাজকুমারী অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন, তখন আমি সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার কর্ণমূলে সেই পত্রটী প্রদান করিয়া দ্রুতপদে রাজার নিকট গমন করিয়া কান্দিতে২ কহিলাম, "মহারাজ! শীঘ্র আসুন রাজকুমারীর আসন্নকাল সমুপস্থিত।" তচ্ছ্রবণে নৃপতি সত্বরপদে কন্যার নিকট আগমন করিলেন, এবং হঠাৎ তাঁহার এরূপ রূপান্তর অবলোকনে মহাভীত হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজকন্যা পিতার ঈদৃশভাব নিরীক্ষণ করিয়া সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "পিতঃ! আপনি আমাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, কিন্তু দুরদৃষ্ট ক্রমে অচিরেই আমাকে কৃতান্তের করকবলিত হইতে হইবে, অতএব এই অন্তিম সময়ে আপনাকে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে, অর্থাৎ আমার মৃত্যু হইলে আমার পরম প্রিয়তমা কেলিকারীই প্রত্যহ আমার মৃতদেহ ধৌত করিবে এবং তাহাতে নানাবিধ সুগন্ধিদ্রব্য মাখাইবে।তদ্ভিন্ন আপনি কেলিকারীকে প্রচুর ধন সম্পত্তি প্রদান করিয়া তাহাকে দাসীত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্তি প্রদান করেন ইহাও

আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়।” নৃপতি ক্রন্দন করিতেং কন্যার বাক্যে সম্মত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কুমারীর চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। তখন নরপতি লোক দ্বারা তাঁহাকে কবর মধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক আমাকে ত্বদীয় সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া আপনি রোদন করিতে করিতে রাজপুরী অভিমুখে গমন করিলেন। তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে আমিও কুমারীকে কবরমধ্যে নিহিত করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলাম।

অনন্তর রজনীযোগে রাজকুমারীকে কবর হইতে উত্তোলন করিয়া তাঁহার কর্ণমূলে অপর পত্র প্রদান করিবামাত্র তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে আমি তাঁহাকে একটী নির্জ্জন গৃহমধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। এবং পাছে আমার সমুদায় চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে বস্ত্র দ্বারা অপর একটী শব দেহ নির্ম্মাণ করিয়া কবর মধ্যে প্রোথিত করিলাম। পর দিন প্রাতঃকালে সখীগণ আমার নিকট আগমন করিলে আমি এরূপ কপট শোক প্রদর্শন করিলাম যে,অত্যল্পকাল মধ্যেই আমার সমুদায় শোকবার্ত্তা রাজার গোচর হইয়া পড়িল। তখন তিনি আমাকে দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক দাসীত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্তি প্রদান করিলেন। সেই সময়ে আমি এই চাপরকে সঙ্গে লইয়া রাজকুমারীর নিকট গমন করিলাম, এবং তোমাকে তৎসমুদায় অবগত করাইবার জন্য সমুদায় বিষয় জ্ঞাপন পূর্ব্বক এক খানি পত্রিকা লিখিয়া চাপরকে তোমার নিকট প্রেরণ করিলাম। কিন্তু তোমার পীড়া হইয়াছে শুনিয়া ভৃত্য সে দিবস তোমার সহিত দেখা করিতে পারিল না। দিবসত্রয় পরে তাহাকে পুনঃ প্রেরণ করিলাম, কিন্তু সে দিন চাপর শুনিল যে, তুমি তন্নগরী পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় গমন করিয়াছ।

রাজকুমারী কিঙ্কর প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র এমনি অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন যে, আমি নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যেও তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিলাম না। তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবা রাত্র কেবল তোমারই ধ্যানে নিমগ্না হইলেন। চিন্তায় তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্রমশঃ অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি ও চাপর রাজকুমারীকে সঙ্গে লইয়া আপনার অনুসন্ধানার্থ অতি গুপ্ত ভাবে তন্নগরী হইতে বহির্গত হইলাম, এবং দেশদেশান্তরে অন্বেষণ করিয়াও তোমার কোন সন্ধান পাইলাম না।

একদা আমরা কতকগুলি মহাজনের সহিত মিলিত হইয়া কান্দাহারাভিমুখে গমন করিতেছি এমন সময় এক দল প্রবল দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলাম। দস্যুগণ প্রথমতঃ মহাজনদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ ও তাঁহাদি

গের বিনাশসাধন করিল। তৎপরে আমাদিগকে এক জন দাসী বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করিল। দাসী বিক্রয়ী আমাদিগকে কান্দাহার-রাজ ফিরোজশাহের নিকট বিক্রয়ার্থ আনয়ন করিল। সখীর রূপলাবণ্য দর্শনে নৃপতি অতিশয় বিমোহিত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সখী কহিলেন, "মহারাজ! আমি আর্মেন দেশীয় এক জন বণিকের কন্যা।" যাহা হউক তচ্ছ্রবণেও নৃপতি আমাদিগকে ক্রয় করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে একটী সুসজ্জিত গৃহে রাখিয়া দিলেন।

কেলিকারী প্রমুখাৎ এবম্ভূত অত্যাশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি আগ্রহ সহকারে কহিলাম, "কেলিকারি! ভূপতি যখন স্বয়ং তোমার সখীর রক্ষক হইয়াছেন তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া দুষ্কর। হায়! যদি সেই চন্দ্রবদনী নৃপতির প্রতি অনুরক্তা হইয়া থাকেন, অথবা যদ্যপি নৃপাদেশে আমি তাঁহার প্রণয়লাভে বঞ্চিত হই তাহা হইলে আমার এ পাপ জীবন রাখিয়া আর ফল কি?" আমার বিলাপবাক্য শ্রবণে কেলিকারী কহিল, "যুবন্! সে জন্য চিন্তিত হইও না, কুমারী তোমার প্রতিই নিতান্ত অনুরক্তা। যেহেতু এপর্য্যন্ত তাঁহার মুখে কখন হাস্য নিরীক্ষণ করি নাই, কিন্তু কল্য চাপরের মুখে তোমার আগমনবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় আনন্দিতা হইয়াছেন। এবং তাঁহার আদেশানুসারেই আমরা তোমার নিমিত্ত এই গৃহটী সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছি। আমি অদ্য এখানে আসিয়াছি, আপনি কল্য তাঁহাকে এই স্থানে দেখিতে পাইবেন।"

এই বলিয়া কেলিকারী তথা হইতে প্রস্থান করিল। রাজবালা জীবিতা আছেন শুনিয়া আমার প্রেমানল এমনি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, সমস্ত রজনীর মধ্যে একবার নেত্র নিমীলন করিতে পারিলাম না। ক্রমে নিশা অন্তর্হিত হইয়া দিনাগম হইল। কিন্তু আমার অন্তঃকরণ প্রিয় বস্তুর আশায় প্রতি মুহূর্ত্তেই নিশাগমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে সুখের রজনী সমাগতা হইল। তখন আমি পালঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইয়া করতলে কপোল বিন্যাসপূর্ব্বক নানাবিধ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সহসা সম্মুখে পূর্ণশশীর উদয় হইল দেখিয়া আমি রোদন করিতে২ কুমারীর পদপ্রান্তে নিপতিত হইলাম। রাজবালা আমার হস্ত ধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া কহিল, "প্রাণেশ্বর! অনুকূল বিধির অনুগ্রহে আমরা এক্ষণে কূল পাইয়াছি। আমি রাজার অন্তঃপুর মধ্যে বাস করি অতএব সর্ব্বদা এখানে আসিতে পারিব না সখী দ্বারাই সর্ব্বদা তোমার সংবাদ লইব, এবং সুবিধাক্রমে মধ্যে২ রজনী যোগে তোমার নিকট আসিয়া প্রেমাশা পূর্ণ করিব। ঈশ্বরই আমাদিগের এক মাত্র সহায়, অতএব তাঁহাকে চিন্তা করিয়া তুমি

এই স্থানেই বাস কর, তাহা হইলে শীঘ্রই আমরা উপায়ান্তর লাভে সমর্থ হইব।" তদনন্তর রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ! তুমি এত দিন কোথায় ছিলে এবং কি প্রকারে কাল কাটাইলে?" আমি কান্দিতে২ কহিলাম, "প্রিয়তমে! তোমার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে আমি সাতিশয় ব্যথিত হৃদয়ে রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া, উদাসীনের ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বহু দিবসাবধি বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অতি কষ্টে কালযাপন করিয়াছি।" কুমারী মদীয় এবম্বিধ দুঃখ-বার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় কাতরা হইয়া নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে২ বলিতে লাগিলেন, "নাথ! আমার জন্যই আপনাকে এতাদৃশ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইয়াছে, আমারই অনুরাগে বিবাগী হইয়া তুমি দেশত্যাগী হইয়াছিলে।" এই প্রকারে অনেক খেদ করিলেন। তদনন্তু উভয়ে প্রেমালিঙ্গনে রজনী বঞ্চন করিলাম। নিশাবসানের প্রাক্কালে কেলিকারী দ্রুতপদে আসিয়া রাজকুমারীকে প্রভাত বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবামাত্র যুবতী অতি দুঃখিতান্তঃকরণে আমার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক রাজপুরে চলিয়া গেল।

সুন্দরীর পুনর্ম্মিলনে যদিও আমি আত্মবিস্মৃতবৎ হইয়াছিলাম তথাপি আমার পূর্ব্বতন বন্ধু ফকীরকে ক্ষণ কালের জন্য ভুলিতে পারি নাই। সে আমাকে না দেখিয়া হয়ত কত চিন্তা করিতেছে ইহা ভাবিয়া রমণী তথা হইতে বহির্গমন করিলেই আমি সেই বাটী হইতে বহির্গত হইয়া বন্ধুর আলয়াভিমুখে গমন করিতেছি এমন সময় পথিমধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ফকীর আমার সুন্দর পরিচ্ছদাদি দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিল, "বন্ধো! তোমার বেশভূষা দেখিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তুমি সৌভাগ্য লক্ষ্মীর আশ্রয়লাভ করিয়াছ। গত কল্য তুমি মসালয় হইতে বহির্গত হইলে আমি কতস্থানে তোমাকে অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে বাসায় গিয়া শয়ন করিলাম। অদ্য পুনরায় তোমার অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছি। অতএব তুমি কল্য রজনী কোথায় ছিলে এবং কি রূপেইবা এই সকল মূল্যবান্ পদার্থ প্রাপ্ত হইলে তৎসমুদায় বর্ণনে আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর।" আমি বন্ধুর এবম্বিধ নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে কহিলাম, "সখে! আমার সঙ্গে আইস, সমুদায় দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া আমি তাহাকে রাজবালানির্দ্দিষ্ট ভবনে লইয়া গেলাম। ফকীর সেই সকল সুন্দর সৌধমালা ও তৎপার্শ্বস্থ উপবনের অত্যাশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিল, "বিধাতঃ! হোসেন এমন কি পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছে যে, তাহার অদৃষ্টে এতাদৃশ সুখ ভোগ ঘটিল?" আমি তাহার ঈদৃশ ভাব দর্শনে কহি-

লাম, "সখে! আমার ভাগ্য পরিবর্ত্তনে কি তোমার ক্লেশবোধ হইয়াছে?" ফকীর কহিল, "না বন্ধো! বরং তোমার এতাদৃশ সৌভাগ্য দর্শনে আমার অন্তঃকরণ অতুল আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু তুমি কি প্রকারে এবম্বিধ সুখ পদবীতে পদার্পণ করিয়াছ তাহাই জানিবার জন্য আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে।"

আমি ফকীরের এবম্ভুত সরলতা দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া তাহাকে আমার সহিত ভোজন করিতে অনুরোধ করিলাম। ফকীর তদ্বিষয়ে সম্মত হইলে ভৃত্যগণ মদীয় আদেশক্রমে বিবিধ প্রকার খাদ্য দ্রব্য আনিয়া দিল। আমরা উভয়ে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিলাম। আহারান্তে উভয়ে বিবিধ প্রকার সুস্বাদ সুরা পান করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে নানাবিধ গল্প আরম্ভ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ফকীর কহিল, "বন্ধো! তুমি অকপটে তোমার সুখের সমস্ত কারণ আমার নিকট ব্যক্ত কর। আমি প্রাণান্তেও উহা কাহার নিকট প্রকাশ করিব না।" আমি ফকীরের উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া জেলেখা এবং মৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণ তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিলাম, "বন্ধো! এক্ষণে সেই রাজবালা শিরাজ নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক এই স্থানে আসিয়া রাজ প্রিয়া হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন।" তচ্ছ্রবণে উদাসীন কহিল, "তবে বুঝি রাজবালা জেলেখা অতিশয় রূপবতী হইবেন?" আমি বলিলাম, "বন্ধো! তাঁহার রূপের কথা কি বলিব, তাঁহার বদন সুধাকর দর্শন করিলে শরৎ কালীন পূর্ণ শশধরকেও কলঙ্কিত বলিয়া বোধ হয়। আপনি যদি তাঁহাকে দেখিতে বাঞ্ছা করেন তবে এই বাটীর কোন স্থানে লুক্কায়িত থাকুন, পরে আমি রাজনন্দিনীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে রাজকুমারীর গৃহে লইয়া যাইব।"

ফকীর তদ্বিষয়ে সম্মত হইলে সন্ধ্যা সমাগমে আমরা উভয়ে পুনরায় একত্র আহার করিলাম, আহারান্তে ফকীর অপর গৃহে গিয়া শয়ন করিল। আমি সেই স্থানেই শুইয়া রহিলাম। ক্রমে রজনী প্রভাতা হইল। তখন চাপর আসিয়া আমার করে এক খানি পত্র প্রদান করিল, আমি পত্র পাঠে অবগত হইলাম যে, রাজনন্দিনী অদ্য নিশীথ সময়ে এই স্থানে আগমন করিবেন। তচ্ছ্রবণে ফকীর তৃষিত চাতকের ন্যায় রাজকুমারীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী সমাগত হইলে তিনি বন্ধুর নিদেশক্রমে একটী নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রহিলেন। তাহার পরক্ষণেই দ্বারাঘাত হইল, দ্বারাঘাত শুনিবামাত্র আমি আস্তে ব্যস্তে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহার করধারণপূর্ব্বক

গৃহে আনয়ন করিয়া কহিলাম, "প্রিয়ে! অদ্য আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে, অর্থাৎ আমি পূর্ব্বে আমার যে বন্ধুর কথা বলিয়াছিলাম তিনি অদ্য এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক আপনার দর্শন লাভার্থ অপেক্ষা করিতেছেন, এক্ষণে আপনি অনুমতি প্রদান করিলেই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।" রাজকুমারী কহিলেন, "হোসেন! কাহার মনে কি আছে বলা যায় না, অতএব কেন তুমি স্ব ইচ্ছায় আপনার সুখপথের কন্টকস্বরূপ হইবে?" আমি বলিলাম, "প্রিয়ে! তজ্জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না, যেহেতু আমার বন্ধুর স্বভাব অতি সৎ এবং তাঁহারই গুণে আমি এ স্থানে আগমনে সমর্থ হইয়াছি।" রাজবালা হোসেনের উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া স্বীয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও অগত্যা তাঁহার বাক্যে সম্মতা হইলেন।

হোসেন রাজনন্দিনীর অনুমতি প্রাপ্তি মাত্র স্বীয় বন্ধুকে নিভৃত স্থান হইতে বাহির করিয়া প্রেয়সির নিকট লইয়া গেলেন। রাজবালা তাঁহাকে দেখিবামাত্র সাদর সম্ভাষণে আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। তৎপরে কিঙ্করগণ বিবিধপ্রকার খাদ্য দ্রব্য আনিয়া দিলে আমরা তিন জনে উদর পূরিয়া আহার করিলাম। আহারান্তে পরিচারিণীগণ নানাবিধ সুবর্ণ পাত্র সুরাপূর্ণ করিয়া আমাদিগের সম্মুখে ধারণ করিল। আমি এবং রাজবালা তন্মধ্য হইতে অত্যল্প মাত্র পান করিলাম কিন্তু ফকীরের পানাশা কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। তাহাকে যত সুরা প্রদান করিল সে ততই পান করিল। অবশেষে অতিরিক্ত সুরাপানে মত্ত হইয়া রাজকুমারীর করধারণপূর্ব্বক তাঁহার মুখ চুম্বন করিল। তাহাতে রাজবালা নিতান্ত কুপিতা হইয়া তাহাকে ভূমে ফেলিয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন দেখিয়া আমি তাঁহার পায়ে ধরিয়া অনেক সাধ্য সাধনা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার কোপানল শীতল হইল না। বরং তিনি যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, যত দিন ঐ কপট সন্ন্যাসী এই স্থানে থাকিবে তদবধি আমি আর এখানে আসিব না।

এইরূপে প্রেয়সী তথা হইতে গমন করিলে পর, আমি ফকীরকে কহিলাম, 'ভাই! তুমি মদোন্মত্ত হইয়া বাতুলের ন্যায় কার্য্য করিয়া ভাল কর নাই।" ফকীর কহিল, "হোসেন্! তুমি অতি অজ্ঞান তাই রমণীর ক্রোধে ভয় পাইয়া আমায় ওরূপ কথা বলিতেছ। রমণী বাস্তবিক ক্রুদ্ধা হয় নাই, কেবল তুমি নিকটে ছিলে বলিয়া সে ওরূপ ভাবে চলিয়া গেল, নতুবা সে নিশ্চয়ই আমার অভিলাষ পূর্ণ করিত।" বন্ধুর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে আমার হৃদয়ে' এরূপ আঘাত লাগিল যে, সমস্ত রজনীর মধ্যে একবারও নেত্র নিমীলন করিতে পারিলাম না। রজনী প্রভাত হইবা-

মাত্র ফকীর প্রকৃতিস্থ হইয়া আমাকে কহিল, "ভাই! কল্য রজনীতে মদনোন্মত্ত হইয়া আমি যে কুকার্য্য করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমি অদ্য এই দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার দোষ ক্ষমা করিবেন।" আমি তাহার এবম্বিধ অনুনয় বাক্যে সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া স্বীয় প্রেয়সীকে এই বলিয়া পত্র লিখিলাম যে, "প্রিয়ে! মদীয় বন্ধু গত রজনীতে মত্ততা পযুক্ত আপনার প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছেন তজ্জন্য অদ্য তিনি বিশেষ অনুতাপপ্রকাশ করিয়াছেন, অতএব ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্য পত্রোত্তর আনয়ন করিলে আমি পত্র পাঠ করিয়া দেখিলাম জেলেখা লিখিয়াছে যে সেই অসৎ লম্পটের প্রতি আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, অতএব যদি চব্বিশঘণ্টার মধ্যে সেই দুরাত্মাকে তোমার বাটী হইতে দূরীভূত করিতে পার ভাল নচেৎ আমি আর তথায় গমন করিব না।" তৎপরে ফকীর ঐ পত্র খানি স্বয়ং পাঠ করিয়া আমাকে কহিল, "সখে! আমি ঐ রমণীর প্রতি যেরূপ কুব্যবহার করিয়াছি তাহাতে কান্দাহার পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশান্তর গমনই আমার উপযুক্ত শাস্তি জানিবে।" এই বলিয়া ফকীর তৎক্ষণাৎ মমালয় হইতে চলিয়া গেল। তদ্দর্শনে চাপর মহা সন্তুষ্ট হইয়া তৎসমুমায় স্বীয় কর্ত্রীকে জ্ঞাপন করাইবার জন্য অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এদিকে আমি বন্ধু বিচ্ছেদে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিলাপ করনানন্তর নিদ্রায় অভিভূত আছি এমন সময় একটী ভয়ানক কলরব আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। ঐ শব্দ শুনিবামাত্র আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন আমি সত্বর শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলাম, নিকটে শমন সদৃশ রাজ সেনাপতি দণ্ডায়মান, এবং প্রাঙ্গণ সৈনিকে পরিপূর্ণ। সেনাপতি আমাকে দেখিবামাত্র কহিল, "তোমাকে অবিলম্বে রাজ সমীপে গমন করিতে হইবে।" তচ্ছ্রবণে আমি চমকিত হইয়া কহিলাম, "মহাশয়! এই হতভাগার অপরাধ কি? এবং কি জন্যই বা আমাকে রাজ সন্নিধানে গমন করিতে হইবে?" সেনাপতি কহিল, "তাহা আমরা অবগত নহি। আমরা রাজ কিঙ্কর, অতএব তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে আসিয়াছি। আপনি যদি অপরাধী না হয়েন তবে ভয়ের কারণ কি?" এই বলিয়া তাহারা আমাকে ধৃত করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজ বাটীতে লইয়া গেল। ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। মনে করিলাম, "হয়ত আমাদিগের গুপ্ত প্রণয়বার্ত্তা নৃপতির কর্ণগোচর হইয়াছে তজ্জন্য আমাদিগের প্রাণদণ্ড হইবে।"

যাহা হউক আমি অনতিবিলম্বেই রাজসভায় নীত হইলাম। তখন নৃপতি আমাকে দেখিবামাত্র আরক্ত লোচনে কহিলেন, "দুরাত্মন্! শৃগাল হইয়া তোর সিংহভোগ্য বস্তু গ্রহণে অভিলাষ কেন? আমি যে দোষী ব্যক্তিদিগের শমন স্বরূপ ইহা কি তুই অবগত নহিস্?" আমি করযোড়ে নিবেদন করিলাম, "নরেশ! আপনি যাহা যাহা কহিলেন তৎসমুদায়ই আমি অবগত আছি।" ভূপতি কহিলেন, "পামর! তবে জানিয়া শুনিয়া তুই কি নিমিত্ত আপন মৃত্যু কামনা করিলি? রাজান্তঃপুরের অবলার প্রতি তোর অভিলাষ! উঃ! কি আস্পর্দ্ধা! আমি এই মুহূর্ত্তেই তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোর জীবন শেষ করিতেছি।" আমি ভূপতির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ভীত হইয়া কহিলাম, "ধর্ম্মাবতার! আপনি অকারণ আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছেন। আমি প্রবল রিপুর অত্যাচারে হতজ্ঞান না হইলে কদাচ এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম না। যাহা হউক আমার প্রাণদণ্ড করেন করুন, তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, কিন্তু অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক জেলেখার প্রাণ রক্ষা করেন এই আমার একমাত্র প্রার্থনা। যেহেতু জেলেখা নিরপরাধিনী, অতএব তাহার শোণিতে আপনার হস্ত কলুষিত করিবেন না।"

আমি নৃপতিকে এই সমস্ত কথা বলিতেছি এমন সময় জেলেখা, চাপর এবং কেলিকারীও তথায় আনীত হইল। জেলেখা তথায় আনীত হইবামাত্র সে নৃপতির চরণপ্রান্তে নিপতিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! হোসেন নির্দ্দোষী, আমিই প্রকৃত দোষী, অতএব তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া আমারই শিরশ্ছেদন করুন।" নৃপতি জেলেখার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, "দুর্ব্বিনিতে! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! তুই শত্রুর প্রাণদান প্রার্থনা করিতেছিস্। আমি এই মুহূর্ত্তেই তোদের দুইজনকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উজীরকে আহ্বানপূর্ব্বক আমাদিগের উভয়েরই প্রাণ সংহারার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন। রাজাজ্ঞা শুনিবামাত্র আমি মহা ভীত হইয়া কহিলাম, "মহারাজ! অনর্থক রাজকন্যার প্রাণনাশ করিবেন না।" ভূপাল আমার প্রমুখাৎ রাজকন্যার নাম শুনিবামাত্র জেলেখাকে মৃদুমধুরস্বরে কহিলেন, "সুন্দরি! তোমার পিতার নাম কি?" প্রেয়সী এই কথা শুনিবামাত্র আমাকে লোহিত লোচনে কহিল, "তুমি কি নিমিত্ত এই লজ্জাস্কর কথা সকলের নিকট প্রকাশ করিলে? আমার ন্যায় অভাগিনীর পক্ষে অপমৃত্যুই শ্রেয়স্কর জানিবে।" তদনন্তর সুন্দরী নৃপতি সন্নিধানে আত্মজীবনের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

নরপতি জেলেখার এবম্বিধ পরিচয় শ্রবণে একেবারে অবাক্ হইলেন।

তদ্দর্শনে রমণী পুনর্ব্বার কহিল, "মহারাজ! আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণনে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে যদিও সঙ্কটে পড়িয়া উহা বলিতে হইল, এক্ষণে এই হতভাগিনীর প্রার্থনা এই যে, আপনি সত্বর আমার প্রাণ বধার্থ আজ্ঞা প্রদান করুন।" ফিরোজশাহ কহিলেন, "রাজতনয়ে! তোমাদের প্রেম বৃত্তান্ত শ্রবণে আমি এরূপ প্রীত হইয়াছি যে, তোমাদের প্রাণ বিনাশ করা দূরে থাকুক্ বরং তোমাদিগের অকৃত্রিম প্রণয়ের পুরস্কারস্বরূপ চিরকালের নিমিত্ত তোমাদের চারিজনকেই কারামুক্ত করিতেছি।" অনন্তর তিনি ফকীরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দুরাত্মন্! বন্ধুর সৌভাগ্য দর্শনে তোর ঈর্ষা জন্মিয়াছিল বলিয়া তুই যে আবেশে তাহার প্রাণ বিনাশে উদ্যত হইয়াছিলি আমি এই মুহূর্ত্তেই তার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উজীরকে আহ্বানপূর্ব্বক উক্ত নরাধমের প্রাণ বিনাশার্থ অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন।

অতঃপর আমরা নরনাথের এবম্প্রকার সুবিচার দর্শনে পরম পুলকিত হইয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে পূর্ব্বতন বাসস্থানাভিমুখে আগমন করিলাম, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দেখিলাম যে, বাসগৃহের ভগ্নাবশেষমাত্র পতিত রহিয়াছে এবং রাজাদেশক্রমে তদীয় ভৃত্যগণ উহা ভগ্ন ও মদীয় সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়াছে। তখন আমরা কোথায় যাই কি করি এবম্প্রকার বিবিধ চিন্তায় আকুল হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছি এমত সময়ে নৃপতির নিকট হইতে একজন দূত আসিয়া কহিল, 'মহাশয়! মন্ত্রীর যে একটী বাটী আছে আপনারা সম্প্রতি সেইখানে অবস্থিতি করেন ইহাই মহারাজের ইচ্ছা।" আমরা দূতের বাক্য শ্রবণে পরম পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত মন্ত্রীর ভবনোদ্দেশে গমন করিলাম। তথায় দুই দিবস অবস্থিতি করিবার পর তৃতীয় দিবসে মন্ত্রী রাজার নিকট হইতে কতকগুলি বহুমূল্য দ্রব্য আনয়নপূর্ব্বক আমাদিগকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। তদনন্তর মহারাজ অপর এক জন ভৃত্য দ্বারা আমাদিগকে অসংখ্য সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন।

আমি এইরূপে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া কান্দাহার দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় জন্মভূমি বোগদাদ নগরীতে গমন করিলাম। তখন আমার পূর্ব্বতন বন্ধুগণ আমাকে জীবিত দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিতে লাগিল, "হোসেন! তুমি কিপ্রকারে বাঁচিয়া আসিলে? যেহেতু তদীয় অংশীদ্বয় সমস্ত নগরীমধ্যে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছে যে, শিরাজ নগরে তুমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছ।" তচ্ছ্রবণে আমি বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়গণ কি বলিতে পারেন এক্ষণে সেই দুরাত্মাদ্বয় কোথায় আছে?" তাঁহারা

বলিলেন, "তোমার অংশীদ্বয় এক্ষণে এই নগরী মধ্যেই সুখস্বচ্ছন্দে কাল-যাপন করিতেছেন।" তচ্ছ্রবণে আমি তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার নিকট সবিশেষ সমস্ত ব্যক্ত করিলাম। সচিব মৎপ্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ দূত প্রেরণ দ্বারা তাহাদিগকে ধৃত করিয়া সভাস্থলে আনয়নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি নিমিত্ত হোসেনকে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলে?" তাহারা বলিল, "ধর্ম্মাবতার! আমরা হোসেনকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করি নাই। সে নিদ্রিতাবস্থায় স্বয়ং পড়িয়া গিয়াছিল।" তাহাদিগের এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী কহিলেন, "যদি তাহাই হইবে, তবে তৎপরে যখন উহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল তখন উহাকে অপরিচিত বলিয়াছিলে কি নিমিত্ত?" তাহারা কহিল, "মহাশয়! আমরা এই স্থান ব্যতীত হোসেনকে অপর কোন স্থানে দেখি নাই।" তচ্ছ্রবণে মন্ত্রী ঈষৎ রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, "তোমরা সত্য বই মিথ্যা বলিও না, আমি শিরাজদেশস্থ রাজার নিকট হইতে এক খানি পত্র প্রাপ্তে সমস্ত সমাচার অবগত হইয়াছি।" তাহারা কাজীর এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে মহা ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ আপনাদিগের সমুদায় দোষ স্বীকার করিল। তখন মন্ত্রী অবিলম্বেই তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু দুষ্টমতি ব্যক্তিগণ স্ব২ বুদ্ধিকৌশলে রাজার চক্ষেও ধূলি প্রদান করিয়া থাকে। যেহেতু তাহারা ত্বরায় কারাগার হইতে পলায়ন করিল। তখন মন্ত্রী চারিদিকে তাহাদিগকে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও তাহাদিগের কোন সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে তাহাদিগের সমুদায় ধনসম্পত্তি রাজভাণ্ডারে আনয়ন করিলেন। এবং আমার ক্ষতিপূরণস্বরূপ তন্মধ্য হইতে কিয়দংশ আমাকে দিলেন।

আমি এইরূপে শত্রুজাল হইতে মুক্ত হইয়া প্রেয়সীর সহিত পরম সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপ করিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু চিরদিন কখন সমান যায় না, অচিরেই আমার সুখসূর্য্য অস্তমিত হইল। তখন আমি এক দিন সন্ধ্যার পর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলাম, বহির্দ্বার ভিতরে বন্ধ রহিয়াছে। তজ্জন্য আমি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বারম্বার এরূপ চীৎকার করিতে লাগিলাম যে, তচ্ছ্রবণে প্রতিবেশীগণের পর্য্যন্ত নিদ্রাভঙ্গ হইল কিন্তু বাটীর ভিতর হইতে কেহই উত্তর প্রদান করিল না। তখন আমি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া দ্বারভঙ্গ করতঃ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, চাপর ও কেলিকারীর মৃত দেহ অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে আমি হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া সত্বরপদে জেলেখার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু তাহাকে তথায় দেখিতে না

পাইয়া তাহার জন্য চারিদিকেই অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলাম না। তদনন্তর আমি তৎসমুদায় বিষয় মন্ত্রীর গোচর করিলে তিনি তাহার কারণানুসন্ধান করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ চারিদিকে দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কোথাও কোন সংবাদ পাইলেন না। তখন আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম যে, সেই নরপিশাচদ্বয় কর্ত্তৃকই আমার এই সর্ব্বনাশ সংঘটন হইয়াছে।

যাহা হউক শূন্যগৃহে বাস করিতে আমার আর ইচ্ছা জন্মিল না। আমি পরদিবস প্রাতেই আমার ভদ্রাসন বিক্রয় করিয়া মৌজল দেশে যাত্রা করিলাম। সেই দেশে আমার এক জন আত্মীয় বাস করিতেন। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র মহা সমাদরপূর্ব্বক স্বগৃহে রাখিলেন। কিছু দিন পরে তদ্দেশীয় মন্ত্রীর সহিত আমার বিলক্ষণ আলাপ হইল। তিনি আমার কর্ম্মদক্ষতা দর্শনে মহা সন্তুষ্ট হইয়া প্রথমতঃ আমাকে একটী সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু সময়েং আমার প্রতি যে সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিতেন তাহা আমি এমনি সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিতাম যে, তদ্দর্শনে রাজা পর্য্যন্ত আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং কালক্রমে মন্ত্রীর মৃত্যু হইলে আমাকেই তৎপদ প্রদান করিলেন। আমি দুই বর্ষ কাল এমনি সুন্দররূপে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলাম যে, নৃনাথ আমার কার্য্যদক্ষতা দর্শনে মহা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে আতাওলমুলুক উপাধি প্রদান করিলেন। ঐ উপাধিই আমার বিপদের মূলীভূত কারণ হইল। যেহেতু অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীগণ আমার প্রতি রাজার এতাদৃশ অনুগ্রহ দর্শনে সাতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া প্রত্যহ আমার বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুৎসা আরম্ভ করিল, কিন্তু ভূপতি তদ্বিষয়ে কর্ণপাত করিতেন না। অবশেষ যখন রাজকুমার পর্য্যন্তও তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন দেখিয়া রাজা অগত্যা তাঁহাদের মতানুসারেই কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আমি সেই রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক এখানে আসিয়া আপনার আশ্রয়ে বাস করিতেছি।

"মহারাজ! আপনাকে আর কি বলিব, সেই রাজকন্যা জেলেখার জন্যই আমার অন্তর নিরন্তর ব্যথিত রহিয়াছে। তাহার বিচ্ছেদানলে আমার হৃদয় সর্ব্বদা দগ্ধীভূত হইতেছে। হায়! যদি নৃপবালার মৃত্যুসংবাদ শুনিতে পাইতাম তাহা হইলে কোন সময়ে না কোন সময়ে সে দুঃখ ভুলিতে পারিতাম। কিন্তু প্রেয়সী যখন জীবিত আছেন তখন না জানি তিনি আমার জন্য কত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাই ভাবিয়াই আমার মন এত অস্থির হইয়াছে। এবং সেই জন্যই আমার চিন্তানল এত প্রবল হইয়াছে যে, আপনি ক্ষণকালের জন্যও আমার মুখে আনন্দ চিহ্ন দেখিতে পান না।"

বদরুদ্দীন ভূপতির কথার অনুবৃত্তি।

ভূপতি অতিশয় মনোযোগপূর্ব্বক মন্ত্রীর ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "সচিব! তোমার দুঃখের যে বিশেষ কারণ আছে তাহা আমি স্বীকার করিতেছি, কিন্তু তাহা বলিয়া যে জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিই তোমার ন্যায় অসুখী এ কথা আমি কখনই স্বীকার করিতে পারি না। কারণ এই পৃথিবী মধ্যে এরূপ লোক অনেক আছেন যাঁহারা দুঃখের লেশমাত্র অবগত নহেন। রাজপুত্র সয়ফলমুলুকই তাহার এক দৃষ্টান্ত স্থল। যেহেতু তিনি সর্ব্বদাই পরম সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া থাকেন।" উজীর তাঁহার বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "নরনাথ! সকলের অন্তর বাহির ত সমান নহে যে, আপনি অনায়াসেই তাহা দেখিতে পাইবেন। রাজপুত্র সয়ফলমুলুক সর্ব্বদা বাহ্যিক আমোদ প্রমোদে রত থাকেন সত্য বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরের ভাব সম্যকরূপ অবগত হইতে না পারিলে আমি আপনার বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারি না।" তচ্ছ্রবণে রাজা কহিলেন, "ইহার জন্য চিন্তা কি, আমি এই দণ্ডেই সয়ফলমুলুককে ডাকিয়া তোমার সংশয়াপনোদন করিতেছি।" এই বলিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ দূত প্রেরণ দ্বারা সয়ফলমুলুককে আপনার নিকট ডাকাইয়া আনিলেন। সয়ফল নৃপতি সন্নিধানে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজতনয়! তুমি যথার্থ করিয়া বল দেখি, তোমার বাহ্যিক আকার প্রকার দৃষ্টে তোমাকে যে প্রকার সুখী বোধ হইতেছে তুমি বাস্তবিক কি তদ্রূপ সুখী?"

ভূপতির এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে সয়ফল সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি যখন অপনার অধীনস্থ এক জন করদ রাজা তখন আর আমার দুঃখের কারণ কি আছে।" তচ্ছ্রবণে নরপতি পুনরায় কহিলেন, "রাজপুত্র! মন্ত্রী কহিতেছেন যে, এই পৃথিবী মধ্যে চিন্তাশূন্য ব্যক্তি কেহই নাই, তজ্জন্য তোমাকে আমি এরূপ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। অতএব তুমি যথার্থ করিয়া বল দেখি তোমার মন চিন্তাশূন্য কি না।" নৃপতির এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে যুবরাজ কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! মন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন তাহাই যথার্থ, অর্থাৎ শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ প্রভৃতি সকল সময়েই চিন্তা আমার চিরসহচর রহিয়াছে।"

নৃনাথ যুবরাজের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি এই যুবকও মন্ত্রীর ন্যায় কোন প্রিয়তমার বিরহ যন্ত্রণায় অহরহ দগ্ধীভূত হইতেছে। অনন্তর তিনি যুবরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যুবক! বোধ হয় তুমিও মদীয় সচিবের ন্যায় কোন প্রিয়জনের বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছ। যাহা হউক

তোমার চিন্তার প্রকৃত কারণ কি তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনে আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর।" রাজকুমার ভূপতির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে করযোড়ে কহিলেন, "মহারাজ! আমি আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি আপনি শ্রবণ করুন।" এই বলিয়া সয়ফলমুলুক রাজপুত্র আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সয়ফল মুলুক রাজকুমারের ইতিবৃত্ত।

নরনাথ! আমি মিসরাধিপতি অসবেন সরফলের পুত্র। পিতার বৃদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত যখন আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তদীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন, তখন আমার বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষমাত্র। তাহার অত্যল্পকাল পরেই এক দিবস কোষাগারের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে দেখিয়া আমি তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহমধ্যস্থ হীরক, মণি, মাণিক্য প্রভৃতি রত্নরাজির শোভা সন্দর্শনে অতিশয় বিমোহিত হইলাম। অবিলম্বেই একটী হীরকখচিত ক্ষুদ্র সিন্দুক দেখিতে পাইলাম, ঐ সিন্দুকের উপরিভাগে একটী স্বর্ণনির্ম্মিত চাবি ছিল। আমি ঐ চাবি দিয়া সিন্দুকটী খুলিবামাত্র তন্মধ্যস্থলে একটী আত্যাশ্চর্য্য হীরকাঙ্গুরীয়ক এবং তৎপার্শ্বে একটী অপূর্ব্ব কাষ্ঠময় চোঙ্গা দেখিতে পাইলাম। পরে ঐ চোঙ্গাটী খুলিবামাত্র তন্মধ্যস্থ এক পরমা সুন্দরীর চিত্রপট নিরীক্ষণ করিয়া আমি এমনি বিমোহিত হইলাম যে, ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।" তৎপরে সেই অঙ্গুরীয়কটী এবং চিত্র খানি অপহরণপূর্ব্বক সৈয়দ নামক আমার এক জন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট গিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। তচ্ছ্রবণে বয়স্য আমার হস্ত হইতে ঐ চিত্র খানি গ্রহণপূর্ব্বক তাহার পশ্চাদ্ভাগ অবলোকন করিয়া কহিলেন, "যুবক্! বিশাল পরাক্রমশালী কাবাল রাজার কন্যা বদরলজমালের এই প্রতিমূর্ত্তি।" আমি এইরূপে সেই চিত্রিত রমণীর নাম মাত্র অবগত হইলাম বটে, কিন্তু তাহার কোন অনুসন্ধান না পাইয়া আমার মন এমনি চঞ্চল হইল যে, আমি পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে তদুদ্দেশে প্রথমতঃ বোগদাদ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। এবং কতিপয় দিবস পরে তথায় উপস্থিত হইয়া তন্নগরীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করা দূরে থাকুক সর্ব্বাগ্রেই আমি নাগরিক দিগকে কাবাল নৃপতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কেহই কোন সন্ধান বলিতে পারিল না। অবশেষে এক জন বলিল বশোরা নগরী মধ্যে পদ্মহুবা নামে যে এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি বাস করেন তাঁহার বয়ঃক্রম অনূন্য এক শত সপ্ততি বর্ষ হইবে, অতএব তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় তিনি অভিলষিত ব্যক্তির সংবাদ বলিতে পারেন।

তদনুসারে আমি তৎক্ষণাৎ উক্ত প্রবীণ ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া স্বীয় অভিলষিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধ কহিলেন, "যুবক! আমি কাবাল রাজের বিষয় বিশেষরূপ অবগত নহি। কেবল লোক মুখে শুনিয়াছি যে, সিংহলদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোন একটী দ্বীপে তিনি রাজত্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত দ্বীপ যে এ স্থান হইতে কতদূর তাহা আমি সবিশেষ অবগত নহি, যেমন শুনিয়াছি তদ্রূপ বলিলাম।" আমি বৃদ্ধপ্রমুখাৎ এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুরাটগামী কতিপয় বণিকের সহিত মিলিত হইয়া জলযানারোহণে তদ্দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম, এবং কতিপয় দিবসের মধ্যেই গোয়া নগরীতে গিয়া উপনীত হইলাম। এবং গোয়া হইতে সিংহল দ্বীপাভিমুখে যে এক খানি নৌকা যাইতেছিল আমি কাল বিলম্ব না করিয়া বন্ধু বান্ধব সহিত তাহাতেই আরোহণ করিলাম। প্রথম দিবস অনুকূল বায়ুভরে আমরা সুখে গমন করিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় দিবস বায়ুর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া অকস্মাৎ এমনি প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল যে, তদ্দ্বারা আমাদিগের তরণী বিপরীত দিকে ধাবিত হইল, কিন্তু জলমগ্ন হইল না। নাবিকগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও উহার গতিরোধে সমর্থ হইল না, সুতরাং উহা ভাসিতে২ মালদ্বীপের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে গিয়া সংলগ্ন হইল। ঐ দ্বীপের অতি নিকটে একটী ক্ষুদ্র নগরী দর্শনে আমরা আনন্দ চিত্তে তীরে অবতীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতেছি এমন সময় এক জন প্রবীণ নাবিক আমাদিগকে নিষেধ করিয়া কহিল, "এই দেশ কাফ্রিজাতির আবাসভূমি। অজাগর নামক সর্পের নিকট নরবলি প্রদান করাই উহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব আমাদিগকে দেখিতে পাইলে, নিশ্চয়ই উহাদিগের অসির আঘাতে আমাদিগের প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে।"

বৃদ্ধের এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে আমরা তীরে অবতরণ করা দূরে থাক্ বরং নাবিকগণকে সত্বর ঐ স্থান হইতে তরণীকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে বলিলাম। কিন্তু তাহারা তাহা শুনিল না, তাহাদিগের সেই অবাধ্যতাই আমাদের বিপদের মূলীভূত কারণ হইল। কারণ যখন আমরা ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথ সময়ে সকলেই নিদ্রিত তখন সাক্ষাৎ শমনসদৃশ কতকগুলি কাফ্রি আমাদিগের নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক আমাদিগের সমুদায় দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করিল। অবশেষে আমাদিগকে বন্দী করিয়া তদ্দেশস্থ রাজার নিকট লইয়া গেল। কাফ্রিরাজের ভয়ানক আকৃতি এবং কাজল অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্ম দর্শনে আমাদিগের চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। এবং তৎকালে তাহার যে এক সুন্দরী কন্যা তদীয় পার্শ্বে উপবিষ্টা ছিল তাহার বয়ঃক্রম অনূ্যন

সয়ফলমুলুক এবং তৎসহচরগণ হাপ্সী রাজ সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

ত্রিংশৎবর্ষ হইবে, কিন্তু তাহার মুখশ্রী দর্শন করিলে মানবের কথা দূরে থাক্ স্বয়ং কামদেবও তৎস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করেন। হাপসী-রাজ আমাদিগকে দেখিবামাত্র উজীরকে কহিল,"ইহাদিগকে অদ্য কারাগার মধ্যে রাখিয়া দাও, তৎপরে প্রত্যহ প্রাতে একটী২ করিয়া অজাগরের নিকট বলি প্রদান করিও।" রাজাদেশক্রমে উজীর তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে কারা-গারমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিল, এবং প্রত্যহ এক২ জনের পরমায়ু শেষ হইতে লাগিল। অবশেষে যখন কেবলমাত্র সৈয়দ এবং আমি অবশিষ্ট রহিলাম তখন তৎপরদিবস আমাদিগের মধ্যে কাহাকে অগ্রে বলি প্রদান করিবে সেই চিন্তায় আমরা উভয়েই অতিশয় কাতর হইলাম। সৈয়দ কহিল, "যুবরাজ! যদি কল্য আমাকে বলি প্রদান করে তাহা হইলে আমি পরম সুখী হই। যেহেতু তাহা হইলে তদীয় মৃত্যু আর আমার চক্ষে দেখিতে হয় না।" আমি কহিলাম, "অমাত্যবর! আমার সহিত আগমন করিয়াই যখন তোমাকে স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইল, তখন আমার মৃত্যুরপূর্ব্বে তোমায় বলি প্রদান করিলে আমি কখনই স্থির থাকিতে পারিব না। অতএব ঈশ্বরেচ্ছায় অগ্রে আমার মৃত্যু হইলে পরম সুখী হই।"

এইরূপে আমরা দুইজনে পরস্পরের দুঃখবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, এমন সময় দুই জন হাপসী আসিয়া আমাকে আহ্বান করিল। তদ্দর্শনে সৈয়দ জ্ঞানশূন্য হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িল। আমি অগত্যা তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া একটী শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। তখন "এই

শিবির মধ্যেই বুঝি অজাগর সর্প আছে” আমি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি এমন সময় এক জন হাপ্‌সিনী আমার নিকটে আসিয়া কহিল, “যুবক্! তোমার কোন ভয় নাই। তুমি তদীয় অন্যান্য সঙ্গীগণের ন্যায় অহীমুখে নিক্ষিপ্ত হইবে না। যেহেতু রাজনন্দিনী স্বয়ং তোমার প্রতি সুপ্রসন্না হইয়াছেন।” তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তোমার সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না। তুমি এখন প্রাণদণ্ডের ভয়ে যেরূপ শঙ্কিত হইতেছ, তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ হইলে ততোধিক সুখী হইবে সন্দেহ নাই। বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে তোমার কোন বিশেষ পুণ্যসঞ্চয় ছিল নতুবা রাজকন্যা স্বয়ং তোমার উপর এত সদয়া হইবেন কেন? যাহা হউক এখানে আর কালবিলম্ব করা হইবে না, তুমি সত্বর আমার সহিত রাজকন্যার নিকট আইস।” হাপসীদ্বয় এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলে, আমি মনে মনে অশেষবিধ চিন্তা করিতে করিতে তাহার সহিত একটী সঙ্কীর্ণ গৃহে প্রবিষ্ট হইলাম। গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলাম, রাজকন্যা সেই প্রকোষ্ঠের একদিকে পশুচর্ম্মে আচ্ছাদিত এক খানি অনুচ্চ আসনে অর্দ্ধ উপবিষ্ট এবং অর্দ্ধশায়িতভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। মহারাজ! সেই রাজতনয়ার রূপের কথা কি বলিব। সেই রূপরাশি স্মরণ হইলে এখনও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাহার বর্ণ কজ্জল অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ। সর্ব্বশরীর ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত। চক্ষুর্দ্বয় এরূপ কোটরাভ্যন্তরে স্থাপিত যে, যদি তাহাতে উজ্জ্বল তারকা না থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে অন্ধ বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত। নাসিকার অগ্রভাগ ধনুকের হুলের ন্যায় উত্থিত হইয়া যেন কপালস্পর্শ করিবার উপক্রম করিতেছে। ভ্রূযুগলে লোম থাকিলে পাছে দর্শনশক্তির বিঘ্ন ঘটে, এই হেতু বিধাতা উহা লোমশূন্য করিয়াছেন। ললাটদেশ যেন একখানি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের প্রাঙ্গণ। মুখগহ্বরের আয়তন এত অধিক যে, উহা বিস্তৃত হইলে তাহাকে এমনি কদাকার দেখায় যে, তাহা বাক্যাতীত। দন্তকাষ্ঠের সহিত দন্তগুলির চিরশত্রুতা থাকাতে উহা পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং স্থূল ওষ্ঠাধরদ্বয় মুখের দুই পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িয়া উহার কদর্য্যতা আরও বৃদ্ধি করিতেছে। কেশগুলি একে কুটিল ও কদর্য্য তাহাতে আবার মস্তকের মধ্যদেশ চিরুনীস্পর্শ না করাতে উহা আরও কদাকার ধারণ করিয়াছে। শিরোপরি জরদবস্ত্রের টুপি, তাহাতে শ্বেত, নীল, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণের পক্ষ সংযুক্ত রহিয়াছে। গলদেশে নানাবর্ণের মাল্য শ্রেণীবদ্ধরূপে দোদুল্যমান রহিয়াছে। এরূপ বিসদৃশ আকৃতি দর্শন করিলে কাহার মনে না ভয়ের উদ্রেক হয়? রাজন্! যে সয়ফলমুলুক অহঃরহ সেই অসামান্য

রূপলাবণ্যবতী বদরলজমালকে চিন্তা করিতেছে, যে সয়ফলমুলুকের হৃদয়ের অমূল্য নিধিস্বরূপ হইয়া সেই রাজকন্যা সতত বিরাজ করিতেছেন, যে রাজকুমারীর দর্শন মানসে আমি এই পাপ প্রাণ বিসর্জ্জনে কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত নহি, তাহার পক্ষে এই শঙ্খিনী কি ক্ষণকালের জন্য দর্শন যোগ্যা হইতে পারে ?

যখন আমি সহচরীসহ সেই রাজকন্যার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, তখন সে অতি সমাদরের সহিত আমায় কহিল, "যুবক! আমার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক স্বীয় জীবন সার্থক কর। এবং যদিও আমার পিতা তোমাদিগের সকলের জীবননাশের আদেশ প্রদান করিয়াছেন তথাপি আমি জীবিত থাকিতে তোমার জীবননাশ হওয়া দূরে থাক্ বরং আমার সহবাসে তুমি স্বর্গসুখ উপভোগে সক্ষম হইবে, এবং মনুষ্যের উপাদেয় যে কোন বস্তুর আবশ্যক হইবে তাহা তুমি এখানে থাকিয়া অক্লেশে প্রাপ্ত হইবে। অতএব আর স্বীয় জীবনের জন্য বৃথা চিন্তা করিও না। ইহা বলিয়া আমার হস্তধারণপূর্ব্বক নিজ পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া পুনরায় বলিল, "দেখ, আমার পিতার রাজসভা মধ্যে যে সমস্ত বিজ্ঞ এবং সুপণ্ডিত লোক নিয়ত বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই আমি অসামান্য রূপলাবণ্যবতী বলিয়া আমাকে লাভ করিবার জন্য লালায়িত, কিন্তু আমি তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত না করিয়া আমার এ নবযৌবন তোমাকেই সমর্পণ করিয়াছি। অতএব তুমি কেন বৃথা চিন্তায় কাতর হইয়া অতি দুঃখে কালাতিপাত করিতেছ ? রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র কালসর্পে যে তোমার প্রাণবিনাশ করে নাই তজ্জন্যই কি তুমি এত চিন্তিত হইয়াছ ? যাহা হউক অদ্যাবধি দিনযামিনী আমার সহিত সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া তোমার সকল দুঃখের অবসান কর।"

এইরূপে হাপসিনী আমাকে প্রলোভিত করিবার জন্য নানাবিধ প্রণয়গর্ভবাক্যে যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পাইতে লাগিল সত্য বটে, কিন্তু যে কুরূপাগণের অগ্রগণ্যা, যাহাকে দেখিলে ভয়ে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়, এবং যাহার দেহের দুর্গন্ধে বমন চেষ্টা নিবারণ করা দুষ্কর, তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ করা আমার ন্যায় মানবের সাধ্য নহে। কিন্তু যদি তাহার মতের বিপরীতাচরণ করি, তাহা হইলেও আমার প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমি ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। তদ্দর্শনে হাপ্সিনী সহাস্যবদনে কহিল, "আমি তোমার তুষ্ণীম্ভাবের কারণ বুঝিতে পারিয়াছি। অর্থাৎ আমার ন্যায়

সুন্দরী লাভ করিয়া কে কোথায় আনন্দে বাঙ্‌নিষ্পাত্ত করিতে সমর্থ হয়? ভাল, ভাল, ইহার জন্য আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইতেছি না। মানবের কথা দূরে থাক্, দেবতাগণও এরূপ অবস্থায় পড়িলে মৌনভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন।” হাপসিনী এই সমস্ত কথা বলিয়া স্বীয় করপ্রসারণপূর্ব্বক আমার হস্ত ধারণ করতঃ উহা চুম্বন করণে উদ্যত হইলে আমি আন্তরিক অতিশয় বিরক্ত হইলাম বটে, কিন্তু প্রাণনাশের ভয়ে তাহাকে কিছুই বলিতে পারিলাম না। ইহার অব্যবহিত পরেই ঐ প্রেতিনীর দুই জন পরিচারিকা তথায় উপস্থিত হইয়া গৃহমধ্যে একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তৃত করিল, এবং তদুপরি একটী মৃৎপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে কিঞ্চিৎ পেষিত তণ্ডুলের অন্ন এবং অর্দ্ধসিদ্ধ মৃগমাংস রাখিয়া গেল। তদনন্তর ঐ পিশাচী এক খানি আসনে উপবেশনপূর্ব্বক আমাকে তৎসমীপে শয়ন করাইয়া ঐ অন্ন এবং মাংস আহার করিতে আরম্ভ করিল এবং মধ্যে মধ্যে স্বীয় মুখ হইতে উহা বাহির করিয়া আমার বদনে প্রদান করিতে লাগিল। মহারাজ! তৎকালে আমার যেরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা আর কি বলিব। সেই অন্নের আঘ্রাণে স্বতঃই আমার বমনচেষ্টা হইতে লাগিল এবং ক্রমে আমার শরীর অবশপ্রায় হইয়া আসিল। তখন আমি বারম্বার বলিলাম, আমার কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুদ্বোধ হয় নাই, অতএব আমি আহার করিতে পারিব না। কিন্তু সে তদ্বিষয়ে কর্ণপাত না করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, “প্রাণনাথ! তোমার কেন এরূপ ক্ষুধামান্দ্য হইল বল? বোধ করি নাথ! মদীয় প্রেমসুধা পান করিবার জন্য তুমি অতিশয় লালায়িত হইয়াছ তজ্জন্য তোমার এরূপ ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু নাথ! এখন যে বিভাবরী আগত হয় নাই, তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না? রমণীরত্ন লাভ করিয়া একেবারে এরূপ উতলা হওয়া উচিত নহে। যাহা হউক কিয়ৎক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। রজনী আগত প্রায়, সূর্য্যদেব পশ্চিমগগন আশ্রয় করিয়াছেন, অতএব আর অল্পক্ষণ পরেই আপনি সুখের চরমসীমায় পদার্পণ করিতে পারিবেন। এক্ষণে আমি একবার পিতৃসন্নিধানে গমন করিয়া তোমাদিগকে জীবন্মুক্ত করিয়া আসি, তৎপরে মির্শানাম্নী আমার যে এক প্রিয় সহচরী আছে তাহার সহিত তোমার পরম বন্ধু সৈয়দের বিবাহ দিব।”

এই কথা বলিয়া কাফ্রি রাজকন্যা যখন সভামধ্যে গমন করিবার উপযোগী বেশভূষা করিতে আরম্ভ করিল তখন হাসিতে হাসিতে বলিল, “প্রিয়তম! তুমি এক্ষণে স্বীয় সহচর সমীপে গমন করিয়া এই সমস্ত সুখজনক সংবাদ তাহাকে প্রদান কর। পরে যখন দিনমণি অস্তাচলশিখর-

গামী হইবেন, তখন তুমি এবং সৈয়দ মৎপ্রেরিত সহচরীগণের সহিত আগমন করিয়া পরমসুখে রাত্রি যাপন করিও।”

আমি তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় প্রিয়তম বন্ধু সৈয়দ সমীপে গমন করিলাম। সৈয়দ আমাকে দেখিবামাত্র হর্ষ গদ্গদ স্বরে কহিতে লাগিল,“বন্ধো! আপনার অদর্শনে আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম তাহা সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানই জানেন। এক্ষণে কিরূপে আপনি সেই দুর্দ্দান্ত কাফ্রিগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনে আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।” আমি কহিলাম,“প্রিয়বয়স্য! পরম পিতা পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতিরেকে কেহই ইচ্ছা করিলে উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না, আমিও সেই কৃপানিধি বিধির অনুগ্রহে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইয়াছি সত্য বটে, কিন্তু ভাই তজ্জন্য আমি ক্ষণকালের জন্যও সুখী নহি, যেহেতু আমার অদৃষ্টে এখন যে কত দুঃখ আছে তাহা বলিতে পারি না।’ এই বলিয়া আমি গত কল্য হইতে আজ পর্য্যন্ত কাফ্রিরাজ দুহিতার সহিত আমার যে সমস্ত কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলাম। সৈয়দ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া কহিল,“বন্ধো! রাজকন্যা যদিও অতিশয় কুৎসিতা এবং কোনক্রমে আপনার যোগ্যা নহে তথাচ স্বীয় জীবন রক্ষার্থ তাহার অভিলাষ পূর্ণ করা কর্ত্তব্য। অতএব আপনি কোনক্রমে তাহার প্রস্তাবে অসম্মত হইবেন না।” আমি বন্ধুর প্রমুখাৎ এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে ঈষৎ রাগান্বিত হইয়া কহিলাম, “ভাই! অন্যকে পরামর্শ প্রদান করা যত সহজ উহা প্রতিপালন করা তত সহজ নহে। যদি তোমার ভাগ্যে এরূপ ঘটিত তাহা হইলে তুমি কি করিতে?’ এই বলিয়া আমি রাজকন্যার মিশ্রা নাম্নী দাসী যে তৎপ্রতি অতিশয় অনুরক্তা হইয়া তাহার সহিত অদ্য রজনীযাপন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছে তৎসমুদায় তাহার নিকট ব্যক্ত করিলাম।

সৈয়দ এই কথা শুনিবামাত্র প্রথমতঃ বজ্রাহতের ন্যায় শিহরিয়া উঠিল, তৎপরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিল,“রাজনন্দন! এরূপ প্রেতিনীর প্রেমে বদ্ধ হওয়া অপেক্ষা যদি সেই অজাগর লক্ষ লক্ষ বার দংশন করিয়া আমার জীবন বিনষ্ট করে তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর জানিবেন।” আমি বন্ধুর প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র বলিলাম, “ভাই! তুমি ক্ষণকাল পূর্ব্বে আমাকে যে বিষয়ে প্রবৃত্তিদান করিতেছিলে এক্ষণে নিজের প্রাণ রক্ষা না করিয়া স্বয়ং কেন তদ্বিষয়ে বিরত হইতেছ?” সৈয়দ আমার ঈদৃশ বাক্য পরম্পরা শ্রবণে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, “বন্ধো! অদ্য নিশাভাগে যখন সেই রমণীদ্বয় স্ব স্ব কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করণ মানসে

আমাদিগের নিকট আগমন করিবে তখন আমরা কোনক্রমে তাহাতে স্বীকৃত হইব না। ইহাতে যদি আমাদিগকে ভুজঙ্গোদরে প্রবেশ করিতে হয় তাহাও শ্রেয়।"

আমরা এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছি এমন সময় রজনী আগত দেখিয়া দুই জন কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি আমাদিগের নিকট আগমন করতঃ ভীষণ স্বরে বলিল, "তোমরা কি জন্য এরূপ বিমর্ষভাবে কালাতিপাত করিতেছ? তোমরা যে কি শুভক্ষণে এদেশে পদার্পণ করিয়াছ তাহা বলিতে পারি না, যেহেতু এই দেশে বহুসংখ্যক রাজপুত্র এবং বড়২ লোক বাস করেন, কিন্তু রাজকন্যা ও তদীয় সহচরী যে এত লোকের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত না করিয়া তোমাদের অপেক্ষায় কালাতিপাত করিতেছেন ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। অতএব আর বিলম্ব করিও না। সত্বর আমাদের সহিত আগমন করতঃ তাঁহাদের সহবাস-সুখ ভোগ করিয়া চিরকৃতার্থতা লাভ কর।"

সেই অশনিপাত সদৃশ বাক্য শ্রবণে আমরা যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইলাম তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু উহাদিগের কথার কোন উত্তর প্রদান করা নিষ্ফল বিবেচনায় আমরা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তাহাদের সহিত রাজকন্যার গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, সেই দুই পিশাচী তৎকালে এক খানি ব্যাঘ্র চর্ম্মোপরি উপবিষ্টা হইয়া আহার করিতেছে। আমাদিগকে দেখিবামাত্র আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেই কাফ্রিরাজতনয়া কহিল, "প্রাণনাথ! তুমি এই খানে আসিয়া আমার পার্শ্বে উপবেশন কর। এবং তোমার সহচর মদীয় সঙ্গিনীর সহিত অবস্থান করুক।" এই বলিয়া মদ্য, মাংস ও অন্যান্য দ্রব্য যাহা তাহারা উপযোগ করিতেছিল তৎসমুদায় আমাদিগকে ভক্ষণ করাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। আমরা বিস্তর আপত্তি করিলাম কিন্তু কিছুতেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, সুতরাং তন্মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ২ আহার করিলাম। তদনন্তর মির্শানাম্নী সখী কতিপয় সুরাপূর্ণ মৃৎভাণ্ড রাজকন্যার সম্মুখে ধারণ করিল। তখন সে বারুণী পানে উন্মত্তাপ্রায় হইয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ প্রকার মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। মির্শাও সৈয়দের মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থ তদ্রূপ আচরণে বিরতা হইল না। অবশেষে উভয়ে স্ব স্ব কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে অনেক প্রকার হাব ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেই পিশাচিনীদ্বয়ের মনোরথপূর্ণ করা আমাদিগের সাধ্য নহে, অতএব নানাবিধ বাগ্‌জাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহাদিগকে তদ্বিষয় হইতে বিরতা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য

হইতে পারিলাম না। যেহেতু রাজতনয়া আমাদিগের সদুপদেশে তদ্বিষয় হইতে নিবৃত্তা হওয়া দূরে থাক্ বরং একরূপ রাগান্বিতা হইয়া উঠিল যে, তাহার সেই ভীষণ আকৃতি ভীষণতর হইয়া উঠিল, এবং তাহার কোটর-স্থিত নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর সে ক্রোধভরে কহিল, "রে দুরাচারগণ! এই কি তোদের উচিত ব্যবহার? এই কি তোদের সততা? আমি অনুগ্রহ করিয়া যে তোদের প্রাণ রক্ষা করিলাম, এই কি তার প্রতিফল?" পরে আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "রে পাপিষ্ঠ! আমার এ নবযৌবন ও এই অসামান্য রূপ দর্শনে যখন দেবতাগণ পর্য্যন্ত বিমোহিত হন, তখন তুই কোন্ সাহসে তাহার নিন্দাবাদ করিলি? আমার এ নবোদিত যৌবনে কি বিন্দুমাত্র কলঙ্ক আছে? যে তুই আমার সহবাসে বিমুখ হইলি।" তৎপরে সহচরীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সখি! দেখ দেখি আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কি কোন দোষ আছে?" মির্শা কহিল, 'রাজনন্দিনি! তোমার রূপের কথা কি বলিব, ধরণীতে তোমার তুল্য রূপবতী আর নাই। আহা! কি কটাক্ষ, কি মনোহর মুখশ্রী, কি চমৎকার অঙ্গসৌষ্ঠব, যে এ রূপের মহিমা বুঝিতে পারিয়াছে সে কি কখন সচেতন অবস্থায় কালযাপন করিতে পারে? এরা অতি নীচাশয় লোক তাই এরূপ অপরূপ রূপের অগৌরব করিতেছে। আমি আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি যে, ইহারা এই রূপরাশি সন্দর্শনে প্রাণত্যাগ না করিয়া কিম্বা উন্মত্তপ্রায় না হইয়া কিরূপে চুপ করিয়া বসিয়া আছে?" কাফ্রি রাজতনয়া কহিল, "সখি! তুমি যথার্থ বলিয়াছ, এবং আমার পরিচারিণী বলিয়া তুমিও সামান্যা রমণী নহ, রূপে সাক্ষাৎ মদন মোহিনী। এই হতভাগ্যের সহচরের এমন কি সুভাদৃষ্ট যে তোমাকে লাভ করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিবে? অবোধ বানর কি কখন সুবর্ণগ্রথিত মুক্তা হারের গৌরব অবগত আছে? যাহা হউক তুমি সত্বর জমাদারকে ডাকিয়া আন, আমি এখনি ইহাদের দুই জনকেই সেই অজাগর দেবের মুখে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিই।"

আজ্ঞামাত্র মির্শা জমাদারকে ডাকিয়া আনিল। তখন রাজকন্যা তাহাকে কহিল, "দেখ জমাদার, তুমি এই দুই দুরাচারকে এখনি অজাগরমুখে নিক্ষেপ কর।" আজ্ঞামাত্র জমাদার আমাদিগকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় তাহাকে পুনরায় বলিল, "দেখ জমাদার সর্প মুখে নিক্ষেপ করিলে, একবারেই ইহাদের যন্ত্রণার অবসান হইবে, অতএব তাহা না করিয়া ইহাদের দ্বারা অহোরাত্র জাঁতা পেষাইয়া লও, ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম করিতে দিও না।"

রাজনন্দিনীর কথা শুনিবামাত্র জমাদার আমাদিগকে নগরের প্রান্তভাগে আনয়নপূর্ব্বক উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিল। আমরা স্ব স্ব ক্লান্তিদূর করণাভিপ্রায়ে কখন কোন কথা কহিলে কাফ্রিগণ আমাদিগের মস্তকে এরূপ গুরু ভার চাপাইয়া দিত যে, তাহা লইয়া এক পদও চলিতে পারিতাম না। তখন সেই কাফ্রিগণ আমাদিগের নিকটে আসিয়া প্রেমের কথা উত্থাপনপূর্ব্বক এরূপ বিদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করিত যে, তাহাতে আমাদের মনে অতিশয় ঘৃণার উদ্রেক হইত।" এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, একদা সেই হাপ্সিনীদ্বয় এবং জমাদার আমাদিগকে পেষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া স্থানান্তরে গমন করিল। জন প্রাণীও নিকটে রহিল না। তখন আমি কহিলাম, "বন্ধো! অদ্য আমাদের কি শুভদিন! চল আমরা এই সময় এ স্থান হইতে পলায়ন করিয়া সমুদ্রকূলে গিয়া তরীর অন্বেষণ করি, যদি তরণী পাই তবে তরিব, নচেৎ আমাদিগের ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে।" সৈয়দ কহিল "বন্ধো! আপনি উত্তম পরামর্শ স্থির করিয়াছেন, অতএব সত্বর এ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক নদাভিমুখে গমন করা যাউক, যদি তথায় তরণী পাওয়া যায় ভালই নচেৎ নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া এ পাপপ্রাণ পরিত্যাগ করিব।"

উভয়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া দ্রুতবেগে সমুদ্রকূলে গিয়া দেখিলাম যে, এক খানি ক্ষুদ্র তরি তীরে সংলগ্ন রহিয়াছে, কিন্তু উহাতে জনমানব কেহই নাই। তদ্দর্শনে আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম, এবং পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক তখনি তাহাতে আরোহণ করিয়া প্রবলবেগে বাহিয়া চলিলাম। পবনদেবও আমাদের অনেক অনুকূলতা করিলেন। কিন্তু তীর হইতে শতাধিক হস্ত যাইতে না যাইতেই আমরা পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে, ধীবরবেশধারী এক জন কাফ্রি অতি উচ্চৈঃস্বরে আমাদিগকে ডাকিতে২ তদভিমুখে আগমন করিতেছে। অনুমানে বোধ হইল এ তরি খানি তাহারই হইবে, কিন্তু আমরা তদীয় বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া দ্বিগুণতর বেগে বাহিয়া চলিলাম। তখন ধীবর উপায়ান্তর না দেখিয়া নানাপ্রকারে দুঃখ প্রকাশ করিতে২ স্বগৃহাভিমুখে গমন করিল। আমরাও ক্রমে তীর হইতে অধিক দূরবর্ত্তী হইয়া নিরাপদ হইলাম। ক্রমে সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল। তখন ক্ষুৎপিপাসায় আমাদিগের শরীর এমনি অবসন্ন হইতে লাগিল যে, ক্ষণকালের মধ্যেই আমরা মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলাম, (কিন্তু সেই কাফ্রিগণ কর্ত্তৃক অজাগর মুখে নিক্ষিপ্ত হইয়া যে প্রাণ পরিত্যাগ করি নাই ইহাই আমাদিগের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে) এই ভাবিয়া আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা

দ্বিগুণতর বেগে সমস্ত রজনী নৌকা বাহিতে লাগিলাম। প্রভাত হইবামাত্র দেখিলাম যে, আমরা একটী বিবিধ ফল পুষ্পে সুশোভিত দ্বীপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তদ্দর্শনে আমরা মহা সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ দ্বীপে উঠিয়া অভিলাষানুরূপ বিবিধ প্রকার সুস্বাদু ফল এবং নির্ম্মল সলিল ভক্ষণপানে স্ব স্ব ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিলাম। অনন্তর উভয়ে ঐ দ্বীপের মধ্যভাগ সন্দর্শনার্থ নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বন মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এবং কোন স্থানে নানাজাতীয় সুদৃশ্য বৃক্ষরাজি, কোন স্থানে বিবিধ বর্ণের মৎস্য পরিপূর্ণ পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা সকল, কোথাও বা নানাজাতীয় সুগন্ধি পুষ্প পরিপূর্ণ পুষ্পোদ্যান অবলোকনে নয়ন মন চরিতার্থ করিলাম বটে, কিন্তু এমন সুদৃশ্য স্থানে জনমানব দৃষ্টি গোচর হইল না দেখিয়া আমি সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সৈয়দকে কহিলাম, "ভাই! এমন মনোহর দ্বীপ মধ্যে যে, জন মানবের বাসস্থান নাই ইহার কারণ কি বলিতে পার?" সৈয়দ কহিল, "এখানে অবশ্য কোন ত্রাস থাকিতে পারে, তজ্জন্য মানবগণ বাস করিতে পারে না।" তচ্ছ্রবণে রাজকুমার বলিলেন, "বয়স্য! তুমি যাহা বলিলে আমারও সেইরূপ বোধ হইতেছে। অতএব আমাদিগের সতত সাবধানে সঞ্চরণ করা কর্ত্তব্য।" উভয়ে এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া নানাস্থান পরিভ্রমণ করিলাম বটে, কিন্তু কোন খানে মনুষ্য বা গ্রাম্য জন্তুর চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলাম না। ক্রমে রজনী আগতা হইল, তখন এক স্থানে রাশিকৃত তৃণ পুষ্প পতিত রহিয়াছে দেখিয়া তদুপরি বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া শয়ন করিলাম। শয়ন করিবামাত্র সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে এমনি নিদ্রাভিভূত হইলাম যে, ক্ষণ-কালের মধ্যেই রাত্রি প্রভাত হইয়া পড়িল। তখন আমি জাগ্রত হইয়া দেখিলাম আমার প্রিয় সহচর সৈয়দ নিকটে নাই। তজ্জন্য সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া সমস্ত বনমধ্যে তাহার অন্বেষণ করিলাম কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তুগণ কর্ত্তৃকই বন্ধু বিনষ্ট হইয়াছে স্থির করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোকাকুল হইলাম। এবং অতি করুণস্বরে বিবিধ প্রকারে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলাম, "প্রিয় সুহৃদ্! তুমি এ অসহায়কে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? কে আর আমার দুঃখে সমদুঃখ প্রকাশ-পূর্ব্বক আমার অশ্রুজল মুছাইয়া দিবে? এবং আমি কখন কোন বিপদে পড়িলে কে আর আমাকে তদুদ্ধারে যত্নবান্ হইবে? প্রিয়তম! আমি যে ক্ষণমাত্র তোমার অদর্শন-জনিত-ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না। হায়! কি সর্ব্বনাশ সংঘটন হইল, আমার সহিত কে এরূপ শত্রুভাব প্রকাশ করিল।

হায়! আমিত কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই, তবে আমার ভাগ্যে কেন এরূপ ঘটিল? যদি সেই দুর্দ্দান্ত হাপসীগণ হস্তে অথবা অকুল অর্ণব মধ্যে আমার প্রাণ বিয়োগ হইত তাহা হইলেত এরূপ প্রিয়-বন্ধু-বিচ্ছেদ জনিত অসহ্য বিরহ যাতনা সহ্য করিতে হইত না। আর আমি অতি হত ভাগ্য, তাহা না হইলে এরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়াও কেন জীবিত রহিলাম। রে কঠিন প্রাণ! তুই আর কি সুখে এ দেহে অবস্থান করিতেছিস্? এখনি বহির্গত হ।" মহারাজ! আমি এই প্রকার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বন্ধুর অনুসন্ধান করিলাম বটে, কিন্তু কোন স্থানে তাহার কোন সংবাদ পাইলাম না। তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যদি একান্তই সৈয়দের দর্শন লাভে বঞ্চিত হই তবে এ পাপপ্রাণ আর রাখিব না।

আমি এইরূপ প্রতীজ্ঞারূঢ় হইয়া কিয়দ্দূর গমন করিবার পর সম্মুখে এক পুষ্পোদ্যান এবং তন্মধ্যে একটী মনোহর পুরী বিরাজিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। তাহার চতুর্দ্দিকে সুপ্রশস্ত গভীর জলপূর্ণখেয় এবং উহা পার হইবার জন্য তদুপরী একটী প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃঢ় সেতু রহিয়াছে তদ্দ্বারা খেয় পার হইয়া পুরীদ্বার সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে উহার কবাটদ্বয় চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত, তাহাতে সিংহাকার এক তালাবদ্ধ আছে এবং তাহা মুক্ত করিবার জন্য একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত চাবি তদুপরি সংলগ্ন রহিয়াছে। আমি ঐ চাবি দ্বারা দ্বার মুক্ত করিবার মানসে যেমন উহা স্পর্শ করিলাম অমনি সেই তালাটী ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই বিনা আয়াসে দ্বারটীও খুলিয়া গেল। তদ্দর্শনে আমি সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলাম একটী গৃহ মধ্যে এক পরমাসুন্দরী রমণী পর্য্যাঙ্কোপরি শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। তদ্দর্শনে আমার নয়ন মন ঐ রমণীর প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হইল যে, আমি ক্ষণকাল ঐ স্থানে স্পন্দহীনের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম। তৎপরে ঐ রূপবতী রমণীকে এই জন শূন্য স্থানে কে আনয়ন করিল তদ্বৃত্তান্ত জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। তজ্জন্য তাহার নিদ্রাভঙ্গ করাইবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তখন মনে মনে স্থির করিলাম আপাততঃ কিয়ৎক্ষণ স্থানান্তরে গমন করি, তৎপরে ইহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে এখানে আসিয়া সমুদয় বিষয় অবগত হইব।

আমি মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিয়া ঐ পুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক বনমধ্যে গমন করিলাম বটে, কিন্তু পথিমধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক

জন্তুগণ পালে পালে বিচরণ করিতেছে দেখিয়া ভয়ে আমার আত্মা-পুরুষ শুষ্ক হইয়া উঠিল। কিন্তু উক্ত হিংস্রকজন্তুগণ আমার কিছু অনিষ্ট না করিয়া আমাকে দেখিবামাত্র কেন যে বনমধ্যে পলায়ন করিতে লাগিল তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া আমি যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তৎপরে কিছু বন্য ফলমূল আহার করতঃ কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইয়া সমস্ত বনমধ্যে বিচরণপূর্ব্বক বহুবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তু অবলোকন করিলাম।"

তদনন্তর সেই ললনার শয়ন মন্দিরে উপনীত হইয়া দেখিলাম, যে তখনও সেই পূর্ণ-যৌবনা পূর্ব্বের ন্যায় অচেতন ভাবে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে। তাহাতে আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না দেখিয়া অবশেষে তাহার শয্যা পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক তাহার হস্ত ধারণ করিয়া সযোরে নাড়া দিলাম, কিন্তু তাহাতেও নিদ্রাভঙ্গ হইল না দেখিয়া আমি যখন মনে২ ভাবিতে লাগিলাম ইহা অবশ্যই মায়া নিদ্রা হইবে তখন ঐ রমণীর শয্যা পার্শ্বে নানা অঙ্কে অঙ্কিত একখণ্ড হরিদ্বর্ণের প্রস্তর দৃষ্ট হইল। তদ্দর্শনে আমি যেমন সেই মন্ত্রগুলিন পাঠ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ প্রস্তরখণ্ড খানি স্পর্শ করিলাম অমনি সেই রমণী চৈতন্যলাভ করতঃ মৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিল, "আপনি কে? এবং এই পুরী যখন মায়াকর্ত্তৃক নির্ম্মিত, ও বিবিধপ্রকার হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ তখন এই সমস্ত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক আপনি যখন এস্থানে আগমন করিয়াছেন তখন আপনি কখনই সামান্য মনুষ্য নহেন, অতএব আপনি দেব কি দানব তাহা আমাকে যথার্থ করিয়া বলুন।" আমি কহিলাম, "সুন্দরি! আমাকে দেখিয়া তুমি ভীতা হইও না, যেহেতু আমি দেব, দানব কি গন্ধর্ব্ব নহি এবং এখানে আসিতেও আমার কিছুমাত্র ক্লেশবোধ হয় নাই। কেবল তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্যই আমাকে কিঞ্চিৎ ক্লেশস্বীকার করিতে হইয়াছেমাত্র। রমণী প্রত্যুত্তর করিল, "মহাশয়! এইস্থান যে মানবের অগম্য অতএব আপনি কে ও কিজন্য এবং কি প্রকারে এখানে আগমন করিলেন তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনে আমায় পরিতৃপ্ত করুন।" আমি কহিলাম, "সুন্দরি! আমি একজন রাজতনয়, কিন্তু আপনি যে কে এবং কি হেতু এখানে আগমন করিয়া একাকিনী নিদ্রা যাইতেছেন তদ্বিবরণ শ্রবণে সাতিশয় ইচ্ছুক হইয়াছি।" রমণী কহিল, "মহাশয়! অগ্রে আপনার পরিচয় প্রদান করুন, তৎপরে আমি যে কে এবং কি প্রকারে এখানে আগমন করিয়াছি আদ্যোপান্ত তদ্বিবরণ বর্ণন করিব।"

তচ্ছ্রবণে আমি রাজকন্যা বদরুলজমাল এবং মৎ সম্বন্ধীয় সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করতঃ তাঁহাকে সেই চিত্রপটখানি দেখাইলাম। তদ্দর্শনে কৃশাঙ্গী কহিল,"মহাশয়! সিংহল দ্বীপের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে কাবালনামে এক নরপতি আছেন সত্য বটে, কিন্তু তাঁহার কন্যা বদরুলজমাল যে এরূপ রূপবতী তাহা আমি অবগত নহি। যাহা হউক যদি তিনি এমন রূপবতী হয়েন, তবে প্রণয়ের পাত্রী বটেন। কিন্তু আপনি যেরূপ প্রতিমূর্ত্তি দেখাইলেন তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না, যেহেতু রাজকন্যা হইলে তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থ চিত্রকরগণ তাঁহাদিগের রূপের বাহুল্য বর্ণন করিয়া থাকেন।"

সুন্দরীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণেও আমি কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিতচিত্ত না হইয়া বরং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কে এবং কিরূপেই বা এই জনশূন্য দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ।" রমণী কহিল, 'সমুদ্রগর্ভে সবন্দীপ নামে যে একটী সুন্দর দ্বীপ আছে আমার পিতা সেই দ্বীপের অধিপতি। আমি তাঁহার একমাত্র কন্যা। এই হেতু পিতা আমাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন এবং ক্ষণকালের জন্য নয়নের অন্তরাল করিতেন না। একদা আমি বস্ত্র পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক জনৈক সখীসমভিব্যাহারে স্নানাগারে গমন করিতেছি এমন সময় নভোমণ্ডল ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হইল, প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল এবং ভীষণ শব্দে শিলাবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে আমরা উভয়েই মহা ভীতা হইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছি এমন সময় একটী বৃহদাকার পক্ষী আসিয়া চঞ্চুপুটদ্বারা আমাকে ধারণকরিয়া আকাশ মার্গে উত্থিত হইল এবং দেখিতে দেখিতে এই পুরীমধ্যে আমাকে অবতরণ করাইয়া সে দৈত্য মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কহিল, 'সুন্দরি! আমি দৈত্যগণের রাজা, সুতরাং স্বেচ্ছাক্রমে নানাবিধ রূপ ধারণ করিতে পারি, তজ্জন্য তুমি কিছুমাত্র শঙ্কিতা হইও না। আমি অদ্য ভ্রমণ করিতে২ তোমার অনির্ব্বচনীয় রূপরাশি দর্শনে মোহিত হইয়া তোমাকে হরণ করিয়া আনীয়াছি। অদ্যা-বধি আমি তোমার চরণের দাস হইলাম অতএব মৎপ্রতি প্রসন্না হও।"

তাহার এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি হতাশ্বাসে ক্রন্দন করিতে করিতে অধোবদনে কহিতে লাগিলাম, "হায়! বিধাতা কি এতদিনের পর আমাকে সকল সুখে বঞ্চিত করিলেন। হায়! পিতা যে আমায় এত স্নেহ করিতেন, অবশেষে কি আমার ভাগ্যে এই ঘটিল। কোথায় রাজপুত্র সহ-বাসে সুখে কালাতিপাত করিব তাহা না হইয়া দৈত্যের হস্তে প্রাণ হারা-ইতে হইল? বিধাতা আপনি কেন এ অভাগিনীকে এরূপ অনির্ব্বচনীয় রূপরাশি প্রদান করিয়াছিলেন? নতুবা আমার যখনই দৈত্য হস্তে প্রাণ

হারাইতে হইত না, এবং স্বীয় পিতামাতাও কখন দুস্তর শোক-সাগরে নিমগ্ন হইতেন না।

দৈত্য আমার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "সুন্দরি! আমি যখন তোমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছি তখন কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিব না। প্রেমসুধা দানে এ অধীনকে চরিতার্থ করিতে হইবেই হইবে। যদ্যপি একদিনে আমার প্রতি সদয়া না হও তথাপি কালক্রমে তোমার এ বিরাগভাব নিঃসন্দেহ অন্তর্হিত হইবে।" আমি কহিলাম, "দৈত্য-রাজ! তোমার এ আশা দুরাশা মাত্র, যেহেতু দৈত্য এবং মানবের পরস্পর প্রণয় কখনই সম্ভবপর নহে, অতএব আমি প্রাণসত্ত্বে তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিব না। যদ্যপি তুমি বলপূর্ব্বক স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ আত্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সতীত্ব রক্ষা করিব।" তখন দৈত্য হাস্য করিয়া কহিল, "সুন্দরি! সময়ে না হয় এমন কার্য্যই নাই, যাহা এক সময়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় তাহাও যখন কালক্রমে সম্ভবপর হইয়া থাকে, তখন যে কালক্রমে তোমার মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? যাহা হউক আমি এক্ষণে স্থানান্তরে গমন করিতেছি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে এই স্থানে বসিয়া থাক।" এই বলিয়া দৈত্য তৎক্ষণাৎ ঐ পুরী হইতে বহির্গত হইল, এবং ক্ষণকাল পরে তথায় পুনরাগমন করতঃ আমাকে নানা বিধ বহুমূল্য বসন ভূষণ প্রদান করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিল কিন্তু আমি কিছুতেই তদ্বিষয়ে সম্মতা হইলাম না দেখিয়া সে পুনরায় যথেচ্ছা গমন করিল। আমি একাকিনী এই পুরীমধ্যে বাস করিতে লাগিলাম।

এইরূপে দৈত্য প্রত্যহ এক একবার এই পুরী মধ্যে আগমন করতঃ আমার অনেক সাধ্য সাধনা করিতে লাগিল। কিন্তু যখন দেখিল যে আমি কিছুতেই তাহার অভিলাষানুরূপ কার্য্যে সম্মতা হইলাম না, তখন সে একদিন এক খানি প্রস্তরখণ্ডে কতকগুলা মায়ামন্ত্র অঙ্কিত করিয়া কহিল, "দেখ্ তুই অদ্যাবধি চিরকাল মায়ানিদ্রায় অভিভূতা থাকিবি এবং এই পুরী কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবে না, এবং এখানে কোন মনুষ্যও আসিতে পারিবে না।" এই বলিয়া সে সেই প্রস্তরখণ্ড খানি আমার শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া দিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিল। তদবধি আমি প্রত্যহ নিদ্রাভিভূতা থাকি, এবং দৈত্য মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমার অনেক স্তবস্তুতি করে, কিন্তু মায়াপ্রভাবে এই পুরী আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না, তজ্জন্য কোন মনুষ্য এখানে আসিতে পারে না। এবং পুরদ্বারের তালা এরূপ মন্ত্রপূত

করিয়া রাখিয়াছে যে উহা মুক্ত করা কাহারও সাধ্য নহে, এবং এই দ্বীপ মধ্যে যে সমস্ত হিংস্রক জন্তু বাস করে তাহারা মনুষ্য দেখিলেই বধ করে। অতএব তুমি এই সমস্ত প্রতিবন্ধক উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক যখন এখানে আসিয়াছ, তখন কখনই সামান্য মনুষ্য নহ।

সয়ফলমলুক রাজপুত্র রাজকন্যার হস্তধারণপূর্ব্বক নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় দৈত্য ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

রাজনন্দিনী আমার পার্শ্বে শয়ন করিয়া এই সমস্ত কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ সেই পুরী ভীষণ গর্জ্জনে কম্পিত হইতে লাগিল। তচ্ছ্রবণে কামিনী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিল, "রাজকুমার! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। সেই দুর্দ্দান্ত দৈত্য পুরীদ্বার বিমুক্ত দেখিয়া ক্রোধভরে এখানে আগমন করিতেছে। অতএব সে তোমাকে দেখিবামাত্র নিশ্চয়ই তোমার প্রাণবিনাশ করিবে। রাজনন্দিনীর ঐরূপ বাক্যে ও দানবের ভীষণ শব্দে আমি স্বীয় জীবনাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজনন্দিনীর হস্ত ধারণ করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে সেই সাক্ষাৎ শমনসদৃশ বৃহদাকার দানব ভয়ঙ্কর দণ্ডহস্তে লোহিত লোচন ঘূর্ণিত করিতে করিতে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে অতিশয় ভয়প্রযুক্ত আমার জিহ্বা, কণ্ঠ ও তালু এমনি শুষ্ক হইয়া উঠিল যে ক্ষণকাল আমি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলাম না। তখন মনে হইল বুঝি দৈত্য সেই দণ্ডাঘাতে আমার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলে। কিন্তু পরমেশ্বরের মহিমা বুঝা ভা

যেহেতু সেই দৈত্য আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র তাহার সেই ভীষণমূর্ত্তি তিরোহিত হইল। তখন সে অতি নম্রভাবে আমার পদদ্বয় ধারণ করিয়া কহিল, "যুবরাজ! আমি আপনার আজ্ঞাকারী দাস। অতএব আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।" আমি তাহার এই অভাবনীয় রূপান্তর দর্শনে এবং অত্যাশ্চর্য্য বাক্যপরম্পারা শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতেছি এমন সময় সেই দৈত্য আমার মানসিক ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিল, "মহাশয়! আপনার অঙ্গুলীতে সলোমনের নামাঙ্কিত যে অঙ্গুরীয়ক রহিয়াছে উহার এমনি প্রভাব যে, যে ব্যক্তি উহা অঙ্গুলীতে ধারণ করে, তাহার মহা বিপদে মৃত্যু শঙ্কা থাকে না, সে মহা ঝড়ের সময় সমুদ্রের ভয়ানক তরঙ্গে পতিত হইলেও জলমগ্ন হয় না, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুগণ সর্ব্বদা তাহাকে ভয় করে, এবং আমার ন্যায় দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণ পর্য্যন্তও ঐ অঙ্গুরীয়কের আজ্ঞাকারী। এবং উহা হস্তে থাকিলে এই ভূমণ্ডলে যত প্রকার মোহিনীশক্তি আছে তাহার কিছুমাত্র বল থাকে না।"

দৈত্যের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে আমার কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইলে, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তবে কি আমি এই অঙ্গুরীয়কের মাহাত্মে অকূল জলধিতে নিমগ্ন হই নাই? এই জন্যই কি এই দ্বীপস্থিত হিংস্রক জন্তুগণ আমাকে দেখিবামাত্র দূরে পলায়ন করিয়াছিল?" দৈত্য তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলে আমি পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দৈত্য! তুমি কি বলিতে পার আমার প্রিয় বয়স্য সৈয়দের কি দশা ঘটিয়াছে? সে কি এখন জীবিত আছে?" দৈত্য কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "স্বামিন্! আমরা যখন ত্রিকালজ্ঞ, তখন আপনার প্রিয় বয়স্য সৈয়দের ভাগ্যে যে কি ঘটিয়াছে তাহা কেন না বলিতে পারিব। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তিনি যখন আপনার পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিলেন তখন একটা শ্বাপদ জন্তুকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছেন।" প্রিয়বন্ধুর এবম্প্রকারে মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া আমি প্রথমতঃ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম, তৎপরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক দৈত্যকে কাবালরাজা ও তদীয় তনয়া বেদরলজমাল সম্বন্ধীয় তাবৎ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে দৈত্য কহিল, "রাজনন্দন! আমি কাবালরাজের বিষয় বিশেষরূপ অবগত আছি। তিনি সলোমন রাজার রাজত্বকালে সিংহল দ্বীপের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে রাজত্ব করিতেন। এবং বদরলজমাল নাম্নী তাঁহার সেই পরমাসুন্দরী দুহিতা সলোমনের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই জীবিত নাই।" তচ্ছ্রবণে আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলাম, আমার ন্যায়

মূঢ়তম মনুষ্য আর নাই, যেহেতু এই অঙ্গুরীয়ক এবং চিত্রপট যখন পিতার গৃহে ছিল তখন তাঁহাকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবশ্যই ইহার সবিশেষ সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমাকে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না এবং প্রিয়বয়স্য সৈয়দও প্রাণে বাঁচিয়া থাকিত।

অনন্তর আমি রাজকুমারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, "সুন্দরি! আমার সকল শ্রম বৃথা হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু এই অঙ্গুরীর প্রভাবে আমি যে তোমাকে এই স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া তদীয় পিতার নিকট লইয়া যাইতে পারিব ইহাই আমার পরমাহ্লাদের বিষয় জানিবে।" এই বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ সেই দৈত্যের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কহিলাম, "দৈত্যবর! যদি তুমি যথার্থ এই সলোমনের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কের দাসত্ব স্বীকার কর তবে এই দণ্ডেই আমাকে এবং রাজকুমারীকে সরন্দীপে রাখিয়া আইস।" দৈত্য বলিল, "আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু রাজকন্যাকে পরিত্যাগ করিতে আমার অতিশয় দুঃখ বোধ হইতেছে।" দৈত্যের এই কথা শুনিবামাত্র আমি কিঞ্চিৎ রাগান্বিত হইয়া বলিলাম, "রে দুরাচার! তোর এতবড় আস্পর্দ্ধা যে তুই সলোমনের অপমান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্? যদি ভাল চাহিস্ তবে আমার কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া এখনি আমাদিগকে সরন্দীপে রাখিয়া আয়।" আমি এই সমস্ত কথা বলিবামাত্র মায়াবী আর তদ্বিষয়ে কোন উত্তর প্রদান না করিয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের উভয়কে উভয়কক্ষে স্থাপনপূর্ব্বক বায়ুবেগে নির্দ্দিষ্টস্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। তদনন্তর অতি বিনীতভাবে কহিল, "মহাশয়! এ অধীনকে আর কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।" তখন আমি বলিলাম, 'দেখ দৈত্য! তুমি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর, কিন্তু আহ্বান করিবামাত্র আমার নিকট আগমন করিও।" দৈত্য এই কথা শুনিবামাত্র তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। তখন আমি রাজকন্যাকে এক পান্থনিবাসে লুকাইয়া রাখিয়া রাজাকে এই শুভসংবাদ প্রদানার্থ গমন করিলাম। অনতিদূরেই রাজপ্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হইল, এবং তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলাম মহারাজ স্বর্ণ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া বিচার করিতেছেন। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবক! তুমি কে এবং কোথা হইতে আগমন করিতেছ?" আমি বলিলাম, "রাজন্! আমি মিসরদেশাধিপতির দ্বিতীয় পুত্র আমার নাম সয়ফলমুলুক। তিন বৎসর অতীত হইল আমি জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি।"

আমার মুখ হইতে এই কথা শুনিবামাত্র রাজার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তখন তিনি ক্রন্দন করিতে২ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজপুত্র! তুমি কি আমার প্রিয়তমা দুহিতার কোন সংবাদ বলিতে পার?" আমি কহিলাম, "মহারাজ! আপনার কন্যার সমাচার প্রদানার্থই আমি এস্থানে আগমন করিয়াছি।" তচ্ছ্রবণে নৃপতি আরও শোকাকুল হইয়া কহিলেন, "রাজকুমার! তুমি আমায় কি সমাচার প্রদান করিবে? তবে বুঝি তুমি দুহিতার মৃত্যু সংবাদ আনয়ন করিয়াছ?" আমি উত্তর করিলাম, "মহারাজ! মৃত্যু সংবাদ কেন আনীব, তিনি এখন জীবিতা আছেন, আপনি অদ্যই তাঁহাকে পুনঃ দর্শন করিবেন।" সরন্দীপাধিপতি আমার এবম্ভূত বাক্য শুনিবামাত্র সাতিশয় চিন্তিত ও চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "রাজতনয়! তুমি আমার সেই প্রাণপ্রিয়াকে কোথায় পাইলে এবং কি রূপেই বা এতাবৎকাল তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল এবং এক্ষণেই বা তাহাকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ আদ্যোপান্ত তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর।" আমি ভূপতির ঈদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণে অতিশয় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ঐ রাজকন্যাকে দৈত্য হস্ত হইতে উদ্ধার করণাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যখন যাহা ঘটিয়াছিল আনুপূর্ব্বিক তৎসমুদায় বর্ণন করিলাম। তখন নৃপতি সাতিশয় পুলকিত হইয়া আমাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজকুমার! তোমার সৌজন্যের কথা কি বলিব তুমি আমার অপহৃতা প্রাণাধিকা দুহিতাকে আনীয়া দিয়া আমার নির্জীবদেহ সজীব করিলে। কিন্তু আমি কিরূপে যে তোমার এই অপরিসীম ঋণ পরিশোধ করিব তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক সম্প্রতি চল কন্যাকে দর্শন করিয়া স্বীয় নয়নদ্বয় পরিতৃপ্ত করি।" এই বলিয়া ভূপতি সত্বর শিবিকা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। আজ্ঞামাত্র শিবিকা প্রস্তুত হইলে রাজা তদুপরি আরোহণপূর্ব্বক আমাকে আপন পার্শ্বে বসাইয়া তথা হইতে যাত্রা করিলেন। এবং অশ্বারূঢ় সৈনিকগণ ও অমাত্যবর্গ অগ্র পশ্চাৎ চলিল।

রাজকন্যা আমার প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া গৃহমধ্যে একাকিনী উপবেশনপূর্ব্বক নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় রাজা তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কন্যাকে দর্শন করিলেন। দর্শনমাত্র রাজার মনোমধ্যে এরূপ প্রণয় প্রবাহ প্রবাহিত হইল, যে তিনি ক্ষণকাল একটীও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। তদনন্তর কন্যাকে সম্বোধনপূর্ব্বক তাঁহার সমুদায় বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন। তদনুসারে রাজবালা দৈত্য কর্ত্তৃক অপহৃতা হওনাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যখন যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণন

করিলেন। তচ্ছ্রবণে ভূপাল প্রথমতঃ অনেক আক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর কন্যাকে গৃহে আনয়নপূর্ব্বক দেবার্চ্চনাদি বহুবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। এবং তদুপলক্ষে সমস্ত নগর মধ্যে মহা মহোৎসব হইতে লাগিল।

নৃপতি আমাকে অতি যত্ন সহকারে আপন আলয়ে রাখিলেন। ক্রমে ক্রমে আমি তাঁহার এমনি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলাম, যে এক দিবস তিনি আমাকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ রাজপুত্র! আমার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী এবং এই কন্যা বই আমার সন্তান সন্ততি নাই অতএব আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে তুমি উহার পাণিগ্রহণ করতঃ পরম সুখে রাজ্যশাসন কর।" তচ্ছ্রবণে আমি করযোড়ে নিবেদন করিলাম, "মহারাজ! আমি আপনার জামাতা হই ইহা আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য বটে, কিন্তু যখন সেই প্রাণপ্রতিমা বদরলজমালের প্রতিমূর্ত্তি ক্ষণকালের জন্য স্বীয় অন্তর হইতে অন্তর্হিত করিতে পারিতেছি না তখন কেন আপনার তনয়ার সহিত আমার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে দুঃখার্ণবে ভাসাইবেন।" রাজা বলিলেন, "রাজকুমার! বলদেখি তবে আমি কি প্রকারে তোমার ঋণ পরিশোধ করিব?" আমি কহিলাম, "মহারাজ! আমি যে দৈত্যহস্ত হইতে রাজকুমারীকে উদ্ধার করিয়া তদীয় হস্তে প্রদান করিয়াছি তাহাতেই আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়াছে এবং আপনার স্নেহে আমি পরম বাধিত হইয়াছি। তবে আমি বহুকালাবধি স্বীয় পিতা মাতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, এক্ষণে তাঁহাদিগের শ্রীচরণ দর্শনার্থ আমার নিতান্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছে, অতএব যদি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার স্বদেশ গমনের উপায় করিয়া দেন তাহা হইলেই আমাকে যথোচিত পুরস্কার প্রদান করা হয়।"

রাজা আমাকে স্বরাজ্যে রাখিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই তদ্বিষয়ে সম্মত হইলাম না দেখিয়া তিনি অগত্যা আমার গমনোপযোগী এক খানি তরণি প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তরণি প্রস্তুত হইলে রাজবালা লোক পরম্পরায় আমার গমন বার্ত্তা অবগত হইয়া সাতিশয় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমি নানা প্রকারে রাজকন্যাকে সান্ত্বনা করিয়া পোতারোহণপূর্ব্বক স্ব দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ইহার কিয়দ্দিবস পরে তরণি কেরোদেশে গিয়া উপনীত হইল। তথা হইতে স্থলপথে গমন করিয়া আমি অল্পকাল মধ্যেই স্বদেশে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তথায় গিয়া সকলই রূপান্তর দর্শন করিলাম, অর্থাৎ কতিপয় দিবস অতীত হইল পিতার মৃত্যু হইয়াছে এবং সহোদর

রাজ্য করিতেছেন। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র স্নেহপূর্ব্বক বলিলেন, "ভাই! এক দিবস পিতা রাজভাণ্ডারে রাজকন্যা বদরলজমালের চিত্র ও অভিনব অঙ্গুরীয়ক না দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, যে তুমি তাহা লইয়া গিয়াছ।" আমি কহিলাম, 'সে কথা বাস্তবিক বটে, পরে আমি তাঁহার হস্তে অঙ্গুরীটী দিয়া ভ্রমণের সমুদায় বৃত্তান্ত কহিলাম।" তচ্ছ্রবণে সহোদর অতিশয় শোক প্রকাশপূর্ব্বক যত্ন সহকারে আমাকে গৃহে রাখিলেন, কিন্তু তাহা তাঁহার কপটতা মাত্র, যেহেতু তিনি আমাকে গৃহে রাখিয়া সেই দিবসই আমার শিরশ্ছেদনার্থ এক জন কিঙ্করকে আদেশ প্রদান করিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে যাহাকে এই গর্হিত কার্য্য সম্পাদনার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন সে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আমাকে তৎসমুদায় জ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিল, "দেখ রাজকুমার! তুমি এই অন্ধকার রাত্রির মধ্যেই রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন কর, নতুবা তোমার নিস্তার নাই।"

আমি ঘাতুকের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ পিতৃরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তর গমনাভিলাষে সমীরণ বেগে যাত্রা করিলাম। তদনন্তর কতিপয় দিবস অবিশ্রান্ত পথ ভ্রমণের পর মহারাজের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে কালাতিপাত করিতেছি।

এতাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া রাজপুত্র পুনর্ব্বার কহিলেন, "মহারাজ! এই আমার জীবনবৃত্তান্ত এক্ষণে আপনি স্বয়ং বিবেচনা করিয়া দেখুন আমি বাস্তবিক সুখী কি অসুখী।" আমি যে রাজকন্যা বদরলজমালের জন্য ব্যাকুলিত এবং যাহার প্রেমপাশে বদ্ধ তাঁহাকে বিস্মরণ হইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়া থাকি কিন্তু কিছুতেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি না। অহোরাত্র কেবল সেই মৃত রাজকন্যার রূপরাশি আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে।

বদরুদ্দীন ভূপতি ও তদীয় মন্ত্রীর কথার অনুবৃত্তি।

ডামাস্কসাধিপতি আমার এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "রাজতনয়! তুমি যে চিত্র দেখিয়া এরূপ উন্মত্তপ্রায় হইয়াছ তাহা একবার আমাকে দেখাইতে পার?" আমি এই কথা শুনিবামাত্র ঐ চিত্র খানি স্বীয় বস্ত্র মধ্য হইতে বাহির করিয়া রাজার হস্তে প্রদান করিলাম। তদ্দর্শনে রাজা মোহিত হইয়া কহিলেন, "যুবরাজ! কাবুল-

রাজার কন্যা অতিশয় রূপবতী ছিলেন সত্য বটে, এবং সলোমন যে তাঁহার সহিত প্রণয় পাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহাকেও পরম সৌভাগ্য-শালী বলিতে হইবে, কিন্তু তুমি যে শব-প্রেমে উন্মত্ত প্রায় হইয়াছ ইহা অতি আশ্চর্য্যের কথা।" তচ্ছ্রবণে মন্ত্রী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। এবং আপনি যে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন তদ্দ্বারাই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, যে এই পৃথিবীতে সুখী লোক কেহই নাই।" নরনাথ মন্ত্রীর এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে কহিলেন, "সচিব! পরম পিতা পরমেশ্বর যখন অন্যান্য সকল জীব অপেক্ষা মনু-ষ্যগণকে সমুদায় বিষয়ে উৎকৃষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তখন যে কেবল এই বিষয়ে তাঁহারা নিকৃষ্ট হইবেন ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে, অতএব আমি শীঘ্রই তোমার এ ভ্রম দূরীভূত করিতেছি।"

এই বলিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ স্বীয় অমাত্যকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ অমাত্য! তুমি সত্বর নগর মধ্যে গমন করতঃ যাহাকে২ অতিশয় প্রফুল্লান্তঃকরণ দর্শন করিবে তাহাদিগকে আমার নিকট লইয়া আইস।" আজ্ঞামাত্র পাত্র সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করণানন্তর মালেক নামক এক জন তন্তু-বায়কে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজসভায় গমন করতঃ কহিলেন, "মহারাজ! আমি সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করিয়া যাহাকে যাহাকে হৃষ্টান্তঃকরণ দর্শন করিলাম তন্মধ্যে এই মালেক নামক তন্তুবায়কেই সমধিক প্রফুল্ল ও সুখী দেখিয়া ইহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয় ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন।" তচ্ছ্রবণে ভূপতি মহা সন্তুষ্ট হইয়া মালেককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মালেক! আমি স্বীয় অমাত্যের প্রমুখাৎ শুনিলাম, যে সমস্ত নগরী মধ্যে যত লোক বাস করে তন্মধ্যে তুমিই সমধিক সুখী, অতএব তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে যথার্থ করিয়া বল দেখি তোমার মনোমধ্যে কোন প্রকার অসুখ আছে কি না।" রাজার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে মালেক ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিল। তদনন্তর কর যোড়ে নিবেদন করিল, "মহারাজ! শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, যে অতি বিপদে পতিত হইলেও ভূস্বামীর নিকট সত্য বই মিথ্যা বলা অবিধেয়। কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে, যে তাহা রাজার নিকট প্রকাশ করা উচিত নহে। অতএব আমাকে আর সে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। তবে মহারাজের নিকট আমি এই পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিতেছি, যে আপনি আমাকে যে প্রকার সুখী দেখিতেছেন আমি বাস্তবিক তাহা নহি, বরং আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য এই ধরাধামে আর নাই। এবং আমি যে সর্ব্বদা হাস্য পরিহাস করিয়া দিন-পাত করিয়া থাকি তাহা বাস্তবিক হাসি নহে কেবল স্বীয় দুঃখরাশি গোপন

করিবার নিমিত্ত কাষ্ঠ হাসিমাত্র। কিন্তু মহারাজ আমাকে ক্ষমা করুন, আমি সে দুঃখের কথা বলিতে পারিব না।" তচ্ছ্রবণে ভূপতি ঈষৎ রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, "মালেক! উহাতে তোমার ক্ষতি কি, উহা বলিলে কি তোমার মান হানি হইবে?" মালেক বলিলেন, "হে মহারাজ! আপনি যখন এ দীনের কথা শুনিতে চাহিতেছেন তখন তাহাতে আমার মান হানী হওয়া দূরে থাক্ বরং আমার সম্মান বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু উহা সুশ্রাব্য নহে, তজ্জন্য আমি সে কথা বলিতে এত ভীত হইতেছি।" রাজা বলিলেন, "মালেক! তজ্জন্য তুমি কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া তোমার সমুদায় বিবরণ যথাযথ বর্ণন কর।" তখন তন্তুবায় উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা স্বীয় বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিল।

মালেক তন্তুবায় ও সেরিণী রাজকন্যার বিবরণ।

মালেক কহিল, "মহারাজ! সুরাট নগরে যে একজন ধনবন্ত রত্নবণিক বাস করিতেন আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র। পিতা লোকান্তর গমন করিলে পর আমি তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বাধিকারী হইয়া স্বীয় সংসর্গদোষে অতি অল্পকাল মধ্যেই উহার অধিকাংশ অপব্যয় করিয়া ফেলিলাম। অতঃপর ভাগ্যবশতঃ মদীয় আলয়ে এক জন ভ্রমণকারীর সমাগম না হইলে অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল তাহাও অপব্যয়ে যাইত। একদা আমি ঐ ভ্রমণকারী এবং আমার আর আর বন্ধুগণকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেশ ভ্রমণের কথা উপস্থিত হইলে, বন্ধুগণ মধ্যে যাঁহারা দেশভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে যে দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন ও সেই সেই দেশে যে সমস্ত আশ্চর্য্য২ ব্যাপার দর্শন করিয়াছেন তৎসমুদায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। তচ্ছ্রবণে আমার মনোমধ্যে এমনি অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হইয়াছিল, যে আমি ক্ষণকাল পরেই বলিলাম, "ভাই সকল! ভ্রমণে যে এত সুখ আছে তাহা আমি অগ্রে জানিতাম না, কিন্তু ইহাতে দস্যুভয় না থাকিলে আমি এই মুহূর্ত্তেই সুরাটনগর পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশভ্রমণে বহির্গত হইতাম।" মৎপ্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র বন্ধুগণ হো হো শব্দে হাস্য করিয়া উঠিল দেখিয়া ভ্রমণকারী কহিলেন, "বণিকবর! যদ্যপি তোমার দেশভ্রমণের আন্তরিক ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি এমন উপায় করিয়া দিব যে তাহাতে তোমার কিছুমাত্র দস্যুভয় থাকিবে না।" এই কথায় আমার বিশ্বাস জন্মিল না, মনে মনে ভাবিলাম বুঝি ভ্রমণকারী আমার সহিত পরিহাস করিতেছে। অবশেষ ভ্রমণকারী কল্য আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

পথিক স্বীয় বাক্যানুসারে পরদিন প্রত্যূষে বণিকতনয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'যাহাতে তুমি তিন দিবসের মধ্যে দেশভ্রমণে বহির্গত হইতে পার আমি তাহার সদুপায় করিয়া দিতেছি, সংপ্রতি তুমি এক জন সুনিপুণ সূত্রধর ও কয়েক খানি কাষ্ঠ ফলক আনয়ন কর।" আজ্ঞামাত্র আমি সূত্রধর ও কাষ্ঠ ফলক আনয়ন করিলে, ভ্রমণকারী সূত্রধরকে কহিলেন, "দেখ সূত্রধর! তুমি এই তক্তা কয়েকখানি লইয়া এমন একটী সিন্ধুক প্রস্তুত কর যাহার দৈর্ঘ চারি, প্রস্থ দুই এবং ঊর্দ্ধ দুই হস্ত হইবে এবং উহার চারিধারে বায়ু সমাগমের জন্য কতকগুলিন ছিদ্র থাকিবে। ইহা বলিয়া পথিক বিবিধ সুকৌশল সম্পন্ন যন্ত্রগুলিন স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। সূত্রধর সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া সিন্ধুকটী প্রস্তুত করিল। ভ্রমণকারীও সমুদায় যন্ত্রগুলিন নির্ম্মাণ করিয়া রাখিলেন। পর দিবস ঐ সকল যন্ত্র সিন্ধুকের যথা স্থানে স্থাপিত হইলে, তৎপর দিবস প্রাতে ঐ সিন্ধুকটী একজন ভৃত্য দ্বারা বহন করাইয়া আমরা দুই জনে নগর প্রান্তবর্ত্তী একটী নির্জ্জন বন মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তদনন্তর পথিক ভৃত্যকে তথা হইতে বিদায় করিয়া দিয়া স্বয়ং ঐ সিন্ধুকে আরোহণ করিল। আরোহণ করিবামাত্র সিন্ধুক এমনি বেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল, যে ক্ষণকাল মধ্যেই উহা আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িল, তখন আমি সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সিন্ধুকোদ্দেশে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছি এমন সময় সিন্ধুকটী আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তদ্দর্শনে আমার মনোমধ্যে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দোদয় হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

তদনন্তর পর্য্যটক ঐ সিন্ধুক হইতে বহির্গত হইয়া বলিলেন, "মালেক! তুমি এই অভূতপূর্ব্ব সিন্ধুকটী অবলোকন করিয়া অবশ্যই অতিশয় চিন্তিত হইয়াছ, কিন্তু ইহাতে তন্ত্র মন্ত্র কিছুই নাই কেবল যন্ত্রবলেই ইহা পরিচালিত হইয়া থাকে, অতএব যদি তোমার দেশভ্রমণে অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, তবে এই সিন্ধুকে আরোহণপূর্ব্বক শূন্যমার্গ অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছন্দে যথা ইচ্ছা গমন কর।" এই বলিয়া ভ্রমণকারী আমাকে ঐ সিন্ধুকটী প্রদানপূর্ব্বক উহা যে কিপ্রকারে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এবং ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে চালাইতে হয় এবং কিপ্রকারে যে উহা থামান যায় তৎসমুদায় বিশেষরূপে বলিয়া দিলেন।

তদনন্তর আমি স্বয়ং ঐ সিন্ধুকের গুণ পরীক্ষা করিবার মানসে উহাতে আরোহণপূর্ব্বক উহা যে কলদ্বারা ঊর্দ্ধগামী হয় যেমন সেই কলটী টিপিয়া ধরিলাম, অমনি সিন্ধুকটী বায়ুবেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল, তখন আমি নানাদেশ, নগর ও অর্ণব প্রভৃতি দর্শন করণানন্তর অতুল আনন্দ সহকারে গৃহে প্রত্যাগমন হইলাম।

গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই আমি সর্ব্বাগ্রে ঐ প্রাণতুল্য সিন্ধুকটীকে লুকাইয়া রাখিলাম। তদনন্তর শিল্পকারকে পারিতোষিক স্বরূপ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলে তিনি স্ব দেশাভিমুখে চলিয়া গেলেন। আমিও পূর্ব্বের ন্যায় স্বীয় বন্ধুবান্ধবের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে রত হইলাম। তাহাতে অত্যল্প কাল মধ্যেই আমার যাহা কিছু ছিল তৎসমুদায় বিনষ্ট হইল। তখন আমি সম্ভ্রম রক্ষার্থ ঋণ করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু ঋণ দাতাগণ আমাকে ঋণ পরিশোধে অসমর্থ দেখিয়া আমার নামে নালিশ করিতে উদ্যত হইল। তাহাতে
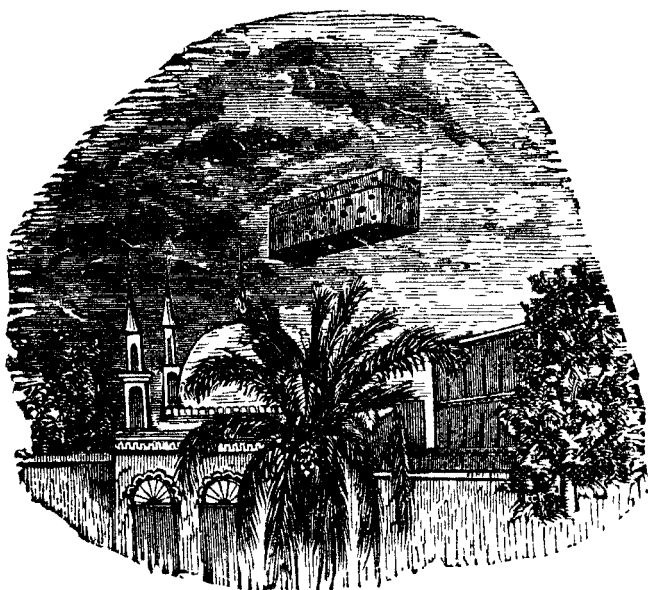
মালেক তন্তুবায় সিন্ধুকারোহণপূর্ব্বক শূন্যমার্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে।

আমি মহা ভীত হইয়া আমার যাহা কিছু ধনসম্পত্তি ছিল তৎসমুদায় এবং কিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে লইয়া একদা যামিনী যোগে ঐ সিন্ধুকারোহণে তদ্দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক শূন্যারোহণ করিলাম। এবং সমস্ত নিশি অপ্রকাশ্যভাবে গমন করিবার পর সূর্য্যোদয় হইলে দেখিলাম, নীচে কেবল শৈল, গিরি, অরণ্য ও অর্ণব; লোকালয় মাত্র দৃষ্ট হয় না, তাহাতে পুনরায় সমস্ত দিন এবং রাত্রি শূন্যমার্গেই গমন করিলাম। তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে নিম্নে এক সুন্দর নগর এবং তন্নিকটে একটী অত্যাশ্চর্য্য অট্টালিকা দৃষ্ট হইল কিন্তু ঐ নগরী যে কাহার তাহা না জানায় উহা অবগত হইবার মানসে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতেছি এমন সময় দেখিতে পাইলাম ঐ অট্টালিকার অনতিদূরে এক জন কৃষক অনন্যমনে ভূমি কর্ষণ করিতেছে। তদ্দর্শনে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া নগরের প্রান্তবর্ত্তী কানন মধ্যে অবতরণপূর্ব্বক সিন্ধুকটী সেই

স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া, কৃষকের নিকট গমন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই! তুমি কি বলিতে পার এই নগরীর নাম কি এবং ইহার অধিপতি কে?' তচ্ছ্রবণে কৃষাণ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধভাবে কহিল, "সেকি মহাশয়! আপনি কি কখন বিখ্যাত গজনা নগরের নাম শ্রবণ করেন নাই এবং প্রবল পরাক্রান্ত বাহমান রাজা যে ইহার অধিপতি তাহাও কি অবগত নহেন?" আমি কহিলাম, "ভাই! জ্ঞাত বিষয় অবগত হইবার জন্য কেহ কি কাহাকে বিরক্ত করিয়া থাকে?" আমার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে ক্ষেত্রপ কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে দেখিয়া আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই! এই সম্মুখবর্ত্তী পুরিটী কাহার?" ক্ষেত্রপ বলিল, 'রাজকন্যা সেরিণী তথায় বাস করেন, ইনি যখন অতি শৈশব তখন গণকগণ বিবিধ প্রকার গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে যৌবনের প্রারম্ভে দুরাচার ব্যক্তিগণ নানাবিধ কৌশল প্রকাশপূর্ব্বক ইঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে। সেই ছলনা নিবারণের জন্যই মহারাজ এই সাতমহল পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া রাজকন্যাকে তন্মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন। পুরীর চতুর্দ্দিকে জলপূর্ণ খেয় এবং উহার প্রতিমহলে এক একটী লৌহময় দ্বার। রাজা স্বয়ং ঐ সমস্ত দ্বারের চাবি রাখিয়া থাকেন, এবং সপ্তাহান্তে এক এক বার যাইয়া ঐ সমস্ত তত্ত্বাবধারণ করেন। তদ্ভিন্ন শত শত দ্বারপালগণ দ্বার রক্ষা করিতেছে। কিন্তু রাজকন্যার নিকট এক জনমাত্র বৃদ্ধা রক্ষিণী এবং কয়েক জন সহচরী আছে।"

আমি ক্ষেত্রপের স্থানে এই সমস্ত অবগত হইয়া নগর মধ্যে গমন করতঃ নানাবিধ কৌতুকাদি দর্শন করিলাম। তদনন্তর সন্ধ্যার সময় বনমধ্যে গমন করিয়া স্বীয় সিন্দুক হইতে কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য বাহির করিয়া আহার করিলাম। আহারান্তে নিদ্রাসুখ উপভোগ করণাভিপ্রায়ে শয়ন করিলাম বটে, কিন্তু ক্ষেত্রপের নিকট সেরিণী সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা শুনিয়াছিলাম নিয়ত তাহাই মনোমধ্যে উদিত হওয়ায় সমস্ত রজনীর মধ্যে আমি একবারও নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিতে পারিলাম না। অতঃপর রজনী প্রভাতা হইবামাত্র আমি মনেং ভাবিলাম, "অদ্য রজনীতেই স্বীয় পক্ষরূপ সিন্দুক আরোহণপূর্ব্বক সেরিণীর গৃহেগমন করিব, এবং যদি তাঁহাকে কোন মতে সন্তুষ্ট করিতে পারি তাহা হইলে উভয়েই পরম সুখে সেই পুরীমধ্যেই বাস করিব।"

তৎকালে আমার নবীন বয়স, এবং হিতাহিত জ্ঞান ছিল না, সুতরাং রজনী আগতা হইলে আমি ভবিষ্যদ্বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া সেই অপূর্ব্ব সিন্দুকারোহণপূর্ব্বক আকাশ পথে উত্থিত হইলাম। একে তামসী রজনী তাহাতে শূন্যপথে গমন সুতরাং সহস্র-শমন সদৃশ প্রহরীগণ দ্বাররক্ষা করিলেও তন্মধ্যে কেহই আমাকে দেখিতে পাইল না। এইরূপে আমি

মালেক তন্তুবায় সেরিণীর পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক তদীয় হস্ত চুম্বন করিতেছে।

নির্ব্বিঘ্নে রাজনন্দিনীর অট্টালিকোপরি অবতরণপূর্ব্বক ছাদে সিন্ধুক রাখিয়া নীচে নামিয়া দেখিলাম দ্বার অবারিত রহিয়াছে এবং গৃহমধ্যে কতিপয় সুগন্ধি দীপ জ্বলিতেছে। তন্মধ্যে অসামান্য রূপ যৌবনসম্পন্না একটী ললনা এক খানি অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া একাকিনী নিদ্রা যাইতেছেন। তদ্দর্শনে আমি গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক চিত্র পুত্তলির ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিতে২ আমি এমনি অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম, যে রাজনন্দিনীর শয্যা পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহার করচুম্বন করিলাম। চুম্বন করিবামাত্র রাজনন্দিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন তিনি গৃহ মধ্যে পুরুষ দেখিয়া মহাভীতা হইয়া চীৎকার স্বরে স্বীয় রক্ষিণীকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার রক্ষিণী পার্শ্ববর্ত্তী গৃহেই শয়ন করিয়াছিল সুতরাং চীৎকার শব্দ শুনিবামাত্র রাজবালার নিকটে দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাজবালে! তুমি নিদ্রিতাবস্থায় এরূপ চীৎকার করিয়া উঠিলে কেন?" রাজনন্দিনী কহিলেন, "রক্ষিণি! আমায় রক্ষা কর, গৃহ মধ্যে কোন্ পুরুষ আসিয়াছে দেখ, তুমি বুঝি কৌশল করিয়া ইহাকে আনয়ন করিয়াছ?" রাজনন্দিনীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে রক্ষিণী সাতিশয় বিস্মিতা হইয়া কহিল, "ঠাকুরাণি! আপনি এ কি কথা বলিতেছেন, আমি ইহার বিন্দুমাত্র অবগত নহি। পুরীর চতুর্দ্দিকে যখন গভীর জলপূর্ণ খেয় রহিয়াছে ও সহস্র সহস্র শমন সদৃশ প্রহরীগণ যখন পুরী দ্বার রক্ষা করিতেছে এবং রাজা স্বয়ং যখন ঐ সমস্ত দ্বারের চাবি আপনার নিকট রাখিয়া থাকেন তখন আমিই বা কি প্রকারে ইহাকে এস্থানে আনয়ন করিব? অতএব আমার প্রতি আর বৃথা দোষারোপ করিবেন না।"

যখন রাজকন্যা ও রক্ষিণী উভয়ে এবম্বিধ বাক্‌বিতণ্ডা হইতে লাগিল,

তখন আমি মনে২ চিন্তা করিতে লাগিলাম রাজকন্যা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে আমি কি কহিব। হঠাৎ মনে উদয় হইল পীরাগ্রগণ্য মহম্মদ বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করি। তখন রাজবালাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, "সুন্দরি! আমাকে দেখিয়া ভীতা হইও না, আমি ঠক বা প্রবঞ্চক নহি যে প্রহরীদিগকে ধনদানে বশীভূত করিয়া ছলনাপূর্ব্বক তোমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে আসিয়াছি, আমি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের পুত্র পীরাগ্রগণ্য মহম্মদ পৈগম্বর, ছল চাতুরী কাহাকে বলে আমি তাহার কিছুমাত্র অবগত নহি। কেবল তুমি রাজনন্দিনী হইয়া বন্দিনীরন্যায় অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছ, এবং তোমার এ নবযৌবন অকারণ পর্য্যবসিত হইতেছে দেখিয়া আমার মনে দুঃখোদয় হওয়ায় আমি তোমাকে এই বন্দিনীদশা এবং দুষ্ট লোকদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার মানসেই এই স্থানে আগমন করিয়াছি। অতএব তুমি শত্রু শঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমায় ভজনা কর, তাহা হইলে তোমার সুখের অবধি থাকিবে না, তদীয় পিতা সকল রাজার পূজ্য হইবেন এবং রাজকন্যা মাত্রেই তোমার ন্যায় সুখী হইতে বাঞ্ছা করিবেন।"

আমি যখন এই সমস্ত কথা বলিতে লাগিলাম তখন রাজকন্যা এবং রক্ষিণী ক্রমাগত পরস্পর মুখ চাহাচাহি করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আমার মনোমধ্যে এরূপ ত্রাস জন্মিল, যে তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু অত্যল্প কাল মধ্যেই আমার সমুদায় শঙ্কা দূরীভূত হইল, যেহেতু তাহারা প্রভু মহম্মদের নাম শুনিবামাত্র স্ত্রীজাতি সুলভ-সরলতা প্রযুক্ত উভয়ে আমার পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক অতি করুণস্বরে কহিতে লাগিল, "প্রভো! এ অধিনীগণের অপরাধ ক্ষমা করুন।" আমি ঐ রমণীদ্বয়ের এবম্বিধ ভক্তি দর্শনে তাহাদিগকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিয়া রাজবালা সেরিণী সহ পরম সুখে সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিলাম। এবং অতি প্রত্যূষে কল্য পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া তাহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

তৎপরে বনে অবতীর্ণ হইয়া সিন্ধুকটী সেই স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া নগর মধ্যে গমন করতঃ অষ্টাহের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য, নানাবিধ উত্তমোত্তম পরিচ্ছদ এবং কতকগুলিন অত্যুৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্য ক্রয় করিলাম। ব্যয় বাহুল্য হেতু কিছুমাত্র চিন্তা করিলাম না। অতঃপর কাননে প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ আহার করতঃ স্বীয় অঙ্গরাগ এবং বেশবিন্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম, তাহাতে প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি অতীত হইল। তখন তাড়াতাড়ি সিন্ধুকারোহণপূর্ব্বক রাজকন্যা সেরিণীর নিকট গমন করিলাম। রাজকন্যা

আমাকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে নাথ! অদ্য এত বিলম্ব হইল কেন? আপনার বিলম্ব দেখিয়া আমি মনে বিবেচনা করিয়াছিলাম, প্রভু বুঝি আমাকে বিস্মৃত হইয়াছেন।" আমি কহিলাম, "প্রিয়ে! তুমি ক্ষণ-কালের জন্য সে আশঙ্কা করিও না, যেহেতু আমার বাক্য অন্যথা হইবার নহে।" তখন রাজকন্যা বলিলেন, "প্রভো! আমি গুরুজন মুখে শুনিয়াছি এবং ধর্ম্ম পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, যে মহম্মদ অতি বৃদ্ধ এবং তাঁহার চিবুকে পক্ক দাড়ি আছে, কিন্তু আপনাকে তদ্রূপ না দেখিয়া এরূপ যুবা দেখিতেছি ইহার কারণ কি?" আমি উত্তর করিলাম, "প্রিয়ে! সেই আমার বাস্তবিক রূপ বটে, কিন্তু বৃদ্ধ দেখিলে যুবতীগণের মনোরঞ্জন হয় না। তজ্জন্যই আমি এবম্প্রকার রূপ ধারণ করিয়াছি।" তচ্ছ্রবণে বৃদ্ধা ধাত্রীও আমার বাক্যের পোষকতা করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। তখন আমি সেরিণী সহ পরম সুখে সমস্ত রজনী বঞ্চন করিলাম।

কিছুদিন এইরূপ গমনাগমনের পর সংপ্রতি রাজকন্যা সেরিণীর বিশ্বাস এরূপ বদ্ধ মূল হইয়া উঠিল, যে সে ক্ষণকালের জন্যও আমার অভি-লাষানুরূপ কার্য্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইত না। অনন্তর এক দিবস বাহমান রাজা পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে স্বীয় তনয়াকে দেখিতে আসিলেন। পুরী প্রবেশ কালে দ্বারস্থিত স্ব নামাঙ্কিত মোহরের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই দেখিয়া স্ব সঙ্গীগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ অমাত্যগণ! যদবধি দ্বারস্থিত মুদ্রাঙ্কন এই ভাবে অব্যত্যয় থাকিবে তদবধি সেরিণী সম্বন্ধীয় গণ-নার সফলতা হইবে না।" এই বলিয়া রাজা পুরী প্রবেশ করিলেন। এবং পাত্র মিত্রগণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। নৃপদুহিতা পিতাকে সমাগত দেখিয়া মহাসমাদরপূর্ব্বক স্বীয় জননী ও অন্যান্য পরিজনবর্গের কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন বটে, কিন্তু পিতার অজ্ঞাতসারে মহম্মদকে বিবাহ করিয়াছেন ভাবিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। রাজা কন্যার ঈদৃশ ভাব দর্শনে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তোমাকে যে অদ্য বিষণ্ণ ভাবাপন্না দেখিতেছি ইহার কারণ কি?" রাজার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে রাজনন্দিনী আরও লজ্জিতা হইলেন। তখন রাজা সাতিশয় সন্দিগ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ কেবল সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজ-বালা কি করেন পিতার এবম্বিধ নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে অবশেষে মহম্মদের সহিত তাঁহার যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করি-লেন। রাজা কন্যার প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্র বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূমে পতিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "রে দুশ্চারিণি! তুই এত বুদ্ধিমতী হইয়াও এক জন সামান্য নর কর্তৃক প্রতারিত হইলি?

হায় হায়! আমি এত চেষ্টা করিয়াও তোর সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিলাম না।”

এই বলিয়া রাজা আরক্ত লোচনে পাত্র মিত্র গণকে আহ্বানপূর্ব্বক বাটীর প্রত্যেক স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথা দিয়া যে সেই দুরাচার গমনাগমন করে তাহার চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর প্রধান মন্ত্রীকে নিকটে ডাকিয়া তিনি সেরিণীর নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন এবং তৎপরে স্বয়ং যাহা২ করিয়াছেন তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, “মন্ত্রিন্! ইহার উপায় কি বল দেখি?” মন্ত্রী বাহমান প্রভুমুখাৎ এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে কহিলেন, “মহারাজ! এ কথা বড় অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে না, যেহেতু আমি শুনিয়াছি এই পৃথিবীতে এমন লোক অনেক আছেন যাঁহারা দেব অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও পৃথিবীর পাপভার বিমোচনার্থ মানবাকার ধারণ করিয়া সদা সর্ব্বদা এই স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, ইহাও সেই প্রকার হইতে পারে।” মন্ত্রীর এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে আর আর সকলেই তদ্বিষয়ের পোষকতা করিলেন, কেবল ভগ্নপাদ নামে এক জন মন্ত্রী এই কথায় সায় না দিয়া কহিলেন, “ভাই! তুমি জ্ঞানবান্ হইয়া এ কথা কিপ্রকারে বলিলে, যে মহম্মদ পরমেশ্বরের প্রিয়তমপুত্র, যিনি অন্যান্য দেবগণের অগ্রগণ্য, অসংখ্য অসংখ্য দেবকন্যা এবং স্বর্গীয় বিদ্যাধরীগণ যাঁহার পদসেবা করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ বোধ করেন, তিনি যে তৎসমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক এক জন সামান্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবেন ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কোন শঠ লোক সেই দেবাদিদেব মহম্মদের নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজকুমারীকে ছলনা করিয়াছে, অতএব রাত্রিকালে সতর্কভাবে ইহারই কারণানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।” রাজা, ভগ্নপাদ মন্ত্রীর এবম্প্রকার সৎপরামর্শে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ স্ব সমভিব্যাহারী পাত্র মিত্রগণকে বিদায় দিয়া আপনি সেরিণীর গৃহে গিয়া বসিয়া রহিলেন।

যতক্ষণ না দিবা অবসান হইল ততক্ষণ রাজা উন্মত্তের ন্যায় একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এবং মধ্যে২ কন্যাকে মহম্মদ সম্বন্ধীয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষ কন্যাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “রাজবালে! তুমি কখন প্রভু মহম্মদকে তোমার গৃহে আহার করিতে দেখিয়াছ?” কন্যা কহিল, “পিতঃ! আমি প্রত্যহ দেবাদিদেব মহম্মদের জন্য চোব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া স্বর্ণথালে স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখি বটে, কিন্তু কোন দিন তাঁহাকে কিছুমাত্র আহার করিতে দেখি নাই, যেমন খাবার তেমনিই থাকে। এইরূপ

কথোপকথনে দিবা অবসান হইল। তখন নরনাথ যেমন দীপটী সম্মুখে রাখিয়া একখানি নিষ্কোষিত অসি হস্তে পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশনপূর্ব্বক "যদি তিনি প্রভু মহম্মদ না হইয়া কোন শঠ লোক হবেন তাহা হইলে আমি এই অসির একাঘাতেই তাহার মস্তক-চ্ছেদন করিয়া স্বীয় পরিতাপ তপ্ত-হৃদয়কে শীতল করিব।" মনেং এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন এমন সময় গবাক্ষ দিয়া আকাশ পথে একটী উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইলেন। তখন তাড়া তাড়ি গবাক্ষ সন্নিধানে গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সমস্ত আকাশ অগ্নিময় দেখিয়া মনেং ভাবিতে লাগিলেন সত্য সত্যই বুঝি প্রভু মহম্মদ আকাশ পথ অগ্নিময় করিয়া এই স্থানে আগমন করিতেছেন। রাজা মনেং এবম্প্রকার চিন্তা করিতেছেন এমন সময় আমি ছাদে অবতরণপূর্ব্বক সিন্দুকটী সেই স্থানে রাখিয়া দিবা সেরিণীর গৃহে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু রাজা আমাকে দেখিবামাত্র এমনি ভীত হইলেন, যে তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত হইতে সেই নিষ্কোষিত অসি ভূতলে পড়িয়া গেল। তখন তিনি কম্পান্বিত কলেবরে আমার চরণ ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "প্রভো! এ দীনের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আজ আমার কি শুভ দিন যে, যে মহম্মদের কৃপাকটাক্ষে পাপীগণ পর্য্যন্ত পাপ বিমুক্ত হয় আমি স্ব চক্ষে তাঁহাকে দর্শন করিলাম। হে দীন দয়াময়! আমার কন্যার প্রতি আপনি এক্ষণে যে প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন আমার প্রতিও যেন আপনার চিরকাল সেই ভাব থাকে, এই আমার প্রার্থনা।"

আমি রাজার প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম, যে রাজকন্যা সেরিণী তাঁহার নিকট সমুদায় বিষয় ব্যক্ত করিয়াছে, অতএব রাজাকে ভূমি হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক কহিলাম, "দেখ বাহমান! তুমি আমার ভক্তাগ্রগণ্য, অতএব তোমার কন্যার দুঃখ দেখিয়া আমি এক দিন পিতৃদেব সন্নিধানে গমন করিয়া যাহাতে তদীয় কন্যার দুঃখ বিমোচন হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করিলাম, তখন পিতা আমাকে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণে একান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া কহিলেন, দেখ মহম্মদ আমি যাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছি তাহা কোন প্রকারে খণ্ডন হইবার নহে, তবে তুমি যদি কৃপাবান্ হইয়া রাজকন্যা সেরিণীকে স্বয়ং বিবাহ করিতে পার তাহা হইলে সে প্রতারকগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে, নতুবা উহার উপায়ান্তর নাই। আমি বিধাতার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে পরম পুলকিত হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্যই তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছি।"

রাজা আমার এই সমস্ত কথা শুনিয়া আনন্দে অজ্ঞান প্রায় হইলেন, এবং

পুনরায় ভূমে পতিত হইয়া আমার চরণ চুম্বনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আমি কি এমন ভাগ্যবান্ যে মহম্মদ স্বয়ং আমার জামাতা হইবেন।" তদনন্তর আমি তাঁহার হস্ত ধারণ করতঃ ভূমি হইতে উত্তোলন করিলে তিনি আর তথায় ক্ষণবিলম্ব না করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। আমিও সেরিণীকে লইয়া পরম সুখে রজনী বঞ্চন করিতে লাগিলাম। কিন্তু চোরের মন কখন নিঃশঙ্ক হয় না, পাছে রাত্রি শেষে কেহ আমার সিন্ধুকটী দেখিতে পায় তাহা হইলে আমার সমুদায় চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িবে এই ভয়ে সমস্ত রজনীর মধ্যে আমি একবার নেত্রনিমীলন করিতে পারিলাম না, পরে রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলাম।

পরদিবস প্রাতঃকালে রাজকর্ম্মচারীগণ গত রজনীর তথ্য অবগত হইবার মানসে তথায় আগমন করিলে, মহারাজ প্রধান মন্ত্রীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ মন্ত্রি! আমার সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে, এবং তিনি যে প্রভু মহম্মদ তদ্বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।" এই বলিয়া গত রজনীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। রাজার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে মন্ত্রী এবং অন্যান্য সভাসদ্গণ সকলেই আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন। কেবল পূর্ব্ব দিবসে যে মন্ত্রী ইহা বিশ্বাস করেন নাই, তিনি তাহা প্রত্যয় করিলেন না। রাজা তাঁহার প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য বিবিধমত প্রকারে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভগ্নপাদ মন্ত্রী কোন প্রকারে ইহা বিশ্বাস করিলেন না দেখিয়া অন্যান্য মন্ত্রীগণ তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন এবং অবশেষে তাঁহাকে উন্মত্ত বিবেচনা করিয়া সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা পাত্র মিত্রগণ সমভিব্যাহারে স্ব গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে২ এমনি মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল, যে দিবসকে রজনী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এবং মেঘ ও বজ্রের কড় কড় শব্দে অশ্বগণ মহা ভীত হইয়া ঘন২ লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। হঠাৎ যে মন্ত্রী প্রভু মহম্মদকে বিশ্বাস করেন নাই তাঁহার অশ্ব ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাঁহাকে এমনি যোরে ভূমে ফেলিয়া দিল, যে তাহাতেই মন্ত্রীর এক খানি পদ ভগ্ন হইল। তদ্দর্শনে রাজা ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ সকলেই বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "কেমন আমাদিগের কথায় প্রত্যয় না করিয়া প্রভু মহম্মদকে যে নিন্দাবাদ করিয়াছিলে তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইলে।" তদনন্তর তাঁহারা সকলেই ধরাধরি করিয়া ভগ্নপাদ মন্ত্রীকে নগর মধ্যে লইয়া গেলেন। রাজা নগরে উপনীত হইয়াই প্রজাগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ প্রজাগণ! প্রভু

মহম্মদের সহিত রাজকন্যা সেরিণীর শুভবিবাহ হইয়াছে, অতএব তোমরা কতিপয় দিবস আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত কর।” রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র প্রজাগণ মহানন্দে উল্লাসিত হইয়া মহোৎসব করিতে আরম্ভ করিল। রাজাও অন্যান্য মন্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে রাজকন্যার সৌভাগ্য বর্ণন এবং ভগ্নপাদ মন্ত্রীর দোষ-ঘোষণা করিয়া সমস্ত নগর মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

দৈবগতিকে আমি সেই দিবস নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুনিলাম, “প্রজাগণ সকলেই বলিতেছে, এক জন মন্ত্রী প্রভু মহম্মদ যে রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করেন নাই বলিয়া প্রভু তৎপ্রতি রাগান্বিত হইয়া তাহার একটী পদ চূর্ণ করিয়াছেন। আরও শুনিলাম, যে রাজা সমস্ত প্রজাগণকে মহম্মদের প্রীত্যর্থ মহা মহোৎসব করিতে অনুমতি দিয়া স্বয়ং পাত্র মিত্রগণ সমভিব্যাহারে লইয়া সমস্ত নগর মধ্যে রাজকন্যার সৌভাগ্য বর্ণন এবং মহম্মদের গুণগান করিয়া বেড়াইতেছেন।” আমি এতাবৎ দর্শন ও শ্রবণ করণানন্তর সন্ধ্যার প্রাক্কালে বনে প্রত্যাগমন করিয়া সন্ধ্যার পর সিন্দুকারোহণে রাজকন্যার নিকট গমন করিয়া আদ্যোপান্ত তৎসমুদায় বর্ণন করতঃ কহিলাম, “দেখ প্রিয়ে! ইহ আমার সামান্য শাসন, অতঃপর যদি কেহ আমাকে বিশ্বাস না করে তবে তাহার প্রাণ সংহার করিব।” ইহা বলিয়া রাজকন্যার সঙ্গে মনের আনন্দে রজনী বঞ্চন করতঃ প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে গমন করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে ভূপতি পুনরায় পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে কন্যা-সদনে গমন করিয়া পূর্ব্ব দিবসীয় সমুদায় ঘটনা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলে সেরিণী কহিলেন, “পিতঃ! আমি গত রজনীতে প্রভু মহম্মদের নিকট ঐ ঘটনাবলীর আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি।” এই বলিয়া রাজকন্যা মেঘাড়ম্বর হইতে ভগ্নপাদ মন্ত্রীর পদপূর্ণ হওন পর্য্যন্ত প্রভু মহম্মদের নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন তৎসমুদায় অবিকল বর্ণন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! মহম্মদ আরও বলিয়াছেন ইহা আমার সামান্য শাসন, ভবিষ্যতে যদি কেহ আমাকে অবিশ্বাস করে তবে তাহার প্রাণনাশ না করিয়া ক্ষান্ত হইব না।” রাজা কন্যা প্রমুখাৎ এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় অমাত্যগণকে কহিলেন, “মন্ত্রিগণ! তোমরা যাহা চক্ষে দর্শন করিয়াছ এবং কর্ণে শ্রবণ করিলে তাহা কি আর অবিশ্বাস করিতে পার?” রাজার এই কথা শুনিয়া তদীয় অমাত্যগণ তৎক্ষণাৎ রাজকন্যার পদধারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, “মাতঃ! অদ্যাবধি যাহাতে প্রভু আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন এবং আমরা সকল বিপদ

হইতে পরিত্রাণলাভ করিতে পারি তাহা আপনাকে করিতে হইবে।” রাজকুমারী তদ্বিষয়ে সম্মতা হইলে রাজা ও অমাত্যগণ স্ব স্ব গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু সময়ের গতিরোধ করে কাহার সাধ্য, ক্রমে এক মাস অতীত হইল। তখন মহম্মদের সঞ্চিতার্থ নিঃশেষিত হওয়ায় আহারাভাবে মহম্মদের জীবন-ধারণ করা কঠিন হইল। কাহারও সহিত আলাপ পরিচয় নাই যে কিছু ঋণ করিয়া দিনপাত করিব। সুতরাং দুই তিন দিবস অনাহারেই কাটিয়া গেল। অবশেষ একদা রাজকন্যাকে কহিলাম, “দেখ প্রিয়তমে! বিবাহান্তে যৌতুক প্রদান করা যে একটা লৌকিক ব্যবহার আছে, তোমার পিতা আমাকে তাহা দেন নাই বলিয়া দেবগণ আমাকে যৎপরোনাস্তি বিদ্রূপ করিয়া থাকেন।” রাজকন্যা বলিলেন, “প্রভু! তজ্জন্য চিন্তা কি, আমি পিতাকে বলিয়া এখনি যথোচিত ধনসম্পত্তি প্রদান করাইব।” আমি কহিলাম, ‘প্রেয়ে! এই সামান্য বিষয়ের জন্য রাজাকে জানাইবার আবশ্যকতা কি? তোমার গাত্রে যে সমস্ত অলঙ্কার আছে তন্মধ্য হইতে কয়েক খানি প্রদান করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে।” আমার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে রাজনন্দিনী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় সমস্ত অঙ্গাভরণ উন্মোচনপূর্ব্বক আমাকে প্রদান করিল। আমি তন্মধ্য হইতে দুই খানি বহুমূল্য প্রস্তর গ্রহণ করণানন্তর যথা সময়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। এবং তৎপর দিবস প্রাতে নগরে প্রবেশপূর্ব্বক এক রত্নবণিকের স্থানে উহা বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট ধন প্রাপ্ত হইলাম, সুতরাং আমার ছল চাতুরীও চলিতে লাগিল।

এইরূপে প্রায় মাসদ্বয় অতীত হইলে, এক দিবস কাসম নামে এক জন মহাবল-পরাক্রান্ত রাজা সেরিণীর রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য গজনা দেশে এক জন দূত প্রেরণ করিলেন। দূত রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া বাহমান রাজ সমক্ষে করযোড়ে নিবেদন করিল, “মহারাজ! সেরিণী নামে আপনার যে এক পরমা সুন্দরী কন্যা আছেন মদীয় স্বামী তাঁহাকে বিবাহ করণাভিপ্রায়ে আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।” তচ্ছ্রবণে ভূপতি কহিলেন, “দূত! ইতিপূর্ব্বে আমি প্রভু মহম্মদকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি, অতএব তোমার প্রভুর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না।” দূত বাহমান প্রমুখাৎ এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিল। তৎপরে তাঁহাকে উন্মত্ত বিবেচনা করিয়া স্ব দেশাভিমুখে যাত্রা করিল।

তদনন্তর কতিপয় দিবস পরে দূত স্ব রাজ্যে উপস্থিত হইয়া কাসম

ভূপতির নিকট তৎসমুদায় ব্যক্ত করিলে, কাসমভূপতিও প্রথমতঃ বাহমানকে উন্মত্ত বিবেচনা করিলেন, অতঃপর ভাবিলেন বাহমানভূপতি এতদ্দ্বারা আমার যথেষ্ট অপমান করিয়াছেন। অতএব ক্রোধকম্পান্বিত-কলেবর হইয়া সেনাপতিকে আহ্বানপূর্ব্বক রণসজ্জা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। আজ্ঞামাত্র সমস্ত প্রস্তুত হইলে বাহমানভূপতিকে যথোচিত শাস্তি প্রদানার্থ রাজা স্বয়ং যোদ্ধৃবেশে সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে গজনা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া উহার প্রান্তভাগে শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এদিকে নগরাধ্যক্ষ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া রাজার নিকট গমন করতঃ তৎসমুদায় জ্ঞাপন করিলে রাজার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল যেহেতু তৎকালে তাঁহার যুদ্ধোপকরণ কিছুমাত্র ছিল না, সুতরাং তিনি কি প্রকারে সংগ্রাম করিবেন,অতএব মন্ত্রীগণকে আহ্বানপূর্ব্বক ইহার একটী সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে যাহার মনে যেরূপ উদয় হইল তিনি তাহাই বলিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে একটীও রাজার মনঃপূত হইল না। তখন ভগ্নপাদ মন্ত্রী পরিহাসপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! প্রভু মহম্মদ যাঁহার জামাতা এবং তিনি মনে করিলে পলকাল মধ্যেই সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করিতে পারেন তিনি বিদ্যমান থাকিতে আপনার ভাবনা কিসের? তিনি মনে করিলে মুহূর্ত্তমধ্যেই এই বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিয়া দিবেন, অতএব তাঁহারই শরণাপন্ন হউন।"

ভগ্নপাদ মন্ত্রী বিদ্রূপভাবে এই সমস্ত কথা বলিলেন বটে, কিন্তু রাজা তৎসমুদায় সত্য জ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় কন্যার নিকট গমন করতঃ কহিলেন, "রাজবালে! আমি মহা বিপদে পতিত হইয়াছি, কাসমরাজা ত্বদীয় পাণিগ্রহণে অসমর্থ হইয়া রণসজ্জায় অদ্য রজনী গজনা নগরে আগমনপূর্ব্বক শিবিরমধ্যে বাস করিতেছেন, রাত্রি প্রভাতা হইবামাত্র সমর আরম্ভ হইবে, কিন্তু আমার কিছুমাত্র যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত নাই, অতএব প্রভু মহম্মদের কৃপাদৃষ্টি ব্যতিরেকে আমার পরিত্রাণ নাই, অতএব যাহাতে তাঁহার দয়ার উদ্রেক হয় তাহা করিতে হইবে।" মোরণী বলিলেন "তাতঃ! তজ্জন্য চিন্তিত হইবেন না, প্রভু অচিরেই শত্রুকুল নির্ম্মূল করিবেন।"

বাস্তব আমিও সে সময়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম না। শত্রুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণাবধি তাহাদিগের শিবির সন্দর্শন করিতেছিলাম এবং কিরূপে যে তাহাদিগকে পরাভূত করিব তাহারই উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট ছিলাম। অবশেষে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় কতকগুলিন প্রস্তর খণ্ড সংগ্রহ করতঃ সিন্ধুকারোহণপূর্ব্বক শূন্যে উত্থিত হইয়া দেখিলাম, রাজা শিবির মধ্যে

অচেতন ভাবে নিদ্রা যাইতেছেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে সৈন্যগণও শিবির-মধ্যে নিদ্রা যাইতেছে। তদ্দর্শনে আমি সেই স্থানে অবতরণপূর্ব্বক এমনি যোরে রাজার মস্তকে এক খানি প্রস্তরাঘাত করিলাম, যে একাঘাতেই রাজা অচেতনপ্রায় হইয়া চীৎকার স্বরে স্বীয় সৈন্য সামন্তগণকে ডাকিতে লাগিলেন। তখন আমি সিন্ধুকারোহণপূর্ব্বক পুনরায় শূন্যে উঠিলাম, সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে কেহই আমাকে দেখিতে পাইল না। তদনন্তর আমি শূন্য হইতে এমনি যোরে প্রস্তরবৃষ্টি করিতে লাগিলাম, যে তদ্দ্বারা কাহার মস্তক কাহার পদ একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। তখন সৈন্যগণ, "প্রভু মহম্মদের কোপে পড়িলাম আর নিস্তার নাই।" এই বলিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক যথা ইচ্ছা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে বাহমানভূপতি সে দিবস মহম্মদের আগমনের অত্যন্ত বিলম্ব দেখিয়া কন্যাকে সমুদায় কথা বলিয়া স্ব ভবনে গমন করিলেন। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়াই দেখিলেন কাসমরাজের বহুসংখ্যক সৈন্য হত ও আহত হইয়া প্রান্তর মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং বাহমানরাজা সসৈন্যে গজনা দেশ পরিত্যাপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় পুলকিত হইয়া প্রভু মহম্মদকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক সসৈন্যে মহারাজ কাসমকে ধরিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

কাসম স্বীয় ভগ্ন মস্তকের বেদনায় অস্থির হইয়া অধিক দূর যাইতে না যাইতেই বাহমান তাঁহাকে ধরিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, "অরে পাপীষ্ঠ দুরাচার! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে তুই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস্, জানিস্ না যে আমি মনে করিলে তোকে মুহূর্ত্তমধ্যেই যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারি।" কাসম কহিলেন,' রাজন্! আপনি কন্যাদান করিলেন না বলিয়া আমি অতিশয় অপমানীত হইয়া স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি প্রভু মহম্মদ তাহার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়াছেন, এবং প্রভু মহম্মদ যে আপনার জামাতা তাহাও বিলক্ষণরূপে অবগত হইয়াছি, অতএব এক্ষণে আমাকে ছাড়িয়া দিউন।" কিন্তু বাহমান ভূপতি তদীয় বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ কাসমকে স্বরাজ্যে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার শিরশ্ছেদন করাইলেন। তখন বাহমানের সৈন্যসামন্তগণ কাসম ভূপতির সর্ব্বস্বাপহরণ করতঃ সমস্ত নগর মধ্যে মহামহোৎসব করিতে লাগিল।

অনন্তর দিবাবসান হইলে বাহমান ভূপতি কন্যা সদনে গমন করতঃ দিবসের সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণন করিতেছেন এমন সময় আমি তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। রাজা আমাকে দেখিবামাত্র ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "দেব! আপনারই কৃপায় আমি এ যাত্রা দুর্দ্দান্ত

দস্যুহস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলাম।” আমি রাজার এবম্বিধ বাক্য-শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করতঃ কহিলাম, “রাজন্! যখন আমি জানিলাম, যে কাসম রাজা সসৈন্যে ত্বদীয় রাজ্যে আগমন করিয়াছে এবং তোমাকে পরাস্ত করিয়া ত্বদীয় কন্যাকে লইয়া স্বীয় অন্তঃপুর মধ্যে বন্দিনীর ন্যায় বদ্ধ করিয়া রাখিতে মনস্থ করিয়াছে, তখন আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া তাহার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছি। অতঃপর আর কেহই তোমার প্রতিকূলাচরণ করিবে না। এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজা তোমার আরাধনা করিবে। যদি কেহ পুনরায় তোমার সহিত শত্রুতা করিবার মানসে এ স্থানে আগমন করে, তাহা হইলে আমি অজস্র অগ্নিবর্ষণ করিয়া তাহাকে ভস্মসাৎ করিব।”

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ কথোপকথনের পর রাজা স্থানান্তরে গমন করিলেন। আমিও নৌরিণী সহ পরমসুখে রজনী যাপন করিলাম। পরদিন প্রত্যূষে তথা হইতে প্রস্থান করণানন্তর নগর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলাম নগরবাসীগণ শত্রুবিনাশে পরম পরিতুষ্ট হইয়া পীরের প্রীত্যর্থ হাটে মাঠে সর্ব্বস্থানে নানাবিধ যাগযজ্ঞ এবং মহোৎসব করিতেছে। তদ্দর্শনে আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আরও কিছু পীরত্ব দেখাইবার মানসে বাজার হইতে কিঞ্চিৎ বারুদ ক্রয় করিয়া আনীয়া সমস্ত দিবস বনে বসিয়া নানা প্রকার বাজি প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। পরে রজনী আগতা হইলে আমি ঐ সমস্ত বাজি সিন্দুক মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক শূন্যে উত্থিত হইয়া বাজিতে অগ্নি প্রদান করিয়া নিম্নভাগে নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। তাহা দেখিয়া সমস্ত নগর লোকে লোকারণ্য হইল, এবং সর্ব্বত্র জয় মহম্মদের জয় বারম্বার কেবল এই ধ্বনিই হইতে লাগিল। অতঃপর আমার অগ্নিকার্য্য সমাপ্ত হইলে পুরবাসীগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিল, আমিও বনমধ্যে গমন করতঃ নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে লাগিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে নগর মধ্যে গমন করিয়া শুনিলাম, নগরবাসীগণ সকলেই বলিতেছে প্রভু মহম্মদ গত রজনীতে স্বর্গে বসিয়া অগ্নিক্রীড়া করিয়াছেন। কেহ কেহ কহিতেছে আমি আলোক মধ্যে প্রভু মহম্মদকে দেখিয়াছি, তাঁহার শরীর ক্ষীণ এবং মুখে পক্ক গোঁপ ও দাড়ি আছে।

আমি এইরূপে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করণানন্তর বনমধ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দেখিলাম, আমার প্রাণসম সিন্দুকটী পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে আমার মনে যে প্রকার শোকোদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তখন আমি অগত্যা মহম্মদলীলা সংবরণপূর্ব্বক রাজতনয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তদ্দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেরো দেশাভিমুখে যাত্রা

করিলাম। পথিমধ্যে কতিপয় সার্থবাহকের সহিত মিলিত হইয়া কেয়ো নগরে না গিয়া একেবারে ডামাস্কস নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এবং তন্তুবায়ের ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। মহারাজ! সেই সৈরিণী বিহনে আমার অন্তঃকরণে সুখের লেশমাত্র নাই। রাজন্! আমি মনে করিয়াছিলাম এ পাপ কার্য্য কাহার নিকট প্রকাশ করিব না, কিন্তু আপনার অনুরোধে তাহা বলিতে হইল। এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই, যে মহারাজ অনুগ্রহপূর্ব্বক এ দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করেন।

রাজা তন্তুবায়ের কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীকে ইঙ্গিত করিবামাত্র মন্ত্রী তন্তুবায়কে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে বিদায় করিয়া দিলেন।

বদরুদ্দীন ভূপতির ইতিহাসের অনুবৃত্তি।

বদরুদ্দীন ভূপতি মালেক তন্তুবায় ও সৈরিণীসম্বন্ধীয় আবদ্যন্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "মন্ত্রিন্! মালেক যদিও সুখী নহে তাই বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারি না যে ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় লোক অসুখী। বরং আমারই কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে এমন লোক অনেক থাকিতে পারে যাহারা প্রকৃত সুখী। অতএব তাহাদিগকে এই স্থানে আহ্বানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেই তোমার সমুদায় সংশয় অপনোদন হইবে।

আজ্ঞামাত্র মন্ত্রী সেনাপতি প্রভৃতি সমস্ত রাজকর্ম্মচারীদিগকে রাজসভায় আনয়ন করিলে, নরপতি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কর্ম্মচারীগণ! বল দেখি তোমাদিগের মধ্যে কেহ চির সুখী লোক আছে কি না? কিন্তু সাবধান যেন সত্য বই মিথ্যা বলিও না, মিথ্যা বলিলে এখনি প্রাণ দণ্ড হইবে।" রাজার প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্র তদীয় কর্ম্মচারীগণ অত্যন্ত ভয় প্রযুক্ত নিম্ন লিখিত প্রকারে স্ব স্ব বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিল। কেহ কহিল, "মহারাজ! আমার নিবাস ভূমি এখান হইতে অনেক দূর এবং আমার বনিতা নবযৌবনসম্পন্না কিন্তু আমি মহারাজের কার্য্যে ব্রতী থাকায় তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম অতএব আমার ন্যায় অসুখী এই ধরাধামে আর কে আছে?" অপর ব্যক্তি বলিল, "রাজন্! আমি সমস্ত দিন দরবারে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া যে সামান্য বেতন পাইয়া থাকি তদ্দ্বারা সুশৃঙ্খলপূর্ব্বক স্বীয় স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হওয়া দূরে থাকুক বরং কোন২ দিনে তাহাদিগকে অনাহারেও দিনপাত

করিতে হয়, অতএব আমার সুখ কোথায় ?” সেনাপতি কহিল, “মহারাজ ! আমি যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সর্ব্বদা যখন আমায় প্রাণ-বিনাশাশঙ্কায় কালাতিপাত করিতে হয় তখন আমার সুখ কোথায় ?” এইরূপে প্রত্যেকেই স্ব স্ব দুঃখ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে পর অবশেষ নগরপাল করযোড়ে নিবেদন করিল, “রাজন্ ! অতি দীনহীন ব্যক্তিও স্বীয় কামিনীসহ পরম সুখে যামিনী বঞ্চন করে। কিন্তু আমার এমনি দুরদৃষ্ট যে সমস্ত নিশি জাগরণকরতঃ তস্কর তাড়াইয়া বেড়াই একবার স্বীয় প্রেয়সীর মুখ দর্শন করিতে পাই না, অতএব আমার ন্যায় দুঃখী আর কে আছে ?”

ভূপতি সমস্ত রাজকর্ম্মচারীর এবম্বিধ দুঃখবৃত্তান্ত শ্রবণ করণানন্তর অতিশয় বিস্মিত হইয়া মন্ত্রীকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, “মন্ত্রিন্ ! যদিও ভৃত্যগণমধ্যে সুখীলোক কেহই নাই তথাপি স্বাধীন প্রজাগণমধ্যে এমন লোক অনেক আছে যাহারা দুঃখের লেশমাত্র অবগত নহে, অতএব তুমি সমস্ত নগর মধ্যে এরূপ ঘোষণা করিয়া দাও, যে প্রজাগণ মধ্যে যাহারা প্রকৃত সুখী এবং দুঃখের লেশমাত্র অবগত নহে তাহারা যদি সপ্তাহ মধ্যে রাজসরকারে আগমন করতঃ স্ব স্ব সুখবৃত্তান্ত বর্ণন না করে তবে তাহাদিগের শিরশ্ছেদন হইবে।” আজ্ঞামাত্র মন্ত্রী দূত প্রেরণদ্বারা নগরের প্রত্যেক স্থানে উক্ত বাক্য প্রচার করিলেন। কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইল, অথচ কেহই রাজসন্নিধানে আগমন করিল না দেখিয়া ভূপতি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, “মন্ত্রিন্ ! যদিও আমার রাজ্যস্থ প্রজাগণের মধ্যে কেহই সুখী নাই তথাপি আমার এরূপ বোধ হইতেছে না যে পৃথিবীস্থ তাবল্লোকই অসুখী। অতএব ইহার বিশেষ অনুসন্ধানার্থ আমি স্বয়ং দেশভ্রমণে গমন করিব।”

মহারাজ বদরুদ্দীন এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া প্রধান মন্ত্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া দেশভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন। এবং কতিপয় দিবস অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিবার পর বোগদাদ নগরে গিয়া উপনীত হইলেন। তথায় একটী পান্থনিবাসে বাসা করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন, ঐ পথিক বাসের অনতিদূরে এক জন জটা শ্মশ্রুধারী সন্ন্যাসীকে বেষ্টন করিয়া অসংখ্য২ লোক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি সন্ন্যাসীর নিকট গমন করতঃ শুনিলেন সে ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণকে এই বলিয়া হিতোপদেশ দিতেছে, “হে বন্ধুগণ ! তোমরা এই পৃথিবীতে যাহা কিছু দর্শন করিতেছ তৎসমুদায়ই নশ্বর, কেবল মানবগণ মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমার গৃহ, আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার ধন প্রভৃতি নানা কথা বলিয়া থাকে ; কিন্তু একবার চক্ষু বুজাইলে কে কোথায় থাকিবে তাহার কিছুই স্থিরতা

নাই। হে বন্ধুগণ! দেখ আমি কেমন মায়াপাশ ছেদনপূর্ব্বক পরমসুখে কালক্ষেপ করিতেছি।" পথিকগণ সন্ন্যাসী প্রমুখাৎ এই সমস্ত এবং আর আর অনেক জ্ঞানের কথা শ্রবণ করণানন্তর মহা সন্তুষ্ট হইয়া যাহার কাছে যাহা কিছু ছিল তৎসমুদায় সন্ন্যাসীকে প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল। কেবল সন্ন্যাসী একাকী সেই স্থানে বসিয়া রহিল।

ভূপতি যোগীর এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে মহা সন্তুষ্ট হইয়া মন্ত্রীর নিকট আগমন করতঃ কহিলেন, "দেখ মন্ত্রি! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে আমরা যে জন্য দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছি তাহা এই সন্ন্যাসীই পূর্ণ করিবে, যেহেতু ইহার ভাব গতিক দর্শনে এবং কথা বার্ত্তা শ্রবণে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে এই ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী।" তচ্ছ্রবণে মন্ত্রী কহিলেন, 'রাজন্! সন্ন্যাসী যে সমস্ত কথা বলিল তাহা অতি উত্তম বটে, কিন্তু উহার মনে যে কি আছে তাহা বিশেষরূপে জানিতে না পারিলে এ কথার মীমাংসা হইতে পারে না। রাজা তদ্বাক্যে সম্মত হইলে মন্ত্রী রাজাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সন্ন্যাসীর নিকট গমন করতঃ তাহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তৎসমুদায়ের এমনি উত্তর প্রদান করিল, যে তৎশ্রবণে রাজা তাহাকেই প্রকৃত সুখী বিবেচনা করিলেন, কিন্তু কোন মতে মন্ত্রীর সন্দেহ দূরীভূত হইল না। তখন তিনি সন্ন্যাসীকে বলিলেন, "মহাশয়! অদ্য আমাদিগকে আপনার আশ্রমে স্থান দান করিতে হইবে।" যোগী এই কথা শুনিবামাত্র কাল্পনিক আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহার গৃহে লইয়া গেল। তথায় আরও দুইটী সন্ন্যাসী ছিল। তাহারা আমাদিগকে দেখিবামাত্র যথেষ্ট সমাদর করিল। অনন্তর রাজা তন্মধ্যে এক জনের হস্তে কয়েকটী টাকা দিয়া বলিলেন, তোমাদিগের মধ্যে কেহ আমাদিগকে কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য আনীয়া দাও। ভূপতির বাক্য শুনিবামাত্র এক জন সন্ন্যাসী সত্বর বাজারে গিয়া বিবিধপ্রকার খাদ্যদ্রব্য এবং সুস্বাদু সুরা ক্রয় করিয়া আনীল। তখন সকলেই একত্রে ভোজনে বসিলেন, এবং একটু২ করিয়া সুরা সেবন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মন্ত্রী পূর্ব্বোল্লিত সন্ন্যাসীকে সুরাপানে সমধিক প্রফুল্লান্তঃকরণ দৃষ্টে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এক্ষণে যথার্থ করিয়া বলুন দেখি আপনি প্রকৃত সুখী কি না।" যোগী পানানন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলিল, "মহাশয়! আমার ন্যায় দুঃখী মনুষ্য এই ধরাধামে আর নাই, যেহেতু আশাপাশ ছেদন ব্যতীত মানবগণ প্রকৃত সুখাস্বাদনের অধিকারী হইতে পারে না; কিন্তু এই পৃথিবী মধ্যে সেরূপ লোক কেহই নাই, সকলেই আশার বশঃবর্ত্তী হইয়া সংসার চক্রে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। আমিও লোকের

নিকট যে লোভ-শূন্যতা প্রকাশ করিয়া থাকি তাহা আমার কপটতা বই আর কিছুই নহে।"

সন্ন্যাসী প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্র রাজা মন্ত্রী সহ তথা হইতে বিদায় হইয়া পান্থশালাভিমুখে গমন করিলেন, যাইতে যাইতে দেখিলেন, পথপার্শ্বস্থ এক মিষ্টান্ন বিক্রেতার দোকানে বসিয়া দুই ব্যক্তি পরস্পর সুখ দুঃখের আলাপ করিতেছেন। প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, "এই ধরাধামে সুখী লোক কেহই নাই।" তচ্ছ্রবণে অপর ব্যক্তি কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "দেহী মাত্রেই যে দুঃখী এ কথা কেবল নির্ব্বোধ লোকেই বলিয়া থাকে, যেহেতু আমি এক জন মনুষ্যকে সর্ব্ব বিষয়ে সুখী দেখিয়াছি।" রাজা এই কথা শুনিবামাত্র উহার সবিশেষ অবগত হইবার মানসে তৎক্ষণাৎ স্বীয় মন্ত্রীকে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। আজ্ঞামাত্র মন্ত্রী সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি যে সুখীলোকের কথা বলিতে-ছিলেন তাঁহার নাম কি বলিতে পারেন?" মন্ত্রী প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র তিনি বলিলেন, "মহাশয়! সেই জগদ্বিখ্যাত মহাপুরুষের নাম হর্ম্মজ, তিনি আস্ত্রাকান দেশের অধিপতি।"

এই কথা শুনিবামাত্র রাজা এবং মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ আস্ত্রাকান দেশো-দ্দেশে গমন করিলেন। কয়েক দিবস পরে তথায় উপনীত হইয়া এক বিপনিতে বাসা করিলেন। তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামসুখ উপভোগ করণানন্তর নগর সন্দর্শনার্থ বহির্গত হইয়া দেখিলেন, নগরের পথ ও তৎপার্শ্বস্থ গৃহ গুলিন দেখিতে অতি উত্তম, প্রতি গৃহেই গীত বাদ্য হইতেছে এবং নগরবাসীগণ সকলেই অহোরাত্র আনন্দোৎসবে নিমগ্ন, আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাহারও মুখে দুঃখের চিহ্ন মাত্র লক্ষিত হইল না। তাহাতে ভূপতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া প্রজাগণ মধ্যে এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বলিতে পার অদ্য এই নগরী মধ্যে যে এরূপ আমোদ আহ্লাদ হইতেছে ইহার কারণ কি?" সে বলিল, "মহাশয় কি অবগত নহেন, যে এই দেশের সমুদায় লোক দ্বেষ হিংসা শূন্য এবং সমস্ত নগরী মধ্যে দরিদ্র লোক কেহই নাই, তজ্জন্য সক-লেই আমোদ আহ্লাদে দিবা রাত্র অতিবাহিত করিয়া থাকে? আর আমাদিগের রাজাও সুখের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ, এবং নিরানন্দ যে কাহাকে বলে তাহার নামমাত্র তিনি অবগত নহেন, এই জন্য প্রজাগণ সকলেই তাঁহাকে সদানন্দ নাম প্রদান করিয়াছে।"

রাজা পুরবাসীগণের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মন্ত্রীকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "মন্ত্রিন্! যাঁহার উপর কোটি

কোটি লোকের শাসনভার ন্যস্ত রহিয়াছে তিনি যে সুখের উচ্চতম সীমায় আরোহণ করিয়াছেন ইহা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে।" মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! আমারও নিশ্চয় বোধ হইতেছে এ ব্যক্তির অন্তঃকরণ পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীর ন্যায় হইবে। যাহা হউক ইহার সবিশেষ অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া রাজা এবং মন্ত্রী উভয়েই রাজবাটীতে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, ভূপতি সভামধ্যে এক খানি অপূর্ব্ব সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে অন্যান্য সভাসদ্গণ বিবিধ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক নানাবিধ হাস্য পরিহাস করিতেছেন। সকলেরই বদন প্রফুল্ল, এবং পুরভাগে নর্ত্তকী ও গায়িকাগণ অনবরত নৃত্য গীত করিতেছে। ক্রমে সায়ংকাল সমুপস্থিত হইলে সভাভঙ্গ হইল। তখন নর্ত্তকী ও গায়িকাগণ স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল এবং রাজাও স্বীয় অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এইরূপে সভাভঙ্গ হইলে ডামাস্কসাধিপতিও মন্ত্রীসহ বাসায় আসিলেন। বাসায় আসিয়া আহারাদি সমাপনান্তে শয্যোপরি শয়ন করিয়া আস্ত্রাকান ভূপতি সম্বন্ধীয় বিবিধ বাক্যালাপে রজনীযাপন করিলেন। কিন্তু কোন প্রকারেই মন্ত্রীর সন্দেহ দূরীভূত হইল না দেখিয়া তৎপর দিবস প্রাতে রাজা সয়ফলমুলুক সহ পুনরায় রাজসভায় গমন করতঃ কতিপয় অত্যুৎকৃষ্ট রত্নপূর্ণ একটী স্বর্ণকৌটা আস্ত্রাকানাধিপতির সম্মুখে ধারণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমরা রত্নব্যবসায়ী, কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে এ স্থানে আগমন করিয়াছি।" রাজা তৎসমুদায়ের সৌন্দর্য্য দর্শনে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া ডামাস্কসাধিপতি স্বীয় বস্ত্রমধ্য হইতে এক খানি কপোত ডিম্বাকার হীরক বাহির করিয়া রাজার হস্তে প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে ভূপতি মহা সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে আপন আলয়ে বাসা দিলেন। এবং তাঁহাদিগের সেবাশুশ্রূষার নিমিত্ত শত শত নপুংসক নিযুক্ত করিয়া দিলেন, এবং প্রত্যহই নৃত্য গীত বাদ্যের আনন্দোৎসবে অতি সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্যও আস্ত্রাকানাধিপতির অসুখের চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হইল না।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, একদা ডামাস্কসাধিপতি স্বীয় মন্ত্রীকে কহিলেন, "দেখ মন্ত্রিন্! আমরা যদবধি এ স্থানে বাস করিতেছি তন্মধ্যে এক দিনের জন্যও যখন রাজার রূপান্তর দর্শন করিলাম না তখন ইঁহাকেই প্রকৃত সুখী বলিয়া বোধ হইতেছে।" মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! বাহ্যাকৃতি দৃষ্টে কাহারও মনের ভাব সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায় না। অতএব যাহাতে মহারাজের মানসিক ভাব অবগত হওয়া যায় তাহারই উপায় করা কর্ত্তব্য।" রাজা বলিলেন, "তাহা কি প্রকারে জানা

যাইবে? যেহেতু আমরা যে প্রকার পরিচয় প্রদান করিয়াছি তাহাতে কোন গুরুতর কথা জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য নহে।" সয়ফলমুলুক বলিলেন, "মহারাজ! তজ্জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, যেহেতু আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপনি আপনার যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলে আস্ত্রাকানাধিপতিও স্বীয় মনোভিলাষ ব্যক্ত করিবেন সন্দেহ নাই।"

ইহাই স্থির নিশ্চয় হইলে পরদিন প্রাতে আস্ত্রাকানাধিপতি অর্থী-প্রত্যর্থীগণের আবেদন শ্রবণপূর্ব্বক তৎসমুদায়ের বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পাত্র মিত্রগণকে বিদায় দিয়া আপনি পুরী প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় ডামস্কসাধিপতি স্বীয় মন্ত্রীসহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলেন, এবং যদর্থে তাঁহার রাজ্যে আগমন করতঃ স্ব স্ব স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক এতাবৎকাল বাস করিতেছেন তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে হর্ম্মজরাজ কহিলেন, "মহাশয়! আপনার মন্ত্রী যে পৃথিবীস্থ তাবৎ লোককে অসুখী বিবেচনা করেন ইহা আমি কদাচ বিশ্বাস করিতে পারি না, এবং আপনি যে আমার বাহ্যিক আকার প্রকার দৃষ্টে আমাকেই সুখী বিবেচনা করিয়াছেন তাহাও আপনার সম্পূর্ণ ভ্রম। যেহেতু আমার ন্যায় দুঃখী ত্রিভুবনে আর নাই।"

ইহা বলিয়া আস্ত্রাকানাধিপতি তাঁহাদের দুই জনকে স্বীয় অন্তঃপুর-মধ্যে লইয়া গিয়া একটী গৃহ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয়গণ! অগ্রে আপনারা ঐ গৃহমধ্যে কি আছে দেখিয়া আসুন, তৎপরে আমার সমুদায় বিবরণ বর্ণন করিব।" তদনুসারে ডামাস্কসাধিপতি স্বীয় মন্ত্রীসহ গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে যে এক পরমাসুন্দরী রমণী কতিপয় সখী সহ এক খানি অপূর্ব্ব সিংহাসনোপরি উপবিষ্টা রহিয়াছে তাহার রূপের কথা কি বলিব তাহাকে দর্শন করিলে ক্ষণপ্রভাও প্রভাহীন হয়েন

তদ্দর্শন করণানন্তর ভূপতি হর্ম্মজরাজের নিকট আগমন করতঃ তৎসমুদায় সবিশেষ বর্ণন করিলে, আস্ত্রাকানাধিপতি কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যে ললনাকে দেখিয়া আসিলেন সেই সুন্দরীই আমার সমুদায় দুঃখের কারণ জানিবেন।" তচ্ছ্রবণে বদরুদ্দীন কহিলেন, "মহাশয়! যাঁহার ঘরে এরূপ দেবীমূর্ত্তি বিরাজমানা তিনি যে চির অসুখী ইহা আমি কদাচ বিশ্বাস করিতে পারি না।" আস্ত্রাকানাধিপতি বলিলেন, "মহারাজ! আর বাক্য-ব্যয়ের প্রয়োজন নাই, আপনি আমার সঙ্গে আসিয়া স্বচক্ষে দর্শন করুন।" এই বলিয়া আস্ত্রাকানাধিপতি বদরুদ্দীনকে সমভিব্যাহারে লইয়া যেমন ঐ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন অমনি সেই ললনার সুবর্ণ বর্ণ বিবর্ণ হইতে

লাগিল, এবং এতাবৎকাল সখীগণসহ যে হাস্য পরিহাসে কালাতিপাত করিতেছিল তাহাও এক কালে তিরোহিত হইল। তখন আস্ত্রাকানাধিপতি তৎপার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে! একবার ত্বদীয় বদনসুধাকর উত্তোলনপূর্ব্বক এ অধীনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। আমি আর যে তোমার বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না?" হর্ম্মজরাজ এত সাধ্যসাধনা করিলেন কিন্তু ঐ রমণী কেন যে তাঁহার একটী কথারও প্রত্যুত্তর না দিয়া শবাকার ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনোপরি পড়িয়া রহিল বদরুদ্দীনভূপতি তাহার কোন ভাব বুঝিতে না পারিয়া আস্ত্রাকানাধিপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! এই কামিনী যে আপনার বাক্যের কোন উত্তর না দিয়া এরূপ মৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিল ইহার কারণ কি?" হর্ম্মজরাজ কহিলেন, "মহারাজ! আমি ইহার সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিতেছি আপনি মনযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।"

হর্ম্মজ রাজার জীবন বৃত্তান্ত।

হর্ম্মজরাজ কহিলেন, "মহারাজ! প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইল একদা নানা দিগ্দেশীয় জনগণের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি সন্দর্শন করিবার এবং তত্তৎ দেশের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ পরিজ্ঞাত হইবার অভিলাষ আমার মনোমধ্যে উদিত হওয়ায় আমি পিতৃসন্নিধানে গমন করতঃ তৎসমুদায় নিবেদন করিলে তিনি অতি আনন্দ সহকারে সত্বর আমার দেশভ্রমণোপযোগী বিবিধ দ্রব্যের আয়োজন করিয়া দিলেন। তখন আমি স্বীয় প্রিয়বয়স্য হাসনকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাসমারোহ পূর্ব্বক বলগা নদী উত্তীর্ণ হইয়া জ্যাক, জগ্নিখণ্ড ও জক্ষ প্রভৃতি নানা স্থান পরিভ্রমণ করণানন্তর অবশেষে আখরা নামক স্থানে গিয়া উপনীত হইলাম; তথায় পৌঁছিবামাত্র বহুসংখ্যক দীন দুঃখী লোক প্রত্যহ আমাদিগের নিকট আগমন করতঃ অর্থ যাচ্ঞা করিতে লাগিল। তাহাতে আমি অতিশয় বিরক্ত হইয়া একদা নগর ভ্রমণকালে প্রিয় বয়স্য হাসনকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলাম, 'দেখ বয়স্য! ভবিষ্যতে আর এরূপ জাঁক জমকের সহিত দেশভ্রমণে গমন করা হইবে না, কেন না অতি দীন বেশে গমন না করিলে দরিদ্রগণ কর্ত্তৃক অতিশয় বিরক্ত হইতে হয়, এবং সর্ব্বস্থানের প্রকৃত অবস্থাও সুচারুরূপে অবগত হওয়া যায় না।' হাসন তদ্বিষয়ে সম্মত হইলে আমরা উভয়ে সেই স্থানে আমাদিগের সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী রাখিয়া দিয়া কেবল পাথেয় স্বরূপ কতিপয় মুদ্রা সঙ্গে লইয়া অতি দীনবেশে

কার্জ্জম নগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কতিপয় দিবস পরে তথায় উপনীত হইয়া একখানি সামান্য বিপনি মধ্যে বাসা করিলাম। তথায় কিয়ৎ-ক্ষণ বিশ্রামসুখ উপভোগ করণানন্তর নগর সন্দর্শনার্থ বহির্গত হইলাম। এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে২ হঠাৎ নগরপ্রান্তবর্ত্তী একটী বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তন্মধ্য হইতে নিম্নলিখিত কতিপয় প্রণয়গর্ভ বাক্য শুনিতে পাইলাম। কেহ বলিতেছে হায়! তাহাকে কেন দেখি-লাম, না দেখা যে আমার পক্ষে ছিল ভাল, এখন যে তাহার বিরহে আমার প্রাণ যায়। কেহ বলিতেছে সুন্দরি! তোমার সেই মরালবিনিন্দিত গমনভঙ্গি আর একবার দর্শন করাইয়া আমার নয়নের সার্থকতা সম্পাদন কর। কেহ বলিতেছে প্রিয়ে! তোমার সেই স্বর্গীয় গঠনভঙ্গি আর কি কখন দেখিতে পাইব না? ইত্যাকার নানাবিধ প্রণয়গর্ভ বাক্য শ্রবণে আমরা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া সম্মুখবর্ত্তী এক জন প্রাচীনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় কি বলিতে পারেন এই অট্টালিকামধ্যস্থ ব্যক্তিগণ কিজন্য এরূপ অসংলগ্ন বাক্যব্যয় করিতেছে?" বৃদ্ধ আমাদিগের এবম্প্রকার প্রশ্ন শ্রবণে অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "মহাশয়গণ! প্রবল পরাক্রান্ত অর্শিনিল নামে যে ভূপতি এই নগরের অধিপতি, শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নয়ন-মন-মুগ্ধকারিণী রেজিয়া নাম্নী তাঁহার এক পরমা-সুন্দরী কন্যা আছেন। তিনি প্রত্যহ এক এক বার বায়ুসেবনার্থ রাজপথে বহির্গতা হইয়া থাকেন। যৎকালে সেই অসামান্যরূপযৌবনসম্পান্না ললনা বাটী হইতে বহির্গতা হয়েন তৎকালে যে সকল হতভাগ্য পুরুষ প্রণয়পূরিত লোচনে একবার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করে তাহারা ইহজীবনের মত বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া সম্মুখবর্ত্তী উন্মাদালয়ে বদ্ধ হইয়া দিবারাত্র কেবল এইরূপ চীৎ-কার করিয়া স্ব স্ব পাপের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।"

বৃদ্ধের এবম্প্রকার প্রত্যুত্তর শ্রবণে আমরা পুনরায় আগ্রহসহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! সেই চিত্ত-চঞ্চলকারিণী রাজ-কন্যা নগরের কোন্ স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন? আমরা কি এক বার তাঁহার সেই অপরূপ রূপরাশি সন্দর্শনে সক্ষম হইব না?" বৃদ্ধ বলিলেন, "মহাশয়গণ! আপনারা এরূপ দুরাশা পরিত্যাগ করুন, যেহেতু আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখন বলিতেছি যে, যে সেই রাজকন্যাকে একবার দর্শন করে সে স্মররোগে আক্রান্ত হইয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই উন্মাদ রোগ-গ্রস্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়।"এই বলিয়া বৃদ্ধ তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

আমরা দুই জনে সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া রাজকন্যা রেজিয়া সম্বন্ধে বিবিধপ্রকার বাক্যালাপ করিতেছি এমন সময় আমাদিগের অনতিদূরে

একটা ভয়ানক কোলাহল শব্দ শুনিতে পাইলাম। পরে লোক পরম্পরায় জানিতে পারিলাম, যে সেই পরমাসুন্দরী রাজবালা বায়ুসেবনার্থ বহির্গতা হইয়াছেন, এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য শত শত লোক হুড়া হুড়ি করিতেছে, তজ্জন্যই এরূপ জনতা হইয়াছে।

এই কথা শুনিবামাত্র আমি আমার প্রিয়বয়স্য হাসনকে বলিলাম, "ভাই! চল আমরা একবার সেই অনুপমা সুন্দরীকে দর্শন করিয়া স্ব স্ব নয়ন মন চরিতার্থ করি।" হাসন আমার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "যুবরাজ! আমরা রাজকুমারীর অনুপম সৌন্দর্য্যের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিলাম তাহাতে তাহা দর্শনীয় বটে, কিন্তু যদি তৎপ্রভাবে পূর্ব্বোল্লিখিত অট্টালিকাস্থ ব্যক্তিগণের ন্যায় আমাদিগকেও উন্মাদগ্রস্ত হইতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে বিষম বিপদে পতিত হইতে হইবে, অতএব আমার প্রার্থনা এই যে আপনি এরূপ বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক হইয়া কথনই ওরূপ আপাতঃ মনোহর অথচ পরিণাম বিরসকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না।"

হাসন এবম্প্রকার নানাবিধ সৎ যুক্তি প্রয়োগঃদ্বারা আমাকে তদ্বিষয় হইতে বিরত করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না, যেহেতু রাজকন্যার অপরূপ রূপরাশি দর্শনার্থ আমার মন এরূপ চঞ্চল হইয়াছিল, যে আমি তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া যে দিকে কোলাহল হইতেছিল সেই দিকেই দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কতিপয় পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই শুনিতে পইলাম, যে রাজকন্যা বায়ুসেবন করণানন্তর পুরীপ্রবেশ করিয়াছেন, অদ্য আর বহির্গতা হইবেন না। তচ্ছ্রবণে আমি ক্ষুণ্ণমনে বন্ধুর নিকট প্রত্যাগমন-করতঃ তৎসমুদায় ব্যক্ত করিলাম। তখন প্রিয়বয়স্য হাসন হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন, "রাজকুমার! আপনি যে জগদীশ্বরের কৃপায় এযাত্রা রক্ষা পাইলেন ইহাই আমাদিগের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে, অতএব চলুন অদ্য আমরা বাসায় ফিরিয়া যাই।" আমি প্রিয়বন্ধু হাসনের অনুরোধক্রমে সে দিবস বাসায় ফিরিয়া গেলাম বটে, কিন্তু কিরূপে যে সেই রাজনন্দিনীর রূপরাশি দর্শন করিয়া স্বীয় নয়নমন চরিতার্থ করিব, এই চিন্তা এরূপ বলবতী হইয়া উঠিল, যে সমস্ত রজনীর মধ্যে আমি একবারও নয়নদ্বয় নিমী-লিত করিতে পারিলাম না। পরদিন প্রত্যূষে আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই কখন যে সেই রাজকুমারী পুরী হইতে বহির্গতা হইবেন তদ্দর্শন মানসে তৃষিত চাতকের ন্যায় রাজপ্রাসাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই এক জন দূত রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া সর্ব্ব-

সমক্ষে এই ঘোষণা প্রচার করিল, "যে আর্শিনলভূপতির আদেশক্রমে অদ্যাবধি রাজকুমারী আর বায়ুসেবনার্থ বাটীর বাহির হইবেন না।" ঘোষণাকারীর এবম্প্রকার বাক্য শুনিবামাত্র আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তখন আমি মস্তকে ও বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে স্বীয় বন্ধুর নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তৎসমুদায় ব্যক্ত করিলাম।

প্রিয়বয়স্য রাজকুমারীর নগরভ্রমণের নিষেধবার্ত্তা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি পুলকিত হইয়া আমাকে বলিলেন, "বন্ধু! পরম পিতা পরমেশ্বরের কৃপাতেই এরূপ ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে, নতুবা এতক্ষণ আমাদিগের ভাগ্যে যে কি ঘটিত তাহা বলিতে পারি না। অতএব আপনি তজ্জন্য কিঞ্চিন্মাত্র পরিতাপ না করিয়া সেই করুণানিদানকে অগণ্য সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক সত্বর স্বরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করুন।" আমি কহিলাম, "ভাই! তুমি আর বৃথা বাক্যব্যয় করিও না, যেহেতু আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে রাজকন্যার রূপরাশি দর্শন না করিয়া কখনই গৃহে প্রত্যাগমন করিব না, ইহাতে যদি স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয় তাহাতেও কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত নহি।"

হাসন আমার এবম্ভূত প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া বাসায় গেলেন। আমি সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কি উপায়ে যে রাজকন্যা রেজিয়ার দর্শন লাভ করিব, কাহার কাছে যাইলে যে আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে, ইত্যাকার নানাবিধ চিন্তা করিতেছি এমন সময় হঠাৎ একটী লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তৎপরে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, সে রাজবাটীর উদ্যান রক্ষক। তখন তাহার দ্বারাই আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে ভাবিয়া তাহার সহিত তাহার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং তাহাকে যথেষ্ট ধনদানে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহার নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু উদ্যানপাল আমার কথা শুনিবামাত্র একেবারে শিহরিয়া উঠিল,এবং আমাকে যৎপরো-নাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "তুমি এমন কথা আর কখন মুখে আনিও না, যেহেতু রাজকন্যাকে দর্শন করিলে কেবল যে তুমিই উন্মত্তপ্রায় হইবে এমন নহে, তজ্জন্য আমারও শিরশ্ছেদন হইবে, অতএব আমি এরূপ গর্হিত কার্য্যে কদাচ হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না।" তখন আমি স্বীয় বস্ত্র মধ্য হইতে কতকগুলিন বহুমূল্য প্রস্তর বাহির করিয়া উদ্যানরক্ষকের সম্মুখে স্থাপন-পূর্ব্বক বলিলাম, "ভাই! যদি তুমি কোন গতিকে একবার সেই রাজ-কন্যাকে দর্শন করাইতে পার তাহা হইলে আমি এই সমুদায় বহুমূল্য প্রস্তর তোমাকে উপহার-স্বরূপ প্রদান করিব।" কিন্তু উদ্যানপাল তাহাতেও

সম্মত হইল না দেখিয়া আমি সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতেছি এমন সময় উদ্যানরক্ষকের বনিতা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সেই সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্য দর্শনে এবং আমার কাতরতা শ্রবণে কিঞ্চিৎ দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আমার জন্য স্বামীকে উপরোধ করিল। তখন উদ্যানরক্ষক অগত্যা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমাকে সময়ান্তরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিল।

তদনুসারে আমি যথাসময়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সে এক খণ্ড ক্ষতময় পশুচর্ম্ম দ্বারা আমার মস্তক আবৃত করিয়া দিল, এবং এক খানি মলিন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করাইয়া আমাকে সামান্য কিঙ্কর বেশ ধারণ করাইল। রাজকন্যার দর্শন লালসা আমার মনোমধ্যে এতাদৃশ বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল, যে তাদৃশ সামান্য বেশ ধারণ করিতেও আমি কিঞ্চি-ন্মাত্র লজ্জা বোধ করিলাম না। অবশেষে উদ্যানরক্ষক আমাকে রাজোদ্যানে লইয়া গিয়া কহিল, "সাবধান, যেন কোন রূপে তোমার এই ছদ্মবেশ কেহ জানিতে না পারে, তাহা হইলে আমাদের উভয়েরি বিষম অনর্থ ঘটিবে।"

অতঃপর আমি উদ্যানরক্ষকের পরামর্শানুসারে একখানি কোদালি গ্রহণপূর্ব্বক উদ্যান পরিষ্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এইরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে কিছুদিন অতীত হইলে, একদা দিবাবসান সময়ে উদ্যানপাল আমাকে লইয়া এক সরোবর তটে উপবেশনপূর্ব্বক বংশী বাদন করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে তাহা আমার হস্তে দিয়া আমাকে বাজাইতে বলিল। আমি শৈশবাবধি বিবিধ সংগীত বিদ্যাবিশারদগণের নিকট উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করায় উহাতে আমার বিলক্ষণ পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল, সুতরাং উদ্যানপাল আমার হস্তে বংশীটী প্রদান করিবামাত্র আমি বিবিধ রাগ রাগিণী সংযোগে এমনি সুললিত স্বরে বংশী বাজাইতে লাগিলাম, যে তচ্ছ্রবণে রাজার প্রধান মন্ত্রী অতিশয় চমৎকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ আমা-দিগের নিকট আগমন করতঃ উদ্যানরক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তি কে?" উদ্যানরক্ষক কহিল, "মহাশয়! অত্যল্পকাল হইল এ ব্যক্তি মালীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, ইহার বংশীবাদন ক্ষমতা বিলক্ষণ আছে।" অমাত্য এই কথা শুনিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পর দিন অপ-রাহ্ন সময়ে, আমি যথায় বসিয়া পূর্ব্ব দিবস বংশীবাদন করিয়াছিলাম, মহারাজ অর্শিনিল স্বয়ং অন্যান্য পারিষদ্বর্গ ও প্রধানামাত্যকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার তাল লয়মান পরিশুদ্ধ বিবিধ রাগ রাগিণী সম্বলিত সুললিত বংশী

বাদন শ্রবণ করণানন্তর যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া আমাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন। আমিও শিরাবনত ভাবে তাহা গ্রহণ করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, "মহারাজ! আমরা অতি সামান্য লোক, অতএব এতাদৃশ মুল্যবান দ্রব্যে আমার প্রয়োজন কি? ইহা মহারাজের এই পারিষদ্‌বর্গেরই যোগ্য।" এই বলিয়া আমি মহারাজের বয়স্যদিগের মধ্যে তাহা বিতরণ করিয়া দিলাম। আমার এবম্প্রকার সততা দর্শনে ভূপতি ও তৎসহচরগণ সকলেই যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত হইয়া আমাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

পর দিবস পুনরায় অতি প্রত্যূষে আমি সেই সরোবরের ধারে উপবেশ-পূর্ব্বক ললিত রাগিণী আশ্রয় করিয়া নিবিষ্ট মনে বংশীবাদন করিতেছি এমন সময় রাজনন্দিনীর এক জন সহচরী তথায় আসিয়া আমাকে মৃদু মধুর স্বরে বলিল, "দেখ কিঙ্কর! গত রজনীতে আমাদিগের রাজকন্যা তদীয় পিতার নিকটে তোমার অলৌকিক বংশীবাদন-নৈপুণ্যের কথা শুনিয়া তচ্ছ্রবণার্থ সাতিশয় অভিলাষী হইয়া আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব তুমি সত্বর কতক গুলিন পুষ্প চয়ন করতঃ তদ্দ্বারা একটী সাজিপূর্ণ করিয়া মালীর বেশে আমার সহিত রাজবালার নিকটে আইস, এবং যদি তুমি স্বীয় বংশীবাদন গুণে তাঁহাকে বশীভূতা করিতে পার তাহা হইলে বিলক্ষণ পারিতোষিক পাইবে। আমি রাজনন্দিনীর সহচরী প্রমুখাৎ এবম্প্রকার বাক্য শুনিবামাত্র যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নানাবিধ পুষ্পচয়ন করতঃ একটী সাজী পরিপূর্ণ করিয়া বংশী হস্তে তাহার সহিত রাজান্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, যে একটী অত্যুৎকৃষ্ট গৃহ মধ্যে বিবিধ কারু কার্য্য যুক্ত এক খানি অপূর্ব্ব স্বর্ণ সিংহাসনে সখী-গণে পরিবেষ্টিতা হইয়া, তারকা পরিবেষ্টিত শরদেন্দুর ন্যায় অর্শিনিল রাজ-তনয়া উপবিষ্টা রহিয়াছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে সখীগণ দণ্ডায়মান হইয়া কেহ শ্বেত, কেহ পীত, কেহ লোহিত প্রভৃতি চামর ব্যজন করিতেছে। আমি সেই রাজকন্যার অপরূপ রূপ দর্শনে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম, যে পুষ্প সাজিটী হস্তেই কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। আমার তৎকালিক ভাবভঙ্গি দর্শনে সখীগণ হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক হো হো শব্দে হাস্য করিতে লাগিল। তৎপরে আমি কিঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ করতঃ রাজনন্দিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি অতি সুমধুরস্বরে আমাকে বলিলেন, "কিঙ্কর! আমি গত কল্য পিতার মুখে তোমার সমস্ত গুণের কথা শুনিয়াছি, অতএব তুমি একবার বংশীবাদনপূর্ব্বক আমাকে পরিতুষ্ট কর।"

হর্ম্মজরাজ সাজি হস্তে বেজিয়া রাজকন্যার সম্মুখে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন

তদনুসারে আমি রাজকুমারীর সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক স্বীয় বংশী সংযোগে এমনি রাগালোচনা করিলাম যে তৎশ্রবণে রাজকুমারী অতিশয় চমৎকৃতা হইলেন, এবং আমাকে অশেষ প্রকারে প্রশংসা করিলেন। তদনন্তর গৃহস্থিত বীণা, ত্রিতন্ত্রী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্র আনীয়া আমাকে বাজাইতে অনুমতি করিলেন। আমি একে একে ঐ সমুদায় যন্ত্র এমনি নিপুণতার সহিত বাজাইলাম, যে তচ্ছ্রবণে রাজবালা আরও সন্তুষ্টা হইলেন, কিন্তু আমার সামান্য বেশভূষা ও ক্ষতময় পশুচর্ম্মাবৃত মস্তক দেখিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিতা হইলেন। অত্যল্পকাল পরেই রাজবালা আমাকে বিদায় দিলেন। তখন আমি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া গেলাম।

পরদিন অপরাহ্ণ সময়ে আমি পুনরায় একাকী সেই সরবর তটে উপবেশনপূর্ব্বক সরোবরজাত কুমুদ, কহ্লার, কোকনদ, কমল প্রভৃতি নানাবিধ জলজ কুসুম সকল দর্শন এবং মধুপানোন্মত্ত মধুপগণের গুণংশব্দ শ্রবণ

করতঃ কি প্রকারে যে সেই রাজকুমারীকে প্রাপ্ত হইব একান্ত মনে কেবল বারম্বার সেই বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সহসা সরসীর নির্ম্মল সলিলোপরি পতিত নিজ সজ্জিত দেহের প্রতিবিম্বের প্রতি আমার দৃষ্টি নিপতিত হওয়ায় আমার মনোমধ্যে এতাদৃশ ঘৃণার উদ্রেক হইল, যে আমি মনে২ কহিতে লাগিলাম, "যে কদাকার বেশভূষা দর্শন করিয়া আমার নিজেরই অন্তঃকরণ সাতিশয় ব্যথিত হইতেছে তদ্দর্শনে যে রাজনন্দিনীর মনোরঞ্জন হইবে ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে।" যাহা হউক যৎকালে আমি মনে২ এবম্বিধ নানা প্রকার চিন্তা করিতেছি এবং কিরূপে যে সেই রাজকুমারীকে পুনরায় দেখিতে পাইব তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতেছি এমন সময় রাজনন্দিনীর যে সহচরী পূর্ব্বদিবস আমাকে তদীয় স্বামীকন্যার নিকট লইয়া গিয়াছিল সে আমার নিকট আগমন করতঃ অতি মৃদু মধুরস্বরে কহিল, "যুবক্! অদ্য তুমি নিশাগমন পর্য্যন্ত এইস্থানে অপেক্ষা করিও। আমি স্বয়ং আসিয়া তোমাকে পুনরায় রাজকন্যার নিকট লইয়া যাইব।" এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল, তখন কতক্ষণে যে রাজকুমারীর সহচরী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আমাকে চন্দ্র স্বরূপিনী রাজতনয়ার নিকট লইয়া গিয়া আমার হৃদয়ান্ধকার বিদূরিত করিবে, মনে২ কেবল ইহারি আন্দোলন করিতেছি ইতিমধ্যে সেই সহচরী আমার নিকট আগমন করতঃ তাহার সহিত যাইবার জন্য আমাকে ইঙ্গিত করিল। ইঙ্গিতমাত্র আমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহার সহিত রাজকুমারীর নিকট গমন করতঃ তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষায় তৎসম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলাম। তদ্দর্শনে নৃপ-দুহিতা অতি মধুর বাক্যে আমাকে বসিতে বলিলেন। তদনুসারে আমি সেই স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক রাজকুমারীর প্রতি অনিমেষলোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া আহা মরি মরি! এতাদৃশ অনুপম রূপলাবণ্যময়ী কামিনীত আমি কখন চক্ষেও দেখি নাই। না জানি আমি জন্মজন্মান্তরে কত পুণ্য করিয়াছিলাম সেই ফলে এই লোক-ললামভূতা কামিনীকে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু কি উপায়ে যে এই রমণীরত্ন আমার হস্তগত হইবে, এবম্বিধ নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছি, এমন সময় রাজনন্দিনী আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "যুবক্! অদ্য তোমাকে পুনরায় গতকল্যর ন্যায় বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহকারে সুললিত সংগীত করতঃ আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে।" তদনুসারে আমি তৎক্ষণাৎ বিবিধ বাদ্যযন্ত্র আনয়নপূর্ব্বক তৎসংযোগে অতি সুললিতস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলাম। তচ্ছ্রবণে রাজকন্যা এমনি সন্তুষ্টা হইয়াছিলেন, যে অবশেষে আমাকে নৃত্য করিতে অনুমতি করিলেন। তদনুসারে

আমি নৃত্যারম্ভ করিলাম, কিন্তু নৃত্য করিতে২ আমি এমনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছিলাম, যে তৎকালে আমার মস্তকাচ্ছাদিত পশুচর্ম্ম খানি ভূতলে পড়িয়া গেল অথচ আমি তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না। তদ্দর্শনে রাজকন্যার সখীগণ সাতিশয় বিস্মিতা হইয়া পরস্পর আমার মুখাবলোকন করিতে লাগিল। কিন্তু নৃপদুহিতা রেজিয়া, আমার ছদ্মবেশ জানিতে পারিয়া একেবারে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং ক্রোধ কম্পান্বিতকলেবরে তৎক্ষণাৎ জনৈক নপুংসক দ্বারবানকে ডাকিয়া আমাকে কারাবরুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। আজ্ঞামাত্র নপুংসক আমাকে তথা হইতে লইয়া গিয়া কারাগার মধ্যে সমস্ত রাত্রি বদ্ধ করিয়া রাখিল। পরে রজনী প্রভাতা হইলে, আমাকে রাজসভায় আনয়নপূর্ব্বক রাজার নিকট সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিল। রাজা সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিবা-মাত্র ক্রোধে নয়নদ্বয় রক্তিমবর্ণ করিয়া তৎক্ষণাৎ উদ্যান রক্ষককে এবং আমাকে বধ করিতে অনুমতি করিলেন।

কিন্তু যখন ঘাতকপুরুষ আমাদিগকে বধ্যভূমীতে লইয়া যাইবার জন্য সেই স্থানে আগমন করিল, তৎকালে ঈশ্বরানুগ্রহে এক অচিন্তনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইল, অর্থাৎ প্রধানামাত্য অতি দ্রুতবেগে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া চীৎকারস্বরে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! সম্প্রতি এক বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। শুনিলাম, মহারাজের কন্যার অনুপম রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া সুপ্রসিদ্ধ গজনাধিপতি তাঁহার পাণিগ্রহণাভিলাষে কান্দাহা-রাধীশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া সসৈন্যে এই স্থানে আগমন করিতেছেন, এবং লোক পরম্পরায় অবগত হইলাম, যে তিনি মনে২ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন মহারাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া, আপনার রাজ্য ধ্বংস করতঃ রাজকুমারীকে বলপূর্ব্বক স্বদেশে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবেন।"

রাজা মন্ত্রী প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্র ভয়ে কম্পান্বিত-কলে-বর হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রিন্! এক্ষণে এই বিপদুদ্ধারের উপায় কি?" মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! এক্ষণে আপনি যেরূপ বিপদে পতিত হইয়াছেন এরূপ সময়ে পরমেশ্বর অনুকম্পা প্রদর্শন না করিলে আর উপায়ান্তর নাই। অতএব কতিপয় সৈন্য প্রেরণপূর্ব্বক বিপক্ষগণকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া যাহাতে সেই পরম পিতা পরমে-শ্বরের মনে কিঞ্চিৎ দয়ার সঞ্চার হয় এবম্বিধ যাগযজ্ঞ, ভিক্ষুকদিগকে অর্থদান, অনাহারীগণকে আহার প্রদান এবং বন্দীগণকে কারাবিমুক্ত করণ প্রভৃতি সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।" রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন, সুতরাং আমি ও উদ্যানপাল অপরাপর বহুসংখ্যক বন্দীগণের সহিত বন্ধন-বিমুক্ত হইলাম।

আমি পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অনুগ্রহে এই বিষম বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করতঃ অতি দ্রুত-পদে স্বীয় বয়স্য হাসনের সন্নিধানে উপনীত হইয়া তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলাম। হাসন মৎপ্রমুখাৎ তাবৎ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করতঃ আনন্দ সহকারে কহিলেন, "মিত্র! যখন ঈশ্বরানুগ্রহে আমরা এযাত্রা আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইলাম তখন আর এস্থানে ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া স্ব দেশাভিমুখে যাত্রা করা কর্ত্তব্য, যেহেতু বহু দিবস অতীত হইল আমরা স্ব দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক এস্থানে আগমন করিয়াছি এবং পথিমধ্যে ভৃত্যগণ আমাদিগের জন্য পথ পানে চাহিয়া রহিয়াছে। হাসনের পরামর্শানুসারে আমি সেই দিবসেই কার্জমদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আখরা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কয়েক দিবস পরে তথায় উপস্থিত হইয়া পরিত্যক্ত ভৃত্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় জনক জননীর শ্রীচরণ দর্শন মানসে স্ব দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম, কিন্তু তথা হইতে কিয়দ্দূর গমন করিতে না করিতেই শুনিতে পাইলাম যে, পিতা উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিবামাত্র আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও ব্যাকুলিত হইয়া সত্বর পদে বাটী গমন করতঃ সর্ব্বাগ্রে পিতার গৃহে গিয়া দেখিলাম, তিনি বাস্তবিকই উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যোপরি শয়ান রহিয়াছেন। আমি পিতার তদবস্থা দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। পিতাও আমার রোদনধ্বনি শ্রবণে এমনি দুঃখিত হইলেন যে, অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। আমি পিতার ঈদৃশ ভাব নিরীক্ষণ করিয়া, যৎপরোনাস্তি দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া অতি কাতরস্বরে কহিতে লাগিলাম, "পিতঃ! আমার উপায় কি হইবে? আমি যে এপর্য্যন্ত সাংসারিক কার্য্য কাহাকে বলে তাহার কিছুই অবগত নহি, অতএব কেমন করিয়া আপনার এই বিশাল রাজ্য রক্ষা করিব?" জনক আমার এবম্প্রকার নানাবিধ কাতরোক্তি শ্রবণে অতি কষ্টে স্বীয় নয়নোন্মীলনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বৎস! মানবগণ আত্মজন বিরহে নিতান্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকে সত্য বটে, কিন্তু যখন এই পৃথিবীস্থ কেহই সেই কালের করালগ্রাস হইতে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ নহে তখন তজ্জন্য বৃথা শোক ও দুঃখ প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। বিশেষতঃ তুমি নানা বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছ, অতএব তোমাকে আর অধিক উপদেশ দিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু সাবধান, যেন যৌবনমদে মত্ত হইয়া এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অসৎ ব্যবহার করিও না এবং যাহাতে প্রজাবর্গ সুখস্বচ্ছন্দে

কালাতিপাত করিতে পারে সতত তদ্বিষয়ে যত্নবান্ থাকিবে।” পিতা আমাকেএবম্বিধ নানাপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করতঃ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

যাহা হউক অতঃপর পিতার শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে আমি রাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া তাঁহার উপদেশানুসারে প্রজা পালন করতঃ অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার বিরহ জনিত শোক বিস্মৃত হইলাম বটে, কিন্তু সেই আর্শিনল রাজতনয়া রেজিয়ার কমনীয় মূর্ত্তি ক্ষণকালের জন্য আমার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইল না। শয়নে, স্বপনে ও রাজকার্য্য পর্য্যালোচন প্রভৃতি সকল সময়েই সেই স্থির সৌদামিনীর অনুপম রূপরাশি আমার হৃদয় মধ্যে উদিত হইতে লাগিল, এবং কি উপায়ে যে আমি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বীয় আত্মার সফলতা সম্পাদন করিব অহরহঃ কেবল সেই চিন্তাতেই মগ্ন রহিলাম। অতঃপর একদা আমি কথা প্রসঙ্গে তৎসমুদায় বৃত্তান্ত আমার প্রিয় বয়স্য হাসনের নিকট ব্যক্ত করিলে, বন্ধু কহিলেন, ‘মহারাজ! তজ্জন্য চিন্তা কি, আপনি এক্ষণে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন। বিশেষতঃ এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে আপনার যশঃ-সৌরভ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে এমনি প্রচারিত হইয়াছে যে, আপনি যদি এক্ষণে আর্শিনল ভূপতির নিকট দূত-প্রেরণ দ্বারা স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করেন তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহ আপনাকে কন্যাদান করিবেন।”

বন্ধুর এবম্প্রকার সৎপরামর্শ শ্রবণে আমি পরম পুলকিত হইয়া তাঁহাকেই দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কার্জম দেশে প্রেরণ করিলাম। কিন্তু কিয়দ্দিবস পরে প্রিয়বান্ধব হাসন নিতান্ত বিমর্ষ-চিত্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন ‘রাজাধিরাজ! কার্জমাধীশ্বর মহারাজ গজনাধিপতির সহিত সতত যুদ্ধে এরূপ উৎপীড়িত হইয়াছেন যে, তাঁহার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গজনাধিপতিকেই নিজ কন্যা দান করিতে মনস্থ করিয়াছেন। অতি সত্বরেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।’ এই সংবাদ শুনিবামাত্র আমার মন এমনি অধৈর্য্য হইয়া উঠিল যে,তদবধি আমি রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যহ দিবা রাত্র এক নিভৃত কক্ষে একাকী শয়ন করিয়া সাতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে প্রিয় বন্ধু হাসন নানা স্থান হইতে শতং সুন্দরী কন্যা আনয়নপূর্ব্বক আমার নিকট উপস্থিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই আমার মনোরঞ্জনে সমর্থা হইল না দেখিয়া তিনি নিতান্ত হতাশ হইয়া অবশেষে বিবিধ হিতোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আমাকে তদ্বিষয় হইতে বিরত করিবার জন্য উপক্রম করিতেছেন এমন সময় পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমার প্রতি সানুকূল হইয়া যে

অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দ্বারা আমার মনস্কামনা সিদ্ধির উপায় করিয়া দিলেন তদ্বৃত্তান্ত বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন্।

এক দিবস প্রাতঃকালে আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করণানন্তর নিতান্ত বিমর্ষভাবে একাকী বসিয়া আছি, এমন সময় প্রধানামাত্য আমার নিকট আগমন করতঃ কহিলেন, "মহারাজ! অদ্য প্রত্যূষে ভ্রমণ করিতে২ হঠাৎ আমাদিগের নগরের প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তথায় এক অপূর্ব্ব প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। তদ্দর্শনে আমি সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলাম যে, তথায় পাতাল-দেশ ভেদ করিয়া সুনির্ম্মল জল রাশি শত ধারে কল কল রবে উৎসারিত হইতেছে। আকস্মিক এই ব্যাপার দর্শনে, সেই অত্যদ্ভুত স্নানাগার যে কে নির্ম্মাণ করিল তাহা জানিবার জন্য আমি সেই স্থানে অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কেহই তাহার সদুত্তর দিতে পারিল না।" অমাত্যের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র আমি তদ্দর্শনার্থ নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ নগরের প্রবেশ দ্বারে গমন করতঃ দেখিলাম, বাস্তবিকই এক সুন্দর অট্টালিকা তথায় বিরাজিত রহিয়াছে। তৎপরে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম পরস্পর অভেদাকার কতকগুলি সুন্দর বালক তথায় বসিয়া আছে এবং তৎপার্শ্বে আনুমানিক পঞ্চাশৎ বৎসর বয়স্ক এক জন বৃদ্ধ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। আমি বৃদ্ধকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! আপনার নাম কি এবং নিবাস কোথায়? এবং আপনিই কি এই অদ্ভুত স্নানাগার নির্ম্মাণ করিয়াছেন?" আমার এবম্ভূত প্রশ্ন শ্রবণে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, 'মহারাজ! সুপ্রসিদ্ধ বোখারা নগর আমার জন্মস্থান। আমার নাম আবেসিন। আমি বিদ্যোপার্জ্জন করণার্থে শৈশব কালাবধি বহু দেশ পর্য্যটন করণানন্তর অবশেষে গত রজনীতে এই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এবং এতন্নগরবাসিগণের নিকট আমি যে সমস্ত অত্যদ্ভুত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি তাহার পরিচয় প্রদানে সমুৎসুক হইয়া এই স্নানাগার নির্ম্মাণ করিয়াছি।" তচ্ছ্রবণে আমি আরও চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে, তবে কি কৌশলে যে, আপনি এই অদৃষ্টপূর্ব্ব গৃহটী নির্ম্মাণ করিলেন, তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনে আমাকে পরিতুষ্ট করুন।" আমার এবম্প্রকার আগ্রহাতিশয় দর্শনে বৃদ্ধ কহিলেন, 'মহারাজ! এই যে পরস্পর অভেদাকার চল্লিশটী বালক দেখিতেছেন, উহারা বাস্তবিক মনুষ্য নহে। আমি চল্লিশটী বৃক্ষ শাখা ছেদন করতঃ তাহা মন্ত্রপূত করিলে তৎপ্রভাবে এই চল্লিশজন কিঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। আপনি যে স্নানাগারের

নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া এতাধিক প্রশংসা করিতেছেন, তাহাও এই বালক-গণ কর্ত্তৃক অত্যল্পকাল মধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছে।"

আমি বৃদ্ধের এবম্বিধ অত্যাশ্চর্য্য কথা শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রাজবাটীতে আনয়নপূর্ব্বক অতিশয় ভক্তি সহকারে তদীয় সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলাম। তখন বৃদ্ধ আমার সৌজন্যে সমধিক প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, 'মহারাজ! যদি আমার দ্বারা আপনার কোন কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে তবে বলুন, আমি তাহা সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি।" আমি বৃদ্ধের কথা শুনিবামাত্র কহিলাম, "মহাশয়! যদি আমার প্রতি আপনি এতাদৃশ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে যদি মৎপ্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় বিদ্যাবলে অদ্য কার্জ্জম দেশাধিপতি অর্শিনিল-রাজ-দুহিতাকে আমার নিকট আনীয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি যাবজ্জীবন আপনার নিকট বাধ্য হইয়া থাকি।" আমার কথায় বৃদ্ধ হাস্য করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! এ অতি সামান্য কার্য্য, ইহার জন্য আমাকে ক্লেশ করিতে হইবে না। আমার এই কিঙ্করদিগকে অনুমতি করিলেই ইহারা এই মুহূর্ত্তেই আপনার অভিলষিত কামিনীকে এই স্থানে আনীয়া দিবে।" এই বলিয়া তিনি সেই বালকগণকে আদেশ করিবামাত্র তাহারা নিমেষ মধ্যে তথা হইতে অদৃশ্য হইল। এবং ক্ষণকাল পরে এক স্বর্ণ পালঙ্কোপরি শায়িত সেই অর্শিনিলতনয়া রেজিয়াকে আনীয়া আমার নিকট উপস্থিত করিল। তদ্দর্শনে আমি সাতিশয় আনন্দিত হইয়া, প্রথমতঃ বৃদ্ধের নিকট গমন করতঃ তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। তদনন্তর রাজতনয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলাম, "সুন্দরি! তুমি কি এক্ষণে আমায় চিনিতে পারিতেছ? আমি তোমারই জন্য সামান্য কিঙ্কর-বেশধারণ করতঃ তোমার পিতার উদ্যানে সামান্য মালীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, এবং স্বীয় বংশীবাদন গুণে তদীয় জনক প্রভৃতিকে সন্তুষ্ট করিয়া অবশেষে তোমার দর্শন লাভে সমর্থ হইয়াছিলাম।" এই বলিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করতঃ কহিলাম, "সুন্দরি! দেখ আমি তোমার জন্য আত্মজীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হই নাই। কেবল ঈশ্বরের কৃপা বলেই এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি। এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে, তুমি এ অধীনের প্রতি প্রসন্না হইয়া আমার এই শোকাচ্ছন্ন হৃদয়কে পুলোকিত কর।"

আমার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে রাজকুমারী কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তৎপরে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যেপ্রকারে আমাকে কার্জ্জমদেশ হইতে এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন তাহাতে তৎপ্রতি যে আমি প্রীতি প্রকাশ করি ইহা আমার একান্ত

ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বিধাতা নাকি আপনার প্রতি সম্পূর্ণ অনুকূল, সেই জন্যই আপনি এই গর্হিত কার্য্য করিয়াও আমার প্রসন্নতালাভে বঞ্চিত হইলেন না। বোধ করি আপনি আপনার বন্ধুর নিকট শুনিয়া থাকিবেন যে, পাপাচার গজনাপতি, কান্দাহাররাজের সহিত মিলিত হইয়া সম্মুখ-সমরে আমার পিতাকে পরাজিত করেন। অতঃপর পিতা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অগত্যা গজনাপতির সহিত আমার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। আমি এই কথা শুনিবামাত্র এমনি দুঃখিতা হইয়াছিলাম যে, দিবারাত্র কেবল ক্রন্দন করতঃ কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। কিন্তু পরমেশ্বরের মহিমা বুঝা ভার, যেহেতু ইহার অত্যল্পকাল পরেই জানিতে পারিলাম যে, গজনাপতি ও কান্দাহাররাজ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া কান্দাহাররাজ গজনাপতিকে নিধন করিয়াছেন। সেই সংবাদ শুনিবামাত্র আমার মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল বটে, কিন্তু পুনরায় যখন শুনিলাম যে, কান্দাহাররাজ পিতার নিকট দূত প্রেরণদ্বারা আমার পাণিগ্রহণাভিলাষ প্রকাশ করায় তিনি ভয়প্রযুক্ত তাহাতে সম্মত হইয়াছেন, তখন আমার সেই হরিষ বিষাদে পরিণত হইল। তখন আমি পুনরায় দিন যামিনী কেবল ক্রন্দন করতঃ অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। বোধ হয় আমার সেই হৃদয়বিদারক রোদনধ্বনি বিধাতার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়ায় তিনি মৎপ্রতি কিঞ্চিৎ দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আপনার দ্বারা এবম্প্রকার অলৌকিকভাবে আমার উদ্ধারসাধন করিলেন।”

আমি রাজকন্যার এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া কহিলাম, “রাজবালে! আমি যাহাই করিয়া থাকি, এক্ষণে আপনাকে অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক পাণিদান করিতে হইবে, নতুবা আমার জীবন সংশয় জানিবেন।” রেজিয়া কহিলেন, “মহারাজ! আপনার সহবাস-সুখ উপভোগ করি ইহা আমার বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু আপনিত জ্ঞাত আছেন যে, ললনাগণ চিরকালই পরাধীনা, অতএব অগ্রে পিতার অনুমতি গ্রহণ করিতে না পারিলে আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মতা হইতে পারি না।” এই কথায় আমি তৎক্ষণাৎ প্রিয়বন্ধু হাসনকে পুনর্ব্বার অশিনলভূপতির নিকট প্রেরণ করিলাম।

ওদিকে কাৰ্জমরাজ অকস্মাৎ কন্যার অদর্শনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যৎ-পরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন, এবং স্বীয় অমাত্যগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, “দেখ মন্ত্রিগণ! গত রজনীর নিশীথ সময়ে রাজকন্যা রেজিয়া একাকী যে কোথায় গিয়াছে তাহার কিছুই অনুসন্ধান পাইতেছি না, অতএব যদি তোমরা তাহার কোন সংবাদ বলিতে পার তাহা হইলে আমি

পরম উপকৃত হই।" মহারাজের এবম্প্রকার বাক্য শুনিবামাত্র প্রধানামাত্য তৎক্ষণাৎ একজন সুপ্রসিদ্ধ গণককে রাজসভায় আনয়ন করতঃ তাঁহার নিকট অবগত হইলেন যে, আমিই রাজকন্যা রেজিয়াকে হরণ করিয়া আনীয়াছি। এমন সময় হাসন রাজসমক্ষে গমন করতঃ স্বীয় বন্ধুর অভিলাষ ব্যক্ত করিলে.তিনি ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করতঃ স্বয়ং কান্দাহারাধিপতির সহিত মিলিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করণাভিপ্রায়ে আমার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।"

এদিকে ঘাতকপুরুষ হাসনকে বধমঞ্চে উত্তোলন করতঃ যেমন তাঁহার শিরশ্ছেদনের উপক্রম করিল অমনি হাসন আকাশপথে উত্থিত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে আমার নিকট আগমন করতঃ তৎসমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যো-পান্ত বর্ণন করিলেন। বন্ধু প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিবামাত্র আমি একেবারে হতাশ্বাস হইলাম। এবং কি উপায়ে যে উক্ত শত্রুদ্বয়ের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিব মনে মনে তদ্বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময় আবেসিন আমার নিকট আগমন করতঃ কহিল, " মহারাজ! যদবধি আমি আপনার রাজ্যে বাস করিব তদবধি আপনাকে কোন বিষয়ের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না।" আমি তাহার এবম্বিধ বাক্যে পরম পুলকিত হইয়া তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

অনন্তর বিপক্ষদ্বয় অগণ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইলে, আবেসিন পরম সুহৃদ্‌ভাবে তাঁহাদিগের নিকট গমন করতঃ উভয়ের মধ্যে এমনি আত্মকলহ ঘটাইয়া দিল যে, তাঁহারা পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষ কান্দাহাররাজ সমরে প্রাণত্যাগ করিলেন, সুতরাং আর্শিনলভূপতি যুদ্ধে জয়ী হইলেন। কিন্তু যুদ্ধকালীন তাঁহার সমস্ত সৈন্য হত হইয়াছিল, তজ্জন্য আবেসিন তাঁহাকে সহজে ধৃত করিয়া আমার নিকট আনয়ন করিল। তখন আমি বিবিধ প্রকারে তাঁহার সন্তোষসাধনার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তাহাতে ক্রমে তাঁহার ক্রোধ শান্তি হইল। তখন তিনি শুভক্ষণ ও শুভলগ্ন স্থির করিয়া আমার সহিত রাজকন্যা রেজিয়ার বিবাহ দিলেন। তদনন্তর কতিপয় দিবস আমোদ আহ্লাদের পর আর্শিনলভূপতি স্ব রাজ্যে গমন করিলেন।

ক্রমে আমাদিগের সম্প্রীতি এমনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, ক্ষণকালের জন্য আমরা পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারিতাম না, সর্ব্বদাই একত্র শয়ন, একত্র ভোজনপ্রভৃতি দ্বারা পরমাহ্লাদে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমাদিগের এই সুখরবি শীঘ্রই অস্তমিত হইল, যেহেতু যিনি এই প্রণয়বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন তিনিই তাহার মূলচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন। অর্থাৎ

যে আবেসিন কর্ত্তৃক আমি আমার প্রণয়িনীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তিনিই রাজকন্যার অলৌকিক রূপলাবণ্য দৃষ্টে মোহিত হইয়া একদা তাঁহার নিকট স্বাভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। রাজনন্দিনী আবেসিন প্রমুখাৎ এই অত্যনুচিত বাক্যশ্রবণে যৎপরোনাস্তি কুপিতা হইলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে কোন অপমানের কথা না বলিয়া যাহাতে তাঁহার কামানল শীতল হয় তদ্বিষয়ে বিবিধ প্রকার উপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া একদা রাজকন্যা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন। তাহাতে আবেসিন সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজবালাকে অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "রে নিন্দিতে! তুই যেমন আমাকে প্রণয়সুধাদানে অসম্মতা হইলি অদ্যাবধি তুইও সেইরূপ স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা হইবি, এবং তাহার প্রণয় সম্ভাষণ শুনিবা মাত্র তুই হতজ্ঞান হইয়া ভূতলশায়িনী হইবি।" এই বলিয়া আবেসিন মনেং কি মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ তথা হইতে চলিয়া গেল। তদবধি সেই কামিনী আমাকে দেখিলেই শবাকার ধারণপূর্ব্বক ভূতল শায়িনী হয়, আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কিছুতেই তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিনাই। মহারাজ! এই আমার জীবনবৃত্তান্ত এবং ইহার জন্যই আমি সদাসর্ব্বদা ম্লানভাব ধারণ করতঃ অতি কষ্টে কালযাপন করিয়া থাকি।

আস্ত্রাকানাধিপতি এইরূপে স্বীয় জীবন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, বদরুদ্দীন ভূপতি ও তৎসমভিব্যাহারিগণ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক যখন সকলেই এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, হর্ম্মজরাজ যথার্থ দুঃখি, যেহেতু তাঁহার গৃহে এরূপ রূপবতী নারী থাকিতেও তিনি তৎসহবাসে বঞ্চিত, এমন সময় সয়ফলমুলুক ভূপতি সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, মহারাজ! যদিও হর্ম্মজ রাজপত্নী পরমরূপবতী এবং তাঁহাকে দর্শন করিলেই মানবের মন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা তথাপি আমার মন বদরলজমালের রূপলাবণ্যের এমনি পক্ষপাতী যে, তাঁহাকে দেখিয়া আমি ক্ষণকালের জন ও চঞ্চলচিত্ত হই নাই।" সয়ফলমুলুক এই কথা বলিয়া উপবেশন করিবামাত্র মন্ত্রী ভূপতি সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! হর্ম্মজরাজ যেমন স্বীয় পত্নীর নিমিত্ত এবং সয়ফলমুলুক যেমন বদরলজমালের জন্য সাতিশয় দুঃখিত আমিও তদ্রূপ জেলেখার বিরহে অহরহঃ দগ্ধ হইতেছি, কিন্তু মহারাজ ত কখন কাহার প্রেমে বদ্ধ হয়েন নাই তবে কি জন্য আপনি সদাসর্ব্বদা এরূপ বিমর্ষভাবে কালযাপন করেন?" মন্ত্রী প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্র ভূপতি বলিলেন, "মন্ত্রিণ! আমি যাহার বিরহে অহরহঃ এরূপ দুঃখে কালাতিপাত করিতেছি সে যদিও

রাজকন্যা নহে তথাপি তাহার সৌন্দর্য্যের কথা কি বলিব,কিন্তু যদিও আমি মনে২ একপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, একথা কাহার নিকট প্রকাশ করিব না, তথাপি তোমাদিগের অনুরোধক্রমে তাহা আর গোপন রাখিতে পারিলাম না। আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি, তোমরা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।”

আরোয়া রূপসীর কথা।

ডামাস্কস নগরে বাহু নামে এক সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন সওদাগর ছিলেন। তিনি বাল্যাবধি নানা স্থানে বাণিজ্য করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করেন। কিন্তু স্বীয় সৎস্বভাব এবং দানশক্তি প্রভাবে যে যাহা চাহিত তাঁহাকে তাহাই দিতেন বলিয়া কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। অবশেষে যখন বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইলেন তখন স্বীয় ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া বন্ধু বান্ধবগণের উপকার করিলেন। এইরূপে যখন তাঁহার সমুদায় অর্থ নিঃশেষিত হইল, তখন তিনি অতিশয় কষ্টে পতিত হইলেন বটে,কিন্তু লজ্জাপ্রযুক্ত প্রথমতঃ কাহার নিকট কিছু চাহিতে পারিলেন না। অবশেষ যখন দেখিলেন যে, আর কোন মতে সংসার চলে না তখন যে সমস্ত বন্ধু বান্ধবগণের অসময়ে তিনি উপকার করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু বন্ধুগণের সাহায্য করা দূরে থাক্ কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিল না। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া দিবা রাত্রি কেবল চিন্তা করায় এমনি রোগাক্রান্ত হইলেন যে,কয়েক দিবসের মধ্যে একবারে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অতিকষ্টে কতিপয় দিবস অতীত হইলে একদা তাঁহার স্মরণ হইল যে, দানেসমন্দ নামে এক জন বৈদ্য ইতিপূর্ব্বে তাঁহার নিকট হইতে দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা কর্জ্জ লইয়াছিল। অতএব বনিক আরোয়ানাম্নী তাঁহার পরমরূপবতী সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন, যদি তুমি সেই বৈদ্যের নিকট গমন করতঃ তাঁহাকে আমার দুরবস্থার কথা জানাইয়া ঐ স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করিতে পার তাহা হইলে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, আমাদিগের উপস্থিত ক্লেশের কিঞ্চিৎ লাঘব হইতে পারে।

সাধু-রমণী যদিও এপর্য্যন্ত কখন গৃহের বাহির হন নাই এবং পরপুরুষের মুখ দেখেন নাই, তথাপি স্বামীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা বস্ত্রদ্বারা বদন আচ্ছাদিত করিয়া মৃদু মন্দ গমনে বৈদ্যরাজের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তৎসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, ‘মহাশয়!

আমি বণিকবর বান্থর ভার্য্যা, স্বামী বহুদিবসাবধি পীড়িত হইয়া এক্ষণে এমনি কষ্টে পতিত হইয়াছেন যে, আমাদিগের সংসার চলা ভার হইয়াছে। অতএব আপনি বিপদ কালে আমার স্বামীর নিকট হইতে যে দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা কর্জ্জ লইয়াছেন তাহা প্রতিপ্রদান করুন।” আমার এই কথা শুনিবামাত্র চিকিৎসক বলিলেন, “সুন্দরি! আমি তোমার স্বামীর এক পয়সাও ধারী না, বিশেষতঃ তিনি যে কে তাহাও আমি অবগত নহি। তবে যদি তুমি মৎপ্রতি প্রসন্না হও তাহা হইলে দুই সহস্রের পরিবর্ত্তে আমি চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।” এই সমস্ত কথা বলিয়াই উক্ত নরাধম ক্ষান্ত হইল না, অনঙ্গের দুর্জ্জয়বাণে প্রপীড়িত হইয়া তৎক্ষণাৎ যুবতীর হস্তধারণপূর্ব্বক স্বীয় কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন আরোয়া সাতিশয় ক্রোধান্বিতা হইয়া বলপূর্ব্বক বৈদ্যকে ভূতলে ফেলিয়া দিয়া বলিল, “রে নরাধম! তুই সামান্য অর্থের লোভ দেখাইয়া আমার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিতেছিস, আমাকে সসাগরা পৃথিবী প্রদান করিলেও আমি স্বামী পরিত্যাগ করিতে পারিব না।” বৈদরাজ বণিকরমণীর ঈদৃশ তিরস্কার বাক্যে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

সাধুবনিতা এইরূপে অপমানীতা হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করতঃ স্বামীর নিকট তৎসমুদায় ব্যক্ত করিলে, বান্থ যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, “প্রিয়ে! এক্ষণে ইহার এক উপায় আছে, অর্থাৎ এদেশের যে কাজী তিনি পরম ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ লোক, অতএব তাঁহার নিকট গমন করতঃ বৈদ্যের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিলে, সেই বিশ্বাসঘাতক নিশ্চিত দণ্ডিত হইবে এবং আমাদিগের প্রাপ্য টাকাও পাওয়া যাইবে।”

বণিকবনিতা এই কথা শুনিয়া বসনে সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া বিচারালয়ে গমন করিল, এবং স্বীয় মুখাবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক দানেসমন্দ সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা বিচারপতির নিকট ব্যক্ত করিল। বিচারক বণিকজায়ার অসামান্য রূপলাবণ্য দৃষ্টে এমনি মোহিত হইয়া পড়িলেন যে, স্বয়ং বিচারাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাহার হস্তধারণ করিয়া অপর এক নির্জ্জন গৃহে গিয়া বলিলেন, “সুন্দরি! তোমার আগমনেই কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে জানিবে। আমি এখনি সেই দুরাচার চিকিৎসকের সমুচিত শাস্তি বিধান করতঃ তোমাদিগের প্রাপ্য টাকা প্রত্যর্পণ করাইব, কিন্তু হে চন্দ্রবদনি! হে কমল নয়নি! আমি তোমার অসামান্য রূপলাবণ্য দৃষ্টে এমনি বিমোহিত হইয়াছি যে, একবার তুমি আমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিলে আমি তোমার

প্রীত্যর্থ আর চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিব।" সাধ্বী কান্তা বিচারকের এবম্বিধ গর্হিত বাক্য শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া ক্রন্দন করিতে২ বলিতে লাগিল, "আমি অতি হতভাগিনী, নতুবা যাহার কাছে যাই সেই মৎপ্রতি এরূপ দূষনীয় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় কেন।" বিচারপতি সাধ্বীবনিতার এবম্বিধ খেদোক্তি শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পতিপরায়ণা আরোয়া তদ্বিষয়ে কর্ণপাত না করিয়া সাশ্রুনয়নে বণিকসন্নিধানে আগমন করতঃ তৎসমুদায় ব্যক্ত করিল। তচ্ছ্রবণে বাসু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিল যখন কপাল মন্দ হয় তখন এইরূপই ঘটিয়া থাকে, বোধ হয় কাজীর সহিত চিকিৎসকের বন্ধুত্ব আছে, নতুবা তিনি এরূপ ব্যবহার করিবেন কেন? যাহা হউক, প্রিয়ে এই নগরের প্রান্তভাগে সাক্ষাৎধর্ম্মস্বরূপ যে রাজ প্রতিনিধি বাস করেন, তুমি তাঁহার নিকট গমন করতঃ এই সমস্ত ব্যক্ত কর। তিনি অবশ্যই ইহার সুবিচার করিবেন।

বণিকবনিতা স্বামীর পরামর্শানুসারে পরদিন প্রাতে মলিন বসনে সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া রাজপ্রতিনিধির গৃহে গমন করিল। রাজপ্রতিনিধি তাহাকে দেখিবামাত্র পূর্ব্বোক্ত কাজীর ন্যায় একটী নির্জ্জন গৃহে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে! তুমি কে এবং কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আগমন করিয়াছ?" রমণী কহিল, "মহাশয়! বাসু নামে যে সওদাগর এই দেশে বসতি করেন আমি তাঁহারই সহধর্ম্মিণী। তৎপরে যে জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছে, আদ্যোপান্ত তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিল।" তচ্ছ্রবণে রাজপ্রতিনিধি বলিলেন, "প্রিয়ে! যদি তুমি মৎপ্রতি প্রসন্না হইয়া আমার মনোভিলাষ পূরণে প্রতিশ্রুত হও তাহা হইলে আমি দানেসমন্দ নামক চিকিৎসকের নিকট তোমার স্বামী যে টাকাগুলিন পাইবেন তাহা প্রত্যর্পণ করাইবার চেষ্টা করি, নতুবা বিফল পরিশ্রমের প্রয়োজন কি।"

রাজপ্রতিনিধির এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে বণিকবনিতা সাতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সওদাগরকে বলিল, "স্বামিন্! দরিদ্রের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া একান্ত দুরূহ ব্যাপার, যেহেতু যাহার নিকট গমন করি সেই দানেসমন্দ বৈদ্যরাজের ন্যায় আমার সতীত্বনাশে যত্নবান্ হয়।" এই বলিয়া রাজপ্রতিনিধি তৎপ্রতি যে প্রকার কুব্যবহার করিয়াছিল অবিকল তৎসমুদায় বর্ণন করতঃ কহিল, "স্বামিন্! তজ্জন্য আপনি কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হইবেন না, যেহেতু আমি ঐ মুদ্রা পুনঃপ্রাপ্তির এবং ঐ দুরাত্মাদিগের সমুচিত প্রতিফল প্রদানার্থ একটী সদুপায় স্থির

করিয়াছি, যদি ঈশ্বরানুগ্রহে তাহা সুসিদ্ধ হয় তবে পরে জানাইব, এক্ষণে প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই।" বণিক স্বীয় পতিপরায়ণা রমণীকে চিরকাল বিশ্বাস করিতেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি না করিয়া বলিলেন, "তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয় কর।" ইহা শুনিয়া বুদ্ধিমতী আরোয়া স্বকীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদানার্থ কতিপয় মুদ্রা সংগ্রহ করতঃ বাজার হইতে তিনটী কাষ্ঠনির্ম্মিত সিন্দুক ক্রয় করিয়া আনীল। তদনন্তর বিবিধ বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া দানেসমন্দ সমক্ষে গমন করতঃ স্বীয় বদনাবরণ উন্মোচন করিয়া অতি মৃদুমধুরস্বরে কহিল, "বৈদ্যরাজ! আপনার যশ জগদ্বিখ্যাত, অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগের প্রাপ্য মুদ্রাগুলিন প্রত্যর্পণ করুন।" বৈদ্য কহিলেন, "চন্দ্রাননে! যদি তুমি আমার পূর্ব্ব কথাটী রক্ষা কর তাহা হইলে দুই সহস্রের পরিবর্ত্তে চারি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিব, নতুবা কিছুই দিব না।" বণিকললনা বৈদ্যরাজের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে ছলনাপূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। তৎপরে কহিল, "যদি আপনি একান্তই আমার প্রতি বশীভূত হইয়া থাকেন তবে অদ্য রাত্রি এক প্রহরের সময় মুদ্রা লইয়া আমাদিগের বাটীতে গমন করিবেন। সেইখানেই আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কিন্তু আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি যেন আপনার গমনের বিষয় কেহ জানিতে না পারে।" এই কথায় চিকিৎসক আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলপূর্ব্বক তাহার বদন চুম্বন করিলেন। সে সময়ে ক্রোধ প্রকাশ করিলে পাছে কার্য্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে এই ভয়ে আরোয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহা সহ্য করিল।

অতঃপর সাধুবাল্লা কাজীর নিকট গমন করতঃ কহিল, "মহাশয়! আমার প্রতি সদয় হউন, যেহেতু আমি গতকল্য আপনার প্রার্থনায় সম্মতা না হইয়া তদবধি বিষম সন্তাপানলে দগ্ধীভূতা হইতেছি। বিশেষতঃ আপনি আমার উপপতি হইলে আমার মানহানি হওয়া দূরেথাক্ বরং তাহাতে আমার গৌরববৃদ্ধি হইবে, যেহেতু আপনি এই দেশের একমাত্র হর্ত্তাকর্ত্তা এবং বিধাতা, অতএব তাহা আমার করা কর্ত্তব্য বটে।" বিচারপতি এই কথায় সাতিশয় পুলকিত হইয়া কহিলেন, "প্রেয়সি! অদ্যাবধি তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী হইলে, অতএব আর গৃহে না গিয়া এই স্থানেই পরম সুখে বাস কর।" রমণী বলিল, "নাথ! আপনার বাক্যের প্রতিকূলতাচরণ করি ইহা আমার অভিপ্রেত নহে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন্ যে কি এখানে থাকিলে আমার অপযশ হইবে এবং আপনাকেও তজ্জন্য নিন্দনীয় হইতে হইবে অতএব আমার অভিলাষ এই যে, অদ্য

রাত্রি দুই প্রহরের সময় আপনি আমাদিগের বাটী গমন করিবেন, তাহা হইলেই উক্ত কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে, যেহেতু আমার পতি বৃদ্ধ এবং রুগ্ন সুতরাং তিনি ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিবেন না।” কাজী তাহাতেই সম্মত হইলে আরোয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অনন্তর সাধুপত্নী রাজপ্রতিনিধির নিকট গমন করতঃ নানাবিধ হাব ভাব প্রকাশপূর্ব্বক কহিল, “মহাশয়! অদ্য রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় আপনি আমাদিগের বাটী গমন করিবেন, তাহা হইলেই আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে।”

আরোয়া এইরূপে তিন জন লম্পটকে জালবদ্ধ করিয়া আসিল বটে, কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপাকটাক্ষ ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, তজ্জন্য তাঁহার অনেক স্তব স্তুতি করিল। তদনন্তর বাজারে গিয়া নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়া তদীয় এক জন বিশ্বাসী দাসীকে তৎসমুদায় বৃত্তান্ত বলিল। তৎপরে কিরূপে যে সেই লম্পটত্রয়ের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিবে মনেং তাহা স্থির করিয়া তিনটী গৃহ সুসজ্জিত করিয়া প্রত্যেক গৃহে একএকটী সিন্দুক রাখিয়া দিল। রাত্রিএকপ্রহর হইবামাত্র বৈদ্যরাজ আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন, দাসী দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া তাঁহাকে বণিকজায়ার শয়নগৃহে লইয়া গেল। দ'নেসমন্দ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সুন্দরীর সুন্দর মূর্ত্তি বিবিধ বেশভূষায় ভূষিতা দেখিয়া এমনি অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন যে, আর ক্ষণবিলম্ব করিতে না পারিয়া বণিকবনিতার হস্ত ধারণপূর্ব্বক স্বীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপক্রম করিলেন। তখন সাধুবনিতা ঈষৎ কোপপ্রকাশপূর্ব্বক কহিল, “মহাশয়! করেন কি, অগ্রে আপনার বস্ত্র পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক আহার করুন তৎপরে স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।” রমণীর ঈদৃশ বাক্যে বৈদ্যরাজ কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া স্বীয় বস্ত্রমধ্য হইতে চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন। তদনন্তর স্বীয় বস্ত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামকরণানন্তর বণিকজায়ার সহিত একত্রে ভোজনে বসিলেন, এবং নানাপ্রকার হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বাটীর বহির্দ্দিকে একটা কলরব শ্রুতিগোচর হইল। তাহাতে সাধুরমণী স্বীয় কিঙ্করীকে আহ্বানপূর্ব্বক উহার কারণানুসন্ধান করিতে আজ্ঞা করিল। আজ্ঞামাত্র দাসী দ্বারাভিমুখে দৌড়িয়া গেল, এবং ক্ষণকাল পরে আসিয়া বলিল, “ঠাকুরাণি! আপনার ভ্রাতা বহুদিবসের পর বিদেশ হইতে আসিয়া কর্ত্তামহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার গৃহে আগমন করিতেছেন।” তচ্ছ্রবণে আরোয়া শঙ্কিত হইয়া কহিল, “হায়! ইহার উপায় কি? যদি তিনি এই ঘরে আসিয়া আমাদিগের

উভয়কে এই ভাবে দর্শন করেন তাহা হইলে না জানি কি অনর্থই সংঘটিত হইবে।” প্রাচীনা স্বীয় কর্ত্রী ঠাকুরাণীর এবম্প্রকার ব্যাকুলতা দর্শনে সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করণানন্তর বহিল, “আর্য্যে! ইহার একটী সদুপায় আছে. যদি চিকিৎসক মহাশয় কিয়ৎক্ষণ গুপ্তভাবে এই সিন্দুক মধ্যে অবস্থিতি করেন তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা পায়।” আরোয়া দাসীর বাক্যে কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া বিনয়-নম্রবচনে বৈদ্যরাজকে বলিল, “মহাশয়! যদি ক্ষণকালের জন্য এই সিন্দুকমধ্যে অবস্থিতি করেন তাহা হইলে আমাদিগের সকল বিপদ বিদূরীত হয়, এবং আমি কিঞ্চিৎকাল ভ্রাতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া আপনার সহিত হাস্যপরিহাসে প্রবৃত্ত হইব।” বৈদ্যরাজ তখন কি করেন অগত্যা সিন্দুকমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র আরোয়া তাঁহাকে চাবিবন্ধ করিল।

এইরূপে সাধুপত্নী এক জন লম্পটের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিয়া পরম আহ্লাদের সহিত অপর এক গৃহে গিয়া কি প্রকারে যে কাজীকে সিন্দুকমধ্যে পূরিয়া তালাবদ্ধ করিবে স্বীয় দাসীর সহিত তদ্বিষয়ক পরামর্শ স্থির করিতেছে, এমন সময় দ্বারাঘাত হইল। তখন বৃদ্ধা কিঙ্করী দ্বারোদ্ঘাটন করতঃ কাজীকে সমভিব্যাহারে লইয়া সাধুকান্তার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিচারপতি রমণীর গৃহে প্রবেশ মাত্র তাহার বেশভূষা এবং হাব ভাব দৃষ্টে এমনি বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া পড়িলেন যে, তৎক্ষণাৎ সাধুরমণীকে প্রতিশ্রুত মুদ্রা প্রদান করতঃ তাহার পদধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “প্রিয়ে! আমি যে আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি না, শীঘ্র আমার প্রেমানল নির্ব্বাণ কর।” কাজীর ঈদৃশ ভাব দর্শনে রমণী কহিল, “মহাশয়! স্বীয় অঙ্গবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আপনি ক্ষণকাল এই গৃহে বিশ্রাম করুন, আমি একবার স্বামীর নিকট হইতে আসিতেছি।” এই বলিয়া রমণী গৃহান্তরে গমন করিল। এবং ক্ষণকাল পরে ক্রন্দন করিতে২ আসিয়া কহিল, “মহাশয়! সর্ব্বনাশ উপস্থিত, এই গৃহে যে এক জন প্রাচীনা দাসী আছে সে কর্ত্তা মহাশয়ের অতিশয় অনুগত, সে কি প্রকারে আপনাকে দেখিতে পাইয়া সমুদায় কথা তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছে, তজ্জন্য স্বামী অতিশয় কুপিত হইয়া আমার পিতাকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাকে আমার চরিত্র দেখাইবার নিমিত্ত তৎসমভিব্যাহারে আমার গৃহাভিমুখে আগমন করিতেছেন। এক্ষণে উপায় কি বলুন দেখি?” তচ্ছ্রবণে কাজী কহিলেন, “সুন্দরি! সে জন্য চিন্তা কি তোমার জনক এবং স্বামী উভয়েই আমার আজ্ঞাবহ, অতএব আমি উভয়কেই শাসন করিয়া দিব,

তাহা হইলে তোমার আর কেহ কিছু বলিবে না।" কামিনী কহিল, "বিচারপতে! যখন আপনি আমার আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন তখন পিতা কি স্বামী কাহাকেই আমি ভয় করি না সত্য বটে, কিন্তু আমি যাহাদিগের নিকট পতিব্রতা বলিয়া পরিচিতা আছি তাহারা আমার এবম্প্রকার ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিলে আমাকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিবে, এবং তচ্ছ্রবণে বিপক্ষগণ যে হাস্য করিতে থাকিবে ইহা আমার কদাচ সহ্য হইবে না।" এই বলিয়া সাধুপত্নী পুনরায় কপটক্রন্দন আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে কাজী অতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "যুবতি! বৃথা ক্রন্দন করিলে আর কি হইবে, যদি কোন উপায় থাকে বল।" কাজীর এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে কিঙ্করী কহিল, "ধর্ম্মাবতার! ইহার এক উত্তম উপায় আছে, যদি আপনি তাহা করিতে পারেন তাহা হইলে সকলকেই অপ্রস্তুত করিতে পারা যায়।" কাজী এই কথা শুনিবামাত্র কহিলেন, "সে উপায় কি বল, আমি এখনি করিতে প্রস্তুত আছি।" দাসী বলিল, 'মহাশয়! যদি অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক ক্ষণকালের জন্য এই সিন্দুকমধ্যে থাকিতে পারেন, তাহা হইলে আর কোন আশঙ্কার কারণ থাকে না।" কাজী কিঙ্করীর কথা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মত হইয়া সিন্দুকমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে দাসী সিন্দুকটী তালাবদ্ধ করিয়া উহার চাবিটী কর্ত্রী ঠাকুরাণীর হস্তে প্রদান করিল।

অনন্তর রজনী তৃতীয় প্রহর হইলে রাজপ্রতিনিধি আসিয়া দ্বারাঘাত করিলেন। তাহাতে বৃদ্ধাদাসী তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বণিকজায়ার নিকট গমন করিল। সুন্দরী রাজপ্রতিনিধিকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক শয্যোপরি বসিতে বলিল। কিন্তু রাজপ্রতিনিধি অনঙ্গবাণে জর্জ্জরিত হইয়া তৎসহ আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইলেন দেখিয়া দাসী তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহির্গতা হইল। তাহার অব্যবহিত পরেই দ্বারদেশে ভয়ানক কোলাহল শব্দ হইল। তৎশ্রবণে সাধুরমণী উহার কারণানুসন্ধান করিবার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় সেই বৃদ্ধা দৌড়িয়া আসিয়া নিবেদন করিল, "ঠাকুরাণি! বিষম বিপদ উপস্থিত দেখিতেছি, কাজী সওদাগর সমভিব্যাহারে এই দিকে আসিতেছেন।" রমণী বৃদ্ধার বাক্যে কিঞ্চিৎ কাল্পনিক ভয়প্রকাশপূর্ব্বক কহিল, 'কি সর্ব্বনাশ! এত রাত্রে কাজী আবার এখানে আসিলেন কেন? তুমি শীঘ্র যাও ইহার কারণানুসন্ধান করিয়া আইস।" তদনুসারে দাসী তথা হইতে প্রস্থান করিল, এবং ক্ষণকাল পরে আসিয়া বলিল, "ঠাকুরাণি! আপনি অর্থের জন্য বিচারকের নিকট বৈদ্যের নামে যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, বৈদ্য তৎসমুদায় মিথ্যা বলিয়া বাজার

নিকট আপনার নামে উল্টে নালিশ করিয়াছেন। তজ্জন্য কাজী রাজাজ্ঞানুসারে উহার সত্যাসত্য অবগত হইবার মানসে এস্থানে আগমন করিয়াছেন। বোধ করি তিনি এখনি কর্ত্তা মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া এই স্থানে আগমন করিবেন, অতএব আপনারা একটু সাবধানে থাকুন।" কিঙ্করী-প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্র সাধুপত্নী রাজপ্রতিনিধিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল "মহাশয়! তবে স্বামী সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এখনি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, কিন্তু সখে! তাঁহারা আসিয়া আপনাকে আমার গৃহে দর্শন করিলে আমার যৎপরোনাস্তি অপমান হইবে। অতএব যাহাতে আমার মানরক্ষা হয় তাহা আপনাকে করিতে হইবে।" তচ্ছ্রবণে রাজপ্রতিনিধি সাতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে কহিলেন, "প্রিয়ে! আমি যখন তোমার মঙ্গল কামনায় স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত নহি তখন আমাকে কি করিতে হইবে বল আমি এখনি তদ্বিষয়ে সম্মত আছি।" রাজপ্রতিনিধির এবম্প্রকার আশ্বাস বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া বণিকজায়া কহিল, "প্রাণাধিক! আপনাকে ক্ষণকালের জন্য এই সিন্ধুক মধ্যে থাকিতে হইবে, তাহার পর উঁহারা চলিয়া গেলে আপনাকে বাহির করিব।" রাজপ্রতিনিধি প্রথমতঃ কোন মতে তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন না, তৎপরে অনেক সাধ্য সাধনার পর তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সাধুকান্তা পূর্ব্বোল্লিখিত সিন্ধুকদ্বয়ের ন্যায় উক্ত সিন্ধুকটীও তালাবদ্ধ করিয়া স্বামী সকাশে গমন করতঃ তৎসমুদায় ব্যক্ত করিল।

সওদাগর, স্বীয় পত্নী প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু কি উপায়ে যে, ঐ পাপীষ্ঠত্রয়ের সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন তাহার কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া স্বীয় প্রেয়সিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি যে অসাধারণ বুদ্ধিমতী তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই, কিন্তু বল দেখি অতঃপর কি উপায়ে এই পাপীষ্ঠগণকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবে?" রমণী কহিল, "স্বামিন্! তাহা এখন বলিবার আবশ্যকতা নাই, কল্য যে উহারা কিপ্রকার দুর্দ্দশাপন্ন হয় তাহা আপনি স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন।" এই বলিয়া উভয়ে নানাবিধ প্রণয়ালাপে রজনী যাপন করিল।

অনন্তর পরদিবস প্রাতে সাধুপত্নী মদীয় সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া অতি বিনীতভাবে কহিল, "রাজাধিরাজ! যদি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক আপনি এ অধিনীর নিবেদন শ্রবণ করেন তাহা হইলে আমি [illegible] কৃতার্থ হই।" আমি ঐ রমণীর ঈদৃশ বিনীত ভাব দর্শনে এবং তাহার বাক্য পরম্পরা

শ্রবণে এমনি মোহিত হইয়াছিলাম যে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলাম। যুবতী আমার এবংবিধ সততা দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া সওদাগরের অনুমত্যনুসারে বৈদ্যরাজের নিকট টাকা প্রার্থনা করণাবধি রাজপ্রতিনিধির নিকট গমন করণ পর্য্যন্ত যখন যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল। আমি রমণীর এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে কহিলাম, "সুন্দরি! তুমি ইহা কিপ্রকারে সপ্রমাণ করিবে? তোমার কি কোন সাক্ষ্য আছে?" মদীয় বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সাধুকান্তা কহিল, 'ধর্ম্মাবতার! ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য আমার যে সমস্ত সাক্ষী আছে আপনি অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক একজন দূতকে আমার সহিত প্রেরণ করিলেই তৎসমুদায় আপনি স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন।"

আমি এই কথায় সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ রমণীর সহিত কতিপয় দূত প্রেরণ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে বণিকজায়া দূতদিগের মস্তকে তিনটী সিন্দুক স্থাপনপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলে, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কই তোমার সাক্ষিগণ কোথায়?" এই কথা শুনিবামাত্র বণিকজায়া তৎক্ষণাৎ আমার হস্তে তিনটী চাবী প্রদানপূর্ব্বক বলিল, "মহাশয়! আমার সাক্ষিগণ এই সিন্দুকত্রয়ের মধ্যেই আছে।" আমি সাধুকান্তার এবম্বিধ অত্যাশ্চর্য্য কথা শুনিয়া যেমন সিন্দুকত্রয় উদ্ঘাটন করিলাম অমনি তন্মধ্য হইতে বৈদ্য, কাজী এবং রাজপ্রতিনিধি এমনি পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক বহির্গত হইল যে তাহাদিগকে একপ্রকার বিবস্ত্র বলিলেও বলা যায়। আমি তাহাদিগের এবম্প্রকার গর্হিত আচরণ দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ কাজী এবং প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করিলাম। এবং বৈদ্যকে অবিলম্বে সাধুবনিতার হস্তে চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদানের অনুমতি দিলাম।

তদনন্তর আমি সাধুপত্নীকে অপর এক নির্জ্জন গৃহে লইয়া গিয়া বলিলাম, "সুন্দরি! তোমার যে সুধাংশু বদন দর্শনে এই ব্যক্তিত্রয়ের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তদ্দর্শনে আমি সাতিশয় ইচ্ছুক হইয়াছি, অতএব একবার স্বীয় অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর।" যুবতী মদীয় বাক্য অবহেলন করিতে না পারিয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার স্বীয় মুখাবরণ মুক্ত করিল বটে, কিন্তু তথায় আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। আমি দূর হইতে ঐ অপরূপ রূপের ছায়ামাত্র অবলোকন করিলাম বটে, কিন্তু তাহাই আমার চিত্তপটে অদ্যাপি চিত্রিত রহিয়াছে এবং শয়নে ও স্বপনে সর্ব্ব সময়েই সেই অলোক সামান্য রূপরাশি আমার

মনোমধ্যে উদিত হইয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রদান করিতে লাগিল।

এইরূপে অতিকষ্টে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে, আমি একদা সেই সুন্দরীর স্বামীকে ডাকাইয়া কহিলাম, "সাধো! আমি তোমার সকল কথা শুনিয়াছি। এক্ষণে যদি স্বীয় বনিতাকে পরিত্যাগ করণে স্বীকৃত হও তাহা হইলে আমি তোমায় এত অর্থ প্রদান করিতে পারি যে, তুমি আজন্ম মুক্ত হস্তে বিতরণ করিলেও উহা নিঃশেষিত হইবে না। আর যদি তোমার অন্য দার পরিগ্রহের অভিলাষ হয় তাহা হইলে আমার অন্তঃপুর মধ্যে যে সমস্ত সুন্দরী রমণী আছে তন্মধ্যে যাহাকে অভিরুচি হয় গ্রহণ করিবে।" সাধু আমার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া কহিল, "নরনাথ! অর্থলোভে মুগ্ধ হইয়া আমি কখনই এরূপ সতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। অধিকন্তু, আপনি যে অর্থ প্রদান করিবেন তদপেক্ষা আমার এ রমণী সহস্রগুণে মূল্যবান্ জানিবেন। অতএব আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তবে যদি সে স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া তব অভিলাষ পূরণে স্বীকৃতা হয় তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

এই বলিয়া সাধু স্বগৃহে প্রত্যাগমন করতঃ স্বীয় ভার্য্যাকে আহ্বান করিয়া কহিল, "প্রিয়ে! ঈশ্বরানুগ্রহে রাজা তৎপ্রতি অনুকূল হইয়াছেন, অতএব আমার একান্ত ইচ্ছা যে তুমি রাজমহিষী হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত কর। বিশেষতঃ আমার ন্যায় দরিদ্র এবং বৃদ্ধের পক্ষে তবাদৃশ রূপলাবণ্যবতী রমণী কখনই উপযুক্ত নহে।" সাধু এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলে বণিকজায়া সজল নয়নে কহিল, "নাথ! আমি কোনক্রমে তোমায় পরিত্যাগ করিতে পারিব না, ইহাতে যদি প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার তথাপি পর পুরুষে রত হইয়া স্বীয় সতীত্বধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারিব না।"

সাধু, পত্নীর এতাদৃশ সততা দর্শনে এবং বাক্য পরম্পরা শ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক কহিল, "প্রিয়ে! রাজা আমার আশাপথ চাহিয়া আছেন, অতএব বল দেখি আমি এক্ষণে ভূপতিকে গিয়া কি বলিব, এবং তিনি যদি বলপ্রকাশপূর্ব্বক তোমাকে আমার নিকট হইতে লইয়া যান তাহারই বা উপায় কি?" সাধুকান্তা কহিল, "প্রাণেশ্বর! আপনার আর তথায় যাইবারই বা প্রয়োজন কি, আসুন আমাদিগের গৃহে যে সমস্ত মূল্যবান্ দ্রব্য সামগ্রী আছে তৎসমুদায় গ্রহণকরতঃ এস্থান হইতে পলায়ন করি। পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে পথিমধ্যে রক্ষা করিবেন।" তদনুসারে সওদাগর সেই দিন [illegible] স্বীয় ভার্য্যাসহ ডামাস্কস নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক [illegible] গমন করিল।

আমি পর দিবস প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করণানন্তর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সাধুর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় প্রহর বেলা অতীত হইল অথচ সাধু আসিল না দেখিয়া আমি নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া তাহার বাটীতে এক জন দূত প্রেরণ করিলাম। কিন্তু দূত গিয়া দেখিল তথায় বণিক কি বণিকজায়া কেহই নাই, কেবল এক জন মাত্র পরিচারিণী রহিয়াছে, সুতরাং তাহাকেই রাজসভায় আনীয়া উপস্থিত করিল। তদনন্তর আমি দাসীর নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম বটে, কিন্তু লোক-লজ্জাভয়ে আর তাহার উদ্দেশে দূত প্রেরণ করিতে পারিলাম না। প্রায় বিংশতি বৎসর অতীত হইল সেই চিত্তহারিণী আমার নয়নের অন্তরাল হইয়াছে বটে, কিন্তু ক্ষণকালের জন্য আমি তাহাকে ভুলিতে পারিতেছি না। তাহার সেই কমনীয়মূর্ত্তি দিবা রাত্রি আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়া আমাকে দগ্ধিভূত করিতেছে।

যৎকালে ডামাস্কসাধিপতি স্বীয় মন্ত্রী এবং সয়ফলমুলুক রাজপুত্রের সহিত এবম্প্রকার কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন এমন সময় হঠাৎ সম্মুখবর্ত্তী প্রান্তরের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হওয়ায় দেখিতে পাইলেন তন্মধ্যে কতিপয় শিবির সংস্থাপিত রহিয়াছে এবং বহু সংখ্যক অশ্ব ও উষ্ট্র তদভিমুখে আসিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উহার কারণানুসন্ধান করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ স্বীয় মন্ত্রী এবং সয়ফলমুলুককে সমভিব্যাহারে লইয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু অত্যল্পদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন যে, ঐ শিবির গুলিনের মধ্যে যেটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট তন্মধ্যে আন্দাজ পঞ্চাশৎ বৎসর বয়স্ক একজন দীর্ঘকায় পুরুষ উত্তম বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এবং সম্মুখে বহু সংখ্যক দ্বারী দ্বার রক্ষা করিতেছে। তদ্দর্শনে ভূপতি তাঁহাকেই তাহাদিগের কর্ত্তা বিবেচনা করিয়া তৎসম্মুখে গমন করতঃ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সেই বৃদ্ধ নিম্নলিখিত প্রকারে নিজ পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

আবুলকাউরিসের প্রথম বাণিজ্য যাত্রা।

মহাশয়! আমি বসোরা দেশীয় এক জন বণিকের পুত্র, আমার নাম আবুলকাউরিস। মদীয় পিতা স্বীয় অধ্যবসায়গুণে নানা স্থানে বাণিজ্য করণানন্তর দশ বৎসরের মধ্যে বসোরা দেশের মধ্যে এক জন ঐশ্বর্য্যশালী বণিক বলিয়া পরিগণিত হয়েন। আমিও বাল্যকালাধি তাঁহার সহিত নানাস্থান [illegible]ভ্রমণ করণানন্তর বহুসংখ্যক দ্বীপ এবং উপদ্বীপ চিনিয়া ছিলাম। তজ্জন্য তিনি একদা আমাকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ

বৎস! সিগনিয়ার হাবিব নামক একজন বণিকের সহিত হিসাব পরিষ্কার করিবার জন্য তোমাকে একবার সিংহল দ্বীপে যাইতে হইবে।” আমি ইতিপূর্ব্বে একবার সরন্দীপে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে আমার শৈশবাবস্থা প্রযুক্ত যদিও উক্ত স্থানের সৌন্দর্য্যাদি দেখিয়া আমার নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত হয় নাই তথাপি উহা পুনর্ব্বার দেখিবার জন্য আমার সাতিশয় ইচ্ছা জন্মিল। অতএব আমি সানন্দে উক্ত কার্য্যভার গ্রহণ করতঃ অনতিবিলম্বে জাহাজে পণ্যদ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া সিংহল দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে কোন দুর্ঘটনা না ঘটায় আমি অত্যল্পকাল মধ্যেই সুরাট দিয়া সরন্দীপে গিয়া উপনীত হইলাম। তদনন্তর সিগনিয়ার হাবিবের বাটীর অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

পাঁচ ছয় সপ্তাহের মধ্যেই আমার সমুদায় কার্য্য শেষ হইল। অতঃপর আমি অত্যল্প সময়ের মধ্যে উক্ত স্থানের সামাজিক রীতি, নীতি প্রভৃতি সম্যকরূপে অবগত হইয়া যে দিবস বাটী গমন করিব মনস্থ করিয়াছিলাম তৎপূর্ব্ব দিবস অপরাহ্ণ সময়ে যখন আমি হাবিবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার বাটীতে গমন করিতেছিলাম এমন সময়ে এক জন কিঙ্কর সমভিব্যাহারে একটী সুন্দরী রমণী বহুবিধ বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া আমার পার্শ্বদেশ দিয়া চলিয়া গেল। যদিও ঐ রমণীর মুখচন্দ্রিমা অবগুণ্ঠনে আবৃত ছিল, তথাপি তাহাকে দেখিবামাত্র আমার এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল যে, আমি আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলাম, “আহা কি রমণীর মূর্ত্তি! বোধ হয় এই সৌন্দর্য্যশালিনী কোন রাজার মনোহারিণী হইবেন।” রমণী আমার এবম্প্রকার বাক্য শুনিবামাত্র ক্ষণকাল তথায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল এবং আগ্রহসহকারে একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু পরক্ষণেই তথা হইতে চলিয়া গেল। আমি অচলবৎ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং দারুণ চিন্তায় আমার হৃদয় দগ্ধীভূত হইতে লাগিল।

আমি তথায় দণ্ডায়মান হইয়া এবম্প্রকার নানাবিধ চিন্তা করিতেছি এমন সময় এক জন ভৃত্য আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র যদিও আমি স্পষ্টরূপে চিনিতে পারিলাম যে সেই ভৃত্যই ইতিপূর্ব্বে উক্ত রমণীর পশ্চাৎ২ গমন করিয়াছিল, তথাপি তাহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া আমার মনোমধ্যে এমনি ভয়ের সঞ্চার হইল যে, আমি অনেক ক্ষণের পর অতি মৃদুস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভাই! তুমি কে এবং কি জন্য এখানে আসিয়াছ?” সে কহিল, “মহাশয়! আমি কর্ত্রী ঠাকুরাণীর আদেশ ক্রমে আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি, যদি ইচ্ছা হয় তবে আমার

পশ্চাৎ আসুন।” ভৃত্যের এবম্বিধ অত্যাশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণে আমি চমৎকৃত হইয়া তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভৃত্য! যদি তুমি যথার্থই তোমার প্রভুপত্নীর আদেশক্রমে আসিয়া থাক বল, তাহাতে আমার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক আমি তৎপ্রতিপালনে প্রস্তুত আছি।” ভৃত্য কহিল, “মহাশয়! আমি প্রভুপত্নীর অনুমতিক্রমেই আসিয়াছি সত্য বটে, কিন্তু কি অভিপ্রায়ে যে তিনি তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন তাহা আমি অবগত নহি, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্য করিলে আপনার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।”

পর দিবস যদিও স্বদেশে গমন করিবার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছিল, তথাপি সেই সুন্দরীর রূপলাবণ্য দর্শন লালসায় আমি অন্যান্য সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই ভৃত্যের সহিত গমন করিলাম। অনতিবিলম্বে আমরা একটী অত্যুৎকৃষ্ট অট্টালিকা সন্নিধানে উপস্থিত হইলে ভৃত্য আমাকে সেই মনোহর পুরীর মধ্যস্থিত একটী কুঠরীর মধ্যে বসিতে বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। আমি একাকী সেই গৃহমধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক নানাবিধ চিন্তা করিতেছি এমন সময় কতকগুলি সুন্দরী রমণীসহ সেই কামিনী আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এক্ষণে তাহার বদনে অবগুণ্ঠন ছিল না। সুতরাং তাহাকে দেখিবামাত্র পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্যশালিনী বলিয়া বোধ হইল। সে যাহা হউক, উক্ত রমণী গৃহমধ্যে প্রবিষ্টা হইয়াই একখানি আসন গ্রহণ করতঃ আমার সম্মুখে উপবেশন করিল। কিন্তু আমি তাহাকে দেখিয়াই এমনি বিমুগ্ধচিত্ত হইয়াছিলাম যে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তৎসহ একটীও কথা কহিতে পারিলাম না।

অনন্তর সে আমার আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ অতি সুমধুরস্বরে কহিল, “যুবন্! নিকটে এস, তুমি পথিমধ্যে আমার প্রতি যেরূপ অবমাননাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে অপর কেহ হইলে তুমি নিশ্চয়ই তাহার উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইতে। কিন্তু তুমি বিদেশী বলিয়া তোমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছি। যাহা হউক, যদি তুমি আমাকে আন্তরিক ভাল বাসিয়া থাক স্বচ্ছন্দে তাহা ব্যক্ত কর ; তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে।” রমণীর ঈদৃশ সুললিত বাক্য পরম্পরা শ্রবণে আমি যৎপরোনাস্তি পুলকিত হইয়া অতি বিনীতভাবে কহিলাম, “অধিশ্বরি! আমি কি যথার্থই আপনার বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছি? যদি আমার ভ্রম না হইয়া থাকে তবে কিরূপে এ অধীন আপনার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইল তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনে আমার চিত্ত-চাঞ্চল্য দূর করুন।” রমণী কহিল, “যুবন্! আমি তোমার আকার প্রকার দর্শনে এবং বিনীত বচন

শ্রবণে যথার্থই অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমার পরিচয় শ্রবণে আমার নিতান্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছে।”

তদনুসারে আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করতঃ কহিলাম, “সুন্দরি। আমি কল্য স্বদেশ গমনের অভিলাষ করিয়াছি অতএব আর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না।” তৎশ্রবণে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, “আবুলফাওরিস্। এই দ্বীপের অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দর্শনে যখন সকলেরই মন বিমোহিত হয় তখন তুমি যে তৎসমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক এত অত্যল্পকাল মধ্যে বাটী গমন করিবে ইহার কারণ কি?” আমি যুবতীর এবম্প্রকার বাকপটুতা শ্রবণে কহিলাম, “সুন্দরি। যদিও আমি স্বদেশ প্রত্যাগমনের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি তথাপি তাহাতে যদি আপনার কিঞ্চিন্মাত্র মনঃক্ষোভ উপস্থিত হয় তাহা হইলে আমি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক এই স্থানেই বাস করিতে স্বীকৃত হইলাম, এবং আজি হইতে তুমিই আমার ধন, মান, জীবন ও সংসারের একমাত্র সার পদার্থ হইলে।” আমার বাক্যগুলি শেষ হইতে না হইতেই রমণী কহিল, “প্রিয়তম। তোমার গুণে আমিও চিরদিনের নিমিত্ত বদ্ধ রহিলাম।” এক্ষণে আমার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন কর আমি আত্ম বিবরণ বর্ণন করিতেছি।

খাঁজর্দা এবং আবুলফাওরিস একাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে।

তদনুসারে আমি তাঁহার সন্নিকটে উপবেশন করিলে, কামিনী কহিল, "যুবন্! আমার নাম খাঁজাদা। আমি সিংহলরাজের এক জন প্রধান অমাত্যের একমাত্র দুহিতা। কিছু দিন অতীত হইল পিতা পরলোক গমন করিলে পর, আমি তদীয় সমুদায় সম্পত্তির একাধিকারিণী হইয়াছি। আমার অলৌকিক রূপলাবণ্য এবং অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শনে অনেকেই এতাবৎ-কাল আমার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়াছিলেন কিন্তু আমি কাহারও প্রস্তাবে সম্মতা হই নাই। কিন্তু অদ্য পথিমধ্যে তোমাকে দর্শন করিয়া অবধি আমার মনপ্রাণ এমনি চঞ্চল হইয়াছে যে, আমার পিতা বহু কষ্টে যে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন অদ্যাবধি তুমিই তৎসমুদায় এবং তাঁহার প্রিয় দুহিতার একাধিকারী হইলে।"

আমি তাহার এবম্ভুত বাক্য শ্রবণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক কহিলাম, "সুন্দরি! তদীয় পিতার এই অগাধ সম্পত্তি অপেক্ষা তোমার অলৌকিক রূপরাশিই আমার পক্ষে অধিক প্রীতিকর জানিবে।" আমরা অন্যমনস্ক-ভাবে পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছি এমন সময় দ্বাদশ জন ভৃত্য সেই গৃহমধ্যে আসিয়া আমাদিগের আহারের আয়োজন করিয়া দিল। তৎপরে আমরা উভয়েই একত্র আহারে বসিলাম। খাঁজাদা স্ব হস্তে সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্য এবং মদিরা সকল আমার মুখে তুলিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু তৎসমুদায় আহার পানে আমার মন যত না উল্লাসিত হইল খাঁজা-দার সৌন্দর্য্যরাশি দর্শনে আমার তদপেক্ষা শতগুণ অধিক আনন্দোদয় হই-য়াছিল। আমাদিগের ভোজনকার্য্য সমাপ্ত হইতে না হইতেই পরিচারিকাগণ নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। আমি প্রথমতঃ তাহাদিগের সংগীতাদি শ্রবণেই অতিশয় আনন্দানুভব করিলাম বটে, কিন্তু তাহাদের সংগীত সমাপ্ত হইলে যখন খাঁজাদা স্বয়ং বীণাযন্ত্র সহকারে গান করিতে আরম্ভ করিল তখন আর তাহাদিগের সংগীতকে সংগীত বলিয়াই বোধ হইল না।

যাহা হউক, এইরূপ আমোদ প্রমোদে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে যখন আমি স্বস্থানে গমন করিবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলাম তখন সেই রমণী সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া কহিল, "প্রিয়তম! তোমার অন্তঃকরণ নিতান্ত কঠিন বোধ হইতেছে। নতুবা রাত্রি সমাগম দেখিয়াও তুমি কিরূপে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিতেছ? প্রণয়ীগণ যখন সর্ব্বদাই রাত্রির কামনা করিয়া থাকে তখন যে তুমি তদ্বিপরীতাচরণ করিতেছ ইহার কারণ কি? এই কি তোমার যথার্থ ভাল বাসা?" আমি তাহার এব-ম্প্রকার কথা শুনিয়া কহিলাম, "প্রিয়ে! তোমার ভ্রম হইয়াছে, তুমি আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পার নাই। আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল-

বাণি সত্য বটে, কিন্তু কোনরূপে অদ্য রাত্রি এইস্থানে অবস্থান করিতে পারিব না; যেহেতু আমি এখানে যত বিলম্ব করিতেছি, হাবিব আমার নিমিত্ত ততই ব্যাকুলচিত্ত হইতেছেন। অতএব অন্ততঃ কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমায় বিদায় প্রদান কর। আমি সত্বর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় এখানে প্রত্যাগমন করিতেছি।"

খাঁজাদা আমার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল "প্রিয়তম! হাবিবকে সংবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু আমি তজ্জন্য তোমাকে স্বয়ং তথায় যাইতে দিব না। তুমি তাঁহাকে এক খানি পত্র লিখিয়া দেও, আমি সেই পত্রখানি তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতেছি। কিন্তু সাবধান যেন উক্ত পত্র মধ্যে আমাদের প্রণয় সম্বন্ধীয় কোন কথার উল্লেখ করিও না।" আমি অগত্যা তদীয় বাক্যে সম্মত হইয়া হাবিবকে এই মর্ম্মে এক খানি পত্র লিখিলাম, "মহাশয়! কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কিছুদিন আমাকে স্বতন্ত্র অবস্থান করিতে হইবে তজ্জন্য অদ্য আপনার নিকট গমন করিতে পারিলাম না, অতএব আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।" পত্র লেখা শেষ হইতে না হইতেই খাঁজাদা ঐ পত্র খানি এক জন লোক দ্বারা হাবিবের নিকট প্রেরণ করণান্তর আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া অন্য একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে গমন করিল। তদনন্তর আমাকে সেই গৃহমধ্যে একাকী রাখিয়া দিয়া আপনি কোথায় চলিয়া গেল। তাহার গমনের অব্যবহিত পরেই কতিপয় ভৃত্য আসিয়া আমার শয়নের নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। তখন আমি তদুপরি শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিলাম বটে, কিন্তু সেই রমণীর ঈদৃশ ব্যবহারে আমার মন এমনি চিন্তাযুক্ত হইয়াছিল যে, আমি সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও নেত্র নিমীলন করিতে পারিলাম না।

অতঃপর রজনী প্রভাতা হইলে আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবামাত্র ভৃত্যগণ নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ আনয়নপূর্ব্বক আমার সম্মুখে ধারণ করিল। আমি তন্মধ্যে একটী লইয়া পরিধান করিলাম। অনতিবিলম্বেই খাঁজাদা সেই গৃহ মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া কহিল, "আবুলফাউরিস! রাত্রি কালে তোমার নিদ্রার কোনরূপ বিঘ্ন ঘটেনাইতো?" আমি কহিলাম, "না আমার নিদ্রার কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে নাই, এবং তদীয় ভৃত্যগণ আমার যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিল।" অতঃপর আমরা পরস্পর অন্যান্য কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমি এইরূপ আমোদ আহ্লাদে অষ্টাহ সেই রমণীর বাটীতে অতিবাহিত করিলাম বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এপর্য্যন্ত আমি তাহার প্রকৃত প্রণয়লাভে সমর্থ হইলাম না। অতঃপর এক দিন আমরা

উভয়ে একটী উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি এমন সময় খাঁজাদা আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আবুলফাউরিস্! তুমি যে আমাকে যথার্থ ভালবাস আমি এত দিনে তাহার প্রকৃত প্রমাণ পাইয়াছি, অতএব আমি অদ্যই তোমার অভিলাষ পূরণে প্রস্তুত আছি। কিন্তু অগ্রে তোমাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইতে হইবে যে, তুমি কখন আমাকে পরিত্যাগ করিবে না; তৎপরে আমরা উভয়েই বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া চিরজীবন পরম সুখে অতিবাহিত করিব।" তাহার এবম্ভূত প্রস্তাবে আমার চিন্তানল আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, এবং ভয়ে আমার মুখশ্রী রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল; যেহেতু তাহার সহিত প্রকাশ্য পরিণয়ে আমার অভিরুচি ছিল না। কারণ খাঁজাদা পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী এবং আমি মুসলমান তনয়। সুতরাং মুসলমান হইয়া কোন পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বীর পাণিগ্রহণ করা কোনক্রমেই শাস্ত্র সম্মত নহে। অতএব আমি ইহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া হঠাৎ তাহার উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইলাম। কিন্তু আমার আকার ইঙ্গিতে রমণী আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক কহিল, 'যুবন! তোমার এরূপ ভাবান্তর দেখিতেছি কেন? আমি মনে করিয়াছিলাম যে আমার এবম্বিধ প্রস্তাবে তোমার মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে, কিন্তু তাহার বিপরীত দেখিতেছি কেন? আমার পাণিগ্রহণ করিলে কি তোমার মান হানি হইবে?" আমি কহিলাম, "সুন্দরি! তোমার প্রস্তাব যে অতি আনন্দদায়ক তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী লোকের পাণি গ্রহণ করিলে পাছে আমার অধর্ম্ম হয় সেই নিমিত্তই আমি চিন্তায় অভিভূত হইয়াছি।" খাঁজাদা মদীয় বাক্য শ্রবণে ক্রন্দন করিতে২ কহিল, "যুবন্! আমিও ধর্ম্মচ্যুত হইবার ভয়ে এত ক্ষণ ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, অবশেষে ভাবিলাম তোমাকে পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী করিয়া স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিব। কিন্তু এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, তোমার প্রণয় অকৃত্রিম নহে এবং আমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতেও তুমি অভিলাষী নহ।" এই বলিয়া সেই রমণী ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, তদনন্তর পুনর্ব্বার কহিল, "আবুলফাউরিস্! তুমি এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি আমি তোমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছি তাহাতে আমার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রদান করা তোমার অনুচিত হইয়াছে কি না। যাহা হউক, আমি তোমাকে আরও আট দিবস সময় দিতেছি, যদি তুমি ঐ সময়ের মধ্যে স্বীয় মত পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও তাহা হইলে তোমার বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইবে।"

রমণীর ঈদৃশ অভ্যসূচিত বাক্য শ্রবণে আমার মনোমধ্যে এরূপ ভয়ের সঞ্চার হইল যে, আমার মুখ হইতে একটীও বাক্য নিঃসৃত হইল না। আমি জড়বৎ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইল, কিন্তু তখনও আমার মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন হয় নাই দেখিয়া খাঁজাদা আমাকে আরও আট দিন সময় প্রদান করিল। কিন্তু তাহাও উত্তীর্ণ হইয়া গেল অথচ আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না দেখিয়া খাঁজাদা এক দিবস আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আমি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অগত্যা তদীয় ভবনে গমন করতঃ তাহার গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র রমণীর পরিচারিকাগণ তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখন রমণী আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "যুবন্! বোধ হয় এক্ষণে তোমার মন স্থির হইয়াছে, এবং আমার পাণিগ্রহণে আর তোমার কিঞ্চিন্মাত্র অনিচ্ছা নাই।" তাহার এবম্বিধ প্রশ্নাবলী শ্রবণে আমার মনোমধ্যে এমনি ভয় সঞ্চার হইল যে, কি প্রকারে আমি সুন্দরীর প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিব তদ্বিষয় চিন্তা করিতে২ একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম। আমাকে তদবস্থ দেখিয়া খাঁজাদা সত্বর তথায় আগমন করতঃ আমাকে ভূতল হইতে উত্তোলন করিয়া আমার মোহ অপনয়ন করিতে সযত্ন হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি কিঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিলাম, "সুন্দরি! এই হতভাগ্য কোন ক্রমে তোমার শুশ্রূষার উপযুক্ত পাত্র নহে, অতএব তুমি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে পরিত্যাগ কর।" আমার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে রমণী অতি গম্ভীরস্বরে কহিল, "শঠশিরোমণি! আর অধিক বলিতে হইবে না, যথেষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি যে, তুমি অপ্রেমিকের অগ্রগণ্য; অতএব আর তোমার সহিত বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া সে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিল, "নরপিশাচ! আজি হইতে আমি আর তোর মুখাবলোকন করিব না। কিন্তু তাই বলিয়া তুই এমন মনে করিস্ না যে, তুই নিরাপদে স্বদেশ প্রত্যাগমনে সমর্থ হইবি, আমি সত্বর তোর ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া সে বেগে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

আমি এই সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ভবিষ্যতে যে আমার ভাগ্যে কি ঘটিবে তদ্বিষয় চিন্তা করতঃ অতিকষ্টে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হইলে একদা প্রাতঃকালে হঠাৎ পাঁচ জন ভৃত্য আসিয়া আমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের আকৃতি প্রকৃতি দর্শনে আমার স্পষ্ট বোধ হইল যে উহারা সরন্দীপ নিবাসী নহে। তদনন্তর তাহারা আমাকে তাহাদিগের পশ্চাৎ২ গমন করিতে

কহিল। আমি প্রথমতঃ তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না, অবশেষ অগত্যা তাহাতে সম্মত হইলাম বটে, কিন্তু আমার সন্দেহ ক্রমে ক্রমে এমনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল যে, আমি একপদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা কে এবং আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে?" তাহারা কহিল, "মহাশয়! উহা এক্ষণে বলিবার আবশ্যকতা নাই, পরে জানিতে পারিবেন।" যাহা হউক, তখন আমি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিলাম, অবশেষে একটী বন্দরে উপনীত হইয়া দেখিলাম তথায় একখানি জাহাজ সাজান রহিয়াছে। তদনন্তর খাঁজাদার ভৃত্যগণের বাক্যানুসারে আমি সেই জাহাজে আরোহণ করিবামাত্র জাহাজাধ্যক্ষ জাহাজ খুলিয়া দিলেন। অতঃপর জাহাজ তীর হইতে কিয়দ্দূর গমন করিলে পর আমি জাহাজাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়! এই জাহাজ খানি কোথায় যাইবে এবং আপনারা আমাকে কোন দেশে লইয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছেন?" তিনি উত্তর করিলেন "যুবন্! আমরা তোমাকে গলকণ্ডা প্রদেশে লইয়া যাইব। অদ্যাবধি তুমি আমাদিগের ক্রীতদ স্বরূপে পরিগণিত হইলে। আর কখন বসোরা নগরীতে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে না।"

জাহাজাধ্যক্ষের মুখে এবম্প্রকার বাক্য শুনিবামাত্র পিতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যদিও আমার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইল তথাপি অতি কষ্টে স্বীয় শোকাবেগ সংবরণ করিয়া প্রাণপণে প্রভুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যত্নবান্ হইলাম। জাহাজাধ্যক্ষ অতিশয় সৎস্বভাববিশিষ্ট ছিলেন, সুতরাং আমার ব্যবহারে সত্বর প্রীত হইয়া সংপ্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা সদয় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

জাহাজ ক্রমে গলকণ্ডা অভিমুখে গমন করিতে লাগিল, কিন্তু অকস্মাৎ একটা ভয়ানক ঝড় উত্থিত হওয়ায় নাবিকগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও কোনরূপে জাহাজকে স্থির রাখিতে পারিল না। শেষে সকলেই হতাশ হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিল। পঞ্চদশ দিবস ক্রমাগত ঝড় বহিতে লাগিল, সুতরাং গন্তব্য স্থান হইতে জাহাজ অনেক দূরে গিয়া পড়িল। ক্রমে ঝড়ের বেগ প্রসমিত হইলে নাবিকগণ পুনরায় জাহাজ চালাইতে আরম্ভ করিল। তখন আমরা দেখিতে পাইলাম কিয়দ্দূরে একজন উলঙ্গ মনুষ্য মৃতপ্রায় জলে ভাসিতেছে। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া আমাদের সকলেরই অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল। বিশেষতঃ নাবিকগণ সত্বর তাহাকে জল হইতে জাহাজে তুলিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিল। কিন্তু ঐ ব্যক্তির আকার প্রকার দৃষ্টে উহাকে পিশাচ বলিয়া আমার মনে সন্দেহ জন্মিল।

অনন্তর উক্ত ব্যক্তি জাহাজাধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মহাশয়! আপনারা আমায় জল হইতে উত্তোলন করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনাদিগের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি না যেহেতু আমি যাবজ্জীবন জলমধ্যে বাস করিলেও আমার জীবননাশের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এক্ষণে ক্ষুধায় অতিশয় কষ্ট পাইতেছি। প্রায় দ্বাদশ ঘন্টা অতীত হইল কিছুই আহার করি নাই, অতএব সত্বর কিছু খাদ্য সামগ্রী প্রদান করতঃ আমার জীবন রক্ষা করুন।" জাহাজাধ্যক্ষ এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ছয়জনের আহারোপযোগী খাদ্যসামগ্রী আনীয়া তাহাকে দিতে কহিলেন। ভৃত্যগণ আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র তাহাই করিল। কিন্তু পিশাচ মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহা উদরসাৎ করিয়া পুনরায় খাদ্যের জন্য প্রার্থনা করিল। ভৃত্যগণ আবার পূর্ব্বের ন্যায় প্রচুর খাদ্যসামগ্রী আনীয়া দিল, কিন্তু তাহাও মুহূর্ত্তমধ্যে গ্রাস করিয়া পুনরায় খাদ্যদ্রব্য চাহিল। তখন জাহাজস্থ এক জন ভৃত্য তাহার এবম্বিধ আচরণ দর্শনে কিঞ্চিৎ বিরক্তি ভাব প্রকাশ করায় সেই দুরাত্মা তৎক্ষণাৎ দন্তাঘাতে তাহার সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করিল।

নৃশংসের এইরূপ অত্যাচার দর্শনে জাহাজস্থ সকলেই তৎপ্রতি সজোরে অস্ত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার চর্ম্ম এরূপ কঠিন যে প্রায় সমুদায় অস্ত্র ভগ্ন হইয়াগেল অথচ তাহার শরীরে কিঞ্চিন্মাত্র আঘাত লাগিল না। তখন সেই পামর পুনরায় ক্রোধান্ধ হইয়া অপর এক ব্যক্তির প্রাণসংহার করিল। তদ্দর্শনে আমরা সকলে একত্রিত হইয়া তাহাকে সমুদ্রমধ্যে ফেলিয়া দিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাকে নিক্ষেপ করা দূরে থাক্ আমরা তাহার একটী পদও নড়াইতে সক্ষম হইলাম না। এইরূপে আমাদিগের সমুদায় চেষ্টা বিফল হইল দেখিয়া সেই দুরাত্মা ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিল, "তোমরা যদি এক্ষণে আমার বশ্যতা স্বীকার না কর তাহা হইলে আমি অগৌণে তোমাদিগকেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিনষ্ট করিব।"

ইহা শুনিয়া ভয়ে আমাদের প্রাণ উড়িয়া গেল। আমরা সকলেই অগত্যা তাহার বশ্যতা স্বীকার করিলাম, এবং তাহাকে পুনরায় প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী আনীয়া দিলাম। রাক্ষস সেই খাদ্যগুলি ভক্ষণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইল, এবং আমাদিগের সহিত কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুই ঘন্টা অতীত না হইতে হইতেই পুনরায় তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তখন আমরা তাহাকে পুনর্ব্বার প্রচুর খাদ্যদ্রব প্রদান করিলাম বটে, কিন্তু চিন্তায় আমাদের শোণিত শুষ্ক হইতে লাগিল। অবশেষে আমরা এই

স্থির করিলাম যখন ঐ দুরাত্মা নিদ্রাভিভূত হইবে তখন আমরা পুনর্ব্বার একত্রিত হইয়া উহাকে জলমধ্যে ফেলিয়া দিব। কিন্তু আমাদের সমুদায় চেষ্টা বিফল হইল। যেহেতু আমরা যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম তখন অকস্মাৎ নভোমণ্ডল এমনি মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল যে, উহাকে ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইল। কিন্তু বাস্তবিক উহা তাহা নহে। উক্ত প্রদেশে রখনামে যে এক প্রকার প্রকাণ্ড পক্ষী আছে তাহারাই তৎকালে আকাশমার্গে বিচরণ করিতেছিল বলিয়া ওরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল। ঐ সকল পক্ষী এরূপ বলবান যে উহারা অক্লেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃষ ও মহিষাদিকে চঞ্চুপুট দ্বারা ধারণ করিয়া শূন্যমার্গে লইয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, পরমেশ্বরের কৃপায় কিয়ৎক্ষণ পরেই একটী রক্‌পক্ষী জাহাজে অবতরণপূর্ব্বক সেই রাক্ষসাধমকে চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া শূন্যমার্গে উত্থিত হইল। কিন্তু আকাশপথে কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ করণানন্তর উভয়েই হত হইয়া সমুদ্রগর্ব্ভে পতিত হইল।
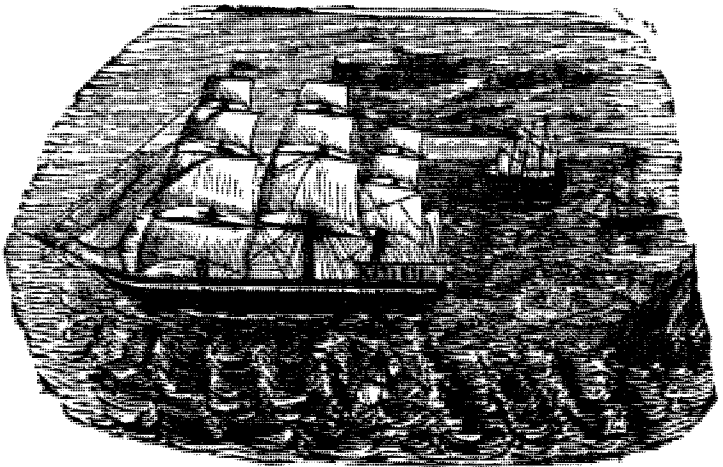
নরপিশাচ এবং রকপক্ষী পরস্পর তুমুল সংগ্রাম করতঃ মৃতাবস্থায় সমুদ্রে পতিত রহিয়াছে।

এইরূপে আমরা আসন্নমৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়া সকলেই আনন্দ সাগরে ভাসমান হইলাম। অনন্তর অনুকূল বায়ুভরে জাহাজ অত্যল্পকাল মধ্যেই জাভা ও বটেভিয়া অতিক্রম করিয়া গলকণ্ডায় গিয়া উপনীত হইল।

অনন্তর আমি জাহাজাধ্যক্ষের সহিত তাঁহার বাটীতে গেলাম। বহু দিবসের পর তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রথমতঃ বাটীর সকলেই নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তৎপরে পোতাধ্যক্ষ আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সকলকেই মৎপ্রতি স্নেহ ও মমতা প্রকাশ করিতে কহিলেন। ক্রমে আমি প্রভুর এমনি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলাম যে, একদা তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আবুলফাউরিস্! আমি যে তোমাকে অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকি বোধ হয় তাহা তুমি অবগত আছ। কিন্তু এক্ষণে আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে মদীয় কন্যা ফখরন্নিসার সহিত তোমার বিবাহ দিই। ফখরন্নিসাও দেখিতে অতি রূপবতী, অতএব বোধ হয় এ প্রস্তাবে তুমি কদাচ অসম্মত হইবে না।" তাঁহার এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে আমি একেবারে হতবুদ্ধিপ্রায় হইলাম। সুতরাং তাঁহার প্রশ্নের যে কি উত্তর প্রদান করিব তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। তদ্দর্শনে তিনি আমার মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবন্! তুমি আমার এই প্রস্তাবে অসম্মত হইতেছ কেন? আমার তনয়ার পাণিগ্রহণ করা কি তোমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে মর্য্যাদাসূচক নহে?" আমি কহিলাম, "প্রভো! আমাকে ক্ষমা করুন, আপনার জামাতা হই ইহা অপেক্ষা আমার অধিক সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে, কিন্তু আমি নিজে মুসলমান হইয়া কি প্রকারে পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বীর তনয়ার পাণিগ্রহণ করিব?" ইহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "আবুলফাউরিস্! তজ্জন্য তুমি চিন্তিত হইও না, আমি স্বয়ং হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। বোধ হয় তাহা হইলে আর তোমার কোন আপত্তি থাকিবে না।" প্রভু এই সমস্ত কথা বলিতে না বলিতেই খাঁজাদার অনুরাগের বিষয় আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন আমার মন এমনি ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, আমার মুখ হইতে একটীও বাক্য নিঃসৃত হইল না, সুতরাং আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। প্রভু আমার ঈদৃশ ভাব দর্শনে সাতিশয় পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কন্যা ও পত্নীর নিকট গমন করতঃ তৎসমুদায় ব্যক্ত করিলেন।

এই ঘটনার অত্যল্পকাল পরেই একদা রজনীযোগে ফখরন্নিসা আমার নিকট আগমন করতঃ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আবুলফাউরিস্! তুমি আমার পাণি গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছ শুনিয়া আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দিতা হইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে আমার হিতের নিমিত্ত তোমাকে অপর একটী কার্য্য করিতে হইবে, অর্থাৎ আমি তোমার

পাণিগ্রহণ করিলে পর এক দিবস তুমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে মদীয় পিতা তোমাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বলিবে যে, তদীয় কন্যা এতদ্দেশীয় হল্লার নামক এক জন বণিকপুত্রের গুপ্ত প্রেমে আসক্তা হইয়াছে, তজ্জন্য আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু আমি আপনার নিকট ইহাও স্বীকার করিতেছি যে, যদি বণিকপুত্র স্বেচ্ছাক্রমে তাহাকে পরিত্যাগ করে তাহা হইলে আমি তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিব। আমি স্বীয় প্রভু তনয়ার বাক্যানুসারে তদ্বিষয়ে সম্মত হইলে অত্যল্পকাল মধ্যেই আমাদিগের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল। তখন আমি পত্নী সহ একটী স্বতন্ত্র বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলাম।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে পর একদা আমি পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া কখরন্নিসাকে পরিত্যাগ করিলাম। মদীয় প্রভু এই সংবাদ শুনিবামাত্র আমাকে আহ্বান করতঃ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি কহিলাম, "প্রভো! আপনার তনয়া আমার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনপূর্ব্বক হল্লার নামক এক বণিকপুত্রের প্রেমে আসক্তা হইয়াছে, তজ্জন্য আমি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে ত্যাগ করিয়াছি।" প্রভু এই কথা শুনিবামাত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "বৎস! তজ্জন্য তুমি চিন্তিত হইও না, যেহেতু কালক্রমে মদীয় তনয়া তোমারই প্রতি অনুরক্তা হইবে জানিও, অতএব আমার অনুরোধ এই যে এক্ষণে তুমি তাহাকে পুনর্গ্রহণ কর।" আমি প্রভু প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিয়া কহিলাম, "প্রভো! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য আমি কল্য প্রাতেই আপনার দুহিতাকে হল্লারের বাটী হইতে আনয়ন করিয়া পুনর্ব্বার তাহার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইব।" প্রভু আমার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পর দিবস প্রত্যূষে আমি কখরন্নিসার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম, এবং তাহার প্রাণেশ্বরের ভবনে উপনীত হইয়া শুনিলাম যে, তৎপূর্ব্ব দিবসেই তাহাদের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং হল্লার তাহাকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত না হওয়ায় আমি অগত্যা প্রভু সমীপে প্রত্যাগমন করতঃ কপট শোক প্রকাশপূর্ব্বক কহিলাম, "মহাশয়! গতকল্য যামিনীযোগে বণিকপুত্র হল্লার আপনার কন্যাকে যথাবিধি বিবাহ করিয়াছে, তজ্জন্য সে আর তাহাকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত নহে।" মদীয় প্রভু আমার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে এবং আমার শোকাতিশয্য দর্শনে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া আমাকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, আবুলফাউরিস্! তজ্জন্য তুমি কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হইও না, আমি বিপুল

অর্থ প্রদানে হলারকে সন্তুষ্ট করিয়া সত্বর তাহার নিকট হইতে ফথর মিনাকে আনয়ন করতঃ তোমার হস্তে সমর্পণ করিব।"

আমরা পরস্পর এবম্প্রকার বহুবিধ কথোপকথন করিতেছি এমন সময় এক জন দূত আসিয়া মদীয় প্রভুর নিকট নিবেদন করিল 'মহাশয় গতকল্য আপনার তনয়া বণিক শ্রেষ্ঠ আমিরের পুত্রের পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিও তাঁহার প্রেমে এমনি বদ্ধ হইয়াছেন যে, ক্ষণ কালের জন্য তাঁহাকে নয়নের অন্তরাল করিতে স্বীকৃত নহেন। অতএব আমার বক্তব্য এই যে, এক্ষণে আপনি আমিরের প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎসহ বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইলে আপনারা উভয়েই পরম সুখী হইতে পারেন এবং আপনার তনয়াও অনির্ব্বচনীয় সুখ স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিতে সমর্থা হয়েন।' এই বলিয়া দূত নিরস্ত হইলে, প্রভু হতবুদ্ধি প্রায় হইয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদনন্তর আমিরের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন সেই দূতই মধ্যস্থ হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিয়া দিল। অতঃপর প্রভু আমাকেই বণিকবরের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপনের মূলিভূত কারণ বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করতঃ সেই অসহ্য দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি প্রদান করিলেন।

এইরূপে আমি পরমেশ্বরের কৃপায় যে দিবস সেই দুঃসহ দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিলাম তৎপরদিবসই একখানি জাহাজে আরোহণ করিয়া সুরাটাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ তৎকালে বায়ু অনুকূল ছিল তাহাতে আমি অত্যল্প কালের মধ্যেই সুরাটে গিয়া উপনীত হইলাম। যে দিবস জাহাজ সুরাটে গিয়া উপনীত হইল তৎপরদিবসেই সুরাট নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক বসোরাভিমুখে যাত্রা করিবার আমার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তৎকালে জাহাজ পাইলাম না বলিয়া কিছুদিন তথায় অবস্থান করিতে হইল।

সুরাট নগর দেখিতে অতি সুন্দর। একদা আমি উহার সৌন্দর্য্যাদি দর্শন করণাভিপ্রায়ে একাকী একটী মনোহর উদ্যান মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছি এমন সময় এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া কহিল "যুবন্! আমি এই নগরীতেই বাস করিয়া থাকি। এবং আমার যে একখানি ক্ষুদ্র জহাজ আছে, আমি প্রতি বৎসর মহাজনগণের বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া তদ্দ্বারা নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া থাকি, অতএব যদ্যপি আপনি তদারোহণে বসোরা যাইতে বাসনা করেন তাহা হইলে আমি অনায়াসে আপনাকে তদ্দেশে লইয়া যাইতে পারি কিন্তু আমি অগ্রে আপনার পরিচয় জানিতে বাসনা করি।" আমি উক্ত ব্যক্তির পরিণত বয়স এবং অভিপ্রা

সরল ব্যবহার দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। তিনি আমার ঈদৃশ দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল কাল্পনিক শোক প্রকাশ করতঃ কহিলেন, "বৎস! যদিও তুমি এবং আমি পরস্পর বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী তথাপি তোমার আকার প্রকার দর্শনে এবং সুমধুর বাক্য পরম্পরা শ্রবণে আমি এমনি প্রীত হইয়াছি যে তোমাকে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছি। অতএব সত্বর আমার বাটীতে আগমন করতঃ সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কর। তাঁহার এতাদৃশ স্নেহাতিশয্য দর্শনে আমি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তদীয় আলয়ে গমন করিলাম। এবং তথায় সুশীতল জলে স্নান ও সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করিয়া আমার সর্ব্বশরীর স্নিগ্ধ ও ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিলাম। তদনন্তর আমরা উভয়েই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুস্বাদু সুরা পান করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম।

এইরূপ আমোদ আহ্লাদে কতিপয় দিবস অতীত হইলে একদা সেই বৃদ্ধ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "দেখ বৎস! আমি মুক্তা সংগ্রহ করণার্থ প্রতি বৎসর যে একটী অভিনব দ্বীপে গমন করিয়া থাকি, তাহা ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সঙ্কুল বলিয়া উহাতে জনমানব কেহই বাস করিতে পারে না। কিন্তু রজনীযোগে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া উক্ত দ্বীপে গমন করিলে হিংস্র জন্তুগণ মনুষ্যদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। অদ্য হইতে পাঁচ দিনের মধ্যে আমাকে উক্ত দ্বীপে যাইতে হইবে। এক্ষণে আমার অভিলাষ এই যে, তথায় যাইবার সময় তোমাকেও সমভিব্যাহারে লইয়া যাইব, তাহা হইলে প্রত্যাগমন কালে তুমিও প্রচুর মুক্তা আনীতে পারিবে, এবং আমার মৃত্যুর পর আমার সমুদায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে।" এই কথা বলিয়া তিনি আমার হস্ত ধারণ করিয়া অপর একটী প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। সেই গৃহটী সুবর্ণ, রজত ও অন্যান্য বিবিধ বহুমূল্য রত্নাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। তদ্দর্শনে আমি সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি দেখিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "বৎস! বোধ হয় এক্ষণে তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছ।" আমি কহিলাম, "হাঁ মশায়! আমি আপনার সহিত গমন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মদীয় পিতা আমার অদর্শনে অতিশয় কাতর হইয়াছেন অতএব অগ্রে তাঁহাকে আমার কুশলবার্ত্তা প্রদান করা কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ এক খানি পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম। পত্র লেখা শেষ হইবামাত্র গৃহস্বামী স্বয়ং সেই পত্র খানি পিতার নিকট প্রেরণ করিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে চারি দিবস অতীত হইলে পঞ্চম দিবস প্রাতঃকালে গৃহস্বামী

আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া মুক্তাহরণার্থ পূর্ব্বোক্ত দ্বীপে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তিন সপ্তাহ অতীত হইলে আমরা উল্লিখিত দ্বীপে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। তখন নাবিকগণ নৌকা খানি নঙ্গর করিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর রজনী সমাগতা হইলে বৃদ্ধ আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই দ্বীপমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে আমি প্রজ্বলিত মশালহস্তে একটী মুক্তা খনিতে অবতরণ করিয়া প্রচুর মুক্তা সংগ্রহ করতঃ উক্ত বৃদ্ধের হস্তে প্রদান করিলাম। তখন সেই প্রতারক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "যুবক! এতদর্থে আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলাম বটে, কিন্তু তুমি চিরদিন এই খানেই অবস্থিতি কর, আমি গৃহে চলিলাম।" এই বলিয়া সেই দুরাত্মা গমনোদ্যোগী হইলে আমি ক্রন্দন করিতে২ কহিলাম, "পিতঃ! আমাকেও সঙ্গে লইয়া চলুন।" পাপাত্মা কহিল "না, তুমি মুক্তার খনি মধ্যে সুখে শয়ন করিয়া থাক। আমি প্রতিবৎসর এইরূপে এক একটী মুসলমান তনয়কে এই স্থানে রাখিয়া যাই। এক্ষণে মহম্মদ আসিয়া তোমাকে রক্ষা করুক।" এই কথা বলিয়া সেই নীচাশয় তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া গেল।

অতঃপর আমি অনেকক্ষণপর্য্যন্ত ক্রন্দন করিয়া স্বীয় চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ করিলাম বটে, কিন্তু আর বিফল ক্রন্দনে কোন ফলোদয় হইবে না ভাবিয়া প্রভু মহম্মদের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমে নিশা অবসান হইল। তখন আমি অনেক অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলাম যে, ঐ পর্ব্বত হইতে কতকগুলি জল প্রপাত ঐ খনির পার্শ্বস্থ একটী গহ্বরের মধ্যে পতিত হইতেছে, অবশেষে উহা একটী নদীর সহিত মিলিতেছে; তখন আমি অতিকষ্টে গহ্বরের মধ্যদিয়া সেই প্রস্রবণ গুলির নিকট গমন করিলাম এবং তদুপরি স্বীয় হস্তপদ প্রসারণ করিয়া মৃতবৎ ভাসিতে লাগিলাম। তাহাতে আমি অনতিবিলম্বেই একটী দ্বীপ সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু হিংস্র জন্তুগণের ভয়ে আমার সর্ব্ব শরীর এমনি লোমাঞ্চ হইয়া উঠিয়াছিল যে, আমি হঠাৎ ঐ দ্বীপে উঠিতে পারিলাম না। অতঃপর উপায়ান্তর বিহীন হইয়া অগত্যা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া ঐ দ্বীপে উঠিলাম। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তৎকালে তথায় একটীও হিংস্রজন্তু দেখিতে পাইলাম না। এইরূপে আমি নিরাপদে কূলে উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ধর্ম্মে আমার অচলা ভক্তি আছে দেখিয়া পরম পিতা পরমেশ্বর আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই আমি কিয়দ্দূরে একখানি বৃহৎ জাহাজ দেখিতে পাইলাম। এবং স্বীয় বস্ত্র সঞ্চালন দ্বারা তাহাকে বারম্বার ডাকিতে লাগিলাম। তাহাতে জাহাজাধ্যক্ষ

আমাকে জাহাজে তুলিয়া লইবার জন্য তৎক্ষণাৎ একখানি ক্ষুদ্র নৌকা প্রেরণ করিলেন। তদারোহণে আমি অক্লেশে গিয়া জাহাজে উঠিলাম।

আমি জাহাজে আরোহণ করিয়াই দেখিলাম জাহাজাধ্যক্ষ আমার পিতার একজন পরম বন্ধু, এবং উক্ত জাহাজ খানিও তৎকালে বসোরা নগরীতে গমন করিতেছে শুনিয়া আমার মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তদনন্তর জাহাজাধ্যক্ষ আমাকে তদবস্থাপন্ন হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন আমি সেই বৃদ্ধের শঠতার বিষয় আদ্যোপান্ত তাঁহার গোচর করিলাম। তৎশ্রবণে জাহাজস্থ সকলেই উদ্দেশে সেই দুরাত্মাকে যৎপরোনাস্তি গালি দিতে লাগিল। তদনন্তর আমি স্বীয় পিতামাতার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, "যুবন্! তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই, তাঁহারা সকলেই নিরাপদে আছেন।"

যাহা হউক, অবশেষে জাহাজস্থ সকলেই উক্ত দ্বীপে অবতরণ করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক হইয়াছেন দেখিয়া জাহাজাধ্যক্ষ ঐ স্থানেই জাহাজ খানি নঙ্গর করিলেন। তখন আমরা সকলেই উক্তদ্বীপে অবতরণপূর্ব্বক আশাতিরিক্ত মুক্তাসংগ্রহ করতঃ পুনর্ব্বার সরন্দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কিন্তু পথিমধ্যে অকস্মাৎ প্রবল ঝটিকা উত্থিত হওয়ায় জাহাজ খানি ছয় সাত দিবস ক্রমাগত প্রবল বেগে এদিক ওদিক চালিত হইয়া অবশেষে একটী বৃহৎ পর্ব্বত সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু নাবিকগণ তখন দিক্‌নির্ণয় করিতে না পারায় আমরা যে তৎকালে কোন্ স্থানে গিয়া পড়িয়াছিলাম তাহাও স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে একজন বৃদ্ধ নাবিক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে২ উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "বন্ধুগণ! আমি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি কোন দুর্ঘটনা বশতঃ কাহার জাহাজ এই পর্ব্বত সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহা আর ফিরিয়া লইয়া যাওয়া মানবের সাধ্য নহে।" বৃদ্ধের প্রমুখাৎ এবম্ভূত বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র জাহাজস্থ সকলেই হাহাকার শব্দে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল, এবং সাহস-সূর্য্য প্রায় সকলেরই হৃদয় হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন আমি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক জাহাজাধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "মহাশয়! ভাবী বিপদাশঙ্কা করিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হওয়া পুরুষোচিত কার্য্য নহে। বোধ হয় এই পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে পারিলে আমাদিগের পরিত্রাণের কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন হইতে পারে। অতএব চলুন আমরা উভয়ে একবার উক্ত পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করি।"

অনন্তর অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমরা উভয়েই অতি কষ্টে উক্ত পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি আরোহণ করতঃ

ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেং অনেক দূরে একটী প্রকাণ্ড মনোহর হর্ম্ম্য দেখিতে পাইলাম। ঐ হর্ম্ম্যের পার্শ্বদেশে এক মার্ব্বল প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভে একটী ঢাক ও একগাছি স্বর্ণ ছড়ি ঝুলিতেছিল। এবং উহার উপরি ভাগে পারস্য ভাষার নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা খোদিত ছিল। "যদি কখন কোন জাহাজ দুর্দ্দৈব বশতঃ এই পর্ব্বত সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহার পরিত্রাণের কেবল একটীমাত্র উপায় এই যে, জাহাজস্থ একজন লোক এইস্থানে আগমন করতঃ ঐ স্বর্ণছড়ি দ্বারা এই ঢাকে বারত্রয় আঘাত করিবে, তাহা হইলেই প্রথম আঘাতে জাহাজ খানি পর্ব্বতের নিকট হইতে কিছু অন্তরে যাইবে, দ্বিতীয় আঘাতে উহা দৃষ্টির বহির্ভূত হইবে এবং তৃতীয় আঘাতে জাহাজ খানি যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই ঢাকে আঘাত করিবে তাহাকে এই খানেই চিরকালের মত আবদ্ধ থাকিতে হইবে।"

তদ্দৃষ্টে আমরা সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ জাহাজে প্রত্যাগমন করতঃ সকলের নিকট এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। তৎশ্রবণে সকলেরই মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কেহই উক্ত কার্য্যে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে জাহাজস্থ সমস্ত লোকের প্রাণ রক্ষার্থ আমিই এই মহৎ কার্য্য সাধনের ভার গ্রহণ করিলাম। মৎপ্রমুখাৎ এবম্বিধ বাক্য শুনিবামাত্র জহাজাধ্যক্ষ আমার নিমিত্ত কথঞ্চিৎ মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। যাহা হউক, আমি পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া নিয়মিতরূপে উক্ত ঢাকে বারত্রয় আঘাত করিবামাত্র জাহাজ খানি একেবারে আমার দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইয়া গেল। কেবল আমিই একাকী সেই বিজন দ্বীপে পড়িয়া রহিলাম।

অতঃপর আমি পর্ব্বতোপরি ভ্রমণ করিতে করিতে একটী কুটীরের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঐ কুটীরের দ্বারে একজন বৃদ্ধ একখণ্ড প্রস্তরের উপর বসিয়া ছিলেন। তাঁহার শরীর জীর্ণ ও কেশ শুভ্র এবং গাত্রের মাংস ও চর্ম্ম ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তদনন্তর আমি ঐ বৃদ্ধের নিকট গমন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! যে সকল জাহাজ একবার এই পর্ব্বত সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহারা যে আর এস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতে পারেনা ইহার কারণ কি? কোন কুহকবিদ্যাবিৎ ব্যক্তি কি তদীয় বিদ্যা প্রভাবে এ স্থানকে মায়াময় করিয়া রাখিয়াছে?" বৃদ্ধ মদীয় বাক্য শ্রবণে অতিকষ্টে যষ্টির উপর ভরদিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তৎপরে কহিলেন, "না বাছা! আমি ইহার কারণ কিছুই অবগত নহি। আর কিয়দ্দূর

গমন করিলে তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবে। বোধ হয় তিনি ইহার সবিশেষ বিবরণ বলিতে পারিবেন।” তদনুসারে আমি আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম তদপেক্ষা বলিষ্ঠ অপর এক জন বৃদ্ধ তথায় বসিয়া রহিয়াছেন। তখন আমি তাঁহাকে উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, “আমিও আমার কনিষ্ঠের ন্যায় উহার কিছুমাত্র অবগত নহি। বোধ হয় আমার জ্যেষ্ঠ উহা বলিতে পারেন। অতএব তুমি আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে উহা জিজ্ঞাসা কর।” তদনুসারে আমি আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অপর এক জন মনুষ্যকে দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়া আমার স্পষ্ট বোধ হইল যে তিনি পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ ও ন্যূন বয়স্ক। যাহা হউক, আমি উক্ত ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তৎসমুদায় নিবেদন করিলে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “বৎস! ইতিপূর্ব্বে তুমি যে দুই ব্যক্তিকে দেখিয়া আসিলে আমি বাস্তবিক তাহাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বটে। তুমি সর্ব্বাগ্রে যাহাকে দেখিয়া আসিয়াছ তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিক নহে, কিন্তু স্বীয় স্ত্রী পুত্রদিগের অসদাচরণে সে অনবরত চিন্তা করিয়া এতাদৃশ অল্প বয়সেই ওরূপ বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির বয়ক্রম পঁচাত্তর বৎসর এবং তাহার স্ত্রী অতি সৎ, কিন্তু তাহার সন্তান সন্ততি কেহই নাই তজ্জন্য সে সময়ে ২ চিন্তা করিয়া থাকে বলিয়া এত অল্প বয়সে ওরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছে। আর যদিও আমার বয়ঃক্রম এক শত বৎসরের ন্যূন নহে, তথাপি আমি বাল্যাবধি দ্বার পরিগ্রহ করি নাই বলিয়া আমার শরীর এরূপ রহিয়াছে।” তদনন্তর তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, “বৎস! আমি লোক পরম্পরায় শুনিয়াছি যে, ইহুদীয় গুপ্ত বিদ্যাবিৎ কোন এক ব্যক্তির মায়াপ্রভাবে জাহাজ সকল এবম্প্রকারে এই স্থানে বদ্ধ হইয়া থাকে।”

আমি ঐ বৃদ্ধ প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মহাশয়! এস্থানের নিকটে কি কোন লোকালয় আছে?” তিনি কহিলেন, “হাঁ, তুমি এই পথ দিয়া কিঞ্চিৎ দূর গমন করিলে সম্মুখে একটী প্রান্তর দেখিতে পাইবে, সেই প্রান্তর উত্তীর্ণ হইলেই অপর একটী পর্ব্বত দৃষ্ট হইবে। সেই পর্ব্বতের দক্ষিণ দিক্ দিয়া যে পথ গিয়াছে তদ্দ্বারা গমন করিলে অবিলম্বেই তুমি একটী বহুজনাকীর্ণ নগরীসন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইবে, কিন্তু সাবধান যেন ঐ পর্ব্বতের বামদিকস্থ পথে গমন করিও না, তাহা হইলে মহা বিপদ ঘটিবে।” আমি বৃদ্ধের বাক্যানুসারে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই একটী সুন্দর নগরীমধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তৎপরে উক্ত নগরীর

অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন মানসে আমি উহার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি এমন সময় অকস্মাৎ হাবিবকে তথায় দেখিতে পাইলাম। তদ্দর্শনে আমার আনন্দাশ্রু উথলিয়া উঠিল। তিনিও আমাকে দেখিতে পাইয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন এবং স্নেহ সম্ভাষণে আমার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সংক্ষেপে তাঁহার নিকট সমুদায় আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। তৎশ্রবণে তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল। তদনন্তর বহুবিধ কথাবার্ত্তায় আমরা সে দিবস সেই স্থানেই অতিবাহিত করিলাম। তৎপর দিবস প্রাতে আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া সরন্দীপাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ তৎকালে বায়ু অনুকূল ছিল; তাহাতে আমরা অত্যল্পকালের মধ্যেই সরন্দীপে গিয়া উপনীত হইলাম।

এপর্য্যন্ত খাঁজাদার কোন সংবাদ পাই নাই, তজ্জন্য আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিল। সরন্দীপে উপস্থিত হইয়াই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সংবাদ লইবার জন্য বহির্গত হইলাম। পথিমধ্যে এক জন ভৃত্য আমাকে দেখিতে পাইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মহাশয়! আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি। আপনার নাম আবুলফাউরিস। আপনি যৎকালে খাঁজাদার বাটীতে ছিলেন, তৎকালে আমিই আপনকার সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলাম। আমি অদ্যাপিও তাঁহার নিকট কার্য্য করিতেছি।" ভৃত্যের প্রমুখাৎ এই কয়েকটী কথা শুনিবামাত্র আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তখন আমি তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ একটী হীরকাঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া খাঁজাদার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলাম। ভৃত্য কহিল, "মহাশয়! আপনার গমনের অব্যবহিত পরেই অতিশয় চিন্তাপ্রযুক্ত কর্ত্রী ঠাকুরাণী এরূপ দুশ্চিকিৎস রোগাক্রান্তা হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আর বাঁচিবার কোন আশা ছিল না, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি এ যাত্রা রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, এবং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীয় পিতার আদেশানুসারে এক জন বৃদ্ধ অমাত্যকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, এবং চক্ষের জলে আমার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। ভৃত্য আমাকে তদবস্থ দেখিয়া পুনরায় কহিল, "মহাশয়! এক্ষণে আর দুঃখ করিলে কি হইবে? আপনি আত্মদোষেই সেই রমণীরত্নে বঞ্চিত হইয়াছেন। যদ্যপি আমার ভাগ্যে ওরূপ রমণীরত্ন ঘটিত, তাহা হইলে সামান্য ধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক্ তদর্থে আমি স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হইতাম না। যাহা হউক, আপনার কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় এমনি দগ্ধিভূত

হইতেছে যে, 'আমি যেরূপে পারি অদ্যই আপনার বিষয় তাঁহার গোচর করিব, এবং বলিব যে আপনি এক্ষণে তাঁহার জন্য স্বীয় ধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছেন।" আমি কহিলাম, "না, তুমি ওরূপ কথা মুখেও আনিও না, যেহেতু খাঁজাদার পাণিগ্রহণের কথা দূরে থাক্ তিনি আমায় সসাগরা ধরা প্রদান করিলেও আমি স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তবে এইমাত্র বলিও যে আমি তাঁহার প্রণয়লাভে বঞ্চিত হইয়া অতিশয় দুঃখে কালাতিপাত করিতেছি, এবং তিনি যে স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট নহেন তজ্জন্য আমি অধিকতর দুঃখিত হইয়াছি।"

ভৃত্যা মদীয় বাক্য শ্রবণ করণানন্তর তৎপ্রতিপালনে প্রতিশ্রুত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া গেল। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে আমিও হাবিবের বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম। কিন্তু খাঁজাদার প্রত্যুত্তর প্রাপ্তি মানসে আমার মন এমনি চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, আমি প্রতি মুহূর্ত্তেই ভৃত্যের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় একমাস অতীত হইল, অথচ কোন সংবাদ পাইলাম না। তাহাতে ক্রমে আমার মন এমনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল যে, অবশেষে আমি উহার স্থৈর্য্য সম্পাদনার্থ হাবিবের উদ্যানমধ্যে গিয়া বাস করিতে লাগিলাম। একদা আমি উদ্যান ভ্রমণ করিতে করিতে উদ্যানপার্শ্বস্থ নদীতীরে গিয়া উপস্থিত হইবামাত্র অদূরে একটা ভয়ানক কোলাহল শব্দ শুনিতে পাইলাম। তৎশ্রবণে আমি উহার কারণানুসন্ধান করিবার জন্য সত্বরপদে সেই স্থানে গিয়া দেখিলাম যে, কতিপয় ব্রাহ্মণ একটী চিতা প্রস্তুত করিতেছে। তদ্দর্শনে আমি সাতিশয় ঔৎসুক্য সহকারে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কহিলেন, "যুবন্! বোধ হয় তুমি আমাদিগের আচার ব্যবহার সম্যকরূপে অবগত নহ তজ্জন্য এরূপ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ। অদ্য সিংহল দ্বীপাধিপতির এক জন বৃদ্ধ অমাত্যের মৃত্যু হইয়াছে, এবং তাঁহার পত্নী সহমৃতা হইবেন বলিয়া আমরা এই চিতা প্রস্তুত করিতেছি।" এই আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত এরূপ চমকিত হইয়া উঠিল যে, আমি স্বীয় কৌতূহল চরিতার্থ না করিয়া তথা হইতে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলাম না। নিস্পন্দভাবে সেই স্থানেই বসিয়া রহিলাম।

ক্রমে নগরস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেই স্থানে আসিয়া সমবেত হইল। তদনন্তর সরন্দ্বীপের শাসন কর্ত্তা স্বয়ং উহা দর্শন করণার্থ আগমন করিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই একটী রমণী শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান ও শুভ্র অশ্বে আরোহণ করিয়া উক্ত চিতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। উক্ত রমণীর বদনমণ্ডল বস্ত্রাচ্ছাদিত ছিল বলিয়া আমি প্রথমতঃ তাহাকে

চিনিতে পারি নাই। তৎপরে যখন একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তাহার মুখের নিকট একটী আলোক লইয়া গেল, তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম খাঁজাদা—আমার সেই প্রিয়তমা খাঁজাদাই স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দিতে আসিয়াছে।

আমি এই লোমহর্ষণ-ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইলাম তাহা বাক্যাতীত। ক্ষণকাল আমি মনের আবেগে এদিক ওদিক দৌড়িয়া বেড়াইলাম, তৎপরে সেই চিতার নিকট গিয়া দেখিলাম যে, আমার সেই আশালতা পুড়িয়া ভস্মরাশি হইতেছে। তদ্দর্শনে আমি উন্মত্ত প্রায় হইয়া হাবিবের নিকট দৌড়িয়া গেলাম, এবং তৎসমুদায় বিষয় তাঁহার গোচর করিলাম। তৎশ্রবণে তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া আমাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। দিন দিন আমার শোকানল এমনি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল যে, অবশেষে সরন্দ্বীপ আমার পক্ষে বিষবৎ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমি হাবিবের নিকট স্বদেশ গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন।

তদনুসারে আমি তৎপর দিবসেই বন্দরেগিয়া একখানি সুরাটগামী জাহাজের অনুসন্ধান করিয়া আসিলাম। কিন্তু হাবিব আমার চিত্ত চাঞ্চল্য দূর করিবার নিমিত্ত প্রত্যহ নানা প্রকার নূতন নূতন উৎসব করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং নর্ত্তকী ও গায়িকাগণ অনবরত আমার সম্মুখে নৃত্য গীত করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কিছুতে খাঁজাদার প্রণয়মূর্ত্তি আমার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইল না। একদা হাবিব আমার সম্মুখে উপবেশন-পূর্ব্বক আমাকে নানাবিধ প্রবোধ দিতেছেন, এমন সময় একজন ভৃত্য তথায় আসিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মহাশয়! আপনার সহিত আমি গোপনে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।" আমি তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম যে, সেই ব্যক্তিই খাঁজাদার প্রিয় কিঙ্কর অতএব সত্বর তাহার নিকটে গিয়া কহিলাম "এই কি তোমার অঙ্গীকারা-নুরূপ কার্য্য হইল?" ভৃত্য কহিল, "যুবক! তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করুন। তদবধি খাঁজাদা আমাকে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিয়া-ছিলেন বলিয়া এতদিন আমি এখানে আসিতে পারি নাই। এবং ভৃত্য হইয়া প্রভুর আজ্ঞা অবহেলন করা অকর্ত্তব্য বিবেচনায় আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনেও পরাঙ্মুখ হইয়াছিলাম। সম্প্রতি খাঁজাদা তাঁহার পতির সহিত সহমৃতা হইয়াছেন। আমি এক্ষণে যে অন্য এক রমণীর দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছি তিনিও খাঁজাদা অপেক্ষা রূপ কি গুণ কিছুতেই ন্যূন নহেন।

খাঁজাদার প্রতি আপনার প্রগাঢ় প্রণয়ের কথা শুনিয়া তিনি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া অদ্য রজনীযোগে একবার তাঁহার বাটীতে গমন করিতে হইবে।"

তাহার ঈদৃশী বাক্য শুনিয়া আমি কহিলাম, "ভৃত্যবর! দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তোমার কর্ত্রী ঠাকুরাণীর বাক্যে স্বীকৃত হইতে পারিলাম না, তজ্জন্য তাঁহাকে আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে বলিও। যেহেতু আমি এমন লঘুচেতা নহি যে, সৌন্দর্য্য দেখিলেই আমার মন আকৃষ্ট হইবে। একমাত্র খাঁজাদাই আমার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী হইয়াছিল। সুতরাং তাহার পরলোক প্রাপ্তির সহিত আমারও সুখ-তপন অস্তমিত হইয়াছে। অতএব আমি জীবন সত্ত্বে আর কখন দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারিব না।" ভৃত্য আমার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া গেল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরক্ষণেই একখানি পত্র হস্তে ভৃত্য পুনরায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি সেই পত্রিকা খানি উন্মোচন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা পাঠ করিলাম, "যুবন্! অদ্য প্রাতঃকালে মদীয় ভৃত্যের সহিত তোমার যে সমস্ত কথোপকথন হইয়াছিল তৎশ্রবণে তোমার প্রতি আমার অনুরাগ শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব যদি খাঁজাদার প্রতি তোমার যথার্থ অনুরাগ থাকে, তবে অদ্য এই ভৃত্যের সমভিব্যাহারে আসিয়া একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে আমরা উভয়েই পরম প্রীত হইব জানিবেন।"

ঐ পত্র খানি পাঠ করিবামাত্র উক্ত রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার এমনি কৌতূহল জন্মিল যে, আমি অনতিবিলম্বেই সেই ভৃত্যের সহিত গমন করিলাম। ভৃত্য আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রথমতঃ একটী কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তদনন্তর আমাকে একাকী ঐ স্থানে বসিতে বলিয়া সে স্থানান্তরে গমন করিল। আমি একাকী সেই কুটীর মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক খাঁজাদা সম্বন্ধে নানা প্রকার চিন্তা করিতেছি এমন সময় অকস্মাৎ সেই অসূর্য্যম্পশ্যরূপা রমণী আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে আমি ভয় এবং বিস্ময়ে একেবারে অচেতনপ্রায় হইলাম। যেহেতু আমি স্বচক্ষে খাঁজাদাকে অগ্নিতে দগ্ধীভূতা হইতে দেখিয়াছি। সুতরাং তাহাকে সম্মুখে দণ্ডায়মানা দেখিয়া আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম, সম্মুখে যাহা দেখিতেছি ইহা বাস্তবিক খাঁজাদা নহে তাহার অপচ্ছায়া হইবে। রমণী আমার ঈদৃশ ভাব দর্শনে ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিল, "যুবন্! আমাকে দেখিয়া তুমি ভীত হইও না, যেহেতু আমি খাঁজাদার

অপচ্ছায়া নহি। তোমার সুদৃঢ় প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া আমি যে কৌশল দ্বারা আত্ম জীবন রক্ষা করিয়াছি তদ্বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর, "কতিপয় দিবস অতীত হইল, আমার বৃদ্ধ পতির মৃত্যু হইলে আমি তৎসহমরণের ভাণ করিলাম, এবং ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করিয়া স্বীয় জীবন রক্ষার একটী উপায় উদ্ভাবন করিতে কহিলাম। তদনুসারে তাঁহারা চিতার নিম্নভাগে এবম্প্রকারে একটী সুড়ঙ্গ খনন করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, আমি চিতার আরোহণ করিবামাত্র একেবারে সেই সুড়ঙ্গমধ্য দিয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, অথচ দর্শকবৃন্দের কেহই ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারিল না এবং আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও অগ্নির উত্তাপমাত্র লাগিল না। তদবধি আমি এই স্থানে নির্জ্জনে বাস করিতেছি।" এই বলিয়া খাঁজাদা তৎক্ষণাৎ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ আমার সহিত বসোরা গমনে স্বীকৃতা হইল। কিন্তু আমাকে যে তদীয় সমস্ত ধনসম্পত্তির অধিকারী করিতে পারিল না তজ্জন্য সে যৎপরোনাস্তি দুঃখ প্রকাশ করিল।

খাঁজাদার এবম্প্রকার বচনাবলী শ্রবণে আমি আনন্দ গদ্গদস্বরে কহিলাম, 'প্রিয়ে! তুমিই আমার সর্ব্বস্বধন। আমিতো ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে সুবর্ণ ও হীরকাদির কথা দূরে থাকুক তত্তুলনায় সসাগরা পৃথিবীকেও আমি অতি তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকি।" যাহা হউক, আমরা অদ্যই বসোরাভিমুখে যাত্রা করিব, তৎপরে তথায় উপনীত হইলে আমাদিগের শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

তদনুসারে আমি পর দিবস প্রাতে হাবিবের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ খাঁজাদাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বসোরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ তৎকালে বায়ু অনুকূল ছিল, তাহাতে আমরা অত্যল্পকালের মধ্যেই বসোরায় গিয়া উপনীত হইলাম। বহু দিবসের পর পিতা আমাকে দেখিবামাত্র তাঁহার আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। অনন্তর আমি খাঁজাদার অকৃত্রিম প্রণয়ের কথা তাঁহার নিকট বর্ণন করিলে, তিনি হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তাহাকে যথোচিত সমাদর করিলেন। তদনন্তর খাঁজাদা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ আমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হইল।

আবুলফাউরিস এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করতঃ কহিল, "মহাশয়গণ! এই আমার প্রথম বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ, কিন্তু আমার দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রার কথা শ্রবণ করিলে আপনারা নিশ্চয়ই ইহাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।" এই বলিয়া আবুলফাউরিস্ সে দিবস নিস্তব্ধ হইলেন।

ইতিমধ্যে অন্যান্য পথিকগণ তথা হইতে কিয়দ্দূর গমন করতঃ একটী পর্ব্বত সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং তথায় স্ব স্ব শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক সুখে নিদ্রা গেল। পর দিবস প্রাতে তাহারা পুনরায় তথা হইতে গমনারম্ভ করিল। কিন্তু আবুলকাউরিস্, ডামস্কসাধিপতি, অতলমুলুক এবং সয়ফলমুলুকের অনুরোধক্রমে সেই স্থানেই উপবেশপূর্ব্বক নিজ দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আবুলকাউরিসের দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রা।

খাঁজাদার পাণিগ্রহণ করণানন্তর কিয়দ্দিবস আমি পরম সুখে অতিবাহিত করিলাম বটে, কিন্তু চিরদিন কখন সমান যায় না। ইহার অত্যল্প কাল পরেই আমার পিতার মৃত্যু হইল। তখন হাউয়ার নামে আমার যে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল আমি তাহার সহিত সমস্ত পিতৃসম্পত্তি তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইলাম। অতঃপর হাউয়ার অধিক লাভের আশায় মুগ্ধ হইয়া স্বীয় সমস্ত সম্পত্তিদ্বারা এক খানি জাহাজ ক্রয় করিল, এবং বিবিধ পণ্যদ্রব্যদ্বারা উহা পরিপূর্ণ করিয়া ম্যালেবার উপকূলাভিমুখে যাত্রা করিল। কিন্তু অর্মস্ প্রণালীর নিকট যাইতে না যাইতেই তাহার জাহাজখানি একটী চড়ায় লাগিয়া জলমগ্ন হইল। তখন হাউয়ার অতিকষ্টে তীরে উঠিয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল। তখন আমি স্বীয় অংশ হইতে কিছু অর্থ প্রদান করতঃ তাহাকে পুনরায় বাণিজ্যার্থ প্রেরণ করিলাম, কিন্তু আমার সে চেষ্টাও নিষ্ফল হইল। যেহেতু ভ্রাতা অত্যল্পকালের মধ্যেই পুনরায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বসোরায় ফিরিয়া আসিল। তখন আমি অনন্যোপায় হইয়া নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিলাম। তদবধি হাউয়ার একেবারে আলস্যের দাস হইয়া পড়িল।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে যখন আমি দেখিলাম যে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষিতপ্রায় হইয়াছে, তখন কি করি আমি স্বয়ং একজন বিশ্বাসী ধনবান্ বণিকের সহিত বিবিধ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করণানন্তর বাণিজ্যার্থ সুরাট এবং গলকণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিতে মনস্থ করিলাম। খাঁজাদা যদিও আমার ঈদৃশ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সাতিশয় দুঃখিতা হইল, তথাপি আমি কি করি অর্থের অনটন প্রযুক্ত অত্যল্পকালের মধ্যেই খাঁজাদাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশ হইতে, বহির্গত হইলাম। এবং গমন সময়ে হাউয়ারকে বলিয়া গেলাম "ভ্রাতঃ!" আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব খাঁজাদা গৃহে

রহিল। দেখিও যেন শত্রুগণ তাহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পারে।" হাউয়ার কহিল, "ভাই! তজ্জন্য চিন্তিত হইও না। আমি স্বয়ং প্রাণ পণে খাঁজাদার রক্ষণাবেক্ষন করিব।"

অনন্তর আমরা বাণিজ্যার্থ বহির্গত হইলাম, এবং জাহাজ ছাড়িবার সময় অনুকূল বায়ু দর্শনে আমাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। কিন্তু অচিরেই সেই আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। পথিমধ্যে অকস্মাৎ একটা ভয়ানক ঝটিকা উত্থিত হইল। তাহাতে আমাদিগের জাহাজ খানি সজোরে একটী জলমগ্ন পর্ব্বতের উপর পতিত হওয়ায় উহা তৎক্ষণাৎ ভগ্ন ও জলমগ্ন হইল। তৎসহ আরোহীগণও প্রাণত্যাগ করিল। কেবল আমি ও আমার অংশীদার এই দুই জনে একখণ্ড কাষ্ঠ ফলক অবলম্বন করিয়া সমুদ্রোপরি ভাসিতে লাগিলাম। অবশেষে প্রবল তরঙ্গের প্রভাবে যেমন আমরা একটী দ্বীপসন্নিধানে গিয়া উপনীত হইলাম, অমনি একটা ভয়ানক কুম্ভীর তথায় আগমন করতঃ তাহার বদন ব্যাদান করিয়া আমার সহচরকে গ্রাস করিল। ইত্যবসরে আমি সন্তরণ দ্বারা সম্মুখস্থ দ্বীপে গিয়া উঠিলাম। তদনন্তর ঐ দ্বীপজাত বৃক্ষ সমুহ হইতে নানাবিধ ফল সংগ্রহ করতঃ তদাহারে ক্ষুধা শান্তি এবং প্রস্রবণের সুমিষ্ট জলপানে তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। অতঃপর পরম পিতা পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করতঃ ক্ষণকাল সেই স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলাম।

এইরূপে আমি স্বীয় ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া পরম প্রীত হইলাম বটে, কিন্তু কখন্ কোন্ হিংস্র জন্তু আসিয়া হঠাৎ আমার প্রাণ নাশ করিবে সেই ভয়ে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। যাহা হউক, অতঃপর আমি পরমেশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ করিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম, তাহাতে ঐ দ্বীপস্থিত নিবিড় বন অতিক্রম করিয়া অগৌণে একটী প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঐ প্রান্তর মধ্যে একটী বৃহৎ মহীরুহ ছিল। সেই বৃক্ষতলে একটী শিবির সংস্থাপিত ছিল। তন্মধ্যে একজন সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ বসিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার নাসিকা দিয়া শ্বাস বহিতেছিল কি না তাহা স্পষ্ট অনুভূত হইল না। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত একটী সুবর্ণনির্ম্মিত বাক্সের উপর ন্যস্ত ছিল এবং সম্মুখে একটা অজাগর সর্প ফনা বিস্তার করিয়া তাঁহার নাসিকার নিকট একটী সুগন্ধি পুষ্প-স্তবক ধরিয়াছিল। এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার দেখিবামাত্র যদিও আমি ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম, তথাপি স্বীয় কৌতূহল চরিতার্থ করণ মানসে জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া একটী ঝোপের অন্ত

রালে উপবেশনপূর্ব্বক বৃদ্ধের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরেই সর্পটী সোঁ সোঁ শব্দে উড়িয়া গেল। তখন আমি ধীরে২ বৃদ্ধের নিকটে গিয়া দেখিলাম তিনি জীবিত নহেন। তখন আমি সাহসপূর্ব্বক বাক্সটী খুলিবামাত্র তন্মধ্যে যে এক খণ্ড কাগজ দেখিতে পাইলাম, তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েটী কথা লিখিত ছিল ;—"সম্মুখে যে বৃদ্ধ মনুষ্যটীকে দেখিতে পাইতেছ ইঁহার নাম আসেফ। এই ব্যক্তিই মহাত্মা সলোমনের প্রধান অমাত্য ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম বার্ফিয়া। ইনি স্বীয় জীবনের চরমসীমায় পদার্পণ করিলে এই মরুপ্রদেশে আসিয়া আত্মজীবন পরিত্যাগ করেন। অদ্যাবধি যে কেহ এই স্থানে আগমন করতঃ সাহস ও ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন, তিনিও এই বৃদ্ধের ন্যায় স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি কেহ নির্ভীক হৃদয়ে সম্মুখস্থিত গহ্বরটী অতিক্রম করিয়া তাহার পর পারবর্ত্তী সুগন্ধিপুষ্প পরিপূর্ণ প্রকাণ্ড প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে।"

এই কয়েকটী কথা পাঠ করিবামাত্র আমি প্রভু মহম্মদের নাম গ্রহণপূর্ব্বক সম্মুখ দিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম, এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যেই বৃদ্ধ কথিত গাঢ় অন্ধকারময় গহ্বর অতিক্রম করিয়া নানাবিধ ফল পুষ্পে সুশোভিত একটী প্রান্তরমধ্যে গিয়া উপনীত হইলাম। তৎপরে নানাবিধ সুমিষ্ট ফল আহার ও নির্ম্মল জল পান করিয়া স্বীয় ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করতঃ একটী বৃক্ষতলে গিয়া শয়ন করিলাম। শয়ন করিবামাত্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। নিদ্রাভঙ্গ হইলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেখিলাম কতকগুলা বিকটাকার দৈত্য আমার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাহাদের অবয়ব মনুষ্যের ন্যায় কিন্তু প্রত্যেকের মস্তকে এক একটী শৃঙ্গ ও পশ্চাতে এক একটী লেজ আছে। তদ্দর্শনে আমি মহা ভীত হইয়াছি দেখিয়া তাহারা আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "যুবন্! তুমি মানব হইয়া কি প্রকারে এই দৈত্যভূমিতে আগমন করিলে?" তৎশ্রবণে আমি তাহাদিগের নিকট আমার সমুদায় ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তাহারা কহিল, "যুবন্! এক্ষণে যদি তুমি কিছুদিন আমাদিগের দাসত্ব করিতে পার তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমরা তোমাকে তোমার অভিলষিত স্থানে রাখিয়া আসিব।" তদনুসারে আমি তৎক্ষণাৎ দৈত্যদিগের আলয়ে গমন করতঃ তাহাদিগের দাসত্বকার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। তথায় যদিও আমি সামান্য বন্য ফল মূলাহারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম, তথাপি তাহাতে আমার অধিক ক্লেশবোধ হইল না। কিন্তু বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ নাস্তিক দৈত্যগণ আমাকে ধর্ম্মালোচনা করিতে দেখিলেই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিত।

এইরূপে প্রায় এক বর্ষ অতীত হইলে, একদা আমি একটী নির্জ্জন গহ্বরে বসিয়া প্রভু মহম্মদের আরাধনা করিতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ শূন্যমার্গে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের জয়ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তৎশ্রবণে আমি সাতিশয় বিস্মিত হইয়া সত্বর ঐ গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলাম যে, কতকগুলি সুন্দর দৈত্য সমরে কদাকার দৈত্যদিগকে পরাজিত করিয়া শুভ্রবসন পরিধানপূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিতেছে। তখন আমিও আনন্দ-ভরে তাহাদিগের সহিত নৃত্য করিতে করিতে "ধর্ম্মের জয়! ধর্ম্মপ্রচারক প্রভু মহম্মদের জয়!" বারম্বার কেবল এই কথা বলিতে লাগিলাম। তৎপরে নীচজাতীয় দৈত্যগণের মধ্যে কতকগুলা ধৃত হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল, এবং অবশিষ্টগুলি প্রাণভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিল।

আমার মুখ হইতে প্রভু মহম্মদের নাম শুনিবামাত্র সুন্দর দৈত্যগণ আমার নিকটে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "যুবন্! তুমি কে এবং কিজন্য ও কিপ্রকারে এখানে আগমন করিয়াছ?" তদনুসারে আমি তাহাদের নিকট সমুদায় আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, তাহারা তৎ-ক্ষণাৎ আমাকে তাহাদিগের অধিপতির নিকট লইয়া গেল। তৎপরে দৈত্যরাজ আমার পরিচয়াদি জানিতে পারিয়া কহিলেন, "যুবন্! তুমি পরমেশ্বরের কৃপায় যে অদ্য এই অসভ্য দৈত্যদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছ তজ্জন্য তোমার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। নচেৎ আর কিছুক্ষণ পরেই উহারা নিশ্চয় তোমার জীবন সংহার করিত। এক্ষণে তোমার আর কোন আশঙ্কা নাই, যেহেতু তুমি এবং আমরা সকলেই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই, অতএব অদ্যাবধি তুমিই আমাদিগের নেতা হইলে।" আমিও সানন্দ চিত্তে উক্ত কার্য্য ভার গ্রহণ করিলাম।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে, একদা নিশীথ সময়ে আমি স্বপ্না-বস্থায় প্রিয়তমা খাঁজাদার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। তাহাতে তৎক্ষণাৎ আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল এবং আমি নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলাম। তদ্দর্শনে দৈত্যরাজ সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি আদ্যোপান্ত সমুদায় স্বপ্নবৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বর্ণন করি-লাম। তৎশ্রবণে দৈত্যরাজ কহিলেন, "আবুলফাউরিস্! বসোরা নগরী এই স্থান হইতে প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসরের পথ হইবে। যাহা হউক, আমি একজন দৈত্যকে আদেশ করিতেছি যে, সে সত্বর তোমাকে খাঁজাদা সন্নি-ধানে রাখিয়া আইসে। অতএব তুমি আর চিন্তিত হইও না।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া একটী দ্বীপে গমন করিলেন।

অতঃপর ঐ দ্বীপস্থিত এক পর্ব্বতের উপরিভাগে যে একটী অন্ধকারময় কারাগার ছিল আমি তাঁহার সহিত সেই কারাগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তাঁহাকে দেখিবামাত্র একজন নাস্তিক কদাকার দৈত্য স্বীয় মুক্তিলাভমানসে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে স্বীকৃত হইল। তখন তিনি তাহাকে কহিলেন,' দুরাত্মন্! যদি তুই এই ব্যক্তিকে মুহূর্ত্তমধ্যে যথাস্থানে রাখিয়া আসিতে পারিস্ তাহা হইলে তুই মুক্তিলাভ করিতে পারিবি নচেৎ চিরকাল এই কারাগৃহেই থাকিতে হইবে।" তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ উক্ত কার্য্যে স্বীকৃত হইল। কিন্তু দৈত্যরাজ আমাকে কহিলেন, " যুবন্! এই নীচাশয়কে আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারি না, কি জানি যদি সে তোমাকে পথিমধ্যে ফেলিয়া আইসে; অতএব আমি তোমাকে যে একটী মন্ত্র শিখাইয়া দিতেছি তুমি উহার পৃষ্ঠে বসিয়া অনবরত সেই মন্ত্রটী পাঠ করিবে তাহা হইলে আর সে তোমায় পথিমধ্যে ফেলিয়া আসিতে পারিবে না।" এই বলিয়া তিনি আমাকে সেই মন্ত্রটী শিখাইয়া দিলেন। তদনন্তর দৈত্যরাজ আমাকে পুনরায় বলিলেন, "যুবন্! তুমি গমনকালে একবার ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদের জামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইও, তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিবেন যে; মর্ত্ত লোকেও একদল মহম্মদভক্ত মনুষ্য বাস করে।" আমি তদীয় বাক্যে স্বীকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। এবং সেই কদাকার দৈত্যপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বারম্বার সেই মন্ত্রটী পাঠ করিতে লাগিলাম। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই অকস্মাৎ একটা ভয়ানক কোলাহল শব্দ শুনিতে পাইলাম। তৎশ্রবণে আমি সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র দেখিতে পাইলাম কতকগুলা বিভিন্নাকারের দৈত্য পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। তদ্দর্শনে আমার মনোমধ্যে এমনি ভয়সঞ্চার হইল যে আমি ক্ষণকাল সেই দৈত্যরাজ শিক্ষিত মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতে ভুলিয়া গেলাম। ইত্যবসরে সেই ধূর্ত্ত দৈত্য সুবিধা পাইয়া আমাকে নিকটবর্ত্তী এক সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমি যে স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম তাহার নিকটেই একটী দ্বীপ ছিল। আমি সন্তরণ দ্বারা অতিকষ্টে সেই দ্বীপে গিয়া উঠিলাম বটে, কিন্তু জীবনের সমুদায় আশা ভরসা এককালে আমার মন হইতে অন্তর্হিত হইল। এবং আমি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় চিন্তানলে দগ্ধিভূত হইতে লাগিলাম।

এই সমস্ত দুর্ভাবনা প্রযুক্ত আমি একেবারে হতাশ হইয়া চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া একস্থানে বসিয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণের পর চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক দেখিলাম একটী সুন্দর পক্ষী আমার দিকে উড়িয়া আসিতেছে। ক্রমে

সেই পক্ষীটী আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া তদীয় চঞ্চুদ্বয় আমার মুখ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিল। তাহাতে আমার স্পষ্ট বোধ হইল যেন আমার মুখ মধ্যে অমৃত বর্ষণ হইতেছে। অনন্তর পক্ষীরাজ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "যুবন্! কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন কর। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন। যেহেতু ধার্ম্মিকগণ চিরকালই অতুল সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন। এবং পথশ্রান্ত মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সেবা শুশ্রূষার নিমিত্তই ঈশ্বর আমাকে বাক্‌শক্তি প্রদান করতঃ এই দ্বীপে রাখিয়া দিয়াছেন। তুমি এক্ষণে এই সম্মুখস্থ পথ অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমাগত গমন কর। তাহাতে তোমার কোন বিঘ্ন ঘটিবে না।" এই বলিয়া পক্ষী নিরস্ত হইল।

আমি পক্ষী প্রদর্শিত পথাবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমাগত গমন করিতে২অবশেষে একটী পর্ব্বত সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ পর্ব্বতের অনতিদূরেএকটী প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ হর্ম্য দেখিতে পাইলাম। কিন্তু সহসা তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না। তজ্জন্য আমি সেই স্থানেইশয়ন করিয়া একটু নিদ্রা গেলাম। অকস্মাৎ একটা ভয়ানক কোলাহল শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন আমি চমকিতভাবে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতেছি এমন সময় এক প্রকাণ্ড কদাকার দৈত্য আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "যুবন্! তুমি সুসময়ে এখানে পদার্পণ করিয়াছ। আমার স্কন্ধে আরোহণ কর। আমি স্বয়ং তোমাকে তোমার অভিলষিত স্থানে রাখিয়া আসিব।" অনন্তর সে কতকগুলি সীসক নির্ম্মিত গোলা আমার হস্তে দিয়া কহিল, "যুবন্! অতঃপর যখন আমি অচেতনপ্রায় হইব তখন তুমি এই গোলাদ্বারা আমাকে আঘাত করিও।" আমি তদ্বিষয়ে স্বীকৃত হইলে সে তৎক্ষণাৎ আমাকে তদীয় স্কন্ধোপরি স্থাপনপূর্ব্বক ঐ হর্ম্ম্যের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তদনন্তর একটী পূর্ব্বোক্ত গোলাদ্বারা উহার দ্বারে আঘাত করিল, তাহাতে দ্বার বিমুক্ত হইল। তখন আমরা উভয়েই তন্মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র দুইটী ভয়ঙ্কর সিংহ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে২ আমাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তখন সেই দৈত্য তাহাদিগকেও সজোরে দুইটী গোলা মারিবামাত্র তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর আমরা উহার অপর একটী দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গোলা বর্ষণ করিবামাত্র উহাও খুলিয়া গেল।তন্মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র আমরা অপর একটী সুন্দর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই গৃহে দুইটী অজাগর সর্প ছিল, তাহারা আমাদিগকে দেখিবামাত্র দংশন করিতে

উদ্যত হইল, কিন্তু গোলার আঘাতে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে পলায়ন করিল। অতঃপর আমরা উক্ত হর্ম্ম্য অতিক্রম করিয়া অপর একটী মনোহর বাটীতে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলাম তন্মধ্যস্থ একখানি সুবর্ণ পালঙ্কে একটী সিন্দুক স্থাপিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে আমরা সেই পালঙ্কের নিকটে গিয়া সিন্দুকটী উন্মোচনপূর্ব্বক দেখিলাম তন্মধ্যে একটী মৃতমনুষ্য শয়ান রহিয়াছে, এবং তাহার অঙ্গুলিতে ঈশ্বরের নামাঙ্কিত একটী অঙ্গুরীয়ক আছে। তৎপরে দৈত্য তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিল, "মানব! এই সিন্দুক মধ্যে যে মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছ ইঁহারই নাম প্রভু সলোমন।" এই বলিয়া সেই দৈত্য যেমন ঐ মৃতব্যক্তির হস্তস্থিত অঙ্গুরীয়কটী খুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল, অমনি একটা প্রকাণ্ড ভুজঙ্গম তথায় আগমন করতঃ তাহাকে দংশন করিল। দংশন করিবামাত্র সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে আমি সাতিশয় বিস্মিত হইয়া তাহার শরীরে একটা গোলা বর্ষণ করিবামাত্র সে সচেতনাবস্থায় উঠিয়া বসিল। তৎপরে আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "যুবন্! তুমি আমার শরীরে গোলা বর্ষণ করিয়া অতিশয় বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছ। যাহা হউক, আমি পুনরায় এই অঙ্গুরীয়কটী লইবার জন্য চেষ্টা করিব, যেহেতু আমি উহা লইতে পারিলে অক্লেশে মুহূর্ত্তমধ্যে যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারিব, এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে তোমাকেও তোমার বাটীতে লইয়া যাইতে সক্ষম হইব। কিন্তু যদি আমি পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় অচেতন হইয়া পড়ি তাহা হইলে তুমিও পূর্ব্বের ন্যায় আমার চৈতন্য সম্পাদনে যত্নবান হইও।" এই বলিয়া সে পুনরায় অঙ্গুরীয়কটী লইবার জন্য উদ্যোগ করিলে সেই ভুজঙ্গম পূর্ব্বের ন্যায় তাহাকে দংশন করিল। দংশন করিবামাত্র সে অচৈতন্যাবস্থায় ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে আমি যেমন তাহার শরীরে গোলাবর্ষণ করিবার উপক্রম করিলাম অমনি সেই সর্পটী আমার নিকটে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "যুবন্! এই দৈত্যটা স্বীয় কুস্বভাব বশতঃ এরূপ দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইল। অতএব তুমি উহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এ স্থান হইতে প্রস্থান কর, নতুবা তোমাকেও উক্ত দৈত্যের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইতে হইবে।"

আমি ভুজঙ্গমের মুখে এই কয়েকটী কথা শুনিবামাত্র দৈত্যকে তদবস্থায় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করিলাম এবং অনতিবিলম্বেই পুনরায় সেই পর্ব্বততলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন আমি ঐ পর্ব্বতের অত্যাশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শন মানসে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে কিঞ্চিৎ দূরে আর একটী রৌপ্যময় দ্বার দেখিতে পাইলাম। তদ্দর্শনে, আমি উহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম যে, দ্বারের উপরিভাগে

একখানি শ্বেত প্রস্তরোপরি নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে;—"যে একমাত্র ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, প্রভু মহম্মদ তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারক। যে একমাত্র ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন আদম তাঁহার প্রিয়পুত্র। যে একমাত্র ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, তাঁহা দ্বারাই ইস্মাইল বিনষ্ট হইয়াছে।—যে কোন ব্যক্তি এই স্থানে আগমন করতঃ এই কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিবে অমনি এই পুরীর দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে।" বাস্তবিকও তাহাই ঘটিল, আমি মনোযোগপূর্ব্বক ঐ কয়েকটী কথা পাঠ করিতে না করিতেই কবাট উন্মুক্ত হইল। তখন আমি ঐ পুরী প্রবেশ করতঃ যে সমস্ত আশ্চর্য্য২ পদার্থ দর্শন করিলাম তাহার স্বরূপ বর্ণন করা আমার সাধ্য নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তথায় জন মানব দৃষ্ট হইল না। অবশেষে আমি তন্মধ্যস্থ একটী উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, একজন শ্মশ্রুবিহীন সুন্দর পুরুষ একটী মনোজ্ঞ পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তথায় ভ্রমণ করিতেছেন। আমি সাহস সহকারে তৎসমীপে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি কহিলেন, "আবুলফাউরিস! আমি তোমার সমুদায় বিষয় অবগত আছি। অতএব তুমি আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সম্মুখস্থ এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ কর তাহা হইলেই তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

আমি ঐ সুন্দর পুরুষের আদেশক্রমে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে, এক ব্যক্তি ভূমে উপবেশনপূর্ব্বক ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছেন। আমি তাঁহার নিকট গমন করতঃ অভিবাদনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে তিনি কহিলেন, "যুবন্! তুমি প্রভু মহম্মদের অতিশয় প্রিয়পাত্র বলিয়াই এই স্থানে আসিতে সমর্থ হইয়াছ। এখানে চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে এবং মহম্মদের ভক্তগণই সদা সর্ব্বদা তাহা উপভোগ করিয়া থাকেন।" এই বলিয়া তিনি আমার হস্ত ধারণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই আমরা দুগ্ধ পরিপূর্ণ একটী সমুদ্রের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রভু মহম্মদের আত্মীয় স্বজনগণ ঐ স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক ভোজন করিতেছিলেন। পথ প্রদর্শকের আদেশক্রমে আমিও তাঁহাদিগের নিকটে বসিয়া অত্যুৎকৃষ্ট ভোজ্যদ্রব্য সকল আহার করিলাম।

অনন্তর আমি তাঁহার সহিত উদ্যানের অপর পার্শ্বস্থ একটী রম্য গৃহে গমন করিলাম। তখন তিনি কহিলেন, "যুবন্! আমি এই স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকি। আমার নাম খিদির। তুমি ইতিপূর্ব্বে শ্মশ্রুবিহীন যে ব্যক্তিকে দেখিয়াছ তাঁহারই নাম মহাত্মন্ ইলায়স। তিনি এই উদ্যান পার্শ্বস্থ অপর

একটী গৃহে বাস করেন।" ঐই স্থানেও চিরবসন্ত বিরাজ করিতেছে এবং রাত্রিকালে অন্ধকার যে কাহাকে বলে তাহা কেহই অবগত নহে। তুমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে আমার সহিত ঈশ্বরারাধনা করতঃ পরম সুখে এই স্থানে বাস করিতে পার।"

আমি তদীয় বাক্যে স্বীকৃত হইয়া কিয়দ্দিবস সেই স্থানে পরমসুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু অবশেষে খাঁজাদার জন্য আমার মন এমনি চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, একদা মহাত্মন্ খিদির আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যুবন্! কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন কর। আমি শীঘ্রই তোমার বসোরাগমনের সদুপায় করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে একটী মন্ত্র শিখাইয়া দিয়া বলিলেন, "যুবন্ তুমি সময়েং এই মন্ত্রটী পাঠ করিও তাহা হইলে তোমার চিরদিন সুখে অতিবাহিত হইবে " তদনন্তর তিনি উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক একজন দৈত্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, " দৈত্য! তুই শীঘ্র এই ব্যক্তিকে বসোরা নগরীতে রাখিয়া আয়। দৈত্য আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র আমাকে স্বীয় স্কন্ধোপরি স্থাপনপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল। গমনকালে আমি খিদির-শিক্ষিত মন্ত্রটী কয়েকবার পাঠ করিলাম, তাহাতে তিন চারি ঘন্টার মধ্যেই নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় ভবনদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তখন রাত্রি শেষ না হওয়ায় উহা বন্ধ ছিল, তজ্জন্য আমি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বারম্বার স্বীয় ভৃত্যকে ডাকিতে লাগিলাম। তৎশ্রবণে একজন ভৃত্য দ্বার খুলিয়া দিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তখন আমি আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম, কিন্তু সে তাহা বিশ্বাস না করিয়া পুনর্ব্বার দ্বার বন্ধ করতঃ খাঁজাদার নিকট গমন করিল। অনতিবিলম্বেই খাঁজাদা, হাউয়ার ও আর একজন যুবকের সহিত দ্বারদেশে আসিয়া কহিল, 'তুমি কে এবং কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? তুমিত আমার স্বামী নহ, এবং তাঁহার সহিত তোমার বিন্দুমাত্রও সৌসাদৃশ্য নাই। তিনি তোমার ন্যায় কদাকার পুরুষ নহেন অতএব আমাকে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ কর।"

আমি স্বীয় বনিতা প্রমুখাৎ এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলাম, " প্রিয়ে! আমি যথার্থই আবুলফাউরিস্। এবং যে কারণে আমার এরূপ কদাকার ঘটিয়াছে তদ্বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর।" এই বলিয়া আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। তৎশ্রবণে খাঁজাদার সমভিব্যাহারে যে যুবক আসিয়াছিল সে ক্রোধভরে কহিল, " রে প্রতারক! আমি অদ্য এই রমণী রত্নকে বিবাহ করিয়াছিমাত্র এখনও

প্রণয় সুধাপান করি নাই, তুই এরি মধ্যে এই অত্যদ্ভুত গল্প রচনা করতঃ আমার সেই প্রণয়পথের কণ্টকস্বরূপ হইতে আসিয়াছিস, তুই শীঘ্র এস্থান হইতে প্রস্থান কর নতুবা, আমি এই মুহূর্ত্তেই তোর প্রবঞ্চনার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব।"

যুবকের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে আমি প্রথমতঃ হতজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম। তৎপরে কিঞ্চিৎ লব্ধসংজ্ঞ হইয়া পুনরায় তাহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। খাঁজাদা এবং হাউয়ার আর দ্বিরুক্তি করিল না। ক্রমে রজনী প্রভাতা হইল। তখন আমরা চারিজনেই কাজীর নিকট গমন করিলাম। যুবক তথায় উপস্থিত হইয়াই আমাকে প্রতারক বলিয়া আমার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল। তখন আমি কাজীর নিকটেও পূর্ব্বের ন্যায় স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। তৎশ্রবণে কাজী সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার এবং ইহা প্রকৃতরূপে বিচার করা আমার সাধ্য নহে। অতএব তোমরা মহম্মদের জামাতা তালিব ও ওমারের নিকট গমন কর। তাহা হইলেই ইহার সুবিচার হইবে।"

তখন আমরা চারিজনেই মদিনায় গমন করতঃ সর্ব্বাগ্রে ওমারের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনিও আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, অতএব ইহার সুবিচারের জন্য তোমাদিগের তালিবের নিকট গমন করা কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া তিনি স্বয়ং আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তালিবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তালিব তৎকালে ভজনা করিতেছিলেন। অতএব তাঁহার ভজনা সমাপ্ত হইলে ওমার কহিলেন, "মহাত্মন্ এই ব্যক্তির ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনিয়া আমি এমনি চমৎকৃত হইয়াছি যে, কোনরূপেই উহা আমার বিশ্বাসযোগ্য হইতেছেনা। তজ্জন্য আমি ইহাকে আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি নিরস্ত হইলে মহাত্মা তালিব আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কহিলাম, "মহাশয়! আমার নাম আবুলকাউরিস।" তখন তিনি সানন্দে কহিলেন, "ওমার! এব্যক্তি প্রতারক নহে এবং ইহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ সত্য। যেহেতু মহম্মদ স্বয়ং ইতিপূর্ব্বে এব্যক্তি সম্বন্ধে সমস্ত কথা আমাকে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন যে, আবুলকাউরিস্ স্বয়ং একদিন তোমার নিকট আগমন করতঃ স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিবে।" এই বলিয়া তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "যুবন্! একনে তোমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর।"

তদনুসারে আমি আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। তৎশ্রবণে তিনি সাতিশয় প্রীত হইয়া আমাকে শতং সাধুবাদ প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে খাঁজাদা ও তৎক্ষণাৎ আমার পদদ্বয় ধারণ করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আমি তখন অকপট-হৃদয়ে তাহার সমুদায় অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম। অতঃপর আমরা মহাত্মা তালিব ও ওমারের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ বসোরানগরীতে ফিরিয়া আসিলাম। প্রত্যাগমন কালে ওমার আমাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন। আমি স্ব গৃহে প্রত্যাগত হইয়াই সর্ব্বাগ্রে একটী সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করাইলাম, তৎপরে একজন সম্ভ্রান্ত মহীলার সহিত হাউয়ারের বিবাহ দিলাম। তদনন্তর আমরা চারি জনে ওমার প্রদত্ত অর্থদ্বারা পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম।

বদরুদ্দীনভূপতি ও তদীয় মন্ত্রীর কথার পরিশেষ।

আবুলফাউরিস এইরূপে স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত সমাপ্ত করিলে বদরুদ্দীন ভূপতি ও তদীয় সহচরদ্বয় এক বাক্যে কহিলেন যে, তাঁহারা এরূপ অদ্ভুত বৃত্তান্ত আর কখন শ্রুতিগোচর করেন নাই। অনন্তর ডামস্কসাধিপতি আবুলফাউরিসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয় যে এত কষ্ট সহ্য করিবার পর সুখের চরমসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন ইহা শুনিয়া আমি পরমাহ্লাদিত হইলাম। যেহেতু আমার সহচরদ্বয় ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, ইহজগতে সম্পূর্ণ সুখীলোক কেহই নাই। কিন্তু আমি তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছিলাম। এক্ষণে তদীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার সেই বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইল।"

আবুলফাউরিস ভূপতির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করণানন্তর কহিল, "মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে আমি আপনাদিগের নিকট যে একটী বিষয় গোপন রাখিয়াছিলাম তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। আমি বাস্তবিক সম্পূর্ণ সুখী নহি। আমার অনুপস্থিতি সময়ে খাঁজাদা যে যুবকের পাণিগ্রহণ করিয়াছিল সে এক্ষণে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারে নাই, এবং খাঁজাদা যে আমার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় অনুরক্তা নহে সময়েং আমি ইহারও সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব মহাশয় ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে।"

আবুলফাউরিসের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ডামস্কসাধিপতি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তখন তাঁহার ভ্রমদূরীভূত হইল, এবং তিনি

স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, মন্ত্রী ও প্রিয়পাত্র যাহা কহিয়াছেন তাহাই যথার্থ। তাতঃপর তাঁহারা চারিজনে বোগ্দাদে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তখন আবুলফাউরিস স্ব কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিলেন। এবং ডামস্ক-সাধিপতি স্বীয় পাত্র মিত্র সম ভিব্যাহারে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করতঃ তাঁহাদিগকে স্বীয়২ কার্য্যভার পুনঃ প্রদান করিলেন। অনন্তর ভূপতি সায়ফলমুলুককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তম! ইহজগতে কেহই যে সম্পূর্ণ সুখী নহে একথা সত্য। অতএব আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে অদ্যাবধি আর ও কথার আন্দোলন না করিয়া স্ব স্ব প্রণয়িনীর কথা বিস্মরণপূর্ব্বক সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করা যাউক।"

ধাত্রী এইরূপে ডামস্কসাধিপতি ও তদীয় মন্ত্রীর কথা সমাপ্ত করিলে সখীগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু ফরোখনাজ তাহা হইতেও দোষ বাহির করিলেন দেখিয়া ধাত্রী একেবারে হতাশ না হইয়া রাজকুমারীর অনুমতি গ্রহণ করতঃ পুনর্ব্বার গল্পারম্ভ করিল,——

এক দিবস হারুণ অলরশীদ ভূপতি তদীয় প্রিয়তমা পত্নীর সহিত টাইগ্রিসনদী-তীরবর্ত্তী একটী সুরম্য হর্ম্ম্যে উপবেশনপূর্ব্বক আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, এমন সময়ে অদূরে একজন বৃদ্ধ ও একটী যুবাকে উচ্চ হাস্য করিতে করিতে পথ দিয়া যাইতে দেখিলেন। তদ্দর্শনে ভূপতি উহার প্রকৃত কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একজন দূতকে আহ্বানপূর্ব্বক উহাদিগকে তথায় আনাইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে ভৃত্য তৎক্ষণাৎ পর্য্যটকদিগকে রাজসম্মুখে আনায়া উপস্থিত করিলে, ভূপতি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পান্থদ্বয়! তোমরা যে পরস্পর অতি উচ্চ হাস্য করিতে২ গমন করিতেছিলে তাহার কারণ কি?" তখন বৃদ্ধ করযোড়ে নিবেদন করিল, "মহাশয়! আমি যখন এই যুবকের সহিত একত্র পথভ্রমণ করিতেছিলাম তখন ইনি আমাকে একটী মনোহর গল্প শুনাইলেন। তদনন্তর আমিও একটী অত্যাশ্চর্য্য গল্প বলিলাম। তৎশ্রবণে যুবক আনন্দে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। উহার হাস্য দর্শনে আমিও না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।"

বৃদ্ধের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে হারুণ পরম পুলকিত হইয়া কহিলেন, "যদি তোমরা পুনর্ব্বার সেই গল্প দুইটী আমাদিগের নিকট বল তাহা হইলে আমি ও আমার মহিষী উভয়েই পরম সুখী হই।" তদনুসারে বৃদ্ধ যে গল্পটী যুবকের নিকট বলিয়াছিল অগ্রে তাহাই বলিতে আরম্ভ করিল;——

এডিস্ এবং ভেহ্বী নামক দৈত্যদ্বয়ের বিবরণ।

গলকণ্ডা প্রদেশের রাজধানী মসলিপট্টনের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পল্লিতে একজন দরিদ্র বিধবা রমণী বাস করিত। তাহার দুইটী কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠার নাম যাতিমা, তাহার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর, এবং কনিষ্ঠার নাম খতিজা, তাহার বয়ঃক্রম প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবে। তাহারা সকলেই একটী ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে বাস করিত। এবং মসলিপট্টননিবাসী ভদ্র লোকদিগের বস্ত্রাদি ধৌত ও পুষ্পদ্বারা তাহা গন্ধাঢ্যযুক্ত করিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হইত তদ্দ্বারাই অতি কষ্টে আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

একদা সেই বিধবা রমণী তাহাদিগের কুটীরের নিকটবর্ত্তী এক উদ্যান মধ্যে পুষ্পচয়ন করিতেছে এমন সময়ে একটী বিষধর সর্প তাহাকে দংশন করিল। দংশন করিবামাত্র সেই রমণী জ্বালায় অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎশ্রবণে তাহার কন্যাদ্বয় তথায় ছুটিয়া গেল। কিন্তু তখন বিষ তাহার সর্ব্বশরীরে এমনি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার আর বাঁচিবার কোন আশা ছিল না। তদ্দর্শনে তাহার কন্যাদ্বয় কেবল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু যখন সেই রমণী দেখিল যে, মৃত্যু আমার নিকটবর্ত্তী তখন সে স্বীয় তনয়াদ্বয়কে নিকটে ডাকিয়া কহিল, "দেখ বৎসগণ! আমার অন্তিম সময় উপস্থিত। অতএব অবিলম্বেই তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু আমি আমার এই অন্তিম সময়েও তোমাদিগকে বলিয়া যাইতেছি যে, আমি বাল্যকালাবধি তোমাদিগকে যে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছি এক্ষণে সেই ধর্ম্মই তোমাদিগের প্রধান সহায় হইবে। অতএব প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া কখনও সেই ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিও না।" অনন্তর খতিজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক কহিল, "বৎস! রোদন সম্বরণ কর, এবং তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে আমার ন্যায় মান্য করিও। কখন কোন বিষয়ে তাহার কথা অবহেলা করিও না।" এই বলিয়া সেই দুঃখিনী রমণী মানবলীলা সম্বরণ করিল।

অতঃপর ভগিনীদ্বয় মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিল। তৎপরে কতকগুলি ধৌত বস্ত্র লইয়া মসলিপট্টনাভিমুখে যাত্রা করিল। কিন্তু আপনাদিগের বাটী হইতে কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই পথিমধ্যে প্রায় একশত বর্ষ বয়স্ক এক বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধ উহাদিগকে দেখিবামাত্র স্বীয় যষ্টির উপর ভর দিয়া ক্ষণকাল এক দৃষ্টে তাহাদের মুখ পানে চাহিয়া রহিল, তৎপরে তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তখন ফাতিমা আপনাদিগের যথার্থ পরিচয় প্রদান করিল। অবশেষে তাহা-

দের মাতার অপমৃত্যুর কথা বলিল। তৎশ্রবণে বৃদ্ধ সাতিশয় কপট দুঃখ-প্রকাশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিল, 'সুন্দরি! এক্ষণে তোমরা সম্পূর্ণ অসহায়া। অতএব যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে আমার বাটীতে চল। আমি তোমাদিগকে অতি যত্নসহকারে প্রতিপালন করিব। তৎপরে তোমাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিব, কিন্তু তোমার কনিষ্ঠা সহোদরার সৌন্দর্য্য দর্শনে আমার মন এমনি চঞ্চল হইয়াছে যে, তাহাকে আমি স্বয়ং বিবাহ করিব।"

বৃদ্ধের প্রমুখাৎ ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ফাতিমা ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া অবশেষে খতিজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "ভগ্নি! আমরা উভয়েই বালিকা ও উপায়হীনা আর এই বৃদ্ধও পরম ধার্ম্মিক বটেন; অতএব তুমি ইঁহার অভিলাষ পূর্ণ করতঃ সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন কর ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা।" এই কথা শুনিবামাত্র খতিজা সাতিশয় ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক কহিল, "দিদি! আমি কদাচ ওরূপ বৃদ্ধ এবং কদাকার ব্যক্তির পাণিগ্রহণে সম্মতা হইব না।" খতিজার এবম্বিধ উত্তর শ্রবণে বৃদ্ধের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "খতিজা! তুমি অনুগ্রহ না করিলে তোমার সম্মুখেই আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে। এবং আমি পরমেশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আজি হইতে আমি তোমার আজ্ঞাবহ দাস হইলাম, এবং তুমি যথেচ্ছ পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি পরিধানপূর্ব্বক স্বীয় সমুদায় কষ্ট দূর করিতে পারিবে।"

বৃদ্ধের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে খতিজা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া ফাতিমা বৃদ্ধকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল "মহাশয়! বোধ হয় আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে খতিজার অমত নাই। অতএব আপনি দুঃখ সম্বরণ করুন।" এই বলিয়া সে খতিজাকে কহিল, "ভগ্নি! তুমি মুহূর্ত্তমাত্র এই বৃদ্ধের নিকট অবস্থান কর, আমি মহাজনদিগকে এই বস্ত্রগুলি দিয়া শীঘ্র এইস্থানে প্রত্যাগমন করিতেছি।" এই বলিয়া ফাতিমা তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল। খতিজা অগত্যা বৃদ্ধের সহিত সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল অথচ ভগ্নী আসিল না দেখিয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এবং ঐ বৃদ্ধকেই তাহার এই দুর্দ্দশার মূলীভূত কারণ বিবেচনা করিয়া তাহাকেও যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতে ত্রুটি করিল না। তখন বৃদ্ধ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া খতিজাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বিবিধপ্রকারে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। অবশেষে তিনি খতিজাকে সমভিব্যাহারে লইয়া

ফাতিমার অনুসন্ধানার্থ নগরাভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু সাত আট দিবস ক্রমাগত অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কোন সংবাদ পাইলেন না। অবশেষে তিনি খতিজার সহিত তদীয় কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন।

অতঃপর একদা বৃদ্ধ খতিজাকে কহিল, "প্রিয়তমে! অনর্থক এই কুটীর মধ্যে অবস্থান করিয়া কি হইবে? এখানকার কোন ব্যক্তিই আমার আত্মীয় স্বজন নহে। অতএব আমাদিগের কখন কোন বিপদ উপস্থিত হইলে আমাদিগকে সাহায্য করে এমন লোক এখানে কেহই নাই। অতএব চল আমরা এস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার বাটীতে গিয়া বাস করি।" খতিজা অগত্যা তদ্বিষয়ে স্বীকৃতা হইলে, বৃদ্ধ তৎপরদিবস কুটীরের দ্বারদেশে আপনার বাটীর ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়া খতিজাকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং সাত আট দিবসের পরে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ স্বগৃহে প্রত্যাগত হইয়া অবধি প্রত্যহই খতিজার মনোরঞ্জনার্থ নূতন নূতন বহুমূল্য বসন ভূষণাদি ক্রয় করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু স্বীয় ভগিনীর জন্য খতিজার মন এমনি চঞ্চল হইয়াছিল যে, তৎসমুদায় দ্রব্যসামগ্রী দর্শনেও খতিজা ক্ষণকালের জন্য শান্তিসুখ উপভোগ করিতে পারিল না।

অনন্তর একদা নিশীথ সময়ে খতিজা এইরূপ স্বপ্ন দেখিল যেন একজন সুন্দর যুবক তৎসন্নিধানে আগমন করতঃ কহিল, "খতিজে! তুমি কি এক্ষণে ফাতিমার কথা একেবারে বিস্মৃত হইলে? তোমার সেই ভগিনী এক্ষণে সুমাত্রাদ্বীপে অবস্থান করিতেছেন, অতএব সত্বর তথায় গমন করতঃ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর। আর আমার প্রতি চাহিয়া দেখ আমিই ভবিষ্যতে তোমার পতি হইব।" এই বলিয়াই সেই যুবা অন্তর্হিত হইল। তখন সুমাত্রাদ্বীপে গমন করিবার জন্য খতিজার মন এমনি অধৈর্য্য হইয়া উঠিল যে, সে তদ্বিষয়ে সহায়তা করিবার নিমিত্ত বৃদ্ধকে অনুরোধ করিল। তখন বৃদ্ধ স্বয়ং তদ্দ্বীপে যাইতে স্বীকৃত হইয়া অবিলম্বেই তদুপযোগী আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপর দিবস তাঁহারা উভয়েই জাহাজারোহণপূর্ব্বক সুমাত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে২ একদা সেই বৃদ্ধ খতিজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সুন্দরি! আমি নিরন্তর পরিশ্রম দ্বারা তদীয় সন্তোষসাধনে যত্নবান্ হইতেছি দেখিয়াও যে তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছ না। ইহা অতি আশ্চর্য্যের কথা। যাহা হউক, তুমি আমার বৃদ্ধাবস্থা দর্শনে ঘৃণাপ্রদর্শন করিতেছ বটে, কিন্তু বাস্তবিক আমি বৃদ্ধ নহি, এবং আমার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করিলে তোমার ন্যায় অনেক সুন্দরীরই মন বিমুগ্ধ হইত।" এক্ষণে কোন বিশেষ দুর্ঘটনাবশতঃ

আমার সেই সৌন্দর্য্যরাশি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন প্রকারে তোমার প্রণয়ভাজন হইতে পারিলে আমি আমার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারি। তজ্জন্যই তোমার প্রণয়তালাভে এত যত্নবান্ হইয়াছি জানিবে।"

খতিজা বৃদ্ধের প্রমুখাৎ এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া কহিল, "মহাশয়! আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও আপনার বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। অতএব আপনি কি জন্য যে এরূপ বৃদ্ধদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কি প্রকারেই বা ইহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন আদ্যোপান্ত তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করতঃ আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।"

বৃদ্ধ খতিজার নির্ব্বান্ধাতিশয় দর্শনে কহিলেন, "রমণীরত্ন! আমি মানবকুলে জন্মগ্রহণ করি নাই। আমি এবং আমার যে এক জমজ ভ্রাতা আছে উভয়েই দৈত্যকুল-সম্ভূত। আমার নাম ডেহী ও আমার ভ্রাতার নাম এডিন। আমরা যদিও সাধারণমানবগণ অপেক্ষা সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ছিলাম তত্রাচ ভিসাপর নামক একজন বৃদ্ধ দৈত্য আমাদিগের অধীশ্বর ছিলেন। আমরা উভয়েই বাল্যাবধি তাঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন ছিলাম। একদা তিনি আমাদিগকে ফার্জ্জনা নাম্নী তদীয় এক যুবতী রমণীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদান করেন। দৈত্যপতি অতিশয় বৃদ্ধ ছিলেন বলিয়া ফার্জ্জনা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিত। এক্ষণে ফার্জ্জনা আমাদিগের সৌন্দর্য্যরাশিদর্শনে বিমোহিতা হইয়া গোপনে স্বীয় প্রেমপিপাসা নিবারণ করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র হইল। কিন্তু আমরা প্রথমতঃ কিছুতেই তদীয় অভিলাষানুরূপ কার্য্য সম্পাদনে স্বীকৃত হইলাম না দেখিয়া সে নিতান্ত দুর্ভাবনাপ্রযুক্ত দিন দিন অতিশয় ক্ষীণা ও মলিনা হইতে লাগিল। অবশেষে অনেক চেষ্টা করিয়া মদীয় ভ্রাতা এডিনকে স্বীয় হস্তগত করিল। অতঃপর একদা সেই পাপীয়সী আমার পদযুগল ধারণ করতঃ অনবরত কাঁদিতে লাগিল, তাহাতে আমার মন এমনি মুগ্ধ হইল যে, আমি অগত্যা তদীয় প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম এবং তিন জনে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলাম।

এইরূপ সুখস্বচ্ছন্দে আমরা বহুদিন অতিবাহিত করিলাম বটে, কিন্তু পাপের ফল অবশ্যই ভুগিতে হইবে, একদা আমরা তিন জনে উলঙ্গাবস্থায় জলকেলি করিতেছি এমন সময় সেই দৈত্যরাজ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং এবম্প্রকার উলঙ্গভাবে আমাদিগকে কেলি করিতে দেখিয়া ক্রোধে তাঁহার নয়নদ্বয় রক্তিমা বর্ণ ধারণ করিল। অতঃপর তিনি আমাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "ওরে নীচাশয়গণ! তোরা যেমন বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্, তাহার প্রতি-

কুৎসিতরূপী মনুষ্যর অতি কদাকার বৃদ্ধের রূপ ধারণকরতঃ মর্ত্ত্যলোকে গিয়া বাস কর্।" বৃদ্ধের প্রমুখাৎ এবম্প্রকার অভিশম্পাত বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র আমাদিগের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তখন আমরা তাঁহার পদযুগল ধারণ করতঃ অনেক স্তবস্তুতি করিলে বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া কহিলেন, "বৎসগণ! আমি যাহা বলিয়াছি তাহা লঙ্ঘন হইবার নহে, তবে যদি ভবিষ্যতে কোন যুবতী রমণী তোমাদিগকে মনের সহিত ভাল বাসেন, তাহা হইলে তোমরা শাপ বিমুক্ত হইয়া পুনরায় স্ব স্ব সৌন্দর্য্যরাশি প্রাপ্ত হইবে।" তদবধি আমি এই বৃদ্ধের রূপ ধারণকরতঃ মর্ত্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করিতেছি। হে সুন্দরি! এক্ষণে যদি তুমি মৎপ্রতি সদয়া হও তাহা হইলে আমি আমার পূর্ব্বরূপ ধারণ করতঃ তদীয় মনস্তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবান্ হই। এই বলিয়া ডেহী নিরস্ত হইল। কিন্তু কোন প্রকারে খতিজার মত পরিবর্ত্তন হইল না।

ক্রমে পঞ্চদশ দিবস অতীত হইল। তখন জাহাজ খানি সুমাত্রা দ্বীপের অতি নিকটে গিয়া উপনীত হইল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অকস্মাৎ একটা প্রবল ঝটিকা উত্থিত হওয়ায় জাহাজ খানি সুমাত্রা দ্বীপ অতিক্রম করিয়া অপর একটী দ্বীপসন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বে নাবিকগণ উক্ত দ্বীপের বিষয় কিছুই অবগত ছিল না। সুতরাং উহা কোন সমৃদ্ধিশালী নগরী হইবে এইরূপ মনে করিয়া তাহারা উহার কূলে গিয়া নঙ্গর করিল। নঙ্গর করিবামাত্র তদ্দ্বীপবাসিগণ দলে দলে জাহাজের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং কেহ কেহ বা জাহাজমধ্যে আরোহণ করিতেও কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হইল না। তাহাদের আকার প্রকার এবং আচার ব্যবহার এরূপ কদর্য্য যে হঠাৎ দেখিলে তাহাদিগকে মনুষ্য বলিয়াই কাহার প্রতীতি হয় না। যাহা হউক, অবশেষে তাহারা সকলেই জাহাজারোহণপূর্ব্বক আমাদিগের সকলকেই স্ব স্ব আলয়ে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু খতিজাকে দেখিবামাত্র তাহারা তৎপ্রতি সাতিশয় ঘৃণা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাকে তৎক্ষণাৎ কারাবরুদ্ধ করিতে অনুমতি দিল। তখন খতিজা সাতিশয় ভীতা হইয়া বারম্বার বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, কিন্তু তৎকালে ডেহীর এরূপ সামর্থ ছিল না যে কোন প্রকারে সেই অবলাকে ঐ নৃশংসগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। সুতরাং এই লোমহর্ষণ-ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও সেই বৃদ্ধ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। দুর্ব্বৃত্তগণ বৃদ্ধদিগকে অতিশয় ভক্তি করিত, সুতরাং ডেহীকে দেখিবামাত্র তাহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। অবশেষে তাহারা সকলেই অবনতমস্তকে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিতে

আরম্ভ করিল। তাহাদিগের ঈদৃশ সততা দর্শনে ডেহী চমৎকৃত হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তদনন্তর দৈত্যগণ সকলে একত্রিত হইয়া তাঁহার করধারণপূর্ব্বক তাহাদিগের রাজ্ঞী স্কাহারবানুর নিকট লইয়া গেল। স্কাহারবানু ডেহীকে দেখিবামাত্র আনন্দে ভাসমান হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করিল। কিন্তু ডেহী ইহার কিছুই মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া "দৈত্যগণ বুঝি তাঁহার সহিত পরিহাস করিতেছে" মনেং এইরূপ স্থির করিয়া তাহাদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কাহারবানু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ডেহীর মনোরঞ্জনার্থ চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই বৃদ্ধের আনন্দোদয় হইল না দেখিয়া অবশেষে তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিল। তিনি তথায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র অপর এক জন বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ডেহীর নয়নদ্বয় হইতে অনবরত আনন্দাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল, তৎপরে তিনি হর্ষ-গদ্গদস্বরে কহিলেন, "এডিস। তুমি কি প্রকারে এস্থানে অবরুদ্ধ হইলে?" তখন এডিস ডেহীর নিকট গমন করতঃ কহিলেন, "ভাই! বোধ হয় এত দিনের পর, আমাদিগের শাপ বিমোচন হইল। নতুবা আমরা কোন রূপেই এবম্প্রকারে একত্রিত হইতে পারিতাম না।" যাহা হউক, আমি নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি আপনি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

"আমি দৈত্যরাজ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অবধি বহুদিন পর্য্যন্ত মর্ত্ত্যলোকে বাস করতঃ কোন যুবতীর প্রিয়পাত্র হইবার জন্য বিধিমত প্রকারে চেষ্টা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু কিছুতেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া যখন একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলাম তখন একদা যামিনীযোগে এবম্প্রকার স্বপ্ন দেখিলাম 'যেন কোন সুন্দরী রমণী আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া আমাকে বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিল, এডিস্। যদি তুমি এই দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুমাত্রা দ্বীপে গমন করিতে পার তাহা হইলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে।' এবম্প্রকার স্বপ্ন দর্শনে আমার মন এমনি চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, আমি তৎপর দিবসই সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া জাহাজারোহণপূর্ব্বক সুমাত্রাভিমুখে যাত্রা করিলাম, কিন্তু পথিমধ্যে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হওয়ায় আমি তৎপ্রভাবে সুমাত্রা দ্বীপ অতিক্রম করিয়া অব শেষে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তৎপরে এতদ্দেশীয় বৃদ্ধা এবং কুৎসিতা রাজ্ঞী আমাকে তদীয় প্রণয়পাত্র করিবার নিমিত্ত বিধিমত প্রকারে চেষ্টা করিল, কিন্তু যখন দেখিল যে আমি কিছুতেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না তখন আমাকে এই কারাগার মধ্যে প্রেরণ করিল।"

এবম্প্রকারে এডিস স্বীয় সমুদায় ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণন করিলে ডেহী তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই! তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত অপেক্ষা মদীয় বিবরণ সহস্রগুণে আশ্চর্য্য জনক।" এই বলিয়া তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা পরস্পর একত্র হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এবম্প্রকারে কতিপয় দিবস অতীত হইলে, একদা স্কাহারবাহু প্রেরিত কতকগুলি নরপিশাচ তথায় আগমন করতঃ তাঁহাদিগকে কারাগার হইতে বাহিরে লইয়া গেল, এবং একটী মঞ্চোপরি স্থাপনপূর্ব্বক বিবিধপ্রকারে পূজা করিতে আরম্ভ করিল। পূজা সমাপ্ত হইলে তাঁহাদিগের সম্মুখে বলি প্রদত্ত হইল, তৎপরে ঐ দুরাত্মাগণ মৃত পশুর শরীরগুলাকে একটী অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতঃ তাহার চতুর্দ্দিকে নৃত্যগীত করিতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ ডেহী এবং এডিসের রূপান্তর হইল, অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহাদিগের স্বর্গীয় মনোহর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে ঐ নরপিশাচগণ মহা ভীত হইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে পলায়ন করিল। তখন এডিস এবং ডেহী অকস্মাৎ আপনাদিগের পূর্ব্বরূপ দর্শনে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছেন এমন সময় সেই দৈত্যরাজ এডিসের স্বপ্ন দৃষ্ট রমণীর হস্তধারণপূর্ব্বক তৎসম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা সাতিশয় পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দৈত্যরাজের চরণ বন্দনা করিলেন।

অনন্তর দৈত্যরাজ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ! অদ্য হইতে তোমাদের দুরবস্থার মোচন হইল। আমিই তোমাদিগের অসহ্য কষ্ট দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কৌশলক্রমে তোমাদিগের উদ্ধার সাধন করিলাম। অতএব আর ক্ষণবিলম্ব করিও না। সত্বর খতিজার উদ্ধার সাধন করতঃ উভয়ে ফাতিমা এবং খতিজাকে সমভিব্যাহারে লইয়া দৈত্যধামে গমন করতঃ সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন কর।" এই বলিয়া দৈত্যরাজ অন্তর্হিত হইলেন। তখন ডেহী কালবিলম্ব না করিয়া খতিজার উদ্ধার সাধন করিলেন। খতিজা তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন যে এই যুবা পুরুষই স্বপ্নাবস্থায় আমায় দর্শন দিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে এবং অতঃপর যখন স্বীয় ভগ্নী ফাতিমাকে দেখিতে পাইলেন তখন আর তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তদনন্তর এডিস, ডেহী, খতিজা এবং ফাতিমা চারিজনেই দৈত্য ধামে গমন করতঃ পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বৃদ্ধ স্বীয় গল্প সমাধান করিলে হারূণ ও তদীয় মহিষী তৎপ্রতি

সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে অগণ্য সাধুবাদ প্রদান করতঃ যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "যুবন্! ইতি পূর্ব্বে তুমি বৃদ্ধের নিকট যে গল্পটী বলিয়াছিলে এক্ষণে তাহা পুনর্ব্বর্ণন করতঃ আমাদিগের সন্তোষ সাধন কর।" যুবক ভূপতির বাক্যে স্বীকৃত হইয়া নিম্নলিখিত প্রকারে গল্পারম্ভ করিল।

ভূপতি নসিরদ্দৌলা এবং আবদুর রহমান ও জয়নব নাম্নী তদীয় বনিতার কথা।

পূর্ব্বকালে আবদুর রহমান নামে একজন ধনবন্ত বণিক বোগ্দাদ নগরে বাস করিতেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক ও বদান্য ছিলেন। এবং প্রত্যহ বহুসংখ্যক অতিথি সেবা না করিয়া তিনি জল গ্রহণ করিতেন না। পরদুঃখ মোচন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। এবং তাঁহার আলয় তন্নগরস্থ যাবতীয় সাধু ও সজ্জনগণের বিশ্রাম ভবন ছিল। ফলতঃ তিনি সমুদায় সদ্গুণেরই আধার স্বরূপ ছিলেন। এবং তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক গুণের অনুরূপ ছিল।

একদা তিনি পথিমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একজন ভদ্র লোককে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর পরস্পর বাক্যালাপে এমনি প্রণয় সঞ্চার হইল যে, উভয়ে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কোন বিশেষ আবশ্যকবশতঃ সেই ভদ্রলোকটীকে সেই দিবসেই বোগ্দাদ-নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিতে হইল। তদ্দর্শনে বণিকবর সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনার হঠাৎ স্থানান্তর গমনের কারণ কি? এবং আমি কোন্ সময়ে কোথায় গমন করিলে পুনরায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে?" ভদ্রলোকটী কহিলেন, "মহাশয়! আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাই আমার এরূপ ইচ্ছা নাই, কিন্তু কি করি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ আমি আর এ স্থানে থাকিতে পারিতেছি না। সময়ান্তরে এইস্থানে আগমন করতঃ পুনরায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আর যদ্যপি আপনি কোন প্রয়োজন বশতঃ মৌজলনগরে গমন করেন তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। মৌজল নগরই আমার জন্মভূমি জানিবেন, এবং তথায় গমন করতঃ আমার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেই আপনি আমার যথার্থ পরিচয় অবগত হইতে পারিবেন।" এই বলিয়া তিনি বণিকের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ সত্বর মৌজলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইহার অত্যল্পকাল পরেই বণিকবর কোন কার্য্যানুরোধে মৌজলনগরে গমন করিলেন। এবং তথায় উপস্থিত হইয়াই সর্ব্বাগ্রে নগরবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করতঃ সেই পূর্ব্ব পরিচিত ভদ্রলোকটীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাক্ষাৎ করিবামাত্র মৌজলাধিপতি স্বয়ং সিংহাসন হইতে অবরোহণপূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া একটী নির্জ্জন গৃহে গমন করতঃ বিবিধ বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর আহারের সময় উপস্থিত হইলে একত্র ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর রজনী সমাগতা হইলে একত্র শয়ন করিলেন। এইরূপ আমোদ আহ্লাদে প্রায় এক বর্ষ অতীত হইল। তখন বণিকবর ভূপতির নিকট বিদায়গ্রহণ করতঃ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়াই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে যে সমস্ত কার্য্য বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল তৎসমুদায় সংশোধন করিলেন। তাহার পর অপরাপর সমুদায় কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করতঃ সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একজন নারীবিক্রয়ী জয়নব নাম্নী এক পরমাসুন্দরী অষ্টাদশবর্ষীয়া রমণীকে বিক্রয় করিবার জন্য তাঁহার নিকট আনয়ন করিল। তিনি তাহার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে এমনি মোহিত হইয়া পড়িলেন যে, তৎক্ষণাৎ লক্ষমুদ্রা প্রদান করতঃ ঐ রমণীকে ক্রয় করিলেন। অতঃপর তাঁহাদিগের পরস্পরের মনে এমনি প্রগাঢ় প্রণয় সঞ্চার হইল যে, তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য স্বতন্ত্র থাকিতে পারিতেন না। সর্ব্বদা একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন এবং একত্র আহার করতঃ পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে, একদা অকস্মাৎ মৌজলাধিপতি পুনরায় আবদুর রহমানের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে বণিকবর আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়া ভূপতিকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অতঃপর উভয়ে একত্র ভোজনাদি সমাপন করিয়া একটী নির্জ্জন গৃহে গমন করতঃ নানাবিধ বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং কথায় কথায় রমণীগণের সৌন্দর্য্যের কথা উত্থিত হওয়ায় মৌজলনাথ কহিলেন, "আমার অন্তঃপুরচারিকাগণের ন্যায় সুন্দরী রমণী আর কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না।" তৎশ্রবণে আবদুর রহমান ঈষৎ হাস্য করতঃ কহিলেন, "না মহাশয়! উহা আপনার সম্পূর্ণ ভ্রম। আমার অন্তঃপুর মধ্যে যে সমস্ত রমণী আছে তাহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ আমি সম্প্রতি জয়নব নাম্নী যে সার্কেশীয়া দেশীয় রমণীকে ক্রয় করিয়াছি তাহার ন্যায় রূপবতী রমণী বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই। মহারাজ! যদি তদ্বিষয়ে আপনার

কোন সন্দেহ থাকে তাহা আমি এই মুহূর্ত্তেই দূর করিতেছি। এই বলিয়া তিনি একজন নপুংসককে আহ্বান করতঃ কহিলেন, "কিঙ্কর! আমার অন্তঃপুরস্থ রমণীগণকে সত্বর সুসজ্জিতা হইয়া থাকিতে বল, যেহেতু মৌজলাধিপতি স্বয়ং তাহাদিগকে দেখিতে যাইবেন।" আদেশ প্রাপ্তিমাত্র অন্তঃপুরবাসিনিগণ স্ব স্ব উত্তমোত্তম বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া একটী সুসজ্জিত গৃহ মধ্যে বসিয়া আছেন এমন সময়ে বণিকবর মৌজলাধিপতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে এক একটী করিয়া সমস্ত রমণীগণের মুখাবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক দেখাইলেন। অবশেষে জয়নব স্বীয় মুখাবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক তৎসমীপে দণ্ডায়মানা হইলে তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বণিককে সম্বোধনপূর্ব্বক বহিলেন, "মহাশয়! বোধ হয় এই রমণীই সার্ব্বশ্রেষ্ঠা রমণী হইবেন।" বণিকবর কহিলেন, "হাঁ মহাশয়! আমি এই রমণীর কথাই আপনাকে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম।" তখন নসিরদ্দৌলা স্বীয় অন্তঃপুরবাসিনিগণের পরাভব স্বীকার করিলেন, এবং তথা হইতে বহির্গত হইয়া আপন শয়ন গৃহে গমন করিলেন।
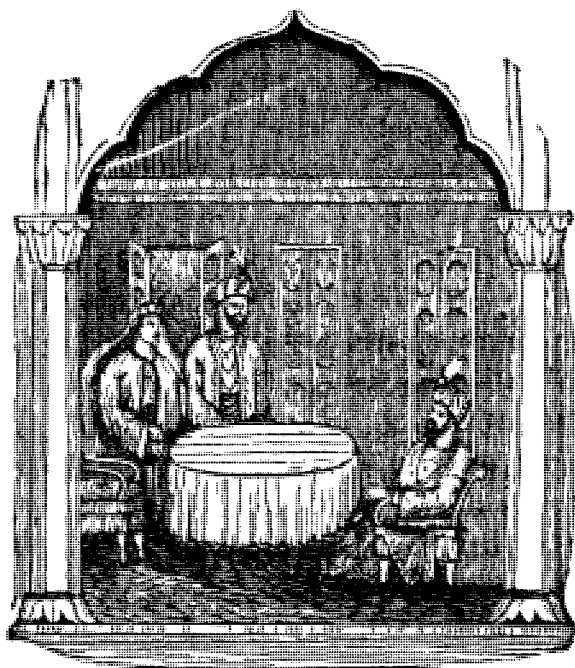
জয়নব স্বীয় মুখাবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক নসিরদ্দৌলা সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন।

অনন্তর বণিকবর স্বীয় বন্ধুর মনোরঞ্জনার্থ অন্যান্য বহুবিধ রহস্যজনক কথা উত্থাপন করিলেন। কিন্তু জয়নবকে দেখিয়া অবধি ভূপতির মন

এমনি চঞ্চল হইয়াছিল যে, তিনি তদ্বিষয়ে কর্ণপাতও করিলেন না। অবশেষে বণিককে তথা হইতে বিদায় দিয়া স্বয়ং সমস্ত রাত্রি জাগরণ করতঃ সেই রমণীর রূপরাশি ধ্যান করিতে লাগিলেন।

তৎপর দিবস প্রাতে আবদুর্ রহমান শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই নসিরদ্দৌলা সমীপে গমন করতঃ দেখিলেন যে, তাঁহার নির্ম্মল মুখচন্দ্রিমা অতিশয় মলিনভাবাপন্ন হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ভূপতিকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু নসিরদ্দৌলা তদুত্তরে অন্য কিছুই বলিলেন না, কেবল স্বদেশ গমনের জন্য সাতিশয় ব্যাগ্র হইলেন। তদ্দর্শনে বণিকবর একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অগত্যা তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন, এবং অবিলম্বে তাঁহার স্বদেশ গমনের সমুদায় আয়োজন করিয়া দিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ যে বন্ধুর কেন এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত তিনি সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করায় মৌজলাধিপতি কহিলেন, "বন্ধো! যদিও আমার মনের কথা কাহাকে বলিতে ইচ্ছা ছিল না তথাপি আপনার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে তাহা আর গোপন রাখিতে পারিলাম না। আপনার প্রাণপ্রতিমা জয়নবই আমার এই দুরবস্থার মূলীভূত কারণ জানিবেন।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অতঃপর আবদুর্ রহমান বন্ধুর দুঃখে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া স্বীয় প্রিয়তমা জয়নবকেই মৌজলাধিপতির হস্তে সমর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। জয়নব কোনরূপে তাহা জানিতে পারিয়া একদা তাঁহাকে তদ্বিষয় হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। যেহেতু বণিকবর অবিলম্বেই এক জন ভৃত্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে মৌজলরাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজাধিরাজ জয়নবকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এবং বণিকবরের এবম্ভূত দানশক্তি দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইলেন।

অতঃপর তিনি জয়নবের মনোরঞ্জনার্থ তৎসমীপে গমন করিলে, বণিকজায়া তাঁহার পদযুগল ধারণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! সতীত্ব রত্নই রমণীগণের প্রধান রত্ন। অতএব আপনি বলপ্রকাশপূর্ব্বক আমার সেই সতীত্ব রত্ন অপহরণ করিতে চেষ্টা করিলে আমি নিশ্চয়ই আপনসমক্ষে আত্মঘাতিনী হইব। আমি যখন একবার আবদুর্ রহমানকে পাণিদান করিয়াছি তখন স্বীয় জীবনসত্ত্বে অন্য কাহারও অভিলাষ পূরণে সম্পূর্ণ অসমর্থ জানিবেন। এবং আপনি যখন সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ তখন আপনাকে আর অধিক কি বলিব।" এই বলিয়া সেই রমণী উচ্চৈঃস্বরে রোদন

করিতে আরম্ভ করিল। রমণীর এবম্বিধ বাক্য পরম্পরা শ্রবণে ভূপতি নসির-উদ্দৌলার মর্ম্মে এমনি ব্যথা লাগিল যে, তিনি একেবারে জয়নবের প্রেমাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাকে যথা ইচ্ছা গমন করিতে অনুমতি দিলেন।

এদিকে আবদুর রহমান জয়নবকে মৌজলাধিপতির নিকট প্রেরণ করিয়া অবধি অতিশয় শোক ও দুঃখে অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছেন এমন সময় ভূপতির দুই জন অমাত্য তৎপ্রতি ঈর্ষা পরবশ হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইল। দুরাত্মাগণ কৌশলক্রমে তাঁহার নামে এমনি দুরূহ অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, তাহাতেই তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইল। সুতরাং বণিকবর অগৌণেই বন্দী দশা প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার সমুদায় ধনসম্পত্তি রাজসরকারে নীত হইল। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি যে কারাগারে নীত হইলেন তদধ্যক্ষ অনেক সময়ে তাঁহার নিকট উপকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া একদা নিশীথ সময়ে তিনি তাঁহার নিকট আগমন করতঃ কহিলেন, "বণিকবর! আমি নিশ্চয় জানি যে, আপনি নির্দ্দোষী। অতএব আমি কারাগারদ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছি আপনি সত্বর এই সম্মুখবর্ত্তী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক এস্থান হইতে পলায়ন করতঃ স্বীয় প্রাণ রক্ষা করুন।" তৎশ্রবণে আবদুর রহমান সাতিশয় আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু সহসা তথা হইতে পলায়ন না করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আমি এস্থান হইতে পলায়ন করিব না, যেহেতু তাহা হইলে আপনাকে মহা-বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে।" কারাগারাধ্যক্ষ কহিলেন, "মহাশয়! তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিবেন। আপনি সত্বর এস্থান হইতে প্রস্থান করুন।"

তদনুসারে বণিকবর তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়ন করিলেন, এবং কয়েক দিবস ক্রমাগত ভ্রমণ করিবার পর অবশেষে মৌজলাধিপতির রাজধানীতে গিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু নসিরদ্দৌলা একজন কিঙ্কর প্রমুখাৎ তাঁহার সমুদায় দুর্ঘটনার কথা অবগত হইয়া তৎসহ সাক্ষাৎ না করিয়া এক জন রাজকর্ম্মচারীদ্বারা তাঁহার নিকট দুই শত টাকা প্রেরণ-পূর্ব্বক কহিয়া দিলেন যে সম্প্রতি তাঁহাকে এই অর্থ লইয়া বাণিজ্য করিতে বল। তৎপরে ছয়মাস অতীত হইলে তিনি যেন পুনর্ব্বার রাজধানীতে আগমন করতঃ আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। যদিও বণিকবর এবম্প্রকার রাজাজ্ঞা শ্রবণে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন তথাপি কি করেন অগত্যা ভূপতি প্রদত্ত দুই শত টাকা গ্রহণ করতঃ বাণিজ্যার্থ বহির্গত হইলেন। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহার পঞ্চাশ টাকা লোকসান হইল। সুতরাং তিনি ছয় মাস অতীত হইলে অবশিষ্ট দেড়শত টাকা লইয়া রাজধানীতে প্রত্যা-

গমন করিলেন। ভূপতি এক জন রাজকর্ম্মচারীর প্রমুখাৎ তাঁহার লোকসা-নের কথা শ্রবণ করিয়া সেবারেও তৎসহ সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকৃত হইয়া এক জন লোকদ্বারা তাঁহাকে আরও পঞ্চাশটী টাকা প্রদানপূর্ব্বক কহিয়া দিলেন যে, তুমি এই টাকা লইয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবসায় কর। এবং ছয় মাস অতীত হইলে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিও। আবদুর রহমান যদিও মৌজলাধিপতির ঈদৃশ ব্যবহারে যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইলেন তথাপি কি করেন অগত্যা ঐ দুই শত টাকা লইয়া পুনর্ব্বার ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। এবারে তাঁহার লোকসান না হইয়া একশত টাকা লভ্য হইল। অতঃপর ছয় মাস বহির্ভূত হইলে তিনি পুনরায় রাজধানীতে গমন করিলেন। ভূপতি তাঁহার লভ্যের কথা শুনিবামাত্র সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অন্তঃপুর মধ্যে আনয়ন করিয়া কহিলেন, "বন্ধো! আমি ইতিপূর্ব্বেই আপনার দুর্ভাগ্যের কথা শুনিয়াছিলাম কিন্তু আপনার সৌভাগ্যশশী একেবারে অস্তমিত হইয়াছে দেখিয়া এপর্য্যন্ত আপনার সহিত কোন বাক্যালাপ করি নাই। সম্প্রতি আপনার ভাগ্য কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়াছে, অতএব অদ্য যামিনীযোগে যে রমণীটীকে তৎসকাশে প্রেরণ করিব আপনি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক তাহার পাণিগ্রহণ করিলে আমি পরম সুখী হইব।" আবদুর রহমান কহিলেন, "মহাশয়! আমি প্রাণ-প্রতিমা জয়নবকে পরিত্যাগ করিয়া অবধি অন্য কোন রমণীকে বিবাহ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অতএব আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করিবেন।" নসিরদ্দৌলা কহিলেন, "মিত্র! আমি যে রমণীকে আপনার নিকট প্রেরণ করিব যদি তাহার সৌন্দর্য্যরাশি দর্শনে আপনার মন বিমোহিত না হয় তাহা হইলে আমি তাহাকে বিবাহ করিতে আপনাকে অনুরোধ করি-তেছি না। তখন বণিকবর অগত্যা তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অতঃপর রজনী সমাগতা হইলে মৌজলাধিপতি তাঁহাকে একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠমধ্যে শয়ন করিতে বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই এক অবগুণ্ঠনবতী রমণী এক জন দাসী সহ বণিকবরের শয়ন গৃহে আসিয়া প্রবিষ্টা হইল। তখন বণিকবর সেই রমণীকে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, "সুন্দরি! তোমার আকার প্রকার দৃষ্টে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তুমিই আমার সেই প্রাণ প্রিয়া সারকেশীয়া রমণী হইবে। অতএব তুমি সত্বর স্বীয় অবগুণ্ঠন উন্মোচনপূর্ব্বক আমার শোকাবেগ দূরীভূত কর।" তখন বণিক-জায়া সহাস্য বদনে স্বীয় মুখাবরণ উন্মোচন করিবামাত্র বণিকবর স্বীয় প্রণয়িনীকে দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। তদনন্তর তাহাকে গাঢ়

আলিঙ্গন প্রদান করতঃ কহিলেন, " মৌজলরাজ আমা অপেক্ষাও গুণে প্রশংসনীয়।"

অনন্তর জয়নব নসিরদ্দৌলার সদ্ব্যবহারের বিষয় বণিকের গোচর করিলে উভয়ে পরমানন্দে রজনী অতিবাহিত করিলেন। তৎপর দিবস মৌজলনাথ অতি সমারোহের সহিত তাঁহাদিগের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। এবং তাঁহাদিগের সুখস্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে প্রচুর ভূসম্পত্তি প্রদান করতঃ স্বীয় রাজধানীর অনতিদূরে একটী সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাদিগকে তথায় বাস করিতে অনুমতি করিলেন।

এদিকে পরমেশ্বরের কৃপায় বোগ্দাদাধিপতি স্বীয় অমাত্যদ্বয়ের ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া অগৌণেই তাহাদিগের প্রাণ বধ করিলেন। আবদুর রহমান এই সংবাদ শুনিবামাত্র সত্বর বোগ্দাদে গিয়া ভূপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাক্ষাৎ করিবামাত্র বোগ্দাধিপতি তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিলেন। তখন বণিকবর স্বীয় কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কারাধ্যক্ষকে ঐ সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করিলেন। তৎপরে মৌজল রাজ্যে প্রত্যাগমন করতঃ পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

যুবক এইরূপে স্বীয় গল্প সমাপন করিলে হারুন ও তদীয় মহিষী জয়নবের অত্যাশ্চর্য্য পতিভক্তি এবং বণিকবরের দানশীলতার ভূয়োসী প্রশংসা করিলেন শুনিয়া বৃদ্ধ হারুণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, " ধর্ম্মরাজ! অনুমতি করিলে আমি রেপসিমা নাম্নী এক পতিপরায়ণা রমণীর অত্যাশ্চর্য্য পতিভক্তির বিষয় আপনাদিগের গোচর করিতে পারি।" হারুণ হৃষ্টান্তঃকরণে তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলে বৃদ্ধ এইরূপে গল্পারম্ভ করিলেন।

রেপসিমার বিবরণ।

পূর্ব্বকালে বসোরা নগরীতে মুকিন নামে এক ধনবন্ত বণিক বাস করিতেন। রেপসিমা নাম্নী তাঁহার এক তনয়া ছিল। রেপসিমা নিরন্তর বণিকের সহিত একত্র অবস্থান করায় তিনিও পিতার ন্যায় অত্যন্ত সুশীলা ও ধার্ম্মিকা হইয়াছিলেন। অনন্তর মুকিন নগরীর বহির্ভাগে একটী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া তনয়ার সহিত তথায় অবস্থান করতঃ ধর্ম্মচর্চ্চায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাহাতে রেপসিমার মন এমনি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল যে, সে " জীবনসত্ত্বে কখনি বিবাহ করিব না।" বলিয়া মনেং

প্রতিজ্ঞা করিল। এবং ডুকিন কখন তাহার বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে সে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিত। তজ্জন্য তিনি আর ও কথার নামমাত্র করিতেন না।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে একদা ডুকিনের মৃত্যু হইল। তখন পুরবাসিগণ রেপসিমার পরিণয়ের কথা উত্থাপন করিলেন। পিতৃবিয়োগে রেপসিমা তৎকালে সহায়হীনা হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন। ইহার কিছু দিন পরেই তমিম নামক একজন যুবা বণিকের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। উক্ত যুবকও রেপসিমার ন্যায় পরম সুন্দর ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তদ্দর্শনে রেপসিমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। অতঃপর পতি পত্নী উভয়েই পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনুষ্যগণের চিরদিন কখন সমান যায় না। বিবাহের পর এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই তমিম বাণিজ্য করণাভিপ্রায়ে স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন। গমন সময়ে তিনি স্বীয় ভ্রাতা রেভেণ্ডিকে আহ্বান করিয়া কহিয়া গেলেন, "ভ্রাতঃ! আমি অদ্যই বাণিজ্য করণাভিপ্রায়ে স্থানান্তরে যাত্রা করিব। অতএব আমার অনুপস্থিতি সময়ে তুমি আমার প্রিয়তমা রেপসিমার রক্ষণাবেক্ষণ করিও।" রেভেণ্ডি তৎক্ষণাৎ সানন্দমনে উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলে, তমিম পুলকিতান্তঃকরণে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

এইরূপে স্বীয় ভ্রাতার হস্তে রেপসিমাকে সমর্পণপূর্ব্বক তমিম বাটী হইতে বহির্গত হইলেন বটে, কিন্তু কতিপয় দিবস অতীত হইতে না হইতেই তদীয় ভ্রাতা রেপসিমার অলৌকিক রূপরাশি দর্শনে এমনি বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া পড়িলেন যে, একদা কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁহার প্রেম প্রার্থনা করিলেন। তৎশ্রবণে রেপসিমা একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন সেই দুরাত্মা আপন মনস্কামনা সিদ্ধি হইল না দেখিয়া স্বীয় ভ্রাতৃজায়ার নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে রেভেণ্ডি স্বীয় একজন ভৃত্যকে কৌশলক্রমে রেপসিমার গৃহমধ্যে লুকাইয়া রাখিল। তদনন্তর রজনী সমাগতা হইলে রেভেণ্ডি চারিজন প্রতিবেশীকে সমভিব্যাহারে লইয়া রেপসিমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করতঃ সেই ভৃত্যকে তথা হইতে বাহির করিল। তদ্দর্শনে প্রতিবেশীগণ সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রেপসিমাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিল। কিন্তু ইহাতে সেই দুরাত্মা কিঞ্চিন্মাত্র সন্তুষ্ট হইল না। সে অবিলম্বে কাজীর নিকট গমন করতঃ সেই অবলার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল। তখন কাজী চারি জন প্রতিবাসীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই রেপসিমাকে প্রকৃত দোষী

বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র রেভেণ্ডি সানন্দমনে সেই নির্দ্দোষী রমণীকে একটী সাধারণ রাস্তার ধারে অর্দ্ধ প্রোথিত করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল।

তখন রেপসিমা উত্থানশক্তি বিহীনা হইয়া অবিরত রোদন করিতে২ ঈশ্বরচিন্তায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর রজনী দুই প্রহরের সময় যখন একজন দস্যু সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিল তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং অতি বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন, "পথিক! যদি তুমি আমাকে এই কবর হইতে উত্তোলন করিয়া আমার জীবন রক্ষা কর, তাহা হইলে পরমপিতা পরমেশ্বর তোমায় সমুচিত পুরস্কার প্রদান করিবেন।" যাবজ্জীবন দস্যুবৃত্তি করিয়া ঐ তস্করের মন এমনি কলুষিত হইয়াছিল যে, সে সময়ে সময়ে তদ্বিষয় চিন্তা করতঃ অনুতাপানলে দগ্ধ হইত। এক্ষণে এই স্ত্রীলোকটীর জীবন রক্ষা করিতে পারিলে ঈশ্বরানুগৃহীত হইতে পারিব এই আশয়ে সে তৎক্ষণাৎ রেপসিমাকে কবর হইতে উত্তোলন করতঃ স্বীয় বনিতার নিকট লইয়া গেল। দস্যুজায়া অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিল, তজ্জন্য সে রেপসিমাকে তদবস্থ দেখিয়া এবং তাঁহার দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুঃখিতা হইল। তৎপরে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া একটী নির্জ্জন গৃহে রাখিয়া দিল। রেপসিমা তথায় একাকী অবস্থান করতঃ পরম সুখে ঈশ্বরারাধনা করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রেপসিমা কিয়দ্দিবস সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিলেন বটে, কিন্তু অকস্মাৎ আর এক দুর্ঘটা উপস্থিত হইল। কালিদ নামে ঐ দস্যুর যে এক ভৃত্য ছিল সে রেপসিমার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া একদা যামিনীযোগে তদীয় প্রণয়াকাঙ্ক্ষা করিল, তাহাতে সে যৎপরোনাস্তি তিরস্কৃত হইল। তখন সে তৎপ্রতিশোধ লইবার মানসে এমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল যে, সেই রজনীর নিশীথ সময়েই দস্যুর যে একটী শিশু সন্তান ছিল এক খানি তরবারি দ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিল, এবং তদীয় রক্তে নিদ্রিতা রেপসিমার পরিধেয় বসন আর্দ্র করতঃ সেই তরবারি খানি এমনি নিস্তব্ধভাবে তাঁহার শয্যার নিম্নে রাখিয়া দিল যে অভাগিনী রেপসিমা ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। তৎপরে রজনী প্রভাত হইলে দস্যু ও দস্যুবনিতা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ পুত্রের ছিন্ন মস্তক দর্শনে হাহাকারশব্দে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। ইত্যবসরে কালিদও তাহাদিগের নিকট গমন করতঃ কপট শোক প্রকাশে ত্রুটি করিল না। অতঃপর সেই

দুরাত্মা স্বীয় প্রভুকে সঙ্গে লইয়া ইহার কারণানুসন্ধান করিবার নিমিত্ত বাটীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভ্রমণ করিতে২ অবশেষে রেপসিমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার শয্যার নিম্নদেশে রক্তাক্ত তরবারি ও তদীয় রক্তাক্ত বসন দর্শনে তাঁহাকেই প্রভু পুত্রহন্তা স্থির করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই ঐ তরবারি দ্বারা তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু দস্যু ও তদীয় পত্নীর কোনক্রমেই তদ্বিষয়ে বিশ্বাস জন্মিল না, তজ্জন্য তাহারা ভৃত্যকে তদ্বিষয় হইতে নিরস্ত করিল এবং রেপসিমাকে এক শত মুদ্রা প্রদান করতঃ তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

তখন দুঃখিনী কি করেন অগত্যা কাঁদিতে২ তথা হইতে বহির্গতা হইলেন, এবং সমস্ত দিবস অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিবার পর অবশেষে সন্ধ্যার সময় সমুদ্রতীরবর্ত্তী এক বৃদ্ধার বাটীতে উপস্থিত হইয়া তথায় রজনী যাপন করিলেন। তৎপর দিবস প্রাতঃকালে তিনি সেই বৃদ্ধার সহিত স্নান করণার্থ নদীতীরাভিমুখে গমন করিতেছেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন কতক-গুলি রাজকর্ম্মচারী একজন হতভাগ্যের হস্তদ্বয় বন্ধন করতঃ বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে তাঁহার মন এমনি চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, তিনি সত্বর তাহাদিগের নিকট গমন করতঃ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করি-লেন। তখন প্রহরিগণ কহিল, "এই হতভাগ্য ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকা ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাই বলিয়া ইহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে।" তৎশ্রবণে তিনি সাতিশয় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় বস্ত্র মধ্য হইতে পঞ্চাশটী টাকা বাহির করিয়া রাজ কর্ম্মচারিগণকে প্রদান করতঃ উহার মুক্তিসাধন করিলেন। তদনন্তর তিনি বৃদ্ধার নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ উক্ত স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন।

এদিকে সেই হতভাগ্যও আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়া স্বীয় ত্রাণ কর্ত্রীর অনুসন্ধানার্থ একটী অশ্বে আরোহণ করতঃ বাটী হইতে বহির্গত হইল, এবং ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে কিয়দ্দূর গমন করিবার পর একটী বৃক্ষ তলে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে দেখিতে পাইল। তদ্দর্শনে সে অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক তদীয় পদতলে নিপতিত হইয়া স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় রেপসিমা তদীয় হস্ত ধারণপূর্ব্বক ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া কহিলেন, "যুবন্! আমার নিকট তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত নহে, যেহেতু আমি তোমার কোন উপকার করি নাই। ঈশ্বরানুগ্রহেই তুমি মুক্তিলাভ করিয়াছ। অতএব আইস আমরা একত্র উপবেশন পূর্ব্বক বিবিধ বাক্যালাপে স্ব স্ব শ্রান্তি দূর করি"

রেপসিমা ও তদীয় অনুগৃহীত ব্যক্তি একটী বৃক্ষ তলে উপবেশনপূর্ব্বক বাক্যালাপ করিতেছেন।

তদনুসারে যুবক তদীয় পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক বিবিধ বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু সেই রমণীর অলৌকিক রূপলাবণ্য দৃষ্টে ক্রমে তাহার মন এমনি বিমোহিত হইয়া উঠিল যে, সে আর তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিল না। তখন রেপসিমা সাতিশয় ক্রোধান্বিতা হইয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন। তৎশ্রবণে সেই নীচাশয় কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রাভিমুখে গমন করিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। যেহেতু তৎকালে ঐ স্থানেএকখানি জাহাজ নঙ্গর করা রহিয়াছে দেখিয়া সেই নীচাশয় তৎক্ষণাৎ তদীয় অধ্যক্ষের নিকট গমন করতঃ কহিল, 'মহাশয়! আমি একটী রূপবতী যুবতীকে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করি, যদি আপনার ক্রয় করিবার অভিলাষ থাকে তাহা হইলে আমার সহিত আগমন করুন। রমণী ঐ অদূরবর্ত্তী বৃক্ষ তলে বসিয়া আছে।" জাহাজাধ্যক্ষ তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ

তাহার সহিত গমন করিল, এবং রমণীকে দেখিবামাত্র মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে তন্মূল্য প্রদান করতঃ তথা হইতে বিদায় করিয়া দিল। অতঃপর রেপসিমার সমীপে গমন করতঃ কহিল, "সুন্দরি! আমি ঐ যুবককে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করতঃ তোমাকে ক্রয় করিয়াছি, অতএব এক্ষণে আমার সহিত আগমন কর।" রেপসিমা তাহার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে একেবারে হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন। তখন জাহাজাধ্যক্ষ সজোরে তাঁহার করাকর্ষণপূর্ব্বক জাহাজে গিয়া আরোহণ করিল। কিন্তু বহুবিধ প্রলোভন দ্বারাও তাঁহাকে বশীভূতা করিতে পারিল না দেখিয়া জাহাজাধ্যক্ষ অবশেষে বলপ্রকাশপূর্ব্বক তদীয় সতীত্ব নাশে যত্নবান হইল কিন্তু বিধাতার কি বিচিত্র মহিমা। মুহূর্ত্তমধ্যেই একটা প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া সমস্ত আরোহীসহ জাহাজ খানিকে জলমগ্ন করিয়া দিল। কেবল রেপসিমা একখানি কাষ্ঠ ফলক অবলম্বনপূর্ব্বক সমুদ্রোপরি ভাসিতে লাগিলেন। অবশেষে সন্তরণদ্বারা একটী দ্বীপে গিয়া উঠিলেন। তৎকালে সেই দ্বীপে একজন রমণী রাজত্ব করিতেন। তদীয় প্রজাগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র অতি যত্নসহকারে রাজ্ঞীর নিকট লইয়া গেল। রাজ্ঞী রেপসিমার এবম্ভূত অত্যাশ্চর্য্য জীবন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্টা হইলেন এবং তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তদ্দ্বীপস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তৎপ্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। এবম্প্রকারে তিনি রাজ্ঞীর পরম প্রিয়পাত্রী হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে সেই দ্বীপে বাস করিতেছেন ইতিমধ্যে রাজ্ঞীর মৃত্যু হইল। তখন প্রজাগণ সকলে এক মত হইয়া রেপসিমাকেই রাজ্যাভিষিক্তা করিল।

এইরূপে রেপসিমা রাজ্যেশ্বরী হইয়া স্বীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং সদ্ব্যবহার দ্বারা রাজ্যস্থ সকলেরই পরম প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন। এবং ঈশ্বর-প্রসাদাৎ তিনি যাহাকে যাহা বলিবেন তাহার তাহাই ফলিবে সমস্ত দ্বীপ-মধ্যে এই বাক্য প্রচারিত হইলে প্রত্যহ দেশ দেশান্তর হইতে বহু সংখ্যক রোগী ও দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিতে আরম্ভ করিল। তিনি সকলকেই পূর্ণ মনস্কাম করিয়া বিদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য্য গুণের কথা শ্রবণ করিয়া ছয় জন পথিক তদীয় অনুগ্রহ লাভাশয়ে তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তিনি অবগুণ্ঠন দ্বারা স্বীয় বদন আবৃত করিয়া তাহাদিগকে সম্মুখে আনয়ন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে এবং কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ?" তাঁহার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল, "রাজ্ঞি! আমি বসোরা নিবাসী এক জন বণিক্, প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল

আমি এক পরমা সুন্দরী এবং ধার্ম্মিকা রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু বিবাহের পর একবৎসর অতীত হইতে না হইতে তই আমি মদীয় ভ্রাতার উপর সেই রমণীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া বাণিজ্যার্থ বহির্গত হইয়াছিলাম। অল্পদিন হইল গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি। কিন্তু বাটীতে প্রত্যাগত হইয়াই শুনিলাম যে, মদীয় রমণী ধর্ম্মভ্রষ্টা হইয়াছিল বলিয়া সে রাজাজ্ঞানুসারে জীবিতাবস্থাতেই মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং তৎশোকে মদীয় ভ্রাতা দিবা রাত্র ক্রন্দন করিয়া অন্ধ হইয়াছে। এক্ষণে যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনি তাহার চক্ষুর্দ্বয় আরোগ্য করিয়া দেন তাহা হইলে আমি কৃতকৃতার্থ হই।" এই বলিয়া তমিম প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তখন রেপসিমা বহু দিবসের পর অকস্মাৎ স্বামীমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যদিও অতিশয় আনন্দিতা হইলেন বটে, তথাপি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কহিলেন, "যুবন! তুমি যে রমণীর কথা বর্ণন করিলে, তাহার চরিত্র বিষয়ে তোমার মত কি বল দেখি?" তমিম কহিলেন, "রাজ্ঞি! তদীয় চরিত্র সম্বন্ধে আমার মনোমধ্যে কখনই কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই, এবং তদ্রূপ ধার্ম্মিকা রমণীর চরিত্র যে সহজেই কলঙ্কিত হইবে ইহাও বিশ্বাস যোগ্য নহে।" তখন রাজ্ঞী বলিলেন, "যুবন্! অদ্য তোমরা পান্থশালায় গিয়া অবস্থিতি কর। কল্য যাহা হয় আমি বিবেচনা করিয়া বলিব।"

অতঃপর আর একব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, "দেবি! আমি যে লোকটীকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করিয়াছি ইহাকে আমি বাল্যকালে ক্রয় করিয়াছি এবং তদবধি পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি সে পক্ষাঘাতে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং কবিরাজগণ কিছুতেই তাহার রোগের উপশম করিতে পারিতেছেন না, তজ্জন্য আমি তাহাকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক ইহাকে রোগমুক্ত করিয়া দিলে আমি চিরদিন আপনার নিকট ঋণী থাকিব।" রেপসিমা তদীয় বাক্য শ্রবণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে এই ব্যক্তিই তাঁহার সেই আশ্রয় দাতা দস্যু, এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তাহার সেই দুর্ব্বৃত্ত ভৃত্য। তদনন্তর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও অদ্য পান্থ নিবাসে গিয়া যামিনী যাপন কর, কল্য প্রাতে এখানে আগমন করিও। তাহা হইলেই যাহা কর্ত্তব্য হয় বলিয়া দিব।

অনন্তর তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "রাজ্ঞি! আমি বলপ্রকাশপূর্ব্বক এক সাধ্বী রমণীর সতীত্বনাশে যত্নবান্ হইয়াছিলাম বলিয়া সেই পাপে উদরি রোগগ্রস্ত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে

এই যন্ত্রণা হইতে মুক্তি প্রদান করুন।" রাজ্ঞী তাহার কথা শুনিবামাত্র স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে এই ব্যক্তিই সেই জাহাজাধ্যক্ষ, যে বলপ্রকাশপূর্ব্বক আমাকে জাহাজে লইয়া গিয়া আমার সতীত্ব নাশে সচেষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে চতুর্থ ব্যক্তি কহিল, "দেবি! আমি মদীয় পাপের অনুরূপ ফল ভোগ করিতেছি। কন্দর্পের বশীভূত হইয়া আমি প্রথমে মদীয় জীবন দাতার সতীত্ব হরণে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহাকে এক জাহাজাধ্যক্ষের নিকট বিক্রয় করিয়াছি। হায়! সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমি এক্ষণে ভয়ানক উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি ভিন্ন আমার উপায়ান্তর নাই, অতএব স্বীয় ঔদার্য্যগুণে আমাকে এই বিষম পীড়া হইতে মুক্তি প্রদান করুন।" এই বলিয়া সেই ব্যক্তি নিরস্ত হইলে, রেপসিমা দেখিলেন যে ইতিপূর্ব্বে তিনি পঞ্চাশটী মুদ্রা প্রদান করতঃ যাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন এ সেই ব্যক্তি। তদনন্তর তিনি তাহাকে এবং জাহাজাধ্যক্ষকে সেই দিবস পান্থশালায় গমন করিতে কহিলেন, এবং তৎপর দিবস প্রাতে পুনরায় সেইস্থানে আসিতে অনুমতি করিলেন। তৎপরে তিনি সর্ব্ব সমক্ষে অতি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "আগামী কল্য নিশ্চয়ই তৃতীয় এবং চতুর্থ ব্যক্তি রোগমুক্ত হইবে, যেহেতু তাহারা অকপটে স্ব স্ব দোষ স্বীকার করিয়াছে, এক্ষণে যদি অন্ধ এবং পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি দ্বয় তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তির ন্যায় স্ব স্ব দোষ স্বীকার করে তাহা হইলে তাহারাও রোগমুক্ত হইতে পারিবে।" এই বলিয়া রেপসিমা অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিলেন।

তদনন্তর উল্লিখিত ব্যক্তিগণ পান্থশালায় গমন করিল, এবং রজনী প্রভাতা হইলে পুনরায় রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রেপসিমাও যথা সময়ে অবগুণ্ঠন দ্বারা স্বীয় বদন আবৃত করিয়া সিংহাসনে আরূঢ়া হইলেন। তখন পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে যেরূপে রেপসিমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল এবং তদাশায় বঞ্চিত হইয়া দস্যু পুত্রকে বধ করিয়াছিল অকপটে তৎসমুদায় স্বীকার করিল। তৎশ্রবণে দস্যু ক্রোধান্ধ হইয়া রেপসিমাকে কহিল, "রাজ্ঞি! আপনি অনুমতি করিলে আমি এই মুহূর্ত্তেই দুরাত্মাকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করতঃ পুত্রশোক নিবারণ করি।" কিন্তু রেপসিমা তদ্বিষয়ে কোন অনুজ্ঞা প্রদান না করিয়া কৌশলক্রমে দস্যুর ক্রোধ শান্তি করিলেন। অতঃপর অন্ধও আত্ম দোষ স্বীকার করিল। তখন তমিম স্বীয় ভ্রাতাকেই আত্ম রমণীর মৃত্যুর মূলীভূত কারণ জানিতে পারিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু রেপসিমা কৌশলক্রমে তাঁহারও ক্রোধ শান্তি করতঃ ঈশ্বর সমীপে তাহাদিগের সক-

লের মুক্তির জন্য বারম্বার প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে তাহারা সকলেই অচিরে স্ব স্ব রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিল বটে, কিন্তু রেপসিমা সে দিবস তাহাদিগকে স্ব স্ব বাটী গমন করিতে নিষেধ করিয়া তৎপর দিবস প্রত্যুষে পুনরায় রাজসভায় আসিতে অনুমতি করিলেন

রেপসিমার আদেশক্রমে তাহারা সকলেই সে দিবস পান্থশালায় গিয়া পরমানন্দে রজনী যাপন করিল, এবং তৎপর দিবস পুনরায় রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন রেপসিমা তমিমকে এক খানি স্বর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া বলিলেন, "যুবন্! এক্ষণে আমার অভিলাষ এই যে, মদীয় অন্তঃপুরবাসিনীগণের মধ্যে এক পরমাসুন্দরী রমণীর সহিত তোমার বিবাহ দিই।" তমিম রাজ্ঞীর প্রমুখাৎ এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অতিশয় চমকিতভাবে কহিলেন, "রাজ্ঞি! আমায় ক্ষমা করুন, আমি কোন ক্রমেই আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিব না। যেহেতু রেপসিমার অলৌকিক রূপলাবণ্য এবং ধর্ম্মপরায়ণতা আমার অন্তঃকরণ মধ্যে এমনি জাগরূক রহিয়াছে যে তদীয় গুণাবলী চিন্তা করিতে করিতে যদি আমায় স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ তথাপি আমি জীবন সত্ত্বে অন্য রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিব না।" এই বলিয়া যুবক অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল।

রেপসিমা তমিমের মুখে ঈদৃশ কথা শুনিবামাত্র আহ্লাদে অধীরা হইয়া স্বীয় মুখাবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক কহিলেন, "নাথ! আমার প্রতি চাহিয়া দেখুন, আমিই সেই হতভাগিনী রেপসিমা, এবং আমার বিরহেই আপনি এত ক্লেশভোগ করিয়াছেন।" এই বলিয়া রেপসিমা নিরস্তা হইলে, তমিম তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র আনন্দে জ্ঞানশূন্য প্রায় হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে সভাস্থ সকলেই একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইল। অনন্তর রেপসিমা; দস্যু, বণিক ও অপরাপর ব্যক্তিগণকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করতঃ তথা হইতে বিদায় দিলেন। এবং আপনি স্বামী ও দেবরের সহিত পরম সুখে সেই দ্বীপেই কালযাপন করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ এইরূপে রেপসিমার ইতিবৃত্ত সমাপ্ত করিলে হারুণ ও তদীয় মহিষী মহানন্দিত হইয়া বৃদ্ধ ও যুবককে পারিতোষিকস্বরূপ এক এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। তদনন্তর যুবক ও বৃদ্ধ মহারাজকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করতঃ স্ব স্ব কার্য্যে গমন করিল।

ফরোখনাজ রাজকন্যার বিবাহ।

ধাত্রী এইরূপে গল্পচ্ছলে নৃপতনয়াকে বহুবিধ উপদেশ প্রদান করিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া ভূপতি যৎপরোনাস্তি দুঃখে কালাতিপাত করিতেছেন, ইতিমধ্যে রাজকুমার ফখরন্নাজ এমনি সাংঘাতি রোগে আক্রান্ত হইলেন যে, রাজবৈদ্যগণ নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারাও উক্ত ব্যাধির কিছুমাত্র উপশম করিতে পারিলেন না। বরং উহা ক্রমে এমনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল যে, রাজপুত্রের মরণাশঙ্কায় রাজান্তঃপুরস্থ এবং প্রজাপুঞ্জ সকলেই হাহাকার শব্দে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন নরনাথ স্বীয়পুত্রের জীবনাশায় নিরাশ হইয়া একদা ব্যথিতহৃদয়ে দেবমন্দিরে গমন করিলেন, এবং তত্রস্থ পুরোহিতকে আহ্বানপূর্বক অতি বিনয়পূর্বক কহিলেন, "মহাশয়! আমার মহা বিপদ্ উপস্থিত। রাজপুত্র এমনি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছে যে, চিকিৎসকগণ বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারাও তাহাকে আরোগ্য করিতে না পারিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়াছেন। কিন্তু দৈববল মহা বল, অতএব আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি তদনুষ্ঠান দ্বারা রাজপুত্রের আরোগ্যচেষ্টা করেন।" পুরোহিত কহিলেন, "মহাশয়! আমি অদ্য রজনীতেই তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, পরে যাহা হয় কল্য আপনাকে অবগত করাইব।" এই বলিয়া তিনি নিরস্ত হইলে রাজা রাজবাটীর অভিমুখে গমন করিলেন।
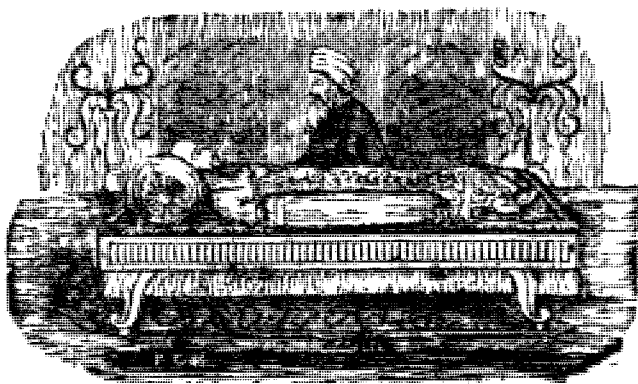
পুরোহিত রাজপুত্রের পার্শ্বে উপবেশনপূর্বক মন্ত্র পাঠ করিতেছেন।

পর দিন প্রত্যূষে পুরোহিত রাজসমক্ষে আগমন করতঃ কহিলেন, "মহাশয়! ভয় নাই, রাজপুত্র শীঘ্র আরোগ্য হইবেন।" ভূপতি পুরোহিত প্রমুখাৎ এবম্প্রকার অনুকূল বাক্য শুনিবামাত্র সাতিশয় পুলকিত হইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রের নিকট লইয়া গেলেন। তখন পুরোহিত কথরমাজের শয্যাপার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক কতকগুলিন মন্ত্র পাঠ করিলেন। মন্ত্র পাঠ করিবামাত্র রাজপুত্র সুস্থাবস্থার পূর্ব্বের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। তদ্দর্শনে রাজধানীস্থ সকলেই সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পুরোহিতের ভূরসী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে রাজনন্দিনী পুরোহিতের এবম্প্রকার অত্যাশ্চর্য্য গুণের কথা শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি তৎসহ সাক্ষাৎ করিবার জন্য একদা দেবমন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তথায় উপস্থিত হইবামাত্র প্রহরিগণ তাঁহাকে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। তাহাতে তিনি সাতিশয় অপমানিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ পিতৃসন্নিধানে গমন করতঃ তৎসমুদায় ব্যক্ত করিলেন। তৎশ্রবণে রাজাধিরাজ পুরোহিত সমীপে গমন করতঃ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পুরোহিত কহিলেন, "মহারাজ! আপনার কন্যা দেবদ্বেষী ও মানবগণের বৈরি এবং সর্ব্বদা অশুদ্ধাচারে থাকেন, তজ্জন্যই দেবাদেশক্রমে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিয়াছি।

তৎশ্রবণে ভূপতি নিরুত্তর হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এবং কিয়দ্দিবস পরে তিনি পুনরায় মঠমধ্যে গমন করতঃ দেবাদেশের কথা জিজ্ঞাসা করিলে পুরোহিত কহিলেন, "নরনাথ! এক্ষণে কসরাদেব আপনার কন্যার প্রতি সদয় হইয়াছেন, অতএব কল্য তাঁহাকে দেবমন্দিরে প্রেরণ করিবেন, তাহা হইলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তৎশ্রবণে রাজা সানন্দমনে গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ তৎসমুদায় কন্যার নিকট ব্যক্ত করিলে, পর দিবস অতি প্রত্যূষেই রাজবালা মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। এবং তথায় উপস্থিত হইবামাত্র প্রহরিগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় বাধা প্রদান না করিয়া তাঁহাকে একটী মনোহর গৃহে বসাইল। ঐ গৃহের একস্থানে হরিণী পাশবদ্ধা হইয়াছে ও হরিণ প্রাণপণে তাহাকে পাশমুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবম্প্রকার তিন খানি চিত্র এবং অপর স্থানে একটী মৃগ জালে পড়িয়াছে ও মৃগী তাহার উদ্ধারসাধনে কিঞ্চিন্মাত্র চেষ্টা না করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছে এবম্প্রকার এক খানি চিত্র টাঙ্গান ছিল। নৃপাত্মজা তৎসমুদায় দর্শন করতঃ মনে মনে কহিতে লাগিলেন,' কি আশ্চর্য্য! আমি পূর্ব্বে যাহা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। অতএব এক্ষণে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, পুরুষজাতি কখনই অকৃতজ্ঞ নহে।"
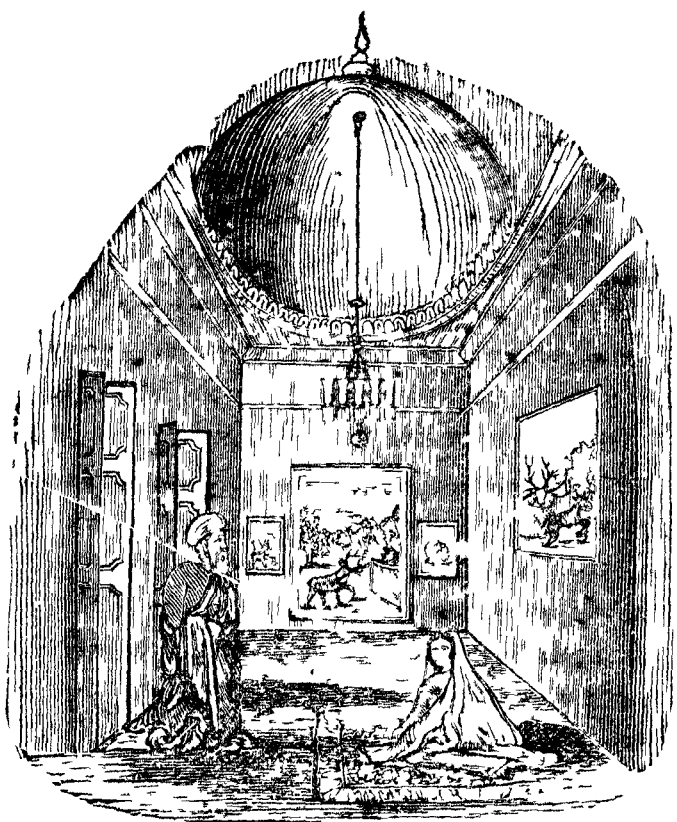
রাজকন্যা একটী অপূর্ব্ব গৃহে উপবেশনপূর্ব্বক কতিপয় চিত্র দর্শনে নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন এমন সময় পুরোহিত তথায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

রাজকন্যা একাকী সেই গৃহমধ্যে উপবেশপূর্ব্বক এবম্প্রকার নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে পুরোহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজনন্দিনী তাঁহাকে দেখিবামাত্র ব্যস্ত সমস্ত ভাবে তাঁহার চরণবন্দনা করিতে উদ্যতা হইলেন, কিন্তু পূজক তাঁহাকে তদ্বিষয় হইতে বিরতা করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, "সুন্দরি! তুমি যে এত দিন যথার্থ পবিত্রপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় পিতা মাতাকে অশেষ প্রকারে ক্লেশ প্রদান করিয়াছ এবং পুরুষজাতির প্রতি অনর্থক ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছ তজ্জন্য কসয়াদেব তৎপ্রতি সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। অতএব আমার একান্ত ইচ্ছা এই যে, তুমি অদ্যাবধি কসয়াদেবের আরাধনায় সযত্ন হও, তাহা হইলেই [illegible] হইতে অজ্ঞান তিমির তিরোহিত হইবে।"

রাজনন্দিনী পূজকের বাক্য শিরোধার্য্য করতঃ সে দিবস স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। পর দিন প্রত্যূষে পুনর্ব্বার তথায় গমন করিলে পুরোহিত তাঁহাকে কহিলেন, "রাজবালে! কল্য রাত্রিকালে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, কমরাদেব তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন এবং ফরকসা নামক পারস্য রাজতনয়ের সহিত তোমার বিবাহ হইবে। এক্ষণে সেই রাজপুত্র তদীয় প্রেমে মুগ্ধ হইয়া অতিশয় দুঃখে কালাতিপাত করিতেছেন।" রাজনন্দিনী এই কথা শুনিবামাত্র বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, "দেব! ঐ রাজতনয়ের সহিত কখনও আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। অতএব কিরূপে তাঁহার মনে এবম্ভূত প্রণয় সঞ্চার হইল?" পূজক কহিলেন, "সুন্দরি! একদা সেই রাজতনয় স্বপ্নযোগে তোমাকে একাকিনী বনভ্রমণ করিতে দেখিয়া তোমার নিকট আগমন করতঃ তদীয় প্রেমাভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি পুরুষজাতির প্রতি তদীয় স্বাভাবিক ঘৃণা বশতঃ তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া গিয়াছিলে, ইহাতে তাঁহার মনোমধ্যে সাতিশয় দুঃখোদয় হইয়াছিল। তদনন্তর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি সাতিশয় ব্যাকুলিত হইলেন, এবং মনে২ প্রতিজ্ঞা করিলেন যদি কোনরূপে সেই রমণীরত্নের পাণিগ্রহণ করিতে না পারি তাহা হইলে আর এ পাপ প্রাণ রাখিব না।" পুরোহিতের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া রাজনন্দিনী কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমিও একদা নিশীথ সময়ে অবিকল ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমি এক্ষণে স্বীকার করিতেছি যে, আমি পারস্যাধিপতনয়ের পাণিগ্রহণ করিতে সম্মতা আছি।" তৎশ্রবণে পূজক সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "রাজবালে! তবে আইস আমরা অদ্যই তদুদ্দেশে গমন করি।" এই বলিয়া তিনি রাজকুমারী এবং তদীয় ধাত্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই রজনীতেই পারস্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং সমস্ত রজনী পরিভ্রমণ করণানন্তর অবশেষে একটী সুন্দর উদ্যানে গিয়া উপনীত হইলেন।

ঐ উদ্যান মধ্যে চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটী অট্টালিকা ছিল। তাঁহারা স্ব স্ব শ্রান্তিদূর করণাভিপ্রায়ে তথায় গিয়া উপবেশন করিবামাত্র পুরোহিতের মুখশ্রী বিবর্ণ হইল। তদ্দর্শনে রাজনন্দিনী মহা ভীতা হইয়া তাঁহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অতি কাতরস্বরে কহিলেন, "রাজসুতে! আমরা এক্ষণে অতি ভয়ানক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, যেহেতু সেরেফজা নাম্নী যে এক কুহকিনী এই অট্টালিকা মধ্যে বাস করে; সেই রমণী আমাদিগের আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই আমাদিগের প্রাণ নাশ করিবে। যাহা হউক, তোমরা কিয়ৎক্ষণ এই স্থানে

অবস্থান কর, আমি সেই পাপীয়সীর বধসাধনে যত্নবান্ হই। কিন্তু যদি এক ঘন্টার মধ্যে এই স্থানে প্রত্যাগমন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইয়াছে জানিবে।” এই বলিয়া পুরোহিত একখানি নিষ্কোষিত অসি হস্তে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং ক্ষণকাল পরে, তথায় প্রত্যাগমন করতঃ সহাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, “রাজবালে! আর কোন ভয় নাই, এক্ষণে স্বীয় চিন্তা দূর করতঃ সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কর, যেহেতু আমি সেই কুহকিনীর বধসাধন করিয়াছি। কিন্তু ভবিষ্যতে আর আমায় পুরোহিত বলিয়া সম্বোধন করিও না। যেহেতু আমি বাস্তবিক পূজক নহি” এই বলিয়া তিনি স্বীয় পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

‘একদা যুবরাজ ফরকস্ সাতিশয় পীড়িত হইয়াছেন এবং সহস্র২ চিকিৎসক আসিয়াও তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিতেছেন না শুনিয়া আমি তৎসহ সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। আমাকে দেখিবামাত্র রাজপুত্র কোন কথা না বলিয়া অনবরত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আমি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহার রোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজকুমার স্বপ্নাবস্থায় যে রমণীকে দর্শন করিয়া অবধি এরূপ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন আদ্যোপান্ত তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তৎশ্রবণে আমি কহিলাম, “বন্ধো! তজ্জন্য চিন্তা কি, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, আমরা পারস্য দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করতঃ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিলেই সেই রমণীকে দেখিতে পাইব।”

অনন্তর আমরা রাজাদেশ গ্রহণ করতঃ তদুদ্দেশে বহির্গত হইলাম, এবং নানাস্থান পরিভ্রমণ করণানন্তর অবশেষে গজনা নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় উপনীত হইবামাত্র গজনাধিপতি একজন দূত প্রেরণ দ্বারা আমাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমরা দূত প্রমুখাৎ ভূপতির পুত্রশোকের কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তৎসহ সাক্ষাৎ করিলাম। তখন তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া রাজপুত্রের মুখচুম্বন করতঃ যে প্রকারে তাঁহার পুত্র কাশ্মীর রাজসুতার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে প্রকারে তিনি দূতদ্বারা বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী প্রেরণ পুরঃসর রাজনন্দিনীর সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যে প্রকারে কাশ্মীরপতি স্বীয় দুহিতার প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তৎশ্রবণে যেরূপে রাজপুত্র উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন আদ্যোপান্ত তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

গজনানাথের মুখে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি প্রিয় বয়স্ক করকন্যাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, "ভাই! এক্ষণে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, অচিরেই আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। অতএব আপনি ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান করুন, আমি রাজকন্যার উদ্দেশে কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করি।" এই বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ তদ্দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং কিয়দ্দিবস ক্রমাগত ভ্রমণ করিবার পর ইতিপূর্ব্বে একবার এই উদ্যানমধ্যে আগমন করতঃ সম্মুখস্থ সরোবর হইতে কিঞ্চিৎ বারি পান করণানন্তর একটী বৃক্ষমূলে উপবেশন পূর্ব্বক বায়ুসেবন করিতেছি এমন সময় কতকগুলি বস্ত্রাবৃতা হরিণী আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অনবরত অশ্রুপাত করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে আমি সাতিশয় বিস্মিত হইয়া উহার কারণানুসন্ধান করিবার জন্য চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছি, ইতিমধ্যে এই অট্টালিকার বাতায়ন সন্নিধানে এক পরমা সুন্দরী রমণীকে দণ্ডায়মানা দেখিলাম। আমি তাহার অলৌকিক রূপলাবণ্য দৃষ্টে সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র সে ভ্রূভঙ্গিদ্বারা আমাকে ঐ অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিল। তদনুসারে আমি পুরীদ্বারে উপনীত হইলে, পূর্ব্বোল্লিখিত হরিণীগণ বিবিধ প্রকারে আমার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু আমি তাহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া বলপূর্ব্বক পুরী প্রবেশ পুরঃসর একেবারে সেই রমণীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। যুবতী আমাকে দেখিবামাত্র যথোচিত সমাদর সহকারে পালঙ্কোপরি উপবেশন করাইয়া বিবিধ ফল মূল আহার করিতে দিল। আমি হৃষ্টচিত্তে তৎসমুদায় ভক্ষণ করিবামাত্র সেই রমণী স্বীয় চক্ষুর্দ্বয় রক্তিমাবর্ণ করিয়া কহিল, "ওরে মূঢ়! তুই যেমন কিছুমাত্র ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া এই সমস্ত ফল মূল ভক্ষণ করিলি, তাহার প্রতিফল স্বরূপ তুই কুরঙ্গরূপ ধারণ করতঃ চিরকাল অতি কষ্টে এই স্থানে কালাতিপাত কর্।" রমণীর মুখ হইতে এই কয়েকটী কথা উচ্চারিত হইতে না হইতেই আমি কুরঙ্গরূপে পরিণত হইলাম। এবং সেই কুহকিনী তৎক্ষণাৎ এক খানি রেসমী বস্ত্র আনয়ন করতঃ আমার পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া দিল। তখন আমি কি করি অগত্যা কুরঙ্গরূপেই এই পুরীমধ্যে বাস করতঃ মধ্যে মধ্যে স্বীয় বয়স্যের জন্য সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলাম।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে, একদা দ্বাদশজন রূপবতী রমণীকে এই উদ্যান মধ্যে দেখিতে পাইলাম। এবং আমার সৌভাগ্যবলে ঐ রমণীগণের মধ্যে যিনি সৌন্দর্য্যে সর্ব্বপ্রধানা তিনি মৎপ্রতি সদয়া হইয়া আমাকে তদীয়

আলয়ে লইয়া গেলেন এবং তৎপরে কতিপয় অশ্রুতপূর্ব্ব মন্ত্রোচ্চারণ, করিবামাত্র আমি আমার স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হইলাম। তখন আমি স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার চরণে ধরিয়া অনেক স্তব স্তুতি করিলাম। তাহাতে তিনি সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলে আমি রাজপুত্র ফরুকসা এবং মৎসম্বন্ধীয় তাবৎ বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট অবিকল বর্ণন করিলাম। তৎশ্রবণে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সন্তুষ্টা হইয়া কহিলেন, 'যুবন্! আমার নাম গুলনেজা, আমি কাশ্মীরাধিপতির একজন করদ রাজার কন্যা। এবং তুমি যাঁহার মন্ত্রবলে এরূপ পশু দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলে সে আমার জ্যেষ্ঠ ভগিনী বটে, কিন্তু তাহার স্বভাব এমনি কদর্য্য যে, আমি তোমার উদ্ধারসাধন করিয়াছি এ কথা সে জানিতে পারিলে আমাকে ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদানে পরাঙ্মুখ হইবে না; অতএব তুমি আর এস্থানে ক্ষণবিলম্ব না করিয়া কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা কর! কিন্তু এরূপ বেশে তদ্দেশে গমন করিলে তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হওয়া বড় সহজ নহে অতএব তোমাকে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিতে হইবে।√

আমি রমণীর এবম্প্রকার হিতোপদেশ শ্রবণে কহিলাম, "সুন্দরি! আমি এক্ষণে সন্ন্যাসীর বেশ কোথায় পাইব?' রমণী কহিলেন, ''যুবন্! তজ্জন্য চিন্তা পরিত্যাগ কর, তোমার কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত যাহা যাহা আবশ্যক আমি তৎসমুদায় প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে গমন করতঃ একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত 'ডিবিয়া', একটী কোমর বন্ধ এবং এক প্রস্থ সন্ন্যাসীর পোষাক আনয়ন করতঃ আমাকে দিয়া কহিলেন,''তুমি যখন কাশ্মীর নগরে প্রবিষ্ট হইবে তখন এই পরিচ্ছদ এবং কটিবন্ধ পরিধান করতঃ এই ডিবিয়ার মধ্যে তৈলের ন্যায় যে স্নেহ পদার্থ আছে তাহা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া রাজবাটীর সম্মুখে গমন করিবে এবং প্রহরিগণ তদীয় পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলে কহিবে যে, আমি কময়াদেবের আরাধনা করিবার নিমিত্ত বহুদূর হইতে এস্থানে আগমন করিয়াছি। তোমার এই কথা শুনিবামাত্র প্রহরিগণ তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজার নিকট গমন করিবে। তখন তিনি একজন কিঙ্কর সমভিব্যাহারে তোমাকে আহরণ নামক প্রধান পুরহিতের নিকট প্রেরণ করিবেন। তিনি তোমাকে দেখিবামাত্র যে গৃহে পূজক সদাসর্ব্বদা অবস্থান করেন তথা হইতেই কময়াদেবকে অর্চ্চনা করিতে কহিবেন। যেহেতু কময়াদেবের মন্দিরের চতুর্দ্দিকে এরূপ জলপূর্ণ-খেয় আছে যে, অগ্নি বিনা উক্ত জল সদাসর্ব্বদা ফুটিতেছে এবং উহার অপর পারে এরূপ একখানি লৌহের চাদর বিস্তৃত আছে যে, অগ্নি

বিনা উহা সর্ব্বদা রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে তুমি কিছুমাত্র ভীত না হইয়া মন্দির মধ্যে গমন করতঃ কমরাদেবের আরাধনা করিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিবে। তাহাতে তিনি অনুমতি প্রদান করিলে তুমি অসঙ্কুচিতচিত্তে জলের উপর দিয়া হাটিয়া গিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবে। যেহেতু এই স্বর্ণময় ডিবিয়ার মধ্যে যে তৈলের ন্যায় স্নেহ পদার্থ রহিল তাহা একবার অঙ্গে মর্দ্দন করিলে তৎপ্রভাবে উক্ত জল জমিয়া যাইবে এবং উক্ত লৌহের চাদর খানিকেও শীতসম ঠাণ্ডা অনুভূত হইবে। তদনন্তর কমরাদেবের আরাধনায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত করতঃ সন্ধ্যার সময় পুরোহিতের নিকট গমন করিও। তখন তিনি তোমাকে পোষ্যপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে তুমি তদ্বিষয়ে সম্মত হইও। এইরূপ চতুর্দ্দশ দিবস অতীত হইলে পঞ্চদশ দিবস সন্ধ্যার পর যখন ঐ পূজক অকাতরে নিদ্রা যাইবে তখন এই যে কাষ্ঠ নির্ম্মিত কৌটাটী তোমাকে প্রদান করিতেছি উহা হইতে কিঞ্চিৎ শ্বেত বর্ণ চূর্ণ বাহির করিয়া তাহার নাসিকার নিকট ধারণ করিবে, তাহা হইলে চূর্ণের আঘ্রাণে সেই রজনীতেই পূজকের মৃত্যু হইবে। তখন তুমি অনায়াসেই রাজাজ্ঞানুসারে পৌরহিত্য পদপ্রাপ্তে সমর্থ হইবে এবং ইহার অব্যবহিত পরেই যখন রাজপুত্র সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইবেন তখন আমি যে মন্ত্রটী শিখাইয়া দিতেছি তৎপ্রভাবে তাঁহাকে আরোগ্য করিবে। তাহা হইলেই তদীয় যশ সমস্ত নগর মধ্যে এমনি বিকীর্ণ হইয়া পড়িবে যে, অবশেষে রাজকুমারী স্বয়ং তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে দেবালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। তৎপরে যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহা তুমি স্বয়ং করিও তদ্বিষয়ে আর কোন উপদেশ দিবার আবশ্যকতা নাই।" এইবলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে সেই মন্ত্রটী শিখাইয়া দিলেন। তদনন্তর শ্বেতবর্ণ চূর্ণে পরিপূর্ণ একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত কৌটা প্রদান করতঃ আমাকে কাশ্মীরাভিমুখে গমন করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে আমি কাশ্মীর রাজ্যে গমন করতঃ তাঁহার উপদেশানুরূপ কার্য্য করিয়াই আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

তখন রাজবালা অবগুণ্ঠন দ্বারা স্বীয় বদন আবৃত করিয়া অতি বিনয় নম্র-বচনে কহিলেন, "সাইমর্গ! আমরা এই উদ্যান মধ্যে উপস্থিত হইলে আপনি কি প্রকারে যে সেই কুহকিনীর বধসাধন করিলেন তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে আমার সাতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে।" রাজকুমারীর এবম্ভূত আগ্রহাতিশয় দর্শনে সাইমর্গ কহিলেন, 'সুন্দরি! আমি যখন এই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলাম তখন দেখিলাম যে, আমারই পরমোপকারিণী গুলনেজা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া মৃতকল্প

শয়ন করতঃ নিদ্রা যাইতেছেন। তদ্দর্শনে আমার মন এমনি চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, আমি আর অশ্রু সম্বরণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলাম। তাহাতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক কহিলেন, "যুবন্! তুমি কি নিমিত্ত পুনরায় এ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে? শীঘ্র স্থানান্তরে পলায়ন কর, নতুবা মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার সেই ভগিনী এই স্থানে আগমন করতঃ তোমার জীবন সংহার করিবে। এবং সেই পিশাচীই আমি যে তোমাকে পশুদশা হইতে মুক্ত করিয়াছি তদ্বিষয় জানিতে পারিয়া আমায় একপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে।" আমি কহিলাম, "সুন্দরি! আমি এমন কৃতঘ্ন নহি যে, স্বীয় জীবনদাত্রীর এরূপ দুর্দ্দশা দর্শনেও এস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করিব। অতএব এক্ষণে যদি আপনার মুক্তিলাভের কোন সদুপায় থাকে তাহা আমাকে বলিয়া দিউন।" গুলনেজা আমার ঈদৃশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া কহিলেন, "যুবন্! যদি তুমি আমার উদ্ধার সাধনে একান্ত যত্নবান্ হইয়া থাক তাহা হইলে তোমার দক্ষিণদিকস্থ গৃহমধ্যে যে পুঁটলীর উপর মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক সেই পিশাচী নিদ্রা যাইতেছে তন্মধ্যে শৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ যে একটী চাবীর তোড়া আছে তাহা অতি সাবধানে আনীতে পার তাহা হইলেই তুমি এবং আমি অনায়াসেই মুক্তিলাভ করতঃ এস্থান হইতে পলায়ন করিতে পারি, কিন্তু সাবধান যেন ঐ চাবীগুলি লইবার সময় সেই পিশাচীর নিদ্রাভঙ্গ না হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে এখনি শমনসদনে গমন করিতে হইবে।"

আমি রমণীর বাক্যানুসারে মদীয় দক্ষিণপার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ মধ্যে গিয়া দেখিলাম যে সেই পিশাচী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। তখন আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া আমার হস্তে যে একখানি নিষ্কাসিত অসি ছিল তাহার একাঘাতেই সেই পিশাচীর মস্তক ছেদন করিলাম। তদনন্তর তাহার মস্তকস্থিত পুঁটলীর মধ্য হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত চাবীগুলিন বাহির করিয়া গুলনেজার উদ্ধারসাধন করিলাম।

অতঃপর সাইমর্গ, রাজনন্দিনী ও তদীয় ধাত্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া গুলনেজার নিকট গমন করিলেন। তখন গুলনেজা রাজতনয়ার পদপ্রান্তে নিপতিতা হইয়া বিবিধ স্তবস্তুতি করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় ফরোখনাজ তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া কহিলেন, "সুন্দরি! সাইমর্গ যে বহু কষ্টে তদীয় উদ্ধারসাধন করতঃ স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন তৎশ্রবণে আমি সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়াছি।" তখন গুলনেজা হাস্যবদনে কহিলেন, "রাজবালে! আপনি যে পুরোহিতের গৃহে মৃগী জালে বদ্ধা হইয়াছে এবং মৃগ প্রাণপণে তাহার উদ্ধারসাধনে যত্ন করি-

তেছে এরূপ একখানি চিত্র দেখিয়াছিলেন ইহাই তাহার দৃষ্টান্তস্থল জানিবেন।" এই বলিয়া গুলনেজা নিস্তব্ধা হইলে রাজনন্দিনী অতিশয় লজ্জা প্রযুক্ত ক্ষণকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

তদনন্তর সকলে একত্রিত হইয়া বাটীর প্রাঙ্গণমধ্যে দণ্ডায়মান হইলে প্রায় দুই তিন শত কুরঙ্গী তথায় আগমন করতঃ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিল। তখন গুলনেজা স্বীয় অদ্ভুত মন্ত্রবলে একে একে সকলেরই পশুদশা মোচন করিলেন। ইতিমধ্যে সাইমর্গ অকস্মাৎ তন্মধ্যে স্বীয় প্রিয় সুহৃদ্ ফরকসাকে দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "বন্ধো! তুমি কি প্রকারে এস্থানে বদ্ধ হইয়াছিলে?" তখন রাজকুমার সংক্ষেপে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করতঃ কহিলেন, "সখে! তুমি যে জন্য স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কাশ্মীর রাজ্যে গমন করিয়াছিলে তাহার সমাচার কি এবং কি রূপেই বা এই উদ্যানমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলে?" তখন সাইমর্গ রাজপুত্রের নিকট স্বীয় সমস্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণন করতঃ কহিলেন,"রাজকুমার! আমি আপনার অভিলষিত বস্তু আনয়ন করিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি রাজনন্দিনীর হস্তধারণ করতঃ তৎসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

অতঃপর তাঁহারা পাঁচ জনে কিয়দ্দিবস সেই স্থানে অবস্থিতি করণান্তর ...য়ে গজনা নগরে গিয়া উপনীত হইলেন। তখন গজনানাথ মহা সমারোহসহকারে রাজপুত্র ফরকসার সহিত রাজকুমারী ফরোখনাজের বিবাহ দিলেন। তাহার পর কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইতে না হইতেই সাইমর্গের সহিত গুলনেজারও বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তদনন্তর তাঁহারা স্ব স্ব প্রণয়িনীসহ কতিপয় দিবস সেই স্থানে পরমসুখে বাস করিতেছেন ইতিমধ্যে গজনাধিপতির মৃত্যু হইল। তখন রাজপুত্র স্বীয় বয়স্য সাইমর্গকে গজনাদেশ প্রদান করতঃ স্বয়ং বনিতাসহ পারস্যদেশে গমন করিলেন।

তখন পারস্যাধিপতি বহু দিবসের পর স্বীয় পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই আনন্দ অচিরেই নিরানন্দরূপে পরিণত হইল। যেহেতু ইহার অত্যল্পকাল পরেই তিনি এমনি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন যে, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন রাজপুত্র পিতৃশোকে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া কিয়দ্দিবস অতি দুঃখে অতিবাহিত করিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া স্বীয় বনিতাসহ পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

Printed and Published by B. M. Bhattacharjee 141, Chitpore Road Calcutta.